সূচীপত্র। 6854

	পৃষ্ঠা।
উপক্রমণিকা	১
১।— বণিক ও দৈত্যের কথা	১৮
প্রথম বৃদ্ধ ও কুক্কুরের কথা	২২
দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও তাহার দুই কাল কুক্কুরের কথা	২৬
২।— ধীবরের কথা	৩০
গ্রীসদেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা	৩৪
এক মনুষ্য ও শুকপক্ষির কথা	৩৬
কাল উপদ্বীপের যুবরাজের কথা	৪৮
৩।— তিন ফকির এবং বোগ্‌দাদ নগরস্থ তিন রমণীর কথা	৫৬
প্রথম ফকিরের কথা	৬৫
দ্বিতীয় ফকিরের কথা	৭০
তৃতীয় ফকিরের কথা	৮৫
জোবেদীর কথা	১০৩
আমিনীর কথা	১১০
৪।— সিন্ধবাদ নাবিকের কথা	১১৭
সিন্ধবাদের প্রথম বণিজ্য যাত্রা	১১৮
” দ্বিতীয় ” ”	১২৩
” তৃতীয় ” ”	১২৮
” চতুর্থ ” ”	১৩৪
” পঞ্চম ” ”	১৪০
” ষষ্ঠ ” ”	১৪৫
” সপ্তম ” ”	১৫০
৫।— তিন আতা ফলের কথা	১৫৫
বিনাশিত নারী ও তাহার স্বামির বিবরণ ...	১৫৯
নুরুদ্দীনআলি ও বেদরুদ্দীন হুসেন	১৬[illegible]
কুঁজের কথা	১৮[illegible]
দরজির কথিত কাহিনী	[illegible]
নরসুন্দরের বিবরণ	[illegible]

নরসুন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা ১৯৯
„ দ্বিতীয় „ „ ২০৩
„ তৃতীয় „ „ ২০৬
„ চতুর্থ „ „ ২২১
„ পঞ্চম „ „ ২১৪
„ ষষ্ঠ „ „ ২১৯

৭।— হারুন অলরশীদের প্রিয়তমা সমসেলনেহার এবং আবুলহোসেন আলী এবনেবেকারের প্রেমপ্রসঙ্গ ২২১

৮।— কামারলজমান রাজপুত্র এবং চীনদেশীয় রাজকন্যা বেদোরার প্রেমের কথা ২৫২
চীনদেশীয় রাজকন্যার কথা ২৫৭
মার্জমান কর্তৃক কামারলজমানের সহিত বেদোরার সংমিলন ও তৎপরে তাহাদের বিচ্ছেদ ... ২৬৯
কামারলজমানের বিচ্ছেদের পর বেদোরার বিবরণ ২৭৯
যুবরাজ আমজিয়াদ এবং আসাদের কথা ... ২৯২
আমজিয়াদ ও মায়াময় নগরের এক রমণীর কথা ২৯৪
আসাদের বিবরণ ২৯৭

৯।— যুবরাজ আহম্মদ এবং পরী বানুর কথা ৩০৮

১০।— নুরুদ্দীন ও পারস্যদেশীয় ক্রীত কামিনীর কথা ... ৩৩৫

১১।— খোদাদাদ ও তাহার সহোদরের কথা ... ৩৬৩

১২।— নিদ্রোত্থিতের কথা ৩৮০

১৩।— আলাদিন এবং আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা ... ৪০৬

১৪।— বোগ্‌দাদাধিপতি হারুন অলরশীদ রাজার কর্ম্ম ভ্রমণ ৪৪৪
বাবা আব্দুল্লার কাহিনী ৪৪৭
খাজাহোসেন দড়িওয়ালার কথা ৪৫৩

১৫।— আলীবাবা এবং এক দাসী কর্ত্তৃক চল্লিশ জন দস্যু বিনাশের কথা ৪৭১

১৬।— বোগ্‌দাদ নগরবাসি আলিখোজা বণিকের কথা ... ৪৯১

এই পরামর্শ স্থির হইলে শাহরিয়ার পুনর্ব্বার এক দিন মৃগয়ার্থ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং পর দিবস দুই সহোদরে সমারোহ পূর্ব্বক গমন করিলেন। রজনী হইলে উভয়ে গোপনভাবে পুরীতে আসিয়া যে গবাক্ষ দ্বারা শাহজমান পূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়াছিলেন সেই গবাক্ষে বসিয়া থাকিলেন। ক্ষণকাল পরেই অন্তঃপুরের পশ্চাৎদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তদনন্তর রাণী সহচরীগণ সমভিব্যাহারে উদ্যানে আসিয়া মাসুদকে আহ্বান করিলেন, এবং পূর্ব্ব রজনীতে যাহা যাহা হইয়াছিল তাহা সমুদায়ই হইল।

শাহরিয়ার এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া খেদ করিতে করিতে কহিলেন হা পরমেশ্বর! এ কি ঘৃণার বিষয়, আমি রাজরাজেশ্বর, আমার স্ত্রীর এরূপ কুকর্ম্ম, ইহাতে অন্যান্য রাজাদের কি না হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া সহোদরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাই সংসারে আর সুখ নাই, আইস আমরা রাজ্যসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন করি, তাহা হইলে আর আমাদিগকে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না, এবং আমাদিগের এই দুর্ভাগ্যের কথা কেহ জানিতে পারিবে না। এই কথা শাহজমানের মনোনীত হইল না, কিন্তু রাজা সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছেন, সে সময় বিরুদ্ধ বাক্য বলিতে শঙ্কা করিয়া উত্তর করিলেন হে ভ্রাতঃ আপনার যাহা বাসনা আমারও তাহাই, আপনি যে স্থানে গমন করিবেন আমিও সেই স্থানে যাইব, কিন্তু আপনি এই অঙ্গীকার করুন, যদি আমাদের অপেক্ষাও অন্য কোন ব্যক্তিকে অধিক দুর্ভাগ্য দেখেন তবে পুনর্ব্বার আলয়ে ফিরিয়া আসিবেন। রাজা কহিলেন তাহা অঙ্গীকার করিলাম, কিন্তু তুমি কি এমন মনে কর আমাদিগের অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কেহ অধিক দুর্ভাগ্য আছে। শাহজমান কহিলেন হাঁ আমি মনে করি, এবং অনুমান হইতেছে আমাদিগকে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হইবে।

এইরূপ কথোপকথনানন্তর দুই ভ্রাতা যে ভাবে পুরীতে আসিয়াছিলেন ... হইতে আর এক পথ দিয়া বিবেকীর

বহির্গত হইলেন, এবং সমস্ত দিবস গমন করিয়া রাত্রিকালে এক বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া থাকিলেন। প্রত্যূষে তথা হইতে যাইতে যাইতে সমুদ্রতটে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সেই প্রান্তরে বৃক্ষ-চ্ছায়ায় বসিয়া নারীজাতির চরিত্রবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে সমুদ্রের মধ্য হইতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া উভয়েই সশঙ্কিত হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে সমুদ্রকে বিভাগ করিয়া একটা ধূমাকার স্তম্ভ উঠিয়া প্রায় গগন স্পর্শ করিল। তদ্দর্শনে তাঁহারা ভীত ও বিহ্বল হইয়া একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেন। ঐ ধূমাকার স্তম্ভ ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের নিকটে আসিতে লাগিল, এবং অতি নিকটবর্ত্তী হইলে রাজপুত্রেরা দেখিলেন যে উহা স্তম্ভ নহে, মনুষ্যহিংসক ভয়ানক এক দৈত্য, চতুর্দ্দিকে চারি তালায় বদ্ধ এক কাচময় মঞ্জূষা মস্তকে ধারণ করিয়া বৃক্ষের দিকেই আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহাদিগের আরও ত্রাস জন্মিল। তদনন্তর দৈত্য সেই মহীরুহমূলে মস্তকস্থ মঞ্জূষা নামাইয়া তথায় উপবেশন করিল, এবং চারিটা চাবি দিয়া মঞ্জূষা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক নানা ভূষণে বিভূষিতা পরম সুন্দরী এক যুবতীকে বাহির করিয়া শ্রান্তি দূর করণার্থ তাহার জানুদেশে মস্তকার্পণ পূর্ব্বক সমুদ্রের দিকে পাদ প্রসারণ করিয়া নিদ্রাগত হইল, তাহার নাসিকা-শব্দের প্রতিধ্বনিতে সাগরকূল ব্যাকুলিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে ঐ যুবতী হঠাৎ বৃক্ষোপরি রাজপুত্রদ্বয়কে দেখিয়া বৃক্ষ-হইতে অবরোহণার্থ ইঙ্গিত করিল। ভূপালতনয়েরা দৈত্য দর্শনে জাতশঙ্কা প্রযুক্ত সঙ্কেতদ্বারা আপনাদিগের অবরোহণের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। কুরঙ্গাভিলাষিণী কামিনী তাহা না শুনিয়া রাজ-কুমারদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, যদি বৃক্ষ হইতে অব-রোহণ না কর তবে দৈত্যদ্বারা তোমাদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিব, সুতরাং নৃপনন্দনেরা নিরুপায় হইয়া তরু হইতে সভয়ে অবরোহ- ...লেন। দুশ্চারিণী কামিনী দৈত্যের মস্তক জানু ...
...প করিয়া তাঁহাদি...

প্রখর স্মরবেগ নিবারণ ও উৎকট বাসনা পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল। রাজপুত্রেরা প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন। কিন্তু বারম্বার ভয়প্রদর্শন করাতে তাহার কামনা পূর্ণ করিলেন। পরে সেই রমণী, রাজপুত্র-দ্বয়ের হস্তে যে অঙ্গুরি ছিল তাহা গ্রহণপূর্ব্বক আপন বস্ত্রাধার হইতে এক কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ঐ কৌটা মধ্যে রজ্জু গ্রথিত আরো কতিপয় অঙ্গুরীয়ক ছিল। রাজপুত্রেরা তদ্বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, পুংশ্চলী কহিল যাবৎসংখ্যক লোকের প্রতি আমি এইরূপ কৃপাদৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ এক এক অঙ্গুরী লইয়াছি, তাহাতে সর্ব্বসমেত অষ্টনবতি অঙ্গুরী হইয়াছিল। অদ্য তোমাদিগের এই দুই অঙ্গুরী যোগে এক শত পূর্ণ হইল। হে রাজকুমারেরা দেখ যদিও এই দুরাত্মা দৈত্য আমাকে হরণ করিয়া আমার ব্যভিচার নিবারণার্থ সাধ্যানুসারে সতর্ক আছে এবং দিবা-রাত্রি মধ্যে একবারও আমাকে নেত্রের অগোচর করে না, তথাপি আমি এপর্য্যন্ত এক শত উপপতি করিলাম। অতএব তোমরা বিবেচনা কর, স্ত্রীলোক যদি কুকর্ম্ম করিতে প্রতিজ্ঞা করে তবে স্বামী তাহাকে কদাচ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। ফলতঃ যে সকল পুরু[ষ] স্বস্ব প্রেয়সী-সমূহের পতিপরায়ণতা অভিলাষ করে তাহাদের পক্ষে প্রমদাগণকে অবিরত শাসন করা বিহিত নহে। দৈত্যাঙ্গনা এই ক[থা] বলিয়া রাজপুত্রদ্বয়কে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিল এবং স্বয়ং দৈত[্য] সমীপে যাইয়া তাহার মস্তক পূর্ব্ববৎ স্বজানুদেশে সংস্থাপন পূর্ব্ব[ক] বসিয়া রহিল।

রাজপুত্রেরা কতক দূরে যাইয়া নির্ভয় হইলেন। পরে শাহজম[ান] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভ্রাতঃ এক্ষণে ইহা আপন[ার] প্রতীত হইল কি না যে ধরণীমণ্ডলে রমণীসমা কুকর্ম্মনিরতা আর [কে]-নাই। শাহরিয়ার কহিলেন হাঁ ভাই, তাহা বিশ্বাস হইল, [এ]ইহাতে আরো এক বিষয় প্রত্যক্ষ হইল যে এই দৈত্য আমার[ও] অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য, অতএব আর আমাদের ভ্রমণের প্রয়োজন [না]-[ই] ... গিয়া পুনর্ব্বার সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। ইহা [ব]লি

ভ্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক, তৃতীয় রাত্রিতে শিবিরমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভাতে ভূপতির প্রত্যাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ উপস্থিত হইল। রাজা মৃগয়া-গমনে ক্ষান্ত দিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক সভ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

শাহরিয়ার রাজধানী আসিয়া, প্রথমেই অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজমহিষীকে স্ব-সমক্ষে বন্ধন করাইয়া, মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিলেন ইহার মুণ্ডচ্ছেদ কর। মন্ত্রী আজ্ঞামাত্রে তাহাকে সংহার করিলেন। রাজা তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া, স্বহস্তে দুশ্চারিণী সহচরীগণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তদ্রক্ত-সলিলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রতিযামিনীতে এক এক নব কামিনী বিবাহ করিয়া প্রভাতে তাহার মস্তক ছেদন করাইব, এতদ্ভিন্ন স্ব-পত্নীর সতীত্ব রক্ষার অন্য উপায় নাই। কিন্তু তৎকালে এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন না। শাহজমান স্বরাজ্যে গমন করিলে, ঐ প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন, অদ্য নিশামুখে অমুক সেনাপতির কন্যাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। মন্ত্রী সেই সেনাপতির দুহিতাকে আনয়ন করিলে, রাজা তৎসহবাসে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে তাহাকে বিনাশার্থ মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রী মনে মনে অসম্মত হইয়াও রাজাজ্ঞা পালন করিলেন। পর দিবস রজনীতেও ঐপ্রকার আর কোন ‍্যক্তির কন্যাকে আনয়ন করিয়া দিলেন, রাজা তৎসহবাসে নিশা-ক্ষেপণ করিয়া প্রত্যূষে তাহাকেও সংহার করিতে বলিলেন। শাহরি-ার এই প্রকারে প্রত্যহ সায়ংকালে এক এক নব যুবতীকে বিবাহ করিয়া পরদিবস উষা সময়ে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত অখ্যাতি হইল এবং নগরবাসী জনগণ স্ব স্ব কুমারী লইয়া হা বিপদ্‌গ্রস্ত হইল, কেহ কেহ স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল।

রাজমন্ত্রির দুই কন্যা ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম শাহারজাদী, কনিষ্ঠার াম দুনিয়ারজাদী। কনীয়সী সর্ব্বগুণসম্পান্না, কিন্তু জ্যেষ্ঠার সাহস ুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা ঈদৃশ ছিল যে স্ত্রীজাতিতে

এবং তাঁহার এমত স্মারকতা-শক্তি ছিল যে, যাহা একবার পাঠ বা শ্রবণ করিতেন তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না, অধিকন্তু পরম রূপবতী এবং অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন, সুতরাং মন্ত্রী তাঁহাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন। এক দিবস সকলে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে সাহারজাদী পিতাকে কহিলেন পিতঃ আপনার নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। মন্ত্রী কহিলেন যদি সঙ্গত হয় তবে তাহা পূর্ণ করিবার বাধা কি। শাহারজাদী বলিলেন, শুনিয়াছি রাজা নিত্য নিত্য এক এক স্ত্রীহত্যা করেন, তাহাতে তাহাদের জননীগণের অতিশয় শোক উপস্থিত হয়, অতএব আমার বাসনা আমি ঐ শোক-শাখীর সমূলোন্মূলন করিব। মন্ত্রী কহিলেন তোমার এই অভিপ্রায় প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু তুমি কি রূপে তাহা সিদ্ধ করিবে। সচিব-সুতা কহিলেন আপনিই রাজাকে প্রতিদিন এক এক অঙ্গনা আনিয়া দিয়া থাকেন, এক দিন আমাকে তাঁহার ভার্য্যা করিয়া দিউন, এই আমার প্রার্থনা।

মন্ত্রী এই বাক্য শ্রবণমাত্র ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, তদনন্তর কহিলেন বৎসে তুমি কি অজ্ঞান হইয়াছ, তুমি এমন দুঃসাহসীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহ, শুন নাই রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন প্রতিদিন যে নূতন ভার্য্যা করেন পর দিনই তাহার শিরশ্ছেদ করাইয়া থাকেন, তোমার কি জীবন ভার বোধ হইয়াছে, তুমি এমন কথা কদাচ মুখে আনিও না। কন্যা উত্তর করিলেন পিতঃ ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু পরোপকারে যদি প্রাণ বিনাশ হয় তাহাতে অযশ নাই, অতএব যদি কোনরূপে আমি এই মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিতে পারি তবে দেখুন দেশের কত উপকার হইবে। মন্ত্রী কহিলেন, না, তাহা কদাচ হইতে পারিবে না, তুমি এমন মনে করিও না আমি স্বয়ং তোমাকে যমের হস্তে সমর্পণ করিব, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন রাজা আমাকে শিরশ্ছে- [partially cut off line at bottom] ... তখন আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে

পারিব না, অতএব পিতা হইয়া কন্যাকে নষ্ট করিবার সময় আমার অন্তঃকরণে কি ভাবের উদয় হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ।

শাহারজাদী কহিলেন দোহাই পিতঃ, আমি আপনাকে বিনতি করিয়া কহিতেছি, আমাকে এ আশায় বঞ্চিত করিবেন না। মন্ত্রী কহিলেন কন্যে তুমি আমার ক্রোধ বৃদ্ধি করিও না, কি কারণ অনর্থক আত্মঘাতাভিলাষিণী হইতেছ। বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না; অবিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে বিপদের সম্ভাবনা। এ বিষয়ে তোমার আত্মবিনাশরূপ যে ভয়ানক আশঙ্কা আছে তাহা অগ্রে বিবেচনা কর, তোমা হইতে অন্যের উপকার হওয়া সুদূরপরাহত, প্রথমতঃ তোমারই অমঙ্গল। সচিবনন্দিনী কহিলেন পিতঃ আমার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আপনি প্রতিবন্ধক হইলেও তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। মন্ত্রী বলিলেন তোমার স্ত্রীবুদ্ধি, বুঝি বণিক-বনিতার ন্যায় তোমার দশা ঘটিবে। কন্যা জিজ্ঞাসিলেন সে কেমন।

মন্ত্রী বলিলেন, এক নগরে এক ধনবন্ত বণিক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন ও বহু পশুপাল ছিল। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে তিনি সকল পশু পক্ষির কথা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু এরূপ আজ্ঞা ছিল তিনি তাহা কাহারও সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিবেন না, করিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ঐ বণিকের গৃহে এক গর্দ্দভ ও এক বৃষ ছিল। বৃষ সমস্ত দিবস লাঙ্গল বহন করিত, রাত্রি হইলে রাখাল তাহাকে গৃহে আনিয়া একটা যৎকুৎসিত যাব দিত। গর্দ্দভকে শ্রম করিতে হইত না, যদি ক্বচিৎ বণিক বাহিরে যাইতেন তবে তাঁহাকে বহন করিতে হইত নতুবা গৃহে বান্ধা থাকিত, এবং তাহার আহারের বিষয়েও বড় যত্ন হইত, যবাদি সেনীতে ছানিয়া এবং তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইত। বৃষ এক দিবস গর্দ্দভকে কহিল হে ভাই তুমি উত্তম স্বাভীষ্ট যবাদি আহার করিয়া থাক এবং ভৃত্যেরাও তোমার দেহ-সেবা করিয়া থাকে, তোমাকে [illegible]

ক্লিষ্টকলেবর হই এবং যৎসামান্য দ্রব্য আহার করিয়া থাকি। তুমি পরম সুখী এবং তোমার প্রবল অদৃষ্ট।

গর্দ্দভ বৃষের খেদোক্তি শুনিয়া, পরোপকারের পর ধর্ম্ম নাই ইহা ভাবিয়া কহিল হে বৃষ তোমার কাতরোক্তি শ্রবণে আমি সাতিশয় কাতর হইলাম, অতএব তোমাকে এক পরামর্শ বলি তুমি তাহা করিও, তাহা হইলে তোমার আর ক্লেশ থাকিবে না, তোমাকে যখন যুগবদ্ধ করিতে আসিবে তখন শুইয়া পড়িবে এবং প্রহার পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও উঠিবে না, যদিও উঠ তথাপি পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িবে, আর যখন তোমাকে গৃহে আনিয়া কলায় প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য দিবেক অসুস্থচ্ছলে তাহা আহার করিবে না, এক দিন, দুই দিন, না হয় তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে, তোমার আর পরিশ্রম করিতে হইবে না।

বণিক এই সকল কথোপকথন শুনিলেন। বৃষ, গর্দ্দভের পরামর্শানুসারে সে দিবস যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া অনাহার প্রায় থাকিল। পর দিন প্রত্যুষে লাঙ্গলবাহক আসিয়া দেখিল বৃষ মৃতবৎ মৃত্তিকাতে পড়িয়া আছে, তদ্বিষয় বণিককে জানাইলে বণিক বুঝিলেন বৃষ গর্দ্দভের মন্ত্রণানুসারে শঠতা করিতেছে, অতএব তৎপরিবর্ত্তে গর্দ্দভকে যুগবদ্ধ করিয়া সমস্ত দিবস ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন, কৃষক সেই আদেশ পালন করিল। দিবাবসানে গর্দ্দভ গৃহে আসিলে বৃষ তাহাকে কহিল মিত্র অদ্য আমি ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, ইহা কেবল তোমার প্রসাদেই হইয়াছে, অতএব এই উপকার স্বীকার পূর্ব্বক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। গর্দ্দভ কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর না করিয়া অনুতাপ পূর্ব্বক মৌনী হইয়া থাকিল।

পর দিবস কৃষক পুনর্ব্বার গর্দ্দভকে যুগযুক্ত করিয়া সূর্য্যাস্ত সম[illegible] পর্য্যন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিল। প্রদোষে গর্দ্দভ যুগভারে অতি কাতর [illegible] দুর্ব্বল হইয়া স্বস্থানে আসিল। বৃষ সে দিবসও তাহার নিকটে সে[illegible] প্রকার কৃতজ্ঞতা জানাইল। খর মনে মনে ভাবিল আমি বিনাপরি[illegible] [illegible] করিতেছিলাম, পর-হিত করিতে বিপরী[illegible]

ঘটিল, আপনার অহিত করিয়া পরহিত করিবার কি প্রয়োজন। ইহা ভাবিয়া বৃষকে কহিল মিত্র আমি তোমার মঙ্গল ইচ্ছা করি তাহা তুমি জান, কিন্তু অদ্য একটা অমঙ্গল বার্ত্তা শুনিয়াছি। কর্ত্তা মহাশয় আজ্ঞা করিয়াছেন, বৃষভ যদি ক্ষীণাবস্থা প্রযুক্ত লাঙ্গল বহিতে অক্ষম হয় তবে তাহাকে মাংসজীবির নিকট লইয়া যাও, মাংসজীবী তাহাকে নষ্ট করিয়া তৎচর্ম্মে কূপা প্রস্তুত করিবে। এই কথা শুনিয়া বড়ই ভাবিত হইয়াছি, অতএব তোমাকে জানাইলাম, এইক্ষণে যে সদুপায় থাকে চিন্তা কর। বৃষ, গর্দ্দভের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া 'আত্মা সতত রক্ষণীয়' ইহা ভাবিয়া তৎসমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, আমি আর স্বকর্ম্মে বিরত হইব না, কৃষক আসিলে অতি ঔৎসুক্যপূর্ব্বক যাইব। বণিক, বৃষ ও গর্দ্দভের এই কথোপকথন শুনিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে কৃষক বৃষকে বাহিরে আনয়ন করিলে, বৃষ মহানাদপূর্ব্বক লম্ফ ঝম্ফ করিয়া আপনি জোয়ালে ঘাড় দিল। বণিক তাহা দেখিয়া অত্যন্ত হাস্য করিলেন। বণিকবনিতা নিকটে ছিলেন, তাঁহার হাস্য দেখিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এত অতিরিক্ত হাস্যের কারণ কি। বণিক কহিলেন কোন কৌতুক দেখিলাম তজ্জন্য হাস্য করিলাম, কিন্তু ইহা প্রকাশ করিলে আমার জীবন হানি হইবে। বণিকজায়া কহিলেন এ কথা বলিয়া আমাকে কেন ভুলাও, আমি তোমার কথা শুনিনা, তুমি কেন হাস্য করিলে বল। বণিক বলিলেন আমি কোন রূপেই তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, তাহাতে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। গৃহিণী কহিলেন তবে অন্য কারণ থাকিবে, আমাকে দেখিয়া তুমি হাস্য করিয়াছ। বণিক ভার্য্যাকে নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু সে কোন প্রকারে বুঝিল না। তাহাতে বণিক প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অসন্তুষ্ট না করিয়া, স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত প্রাণ দিতে স্বীকার করিলেন, এবং সন্তান-সন্ততিগণকে একত্র করিয়া স্বীয়

করিলেন। তাঁহারা বণিকের ভার্য্যাকে নানাপ্রকার বিনতি করিয়া কহিলেন তুমি এ বিষয়ে নিরস্তা হও, অকারণে কেন নিজ পতির প্রাণ বিনাশ ঘটাও। বণিকজায়া কহিলেন পতি মরেন মরুন কিন্তু আমাকে এবিষয় জানিতে হইবে। এই কথায় সকলে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন।

বণিক নিরুপায় হইয়া স্বমৃত্যু স্বীকারপুরঃসর, তদভিপ্রায়ে যথা-বিধি ক্রিয়াদি সম্পাদনার্থ, গৃহের বাহিরে মন্দুরাভিমুখে যাইতেছেন, ইতিমধ্যে একটা কুক্কুর ও কুক্কুটের পরস্পর কথোপকথন তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। কুক্কুর কুক্কুটকে বলিতেছে, এ কি আমোদ প্রমোদের সময়, জান না আমাদের প্রতিপালকের আসন্ন কাল উপস্থিত হই-য়াছে। কুক্কুট জিজ্ঞাসিল সে কি। কুক্কুর পূর্ব্বাপর সমস্ত বর্ণন করিল। কুক্কুট কহিল কি আশ্চর্য্য! কর্ত্তা মহাশয়ের কি কিছুমাত্র বোধ-শক্তি নাই। আমার পঞ্চাশটা স্ত্রী আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই, কাহার রাগ কাহার বিরাগ জন্মিয়া থাকে, আমি ইহাকে সান্ত্বনা উহাকে শাসন করিয়া সমুদায়কে স্বীয় অধীনে রাখিয়াছি। কর্ত্তার একমাত্র স্ত্রী, তাহাকেও কি শাসন করিতে পারেন না, তিনি ঐ স্ত্রীকে উত্তমরূপে প্রহার করুন এবং যে পর্য্যন্ত সে অপরাধ স্বীকার না করে সে পর্য্যন্ত সমুচিত শাস্তি দিউন, তাহা হইলে তাহার ভ্রূকুটী দূর হইবে। এতাদৃশ অবাধ্য স্ত্রীদের এই সমুচিত ফল।

বণিক কুক্কুটের এই বাক্য শুনিয়া নিদ্রোত্থিতপ্রায় সচেতন হইয়া বিবেচনা করিলেন, কুক্কুট যাহা বলিয়াছে তাহা যথার্থ। অত-এব যষ্টি-হস্তে ভার্য্যার আগারে গিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বণিকবনিতা অতিশয় আঘাতে মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়া স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া পতির চরণ ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া সভাসদজন ও পরিজন সকলে সন্তুষ্ট হইল এবং তদবধি বণিকজায়া পতির আজ্ঞাকারিণী হইয়া সুখে কালযাপন করিতে

এই বিবরণ সমাপন করিয়া মন্ত্রী কহিলেন বণিক ভার্য্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, আমারও তোমার প্রতি সেই প্রকার কর্ত্তব্য। কন্যা বলিলেন যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা কদাপি অন্যথা হইবে না। আপনি যদি আমাকে রাজার নিকট লইয়া না যান তবে আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাতে যাইয়া উপস্থিত হইব।

এই প্রকারে মন্ত্রী কোন মতে কন্যাকে বুঝাইতে না পারিয়া, রাজসাক্ষাৎকারে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ অদ্য রাত্রে শাহারজাদী আপনকার রাণী হইবেন। রাজা চমৎকৃত হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আপন দুহিতা আমাকে দিবে ইহার কারণ কি। মন্ত্রী উত্তর করিলেন আমার কন্যার এক দিবস রাজমহিষী হইবার অত্যন্ত অভিলাষ, ইহাতে প্রাণ যায় তাহাও তাঁহার শ্রেয়ঃ। রাজা কহিলেন ক্ষতি নাই, কিন্তু কল্য যখন তোমাকে তাহার শিরশ্ছেদ করিতে বলিব, তখন তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। মন্ত্রী কহিলেন হে নরেন্দ্র কন্যার শিরশ্ছেদ যদিও পিতার পক্ষে অতিশয় অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, তথাপি রাজাজ্ঞা অপরিহার্য্য, অতএব তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য কি। এই কথা বলিয়া মন্ত্রী স্বগৃহে আসিয়া কন্যাকে সমুদায় কহিলেন, কন্যা পুলকিতা হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। মন্ত্রী দুহিতার প্রাণনাশের আশঙ্কায় অতিশয় অবসন্ন ও শোকাকুল হইতে লাগিলেন।

শাহারজাদী শারীরিক বেশ বিন্যাসাদি করিয়া নির্জ্জন স্থানে স্বসন্নিধানে সহোদরাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়তমে ভগিনি! তোমাকে এক কর্ম্ম করিতে হইবে, অদ্য রাত্রিতে রাজার সঙ্গে আমার বিবাহাবধারণ হইয়াছে, তাহাতে আমার মানস যে রাজার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক সে সময় তোমাকে শয়নগৃহে লইয়া রাখিব, তুমি যামিনী অবসানের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে কহিবে, হে প্রিয় সহোদরে! যদি

হইয়া থাকে তবে আমাকে সেইপ্রকার মনোরম আর এক উপন্যাস শ্রবণ করাইতে আয়াস স্বীকার কর। তোমার কথা শুনিয়া আমি এক চমৎকার উপন্যাস আরম্ভ করিব এবং তদ্দ্বারা এই নগরীস্থ লোকের একবারে শোক-শান্তি করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। ছুনিয়ারজাদী ভগিনীর এই পরামর্শে তৎক্ষণাৎ সম্মতা হইল।

মন্ত্রী নিশাভাগে নব বালিকার কালস্বরূপ ভূপালের সন্নিধানে আত্ম-বালিকা সমর্পণ করিয়া গৃহে আসিলেন। রাজা শয়নাগারের দ্বার রোধ করিয়া সচিবাত্মজাকে বদনাবরণ-বসনোৎক্ষেপণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রিকন্যা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে, ভূপাল তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যাদি দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন, পরে তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়ন-যুগল অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ। মন্ত্রিতনয়া কহিলেন মহারাজ, আমার এক কনিষ্ঠা সহোদরা আছে, আমার সঙ্গে তাহার অত্যন্ত প্রণয়, তাহার সহিত পুনঃসঙ্গের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, যদি অদ্য শয়নমন্দিরে তাহার সহিত সহবাসের বাসনা পূরণে মহারাজের করুণাবলোকন হয় তবে জীবনাবসানে তাহার আননাবলোকন করিতে পারি। রাজা এই কথাতে সম্মত হইয়া ছুনিয়ারজাদীকে তথায় আনয়ন করাইলেন। পরে শাহারজাদী উন্নত বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি রাজার সঙ্গে একত্র শয়ন করিলেন। ছুনিআরজাদী তৎসন্নিধানে নিম্নভাগে শয্যান্তরে নিদ্রাপরায়ণা হইয়া থাকিল। রাত্রি প্রভাতের এক ঘন্টা পূর্ব্বে ছুনিয়ারজাদী ত্যক্তনিদ্রা হইয়া ভগিনীকে কহিল, হে সহোদরে! যদি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে তবে আমাকে সেইরূপ আর একটী উত্তম উপন্যাস শুনাও। শাহারজাদী তাহার কথায় উত্তর না করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন ইহাতে বাধা কি, তুমি স্বচ্ছন্দে গল্প শুনাও। শাহারজাদী রাজাদেশ প্রাপ্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে গল্প

বণিক ও দৈত্যের কথা।

শাহারজাদী বলিলেন মহারাজ! পূর্ব্বকালে অগণ্য-ধন-সম্পন্ন ও ভূরি-ভূম্যধিপতি এক বণিক ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকস্থ দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় দানাদান বিনিময় প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্য করিতেন। এক দিন দূরদেশে গমনের প্রয়োজন হইলে, পথিমধ্যে পাথেয় সামগ্রীর অপ্রাপ্তিশঙ্কায় আহারের নিমিত্ত এক ক্ষুদ্র থলিয়াতে কয়েক খান রোটিকা ও কতকগুলি খর্জ্জূর লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পথে কোন বিঘ্ন হইল না; পরে কর্ম্ম সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন-কালে এক দিবস শ্রান্ত হইয়া এক প্রান্তরে ঘোটক হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটা ফোয়ারার নিকটে বসিয়া, থলিয়া হইতে রুটি ও খর্জ্জূর বাহির করিয়া উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং খর্জ্জূরের অষ্ঠিগুলা দূরে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আহারান্তে হস্ত ও মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া নমাজ করিতেছেন এমন সময়ে একটা বিকটমূর্ত্তি প্রকাণ্ড প্রাচীন দৈত্য খড়্গহস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার বাহু আকর্ষণপূর্ব্বক কহিল, তুমি আমার সন্তানকে নষ্ট করিয়াছ অতএব আমিও তোমাকে বিনাশ করিব। বণিক এই কথায় কম্পিতকলেবর হইয়া উত্তর করিলেন, আমি আপনার সন্তানকে কিরূপে নষ্ট করিলাম, আমি তাহাকে কখন চক্ষেও দেখি নাই। দৈত্য কহিল তুমি খাজুর খাইয়া আঁঠিগুলা ছুড়িয়া ফেলিতেছিলে কি না। সার্থবাহ বলিলেন হাঁ ফেলিতেছিলাম। দৈত্য কহিল তৎকালে আমার পুত্র ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, হঠাৎ একটা খাজুরের আঁঠি তাহার চক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। বণিক কাতর হইয়া কহিলেন হে দৈত্যেশ্বর তাহাতে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হইয়া থাকেন তবে দৈবাৎ হইয়াছেন, আমার কোন অপরাধ নাই, আমাকে ক্ষমা করুন। দৈত্য কহিল তাহা কদাচ হইবে না, তুমি আমার সন্তানকে বিনাশ করিয়াছ আমিও তোমাকে নষ্ট করিব, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিবার

শাহারজাদী গল্পের এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময়ে দিনমণি প্রকাশমান হইলেন, অতএব রাজা প্রাতঃকৃত্য ও বন্দনাদি করিয়া রাজসভায় গমন করিবেন এই বোধে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। দুনিয়াবজাদী কহিল, আহা! ভগিনি কি সুন্দর গল্প। শাহারজাদী বলিলেন ইহার পরে যাহা আছে তাহা আরও চমৎকার, যদি রাজা আমাকে সংহার না করেন তবে আগামিরাত্রে অবশিষ্ট কহিব। রাজাও গল্প শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব শাহারজাদীর এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, যখন ইচ্ছা তখনি ইহাকে বধ করিতে পারিব, অতএব গল্পটার শেষ পর্য্যন্ত শুনি। এই স্থির করিয়া শাহারজাদীর মস্তকচ্ছেদনের কোন আজ্ঞা না দিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপাসনাদি করিয়া সভায় গমন করিলেন।

মন্ত্রী, নিশাবসানে স্বহস্তে কন্যার শিরশ্ছেদন করিতে হইবে, এই ভাবনায় নানাপ্রকার আক্ষেপ ও খেদোক্তিপূর্ব্বক জাগ্রদবস্থায় সমস্ত যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে রাজসভায় আসিয়া রাজাজ্ঞার অপেক্ষায় অপেক্ষিত ছিলেন, রাজা শাহারজাদীর সংহারের কোন আজ্ঞা না দিয়া সভাপ্রবেশ করিলেন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। রাজা সমস্ত দিবস রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রে শাহারজাদীর সঙ্গে পুনর্ব্বার একত্র শয়ন করিলেন। রজনী এক ঘন্টা থাকিতে দুনিয়ারজাদী ভগিনীকে সেইরূপ সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সহোদরে কল্য যে গল্প করিয়াছিলে তাহার অবশিষ্ট অংশ বল। রাজা গল্প বলিতে অনুমতি দিলেন, শাহারজাদী অনুমতি পাইয়া সেই গল্পের অবশিষ্টাংশ এইরূপে বলিতে লাগিলেন।

যখন বণিক দেখিলেন দৈত্য তাঁহার শিরশ্ছেদন করে, বিলম্ব নাই, তখন উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন হে দৈত্যরাজ যদি আমাকে নিতান্তই নষ্ট করিবে তবে এক বৎসরের নিমিত্ত ছাড়িয়া দাও, আমি গৃহে গিয়া বিষয়াদির শৃঙ্খলা ও ঋণ পরিশোধ করিয়া কলত্র পুত্রাদির নিকট বিদায় লইয়া আসি, তাহার পর তোমার যাহা [illegible] দৈত্য কহিল তুমি

ফিরিয়া আসিবে তাহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি। পণ্য-জীবী বলিলেন আমি শপথ করিয়া বলিতেছি এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করিব। দৈত্য ঐ শপথে নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। বণিক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।

তিনি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র সকল তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল, কিন্তু বণিক অতিশয় বিমর্ষ হইয়া থাকিলেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহার বনিতা অনেক বিনয় করিয়া বিমর্ষ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে বণিক সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার ভার্য্যা এবং পরিজনেরা অত্যন্ত শোকাকুল হইল। পরে বণিক আপনার বিষয়াদির সুশৃঙ্খলা করিতে লাগিলেন, এবং আপনার ঋণ পরিশোধ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে উপঢৌকনপ্রদান ও দীন দুঃখি অনাথদিগকে বিতরণ, আর যে সকল দাস দাসী ছিল তাহাদিগের দাসত্ব মোচন এবং আপন বনিতার নিক্ষিপ্ত যৌতুক ধন প্রত্যর্পণ, আর অন্তিম সময়ে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা সকল করিলেন। পরে এক বৎসর অতীত হইলে শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া স্ত্রী পুত্র সকলের নিকট বিদায় লইয়া নিরূপিত স্থানে গমন করিলেন। সেই স্থানে অশ্বহইতে অবরোহণ করিয়া ফোহারার নিকট বসিয়া দৈত্যের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন. এমত সময়ে এক সুদৃশ্য প্রাচীন পুরুষ এক কুক্কুরী সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাচীন ব্যক্তি বণিককে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই তুমি কি প্রয়োজনে এই ভয়ানক স্থানে আসিয়াছ. এখানে প্রাণ নাশের শঙ্কা আছে তাহা কি তুমি জান না। একথা শুনিয়া বণিক তাহাকে আত্মবিবরণ সমুদায় বিদিত করিলেন। প্রাচীন ব্যক্তি তাহাতে চমৎকৃত হইয়া, দৈত্য আসিলে কি হয় তাহা দেখিব এই কথা বলিয়া, সেই স্থানে বণিকের সমীপে বসিলেন।

গল্পের এই পর্য্যন্ত বলা হইলে, শাহারজাদী কহিলেন মহারাজ নিশাবসান হইল, এইক্ষণে গল্প স্থগিত থাকুক ইঁহার পরে আরো

দিবসও তাঁহাকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন না। পর দিনও রাত্রি প্রভাতের প্রাক্কালে দুনিয়ারজাদী গল্প শ্রবণের প্রার্থনা জানাইলে, শাহারজাদী বলিতে লাগিলেন। *

বণিক এবং ঐ প্রাচীন একত্র বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে অপর এক বৃদ্ধ এক কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পরস্পর নমস্কারাদির পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কিজন্য এ স্থানে এরূপে বসিয়া আছেন। ইহাতে প্রথমাগত বৃদ্ধ, বণিক ও দৈত্যে যাহা যাহা হইয়াছিল বিশেষতঃ দৈত্যসহিত শপথের বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে কহিলেন। তাহা শুনিয়া সে বৃদ্ধও দৈত্যাগমনাপেক্ষায় তথায় বসিলেন। তৎপরে ঐ তিন জনে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে আর এক বৃদ্ধ আসিয়া, বণিককে অতি শোকাকুল দেখিয়া, তাঁহার সমীপস্থ অন্য দুই বৃদ্ধকে তাঁহার শোকের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তদ্বিবরণ বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া ঐ বৃদ্ধও সেইখানে বসিলেন।

এইরূপে তিন বৃদ্ধ ও বণিক সেই স্থানে বসিয়া আছেন এমত সময় প্রান্তরে একটা ধূমাকার মেঘ দৃষ্ট হইল। ঐ মেঘ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া অন্তর্হিত হইল, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত দৈত্য একবারেই অস্ত্রহস্ত আবির্ভূত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বণিকের করাকর্ষণ-পূর্ব্বক হত্যা করণে উদ্যত হইল। তাহাতে বণিক ও তিন জন বৃদ্ধ মহাশোকে উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে, প্রথমাগত বৃদ্ধ দৈত্যের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেশ্বর আপনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আমার এবং এই কুক্কুরীর বৃত্তান্ত

---

* শাহারজাদী এইরূপে প্রত্যহ রাত্রিশেষে গল্পারম্ভ করেন এবং সূর্য্যোদয় হইলে ক্ষান্ত হয়েন। মূল-গ্রন্থে প্রত্যেক রাত্রির শেষে দুনিয়ারজাদীর এইরূপ গল্প শ্রবণের প্রার্থনা বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহার পুনরুক্তিতে কোন ফল দেখা যায় না, বরঞ্চ তাহাতে গল্পের বিচ্ছেদ হয়. এবং পাঠেও অসুখ জন্মিবার সম্ভাবনা। অতএব তাহা পুনঃ পুনঃ না লিখিয়া ক্রমাগত গল্পই লেখা গেল।

শ্রবণ করুন, যদি এই বিবরণ বণিকের বিবরণ অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য বোধ হয় তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অঙ্গীকার করুন, ইহাঁর দোষের তিন অংশের একাংশ মার্জ্জনা করিবেন। দৈত্য কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, ভাল, স্বীকার করিলাম, বিবরণ বল।

প্রথম বৃদ্ধ ও কুক্কুরের কথা।

বৃদ্ধ কহিল, হে দৈত্যেশ্বর! এই যে কুক্কুরী দেখিতেছেন, এ আমার জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা, যখন ইঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন ইহার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানাদি না হওয়াতে আমি সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় এক ক্রীত দাসী রাখিলাম, এবং তাহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মিল। আমার বনিতা ঐ সন্তান ও তাহার গর্ভধারিণীর প্রতি আন্তরিক দ্বেষ করিত, আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। ক্রমে সন্তানটী বর্দ্ধিত হইয়া যখন দশবৎসরবয়স্ক হইল তখন আমার দেশান্তর গমনের প্রয়োজন হওয়াতে, সন্তান ও তাহার মাতাকে এই স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া এক বৎসরের নিমিত্ত বিদায় হইলাম। এই অবকাশে আমার ভার্য্যা কুহক-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আমার সন্তানকে বৎস ও তাহার মাতাকে গাভী করিয়া, গোরক্ষকের হস্তে এই কথা বলিয়া অর্পণ করিল যে ইহাদিগকে আহার দিয়া পুষ্টাঙ্গ কর।

এক বৎসরানন্তর আমি গৃহে আসিয়া পুত্র ও তাহার মাতাকে না দেখিয়া বনিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথায়। সে উত্তর করিল দাসীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং দুই মাস পর্য্যন্ত তোমার পুত্র কোথায় গিয়াছে তাহার অন্বেষণ নাই। দাসীর মৃত্যু সম্বাদে আমার অতিশয় সন্তাপ জন্মিল, কিন্তু পুত্রের নিরুদ্দেশবার্ত্তা শ্রবণে মনে করিলাম সে জীবিত আছে, উদ্দেশ হইতে পারিবে, এবং সেই আশায় অষ্ট মাস পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন সম্বাদ পাইলাম না। পরে মহরম পর্ব্ব দিবসে একটা সুলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট গাভী বধের ইচ্ছা করিয়া

কহিলাম। গোরক্ষক একটা স্থূলাঙ্গী গাভী আনিয়া দিল। কিন্তু আমি ঐ গাভীকে বন্ধন করিয়া যখন তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিতে যাই তখন সেই অবলা অবারিত-জল নয়নে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল, এবং স্নেহপ্রযুক্ত তাহার কণ্ঠচ্ছেদনে ক্ষান্ত হইয়া, গোপকে আর এক গাভী আনিতে কহিলাম। ইহাতে আমার পত্নী ক্রুদ্ধা হইয়া কহিল আপনি কি করেন, এপ্রকার লক্ষণযুক্তা গাভী আর কোথায় পাইবেন, ইহাকেই ছেদন করুন। কি করি ভার্য্যার উপরোধে ঐ গাভীকে বধ করা স্থির করিয়া, আপনি ছেদনে অশক্ত হইয়া গোরক্ষককে অনুমতি করিলাম। গোরক্ষক গাভীকে অন্তরে লইয়া বধ করিল। কিন্তু যখন তাহার চর্ম্ম বিচ্ছেদ করা গেল তখন তাহার শরীর কেবল অস্থিময় দৃষ্ট হইল, তাহাতে গোপালককে কহিলাম এই গাভীতে প্রয়োজন নাই, যদি উত্তম পুষ্ট বৎস থাকে লইয়া আইস তাহাকে বধ করা যাইবে।

গোপালক এই কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী-দত্ত পূর্ব্বোক্ত পুষ্টাঙ্গ বৎসকে লইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় আর্দ্র হইল, এবং বৎসও আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিবার ব্যগ্রতায় রজ্জু ছিন্ন করিয়া আমার চরণের উপর আসিয়া পড়িল, আর সে আমার পুত্র ইহা জানাইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ইঙ্গিত করিল। আমি ইহা দেখিয়া মমতাপ্রযুক্ত বৎসকে বধ করিতে না পারিয়া গোপালককে কহিলাম এ বৎসকে রাখিয়া আর একটা বৎস আনয়ন কর। এই কথায় বনিতা ক্রোধান্বিতা হইলে আমি তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য ঐ বৎসকে বধ করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু বৎস আমার প্রতি চাহিয়া এমন ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল যে তাহাকে কোন রূপে নষ্ট করিতে পারিলাম না, হস্ত হইতে অস্ত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাহাতে ভার্য্যাকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া কহিলাম আগামি বৎসর এই বৎসকে বিনাশ করিব, এক্ষণে অন্য একটা বৎস বধ করা যাউক, ইহা বলিয়া আর একটা বৎস সংহার করিলাম।

পর দিন প্রাতে আমি নির্জ্জনে বসিয়া আছি ইতিমধ্যে গোরক্ষক

আসিয়া আমাকে কহিল, কার্ম্মণ-বিদ্যায় নিপুণা আমার একটী কন্যা আছে, সেই কন্যা কল্য আমার সহিত প্রত্যাগত বৎসকে দেখিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এককালে হাস্য ও রোদন করিবার কারণ কি। কন্যা উত্তর করিল, এই বৎস আমাদিগের ভূম্যধিকারির পুত্র, ইহাকে বিনাশার্থ লইয়া গিয়াও যে বধ করেন নাই এ নিমিত্ত আহ্লাদপ্রযুক্ত হাসিলাম, কিন্তু ইহার মাতাকে নষ্ট করিয়াছেন ভাবিয়া ক্রন্দন করিলাম। কন্যা আরো বলিল যে আমাদিগের ভূম্যধিকারির বনিতা, তাঁহার ক্রীত দাসী ও তদ্গর্ভজ সন্তানের প্রতি দ্বেষ করিয়া, জাদুকরী বিদ্যাদ্বারা দাসীকে গাভী ও পুত্রকে বৎস করিয়া রাখিয়াছেন।

গোরক্ষকের এই কথা শুনিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত হইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে গোগৃহে যাইয়া গোদেহ-প্রাপ্ত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলাম। পুত্র বাক্‌শক্তিহীন হইয়াও আকার ইঙ্গিতে সে আমার পুত্র ইহা এমত স্পষ্টরূপে জানাইল যে তাহাতে আমার মনে সন্দেহ রহিল না। অনন্তর গোপাত্মজা তথায় আসিলে তাহাকে কহিলাম, আমার পুত্র যেরূপ মনুষ্য ছিল যদি তুমি ইহাকে সেইরূপ করিয়া দাও তাহা হইলে আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে প্রদান করিব। গোপকন্যা ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিল আপনি আমাদিগের প্রভু, আপনার অন্নে আমাদিগের প্রাণ ধারণ হয়, আপনার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিব, কিন্তু আমার দুই পণ আছে যদি তাহা অঙ্গীকার করেন তবে আপনার পুত্রকে মনুষ্যাকার করিয়া দি, প্রথম পণ এই যে, এই পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিবেন, দ্বিতীয় পণ এই যে, যে ব্যক্তি ইহাকে বৎস করিয়াছে তাহাকে আমি সমুচিত শাস্তি দিব তাহাতে আপনি প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন না। আমি কহিলাম পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব তাহাতে কোন আপত্তি নাই, এবং আমার ভার্য্যা যখন এমত কুকর্ম্ম করিয়াছে তখন তাহারও দণ্ড করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি এই ইচ্ছা করি তাহাকে প্রাণে নষ্ট না করিয়া আ-

অনন্তর গোপালদুহিতা একটা পাত্রে জল লইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে বৎসকে কহিল, যদি পরমেশ্বর তোমাকে বৎস করিয়া থাকেন, তবে তুমি তদবস্থায় থাক, আর যদি মানব হইয়া কুহকদারা এই অবস্থাপন্ন হইয়া থাক, তবে পরমেশ্বরের আজ্ঞায় এখনি নরদেহ ধারণ কর। এই কথা বলিয়া তাহার অঙ্গে কিঞ্চিৎ জল প্রক্ষেপ করিল। তাহা করিবামাত্র ঐ বৎস, গোদেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ মানবদেহ প্রাপ্ত হইল। আমি পুত্রকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে ক্রোড়ে লইয়া কহিলাম, হে পুত্র! তোমার বিমাতা কুহক দ্বারা তোমাকে ও তোমার জননীকে গরু করিয়া রাখিয়াছিল, পরমেশ্বরের কৃপায় এই যুবতী তোমার গোদশা মুক্ত করিলেন। সে কুহকিনীর অবশ্যই দণ্ড হইবে। কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিয়াছি তোমার সঙ্গে তোমার গো-অবস্থা-মোচন-কারিণীর বিবাহ দিব, অতএব ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পুত্র তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। পরে গোপকন্যা আমার ভার্য্যাকে মন্ত্রের দ্বারা কুক্কুরী করিয়া দিল। সেই কুক্কুরী এই আমার সঙ্গে রহিয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে আমার পুত্রবধূর পরলোক হইলে, পুত্র দেশান্তরে গমন করিল, তদবধি কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সম্বাদ না পাইয়া তদনুসন্ধানার্থ আমি দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছি। হে দৈত্যরাজ! আমার এই বিবরণ কহিলাম, ইহা আশ্চর্য্য কি না, তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ। দৈত্য কহিল, হাঁ, আশ্চর্য্য বটে, অতএব, বণিক যে অপরাধ করিয়াছে তাহার তিন অংশের একাংশ মার্জ্জনা করিলাম।

শাহারজাদী বলিলেন মহারাজ, প্রথম বৃদ্ধের গল্প সমাপ্ত হইলে, যাহার সঙ্গে দুইটা কাল কুক্কুর ছিল সে বৃদ্ধ কহিলেন হে দৈত্যরাজ! আমিও আপনাকে আমার এবং এই দুই কুক্কুরের বৃত্তান্ত বলিতে বাঞ্ছা করি, এই বৃত্তান্ত আরও আশ্চর্য্য। দৈত্য কহিল যদি তাহা হয়, তবে বণিকের অপরাধের দ্বিতীয় অংশ মার্জ্জনা হইবে। ইহা শুনিয়া

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও তাহার দুই কাল কুক্কুরের কথা।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ কহিলেন হে দৈত্যরাজ, আমার সঙ্গে এই যে দুই কুক্কুর দেখিতেছেন, ইহারা আমার সহোদর। আমাদিগের পিতার পরলোক গমনান্তে, আমরা পিতৃধন হইতে প্রত্যেকে এক এক সহস্র মুদ্রা পাইয়া ব্যবসায়াদি করিতাম। কিয়ৎকাল পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশে ব্যবসায়-করণাভিপ্রায়ে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না, তাহার পর এক দিবস, এক ব্যক্তি দরিদ্রবেশে হঠাৎ আমার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে ভিক্ষুক বিবেচনা করিয়া কহিলাম, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ভিক্ষুক উত্তর করিল, পরমেশ্বর তোমারও মঙ্গল করুন, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই? এই কথা বলাতে আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া জানিলাম তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, অতএব তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম ভাই, তুমি যে বেশে আসিয়াছ তাহা দেখিয়া চিনিতে পারি নাই। অনন্তর তাঁহাকে গৃহে আনিয়া, শারীরিক ও বৈষয়িক মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। সহোদর কহিলেন ভাই সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার অবস্থা দেখিয়াই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা কর। অনন্তর আমার দোকান বন্ধ করিয়া, তাঁহাকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া আহারাদি করাইলাম। পরে আপন দোকানের হিসাব দৃষ্টি করিয়া, বুঝিলাম আমার মূলধন তৎকালে দ্বিগুণ হইয়াছে, অতএব তাহার অর্দ্ধেক (এক সহস্র মুদ্রা) তাঁহাকে দিয়া, কহিলাম ভাই ইহাতে পুনর্ব্বার ব্যবসায়াদি কর। ভ্রাতা ঐ টাকা পাইয়া বাণিজ্যারম্ভ করিলেন।

অনন্তর, আমার মধ্যম ভ্রাতা, যিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় বাণিজ্যকরণাভিলাষে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, বিদেশে গিয়াছিলেন, তিনিও এক বৎসর পরে, জ্যেষ্ঠের তুল্য দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সময়ে আমি

অতএব তাঁহাকেও এক সহস্র মুদ্রা দিয়া বাণিজ্য-কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। কিয়ৎকাল পরে সহোদরেরা আমাকে কহিলেন, স্বদেশে বাণিজ্য অপেক্ষা ভিন্ন-দেশীয় ব্যবসায়ে লাভাধিক্য আছে, অতএব আমরা তাহা কেন না করি? আমি বলিলাম তোমরা একবার বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলে, তাহাতে তোমাদের কি লভ্য হইয়াছে? তোমাদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল আমার পক্ষেও তদ্রূপ ঘটনার সম্ভাবনা আছে। আমি তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিয়া তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া, ক্রমাগত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে থাকিলাম। ভ্রাতারা সর্ব্বদা বিদেশ গমনার্থ ব্যগ্রতা জানাইতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমে তাঁহাদের অনুরোধের বশীভূত হইয়া সম্মত হইলাম।

পরে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময়ে, পরম্পরায় বিদিত হইলাম যে, আমি দুই ভ্রাতাকে যে এক এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম তাহার এক কপর্দ্দকও তাঁহাদের হস্তে নাই, সকলই নষ্ট হইয়াছে। তৎকালে আমার ছয় সহস্র মুদ্রার সংস্থান হইয়াছিল, আমি বিবেচনা করিলাম ঐ ধনের সমুদয় অংশ বাণিজ্যে নিযুক্ত না করিয়া, অর্দ্ধেকে বাণিজ্য করি, অপরার্দ্ধ গোপনভাবে মৃত্তিকার মধ্যে নিখাত করিয়া রাখি, কেননা যদি দৈবাৎ কোনরূপে বাণিজ্যে ক্ষতি হয় তবে ঐ ধনদ্বারা পুনর্ব্বার ব্যবসায়াদি করিয়া দিনপাত করিতে পারিব। আমি মনোমধ্যে এই পরামর্শ স্থির করিয়া, দুই সহোদরের নিমিত্ত দুই সহস্র ও আপনার কারণ এক সহস্র, সর্ব্ব সমেত তিন সহস্র মুদ্রা গৃহমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলাম। অবশিষ্ট তিন সহস্র মুদ্রাতে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া, ভ্রাতা দ্বয়ের সহিত অর্ণবযানে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, ঐ সকল দ্রব্য দশ-গুণ মূল্যে বিক্রয় করিলাম, তাহাতে যে অর্থসঙ্গতি হইল তদ্দ্বারা তথাকার উত্তম দ্রব্য ক্রয় করিয়া অর্ণবযানে আরোহণ করিলাম।

জাহাজ আরোহণ-কালে ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা এক যুবতী, আমার

করিয়া বলিল, আমাকে বিবাহ কর। আমি প্রথমতঃ তাহাতে সম্মত হইলাম না, কিন্তু সেই যুবতী বিস্তর বিনতি করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, দীন হীনা দেখিয়া আমাকে অবহেলা করিবেন না, আমার প্রতি দয়া করিলে আমার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া, জাহাজে তুলিয়া লইলাম।

ঐ যুবতী আমার প্রতি দিন দিন অতিশয় প্রণয় প্রকাশ করাতে, আমি তাহার সচ্চরিত্রে বশীভূত হইলাম, কিন্তু তাহাতে ভ্রাতারা আমাদিগের প্রতি হিংসা করিতে লাগিল। এক দিন রাত্রে আমরা নিদ্রিত আছি এমন সময়ে, তাহারা আমাদিগের উভয়কেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। আমি যে নারীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে জলমগ্ন হইল না, বরঞ্চ আমাকে জল হইতে তুলিয়া এক দ্বীপে লইয়া গিয়া কহিল, হে প্রাণাধিক! দেখ আমাকে বিবাহ করাতে তোমার কি উপকার দর্শিল। আমার পরিচয় শুন, আমি পরী, সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতেছিলাম, দৈবাৎ তোমাকে দেখিয়া মনের চাঞ্চল্য জন্মিবাতে ছদ্মবেশে তোমার নিকটে আসিয়া বিবাহের প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তুমি আমার আশা পূর্ণ এবং আপন সদ্গুণে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, অতএব আমি তোমার এই প্রত্যুপকার করিয়া, আপনার পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করিলাম। কিন্তু তোমার সহোদরেরা অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমার কোপানল শীতল হইবে না। অনন্তর আমি, তাহার ক্রোধ সম্বরণার্থ অনেক স্তব স্তুতি করিলাম। কিন্তু তাহাতে পরী কোন উত্তর না করিয়া, আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশ পথ দিয়া এক মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্র পার হইয়া, একবারে আমার গৃহের ছাদের উপর আমাকে রাখিয়া অন্তর্হিতা হইল।

আমি, পরীর এই ব্যাপারে ক্ষণকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলাম। পরে ছাদহইতে নীচে আসিয়া, গৃহমধ্যে প্রোথিত ধন দ্বারা পুনরায় ব্যবসায়ের চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, এই দুই কৃষ্ণবর্ণ কুকুর

ইহাদের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে, সেই পরী আসিয়া আমাকে কহিল হে স্বামিন্! এই যে দুইটা কুকুর দেখিতেছ ইহারা তোমার সহোদর, ইহাদিগের দুষ্কর্ম্মের জন্য আমি এইরূপ রূপান্তর করিয়াছি, ইহারা পাচ বৎসর পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিবে, তৎপরে ইহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত করাইব। এই কথা বলিয়া পরী অন্তর্হিতা হইল। পরে পঞ্চ বৎসর অতীত হইয়া, আরও কিছুদিন গত হইলেও, যখন দেখিলাম পরী আসিল না, তখন আমি এই দুই সহোদর কুকুরকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই পরীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিলাম, হঠাৎ এই স্থানে আগমন করাতে, বণিক ও কুক্কুরী-সমভিব্যাহারী বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে এই স্থানে বসিয়া ইহাঁদিগের সহিত কথোপকথনে কাল যাপন করিতেছি। হে দৈত্যরাজ! এই আমার বৃত্তান্ত কহিলাম, এই বিবরণ আশ্চর্য্য কি না, আপনি বিবেচনা করুন। দৈত্য কহিল, হাঁ, ইহা অদ্ভুত বটে, অতএব আমি বণিকের অপরাধের অবশিষ্ট দুই অংশের একাংশ মার্জ্জনা করিলাম।

এই বৃদ্ধের গল্প সমাপ্ত হইলে, তৃতীয় বৃদ্ধও দৈত্যকে সেইরূপ সম্বোধিয়া কহিলেন, এবং দৈত্যও তাহাতে অঙ্গীকার করিয়া কহিল, যদি তোমার গল্প আরও চমৎকার হয় তবে বণিকের অবশিষ্ট দোষ ক্ষমা করিব। তৎপরে সেই বৃদ্ধ আপনার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে গল্প আমার জানা নাই, একারণ বলিতে অক্ষম হইলাম। যাহা হউক সে গল্প অতি আশ্চর্য্য ও মনোরমা। দৈত্য তচ্ছ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধকে কহিল তোমার গল্পের নিমিত্ত আমি বণিকের অবশিষ্ট দোষ মার্জ্জনা করিলাম। দৈত্য আরো কহিল, বণিকের অত্যন্ত সৌভাগ্য, তাহাতেই তোমরা তিন জনে আপন আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, ইহার প্রাণ রক্ষা করিলে, নচেৎ ইহাকে যম-ভবনে প্রেরণ করিতাম। এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল। বণিক আপনার উদ্ধারকারি প্রাচীনদিগের নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরে ঐ তিন বৃদ্ধ আপন আপন কর্ম্মে প্রস্থান

করিলেন, এবং বণিকও স্বীয় বাটীতে আসিয়া স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এই গল্প সমাপ্ত করিয়া শাহারজাদী কহিলেন মহারাজ! যাহা কহিলাম তাহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ধীবরের কথা আরো আশ্চর্য্য। শাহরিয়ার এ কথায় কোন উত্তর না করাতে, দুনিয়ারজাদী বলিল এখনো রজনী প্রভাতা হয় নাই অতএব সেই গল্পটি বল। রাজা তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, শাহারজাদী পুনর্ব্বার উপন্যাস আরম্ভ করিলেন।

ধীবরের কথা।

শাহারজাদী বলিলেন মহারাজ! পূর্ব্বকালে এক প্রাচীন ধীবর ছিল, সে এমন দরিদ্র যে যথাকথঞ্চিৎ রূপে আপনাকে ও আপনার স্ত্রী এবং তিনটী সন্তানকে প্রতিপালন করিতে পারিত না। ঐ ধীবর মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত প্রত্যহ সমুদ্রতীরে গমন করিত। তাহার এই নিয়ম ছিল চারি বারের অধিক জাল ক্ষেপণ করিত না। এক দিন, রাত্রিশেষে মৎস্যার্থ সাগরতটে যাইয়া সমুদ্রে জাল ফেলিল এবং জাল উত্তোলন কালে জাল ভারি বোধ হওয়াতে আহ্লাদিত হইয়া, মনে করিল অদ্য অনেক মৎস্য পাইব। কিন্তু জাল উঠাইয়া দেখিল একটা মৃত গর্দ্দভ উঠিয়াছে। তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার জাল নিক্ষেপ করিল, সেবারেও পূর্ব্বের ন্যায় জাল ভারি বোধ হইল, কিন্তু তুলিয়া দেখিল শম্বূক ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ একটা ঝুড়ি উঠিয়াছে। তাহাতে অতিশয় খেদ করিয়া কহিল হা কপাল! আমি অতিদীন, মৎস্য ধরিয়া তদ্দ্বারা কোন রূপে, ভার্য্যা ও সন্তানগুলি লইয়া দিন পাত করি, তাহাতেও অদ্য বিধি বিরোধী হইলেন। এই প্রকার মনস্তাপ করিয়া জাল হইতে শম্বূক ও কর্দ্দমগুলা ফেলিয়া দিয়া, জাল ধৌত করিয়া, তৃতীয়বার নিক্ষেপ করিল, সেবারেও কতগুলা প্রস্তর ও শম্বূক এবং কাদা উঠিল. ইহাতে ধীবরের একবারে উৎসাহভঙ্গ হইল।

ক্ষেপণ করিল, কিন্তু তাহাতেও মৎস্য না উঠিয়া একটা তাম্র কলস উঠিল। ঐ কলস ভারি বোধ হওয়াতে, ধীবর অনুমান করিল যে ইহার মধ্যে অবশ্য কোন দ্রব্য আছে। যদিই তাহা না থাকে কলস বিক্রয় করিলেও কিছু মুদ্রা পাইব, তদ্দ্বারা তণ্ডুলাদি ক্রয় হইতে পারিবে। ইহা ভাবিয়া, সেই কলস নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিল সীসা দ্বারা কলসের মুখ বদ্ধ এবং তাহার উপর মুদ্রাঙ্কন আছে। তাহা দেখিয়া বিবেচনা করিল ইহার মধ্যে অবশ্য কোন বহুমূল্য দ্রব্য থাকিবে, এই ভাবিয়া এক খান অস্ত্রদ্বারা মুদ্রাভঞ্জন করিল; কিন্তু তন্মধ্যে কোন বস্তু দেখিতে পাইল না। পরে ঐ কলস হইতে এমন গাঢ় ধূম নির্গত হইতে লাগিল যে ধীবর তাহার নিকটে থাকিতে না পারিয়া তিন চারি হস্ত অন্তরে গিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষণকাল মধ্যে ঐ সকল ধূম আকাশমার্গে উঠিয়া, সমুদ্রে ও তটেতে ব্যাপ্ত হইল, তাহাতে ধীবর মহা শঙ্কিত হইল। অনন্তর ঐ ধূম পুনর্ব্বার একত্রিত হইয়া একটা শরীর ধারণ পূর্ব্বক, বিকটাকার দৈত্য জন্মিয়া, গভীরস্বরে কহিতে লাগিল, প্রভো সোলেমান! আমাকে ক্ষমা কর, প্রভো সোলেমান! আমাকে ক্ষমা কর, আমি আর আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না, যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। ধীবর দৈত্যকে দেখিয়া প্রথমতঃ অতিশয় ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এই কথা শুনিয়া সাহস পাইয়া বলিল, অরে নির্ব্বোধ দৈত্য! তুই কি বলিতেছিস? ১৮০০ বৎসর গত হইল সোলেমানের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কি জানিস না? তুই কে? এই কলসের মধ্যে কি রূপে ছিলি আমাকে বল্ দেখি। দৈত্য ধীবরের এই কথায়, কোপদৃষ্টে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, তুই আমার সঙ্গে সুশীলতা-ভাবে কথা কহিস্, তুই আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া সাহস প্রকাশ করিস্ না, আমি তোকে অনুগ্রহ করিতেছি, শোন্। ধীবর জিজ্ঞাসা করিল কি অনুগ্রহ। দৈত্য কহিল আমি তোকে বিনাশ করিব, কিন্তু তুই যে রূপে মরিতে ইচ্ছা করিস্ তাহা বল্, সেই রূপেই তোকে নষ্ট করি, এই অনুগ্রহ করিতেছি। ধীবর কহিল আমি কি অপরাধ করিয়াছি? বরঞ্চ তোমার

উপকার করিলাম, তাহারই কি এই পুরস্কার। দৈত্য কহিল আমার কথা অন্যথা হইবে না, তাহার বিশেষ কারণ বলিতেছি শুন্।

যে সকল দৈত্য পরমেশ্বরের আজ্ঞার বশীভূত ছিল না, তাহাদের মধ্যে আমি এক জন, অন্যান্য দৈত্য সোলেমানের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, কিন্তু আমি ঐ নীচত্ব স্বীকার করি নাই; তাহাতে সোলেমান রাগান্ধ হইয়া, আমাকে এই তাম্রকলসের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া এবং ইহা কেহ মুক্ত করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে, আপনার নাম মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, ইহার মুখ বদ্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে আপন আজ্ঞাকারি এক দৈত্যকে কহিলেন যে এই পাত্র সমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দাও। সোলেমান আমাকে এই প্রকারে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিলে, আমি শপথ করিলাম, একশত বৎসরের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার করিবে আমি তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিব, কিন্তু একশত বৎসর অতীত হইয়া গেল কেহ আমাকে তুলিল না। তাহাতে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম দ্বিতীয় শত বৎসর মধ্যে যে আমাকে পরিত্রাণ করিবে তাহাকে আমি পৃথিবীর তাবৎ ধন দিব, কিন্তু দ্বিতীয় শত বৎসরের মধ্যেও কেহ আমাকে তুলিল না। তৎপরে প্রতিজ্ঞা করিলাম তৃতীয় শত বৎসর মধ্যে যে আমাকে উদ্ধার করিবে তাহাকে পরাক্রমশালী সম্রাট্ করিয়া দিব, আর তাহার আজ্ঞাবাহক হইয়া থাকিব এবং প্রতিদিন সে যে তিন দ্রব্য চাহিবে তাহা প্রদান করিব, কিন্তু তৃতীয় শত বৎসর গত হইল তাহার মধ্যেও কেহ উঠাইল না। অবশেষে রাগান্ধ হইয়া এই দিব্য করিলাম যদি ইহার পরে কেহ আমাকে মুক্ত করে তবে তাহাকে সংহার করিব, তাহার প্রতি দয়া করিব না, কেবল এই অনুগ্রহ করিব সে যেপ্রকারে মরিতে চাহিবে সেই প্রকারে মারিব। এক্ষণে তুই আমাকে মুক্ত করিয়াছিস্, কিরূপে মরিতে বাঞ্ছা করিস্ বল্, আমি তোকে সেইরূপে বধ করি।

ধীবর এই কথা শুনিয়া একবারে অজ্ঞান, কিন্তু বিপদে পড়িলেই লোকের বুদ্ধিশক্তি প্রবল হইয়া থাকে, অতএব ধীবর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কহি...

করিবে, তবে আমাকে মরিতে হইল তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি তোমাকে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, অগ্রে তাহার উত্তর কর। এই কথা শুনিয়া দৈত্য কিঞ্চিৎ ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিল কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ধীবর কহিল আমি তোমাকে এই জিজ্ঞাসা করি তুমি এই কলসের মধ্যে ছিলে তাহা শপথ করিয়া বলিতে পার কি না? দৈত্য কহিল হাঁ, আমি পরমেশ্বরের নামগ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি আমি এই কলসের মধ্যে ছিলাম। ধীবর কহিল, না, আমি এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, তোমার এতাদৃশ প্রকাণ্ড শরীর এই অতি ক্ষুদ্র কলসের মধ্যে থাকা সম্ভব নহে, যদি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পার তবে বিশ্বাস করি। এই কথা শুনিয়া দৈত্য পূর্ব্ববৎ ধূমাকার হইয়া ক্রমে ক্রমে কলসে প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে কলসের মধ্য হইতে বলিল অরে মূর্খ ধীবর! এই দেখ্ আমি কলসের ভিতর আছি, এখন তোর প্রত্যয় জন্মিল কি না। ধীবর দৈত্যের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সীসার ঢাকনি খান কলসের মুখে দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিল অরে দৈত্য! এখন কেমন, আমি তোকে বধ করিব তোর কিরূপে মরিতে বাঞ্ছা হয় বল্। ইহা বলিয়াই ধীবর পুনর্ব্বার বলিল না না তোকে বধ করিব না, তোকে পুনর্ব্বার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দেই, তাহা হইলে তোর উচিত শাস্তি হইবে। দৈত্য এই কথায় রাগান্ধ হইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সোলেমানের মহরে কলসের মুখ বদ্ধ থাকাতে বাহির হইতে না পারিয়া, রাগ সম্বরণ পূর্ব্বক সহাস্যে বলিল অহে ধীবর আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিও না, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম, তুমি কি তাহা বুঝিতে পার নাই। ধীবর উত্তর করিল হাঁ রে তুই বিদ্রূপ করিতেছিলি বটে, তোর কথায় আমি আর ভুলি না, তুই বিশ্বাসঘাতক, তোর কথায় যদি প্রত্যয় করি তবে গ্রীশ দেশীয় এক রাজা দোবান নামক চিকিৎসকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তুই আমার সহিত সেইরূপ করিবি। দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল সে

গ্রীশদেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা।

গ্রীশদেশে জোমান নামক নগরস্থ এক রাজার মহাব্যাধি হইয়াছিল, কোন বৈদ্য তাহার শান্তি করিতে পারেন নাই। পরে গ্রীক, পারস্য, তুরকী, আরব্য, লাটিন, হিব্রু ইত্যাদি বিবিধজাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের পারদর্শী দোবান নামক এক জন চিকিৎসক রাজার পীড়ার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এক দিবস রাজসভায় সমাগমন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আপনার বৈদ্যেরা আপনার রোগশান্তি করিতে পারেন নাই, যদি আমাকে অনুমতি করেন তবে আমি আপনাকে নীরোগ করিতে পারি। রাজা তদ্বচনাকর্ণনে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, হে বৈদ্যরাজ যদি আপনি রোগ শান্তি করিতে পারেন তবে আপনাকে এমত পুরস্কার করি যে তাহাতে আপনার পুত্র পৌত্রাদি পরমসুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। অনন্তর দোবান গৃহে যাইয়া একটা ফাঁপা মুদ্গর প্রস্তুত করিয়া তাহার বাঁটের মধ্যে নানাবিধ ঔষধ প্রবেশিত করিলেন এবং বিবেচনামতে এক গোলা প্রস্তুত করিয়া, পর দিবস প্রাতঃকালে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ আপনাকে মুদ্গরক্রীড়াস্থানে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একবার গমন করিতে হইবে। রাজা চিকিৎসকের বাক্যানুসারে সে স্থানে গমন করিলেন। তথায় চিকিৎসক রাজহস্তে মুদ্গর ও গোলা দিয়া বলিলেন, যে পর্য্যন্ত আপনার শরীরে ঘর্ম্ম নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত মুদ্গর ক্রীড়া করুন, এই মুদ্গরের মধ্যে ঔষধ স্থাপন করিয়াছি, স্বেদোদ্গম হইলে তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইবে, পরে গৃহে গিয়া স্নান ও অঙ্গ মার্জ্জনাদি করিয়া শয়ন করিবেন, পর দিবস রোগের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না।

রাজা বৈদ্যের পরামর্শানুসারে মুদ্গরক্রীড়া করিতে লাগিলেন, যখন অত্যন্ত স্বেদোদ্গম হইল তখন গৃহে যাইয়া স্নানাদি করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। পর দিবস গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন শরীর এমত বিগত-রোগ হইয়াছে যে

চিহ্নও নাই, ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রাজপরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক সভায় অধ্যাসীন হইলেন। সভ্যেরা রাজাকে রোগমুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। পরে দোবান রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনোপরি আপনার পার্শ্বে বসাইয়া সকলের সম্মুখে তাঁহার পরিচয় দিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রধান প্রিয়পাত্র করিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করিলেন। তৎপরে অন্য অন্য পাত্রদিগকে বিদায় করিয়া, রাজপ্রিয়পাত্রদিগের যেরূপ পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট ছিল দোবানকে সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন, আর প্রত্যহ যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন।

দোবান চিকিৎসকের সম্মান সন্দর্শন করিয়া রাজার প্রধান মন্ত্রী মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং কিপ্রকারে ঐ চিকিৎসককে নষ্ট করিবে অনুক্ষণ তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক দিবস ঐ মন্ত্রী নৃপতিসন্নিধানে স্বাভিপ্রায় প্রকাশার্থ অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিল, এবং রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিপূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কহিতে লাগিল, হে নরনাথ অজ্ঞাত অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করা বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে, বিশে-ষতঃ মহারাজ যে চিকিৎসককে এত অনুগ্রহ করিতেছেন সে বিশ্বাস-ঘাতক, তাহার এস্থানে আসিবার অভিপ্রায় সে মহারাজকে সংহার করিবে। রাজা শুনিয়া কহিলেন এ কথা প্রত্যয়ের যোগ্য নহে, তুমি ইহা কোন্ স্থানে শুনিয়াছ, আমার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিলে কি দণ্ড হইয়া থাকে তাহা কি জান না। মন্ত্রী কহিল মহারাজ আমি ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়াছি, আপনি অতিশয় বিশ্বাস করিবেন না। রাজা কহিলেন মন্ত্রি আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, যে ব্যক্তিকে তুমি বিশ্বাসঘাতক বলিতেছ তাহাকে আমি অতিবিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক বিবেচনা করি এবং তত্তুল্য প্রিয়পাত্র পৃথি-বীতে আমার আর কেহ নাই, কেননা সে আমাকে প্রাণদান করি-য়াছে, তজ্জন্য আমি তাহাকে যাবজ্জীবন এক সহস্র মুদ্রা মাসিক

ঐ ব্যক্তির উচ্চ পদ দেখিয়া তোমার অন্তঃকরণে দ্বেষ জন্মিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি এমত মনে ভাবিও না যে হিংস্রের বাক্য আমার কর্ণমূলে কখন স্থান পাইবে। সিন্ধবাদ নামে এক রাজা আপন পুত্রকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ তিনি কি বলিয়াছিলেন। রাজাকহিলেন, মন্ত্রী রাজাকে এই কহিয়াছিলেন যে বিমাতার কথা শুনিয়া পুত্রকে বিনাশ করিলে শেষে মনস্তাপ পাইতে হইবে, এই কথা বলিয়া ঐ মন্ত্রী রাজাকে একটী উদাহরণ কহেন, তাহা এই।

এক মনুষ্য ও শুক পক্ষির কথা।

কোন এক গৃহির এক পরম সুন্দরী রমণী ছিল, তাহাকে সে এক নিমেষও চক্ষুর অগোচর করিত না। এক দিন স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন হওয়াতে ঐ ব্যক্তি একটি শুক পক্ষী ক্রয় করিয়া আনিল। সেই শুক উত্তমরূপে কথা কহিত এবং তাহার সমক্ষে যাহা যাহা হইত তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতে পারিত। ঐ ব্যক্তি শুককে পিঞ্জরে রাখিয়া আপন ভার্য্যাকে কহিল আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই পক্ষীকে অতিযত্নে পালন করিও। গৃহী এই কথা বলিয়া বিদায় হইল, পরে কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শুককে জিজ্ঞাসা করিল, আমার অনুপস্থিতিতে কি কি ঘটিয়াছিল সবিশেষ বল। শুক তাহার প্রিয়তমার যে যে দুষ্কর্ম্ম দেখিয়াছিল সমস্ত বিবরণ করিয়া বলিল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে যথোচিত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিল। তাহার পত্নী এইরূপ অপমানিতা হইয়া গৃহের দাস দাসীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল তোরদের হইতেই আমার এই অপমান হইল। তাহারা শপথ করিয়া কহিল আমরা কিছুই জানি না। পরে সেই কুলকলঙ্কিনী শুকদ্বারা স্বীয় রহস্য বিষয় ব্যক্ত হই-

অনন্তর আর এক দিবস ঐ গৃহী স্থানান্তরে গমন করিলে ভ্রষ্টা রমণী এক জন দাসীকে কহিল শুকের পিঞ্জরের নীচে বসিয়া ঘর্ঘর শব্দে যাঁতা ঘুরাও, আর এক জনকে বলিল উপর হইতে এমন ভাবে জল নিক্ষেপ কর যেন বোধ হয় বৃষ্টি হইতেছে, অন্য এক দাসীকে কহিল একখান দর্পণ লইয়া প্রদীপের নিকটে এমন করিয়া চালনা করিতে থাক যাহাতে তাহার আভা এই শুকপক্ষির চক্ষে লাগে। দাসীরা গৃহিণীর আদেশক্রমে সমস্ত রাত্রি ঐরূপ করিয়া কাটাইল। পর দিন গৃহী বাটীতে আসিয়া শুককে গত রাত্রির বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল গত রজনীতে মেঘগর্জ্জন হইয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও বিদ্যুদুদ্‌গম হইয়াছিল, তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি, সমস্ত রাত্রি-মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় নাই। গৃহী এই কথা শুনিয়া ভাবিল শুক এ কি বলিতেছে, গত রাত্রে মেঘ বৃষ্টি কিছুই হয় নাই, অতএব শুক মিথ্যা কথা কহিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ভাবিয়া ঐ অবিবেচক গৃহী পক্ষিকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া এমন বলপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহী প্রতিবাসিদিগের প্রমুখাৎ আপন ভার্য্যার দুশ্চরিত্রের বিবরণ শুনিয়া শুকপক্ষিকে নিরপরাধী জানিয়া, তাহার নিমিত্ত অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিল।

ধীবর কহিতেছে, গ্রীশদেশীয় রাজা শুকের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রিকে কহিলেন যে ঐ ভ্রষ্টা স্ত্রীর ন্যায় তুমি দোবানের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া তাহার অনিষ্টচেষ্টা করিতেছ, আমি ঐ মূঢ় গৃহির ন্যায় দোবানকে নষ্ট করিব না। রাজা যদিও এইরূপে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করিলেন তথাপি খলস্বভাব মন্ত্রী ক্ষান্ত না হইয়া পুনশ্চ নিবেদন করিল মহারাজ শুকপক্ষির মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়, তাহা ভাবিয়া শত্রুর দমন না করা অনুচিত, বিশেষতঃ রাজার প্রাণ সামান্য লোকের প্রাণের ন্যায় নহে, কেহ ঐ প্রাণের হন্তা হইবে এমন সন্দেহ হইলেও তাহাকে বিনাশ করিতে হয়, অধিকন্তু আমি যাহা নিবেদন

মহারাজকে বিনাশ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছে, মহারাজ কদাচ এমন অনুমান করিবেন না যে আমি তাহার শত্রুতা করিতেছি, মহারাজের কোন বিপদ না ঘটে আমার সতত এই বাঞ্ছা, সেই জন্য মহারাজকে অগ্রে সাবধান করিলাম, যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি দণ্ড পাইব ; ঐ চিকিৎসক মহারাজের শত্রুর চর হইয়া আপনাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছে। গ্রীশদেশীয় রাজা স্বভাবতঃ ক্ষীণবুদ্ধি ছিলেন মন্ত্রির মন্ত্রণার অন্ত বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন সত্য হইতেও পারে, এবং ক্ষণেক পরেই মন্ত্রিকে কহিলেন, যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইতে পারে, এই মনুষ্য অসদভিপ্রায়েই আসিয়াছে বটে, ইহার সংসর্গে আমার শঙ্কা হইতেছে, বোধ হয় কোন দিন কোন ঔষধের দ্বারা আমাকে নষ্ট করিবে। মন্ত্রী বলিল মহারাজ, আজ্ঞা দেউন এই দণ্ডে আনয়ন করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করি, এমন শত্রুকে এক দণ্ডও জীবিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। রাজা বলিলেন যথার্থ বটে, ঈদৃশ ব্যক্তিকে শীঘ্র নষ্ট করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া তখনি তাহাকে আনিতে পাঠাইলেন।

দোবান রাজার অভিপ্রায় কিছুই জানেন না, যখন রাজার সম্মুখে আনীত হইলেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসিলেন দোবান! তোমাকে কি জন্য ডাকিয়াছি তুমি জান। চিকিৎসক উত্তর করিলেন মহারাজ কিছুই অবগত নহি, আজ্ঞা করুন। রাজা বলিলেন আমি তোমাকে বধ করিয়া তোমার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিব, এজন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। দোবান কহিলেন আমার কি অপরাধ হইয়াছে যে মহারাজ আমার প্রাণদণ্ড করিবেন। রাজা কহিলেন আমি কোন বিশ্বাসী লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, আমাকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার এখানে আগমন হইয়াছে, অতএব তোমাকে নষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। ইহা বলিয়া ঘাতককে আজ্ঞা করিলেন এখনি এই বিশ্বাসঘাতকের মস্তক ছেদন কর। দোবান বলিলেন আমি মহারাজের রোগশান্তি করিলাম তাহার কি এই পুরস্কার হইল, আপনি দীর্ঘজীবী হউন কিন্তু

পরাধী। দোবান এইরূপে অনেক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা তাহা না শুনিয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রাণ লইব, নতুবা তোমার হস্তে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। নিরুপায় দোবান কি করেন মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে যখন ঘাতক তাঁহার চক্ষু ও হস্ত বন্ধন করিয়া খড়্গ নিষ্কোষ করিতে যায়, তখন তিনি পাতিতজানু হইয়া কাতর বচনে রাজাকে কহিলেন হে নরেন্দ্র যদি আমাকে নিতান্তই নষ্ট করিবেন তবে আমাকে একবার গৃহে যাইতে দিউন, আমি স্ত্রীপুত্রদিগের নিকট বিদায় লইয়া এবং বিষয়াদি যাহাতে রক্ষা পায় তাহা করিয়া আইসি, আর আমার যে সকল উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি আছে তাহা যাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর উপকার হইবে তাঁহাদিগকে দিয়া আইসি, এবং আমার একখানি বিশেষ চমৎকার গ্রন্থ আছে, তাহা মহারাজকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ চমৎকার গ্রন্থ কি, তাহার কি গুণ। বৈদ্য উত্তর করিলেন, ঐ গ্রন্থে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় লিখিত আছে, বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থিত অত্যদ্ভুত বিষয় এই যে, যখন আমার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে তখন, যদি, ঐ গ্রন্থের ষষ্ঠ পত্র প্রসারিত করিয়া বাম-পৃষ্ঠের তৃতীয় পংক্তি পাঠ করেন তাহা হইলে, আমার কাটা মুণ্ডকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন মুণ্ড তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর করিবে।

রাজা এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া সে দিবস বৈদ্যের মস্তকচ্ছেদন রহিত করিয়া তাহাকে, স্বীয় সেনাগণ সমভিব্যাহারে গৃহে যাইতে দিলেন। বৈদ্য গৃহে গিয়া আপন বিষয় বিভব রক্ষার বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে, তাঁহার মৃত্যুর পর ছিন্ন মস্তক কথা কহিবে এই জনরব তাবৎ নগরে প্রচারিত হওয়াতে, মন্ত্রী ও সভাসদ প্রভৃতি অনেকানেক ব্যক্তি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। অনন্তর দোবান একখান বৃহৎ গ্রন্থ হস্তে করিয়া রাজার সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক একটা পাত্রে করিয়া জল আনিতে কহিলেন এবং যে বস্ত্রে গ্রন্থ আচ্ছাদিত ছিল সেই বস্ত্র জলপাত্রের উপর [illegible] প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন মহারাজ যখন আমার

মস্তক কাটিয়া ফেলিবে তখন কাটা মুণ্ড এই বস্ত্রোপরি স্থাপন করিয়া গ্রন্থ খুলিয়া যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মুণ্ড তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর করিবে, কিন্তু মহারাজ আপনাকে বিনতি করিতেছি আমাকে নষ্ট করিবেন না। রাজা বলিলেন তাহা কোন প্রকারে হইবে না, বিশেষতঃ তোমার কাটা মুণ্ড কথা কহিবে এই কৌতুক দর্শন করা তোমাকে নষ্ট করিবার আরো হেতু হইয়াছে।

অনন্তর ঘাতকপুরুষ বৈদ্যের মস্তক এমন নিপুণতাপূর্ব্বক কাটিয়া ফেলিল যে তাহা একবারে পাত্রের উপর গিয়া পড়িল। ছিন্ন মুণ্ড পাত্রে পড়িবামাত্র তাহার রক্ত বন্ধ হইল, তখন মুণ্ড চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিল, মহারাজ গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন। রাজা গ্রন্থ খুলিলেন কিন্তু গ্রন্থের পত্র সকল পরস্পর যোড়া ছিল এ নিমিত্ত জিহ্বাগ্রে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গুলিতে মুখামৃত মাখাইয়া এক এক পাত উল্টাইতে লাগিলেন। এইরূপে ষষ্ঠ পত্র পর্য্যন্ত উল্টাইলেন, ইহার কোন পত্রে লেখা দেখিলেন না। তাহাতে বৈদ্যকে বলিলেন, হে চিকিৎসক! এই পত্রে কিছুমাত্র লেখা দেখিতে পাই না। মুণ্ড বলিল আরো উল্টাইয়া যাউন। রাজা ক্রমাগত এক এক বার মুখে অঙ্গুলি দিয়া এক এক পত্র উল্টাইতে থাকিলেন, ঐ সকল পত্রে বিষ লিপ্ত ছিল সেই বিষ রাজার জিহ্বাদ্বারা ক্রমে ক্রমে তাবৎ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, যখন তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল তখন মুণ্ড কহিতে লাগিল, অরে দুরাত্মা নরাধম! তুই আমাকে নিরপরাধে নষ্ট করিলি তাহার এই শাস্তি হইল, সর্ব্বোপরি পরমেশ্বর এক জন আছেন, তিনি অন্যায়কারি লোকদিগকে এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকেন। দোবান এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন, রাজাও তৎক্ষণাৎ গতাসু হইলেন।

এই গল্প সমাপ্ত করিয়া ধীবর বলিতেছে অহে দৈত্য! গ্রীশদেশীয় রাজা যদি দোবানকে বধ না করিতেন তাহা হইলে পরমেশ্বরও তাঁহার প্রতি অনুকূল হইতেন, রাজা তাঁহার বাক্য শ্রবণ না করিয়া শমনভবনে গমন করিলেন। তোমারে ...

তোমাকে যখন আমি বলিলাম আমি নিরপরাধী আমার প্রাণবধ করিও না, তখন কোন রূপেই শুনিলে না, অতএব এক্ষণে তোমার প্রতি কোন মতেই দয়া হইতে পারে না, তোমাকে অবশ্যই সমুদ্রে ফেলিয়া দিব। দৈত্য বলিল দোহাই ধীবর আমাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিও না, আমার একটি কথা শুন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি কখন তোমার অনিষ্ট করিব না, বরঞ্চ তোমাকে এমন কোন উপায় করিয়া দিব তাহাতে তুমি অত্যন্ত ধনবান হইতে পারিবে।

ধীবর চিরকাল মৎস্য ধরিয়া দুঃখে দিন যাপন করিত, সুতরাং ধনের কথা শুনিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু পাছে দৈত্য অঙ্গীকার পালন না করে, এই ভয়ে তাহাকে বলিল দৈত্য! তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না, যদি তুমি পরমেশ্বরের শপথ করিয়া কহ আমার অনিষ্ট করিবে না এবং যে কথা বলিলে তাহা করিবে, তাহা হইলে তোমাকে আমি কলস হইতে বাহির হইতে দেই। দৈত্য শপথ করিয়া বলিল তোমার কোন অনিষ্টাচরণ করিব না। তাহা শুনিয়া ধীবর কলসের মুখ খুলিয়াদিল, তাহাতে ধূমরূপী দৈত্য পূর্ব্ববৎ নির্গত হইয়া আপন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রথমেই পদাঘাত-পূর্ব্বক কলসটা সমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ইহাতে ধীবর অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইল। তাহাতে দৈত্য ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিল অহে ধীবর! তুমি ভয় করিও না, আমি কেবল বিদ্রূপ জন্য ঐপ্রকার করিলাম, তুমি জাল লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে ধন দিতেছি। ইহা বলিয়া গমন করিতে লাগিল, ধীবর জাল স্কন্ধে করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, কিন্তু তখনও তাহার মনের মধ্যে ভয় আছে দৈত্য কি করে।

অনন্তর দৈত্য নগর ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে একটা পর্ব্বতের উপরি ভাগে উঠিল, তথা হইতে এক বিস্তৃত প্রান্তরে নামিয়া কিয়ৎদূর গমনপূর্ব্বক এক পুষ্করিণীর তটে উপস্থিত হইয়া কহিল এই পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধর। ধীবর দেখিল ঐ পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ এবং মৎস্য সকল বিবিধবর্ণ অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত ও হরিৎ।

ইহাতে অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে জলে জাল নিক্ষেপ করিয়া প্রথমেই চারি বর্ণের চারিটা মৎস্য ধরিল। ধীবর তদ্রূপ মৎস্য কখন দেখে নাই সুতরাং দেখিয়াই অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। দৈত্য বলিল ধীবর, তুমি এই কয়েকটী মৎস্য লইয়া রাজাকে উপঢৌকন দাও, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এত ধন দিবেন যে তাহা তোমার শরীরাবচ্ছেদে কখন উপার্জ্জন হয় নাই। আর তুমি প্রত্যহ আসিয়া এই স্থানে মৎস্য ধরিও, কিন্তু দিনে এক বারের অধিক জাল ক্ষেপ করিও না, তাহা করিলেই বিপদ ঘটিবে। ধীবর অঙ্গীকার করিল তাহাই করিব। পরে পুলকিতান্তঃকরণে একবারে রাজপুরীতে যাইয়া, রাজার সমক্ষে ঐ কয়েকটী মৎস্য উপায়ন প্রদান করিল। ভূপাল সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব মৎস্য প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিতমনে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া, পরিশেষে প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, তিন দিবস হইল গ্রীশ-দেশীয় রাজা আমার নিকট যে পাচিকাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে এই মৎস্যগুলি উত্তমরূপে ভাজিতে বল, তাহাতে তাহার পরীক্ষা হইবে, আর এই ধীবরকে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় কর। ধীবর এক কালে এত টাকা কখন চক্ষেও দেখে নাই, অতএব একবারে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গৃহে গমন করিল।

মন্ত্রী রন্ধনকারিণীকে কয়েকটি মৎস্য অর্পণ করিলে, রন্ধনকারিণী মৎস্যগুলি অশল্ক করিয়া কটাহে তৈল চড়াইয়া ভাজিতে আরম্ভ করিল এবং এক দিক্ ভাজা হইলে অন্য দিক্ উল্টাইয়া দিল। দিবা-মাত্র রন্ধনশালার ভিত্তি ভেদ করিয়া তাহার ভিতর হইতে নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা এক পরম লাবণ্যবতী রমণী বাহির হইয়া কটাহের নিকটে আসিয়া, একটা লৌহদণ্ডের দ্বারা প্রত্যেক মৎস্যকে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মীনগণ তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছ কি না? মীনগুলি কোন উত্তর না করাতে, নারী পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল। তখন সেই চারিটা মৎস্য মস্তক উঠাইয়া কহিল হাঁ হাঁ, যদি তুমি ফিরিয়া যাও [illegible]

যদি তুমি আইস তবে আমরাও আইসি, আর যদি তুমি আমাদিগকে বিস্মৃত হও তবে আমরাও তোমাকে বিস্মৃত হই। এই কথা বলিবামাত্র রমণী কড়াইখান উল্টাইয়া দিয়া দেওয়ালমধ্যে প্রবেশ করিল এবং দেওয়াল পূর্ব্বে যেমন ছিল সেই প্রকার হইয়া গেল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া পাচিকা বিস্ময়াপন্না হইয়া রহিল। পরে যখন চুল্লী হইতে মৎস্যগুলি তুলিতে যায় তখন দেখে যে তাহারা অঙ্গারবর্ণ হইয়াছে। ইহাতে রাজা কি বলিবেন এই ভয়ে পাচিকা রোদন করিতে লাগিল, এমন সময় রাজমন্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মৎস্য ভাজা হইয়াছে কি না। পাচিকা কি উত্তর করিবে, যে ঘটনা হইয়াছিল তাহাই অবিকল মন্ত্রীকে কহিল। মন্ত্রী তাহা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু রাজাকে না বলিয়া কৌশল ক্রমে সে দিবস তাঁহাকে মৎস্য ভোজনে ক্ষান্ত করিয়া, ধীবরকে ডাকাইয়া বলিলেন ধীবর! সেইরূপ আর চারিটা মৎস্য আনিয়া দিতে হইবেক। ধীবরকে দৈত্য নিষেধ করিয়াছিল এক দিবস দুই বার জাল নিক্ষেপ করিও না, ধীবর সে কথা ব্যক্ত না করিয়া মন্ত্রীকে কহিল, মহাশয়! যে স্থান হইতে মৎস্য আনিতে হইবে সে স্থান এখান হইতে অনেক দূর, অতএব অদ্য পাওয়া যাইতে পারে না, কল্য আনিয়া দিব। ইহা বলিয়া রাত্রিযোগে সেই স্থানে যাত্রা করিল, পর দিন চারিটা মৎস্য ধরিয়া মন্ত্রির নিকটে আনিয়া দিল। মন্ত্রী মৎস্য পাইয়া আপনি রন্ধনশালায় যাইয়া তাবৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাচিকাকে আপন সম্মুখে বসাইয়া রন্ধন করাইতে লাগিলেন। পাচিকা পূর্ব্ব-মত মৎস্য কটাহে চড়াইয়া দিল এবং এক দিক ভাজা হইলে যখন অন্য দিক্ উল্টাইয়া দিল, তখন সেই প্রকার দেওয়াল ফাটিয়া সেই রমণী বাহির হইয়া পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিল সেইরূপ বলিল, মৎস্যেরাও তদ্রূপ উত্তর করিল, তৎপরে রমণী কড়াইখান উল্টাইয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান হইল এবং দেওয়ালও পূর্ব্ববৎ যোড়া লাগিল। মন্ত্রী এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন রাজার নিকট এ কথা আর গোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে, অতএব

রাজসাক্ষাতে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা চমৎকৃত হইয়া ধীবরকে ডাকাইয়া কহিলেন, ধীবর! তুমি আমাকে সেই প্রকার আর চারিটা মৎস্য আনিয়া দিতে পার কি না? ধীবর উত্তর করিল মহারাজ যদি আমাকে এক দিন অবসর দেন তবে আনিয়া দিতে পারি। নৃপতি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। পরে ধীবর সেই পুষ্করিণী হইতে আর চারিটা মৎস্য ধরিয়া পর দিন রাজার নিকটে আনিয়া দিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ধীবরকে আর চারি শত স্বর্ণমুদ্রা দিতে আজ্ঞা করিলেন, পরে আপনার সম্মুখে মৎস্য ভাজা হয় এজন্য রন্ধনের দ্রব্যাদি আপন কুঠরিতে আনাইলেন, এবং আপনি ও মন্ত্রী তথায় থাকিয়া সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৎস্য ভাজিতে আরম্ভ করিলেন। মৎস্যের এক দিক ভাজা হইলে যখন আর এক দিক উল্টাইয়া দেন তখন অকস্মাৎ কুঠরির দেওয়াল ফাটিয়া গেল, রমণীর পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড-মূর্ত্তি বিকটাকার একটা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, যষ্টিহস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া যষ্টিদ্বারা মৎস্যগণকে স্পর্শ করিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে কহিতে লাগিল, অহে মৎস্যগণ! তোমরা কি আপনাদিগের কর্ম্ম করিতেছ? মীনেরা মস্তক তুলিয়া উত্তর করিল হাঁ হাঁ করিতেছি, যদি তুমি ফিরিয়া যাও তবে আমরাও ফিরিয়া যাই, যদি তুমি আইস তবে আমরাও আইসি, আর যদি তুমি আমাদিগকে বিস্মৃত হও তবে আমরাও তোমাকে বিস্মৃত হই। মীনেরা এ কথা বলিবামাত্র ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কড়াইখান উল্টাইয়া দিল, তাহাতে মৎস্য সকল অঙ্গারবর্ণ হইয়াগেল। তৎপরে সেই পুরুষ ভয়ঙ্কর শব্দে প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং প্রাচীর পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল সেই প্রকার হইল।

রাজা আপন চক্ষে এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন মন্ত্রি! ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার, অতএব ইহার কারণ জানিতে হইবে। ইহা বলিয়া ধীবরকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধীবর আসিলে পর রাজা তাহাকে বলিলেন ধীবর! তুমি যে সকল মৎস্য আনিয়া দিয়াছিলে সেই মৎস্যগুলা আমাকে বড়

কহিল এ স্থান হইতে ঐ যে পর্ব্বত দেখিতেছেন তাহার পশ্চাৎ আর চারিটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের মধ্যস্থলবর্ত্তি এক পুষ্করিণীতে এই মৎস্য ধরিয়াছিলাম। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ পুষ্করিণী কত দূর হইবে? ধীবর কহিল এখান হইতে এক প্রহরের পথ হইবে। রাজা এই কথা শুনিয়া আপন সভাসদগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, ধীবর পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক আগে আগে চলিল। পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া দেখিলেন তন্নিম্নে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর রহিয়াছে, তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন, যেহেতু ইহার পূর্ব্বে কস্মিন্ কালেও ঐ প্রান্তর দেখেন নাই। পরে প্রান্তর পার হইয়া দেখিলেন ধীবরের কথানুরূপ চতুর্দ্দিকে পাহাড়বেষ্টিত এক পুষ্করিণী আছে, তাহার জল অতি নির্ম্মল এবং তন্মধ্যে ঐরূপ অনেক মৎস্য ভ্রমণ করিতেছে। রাজা দেখিয়া সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই পুষ্করিণী এত নিকটবর্ত্তী, তোমরা কি ইহার কথা কখন শুন নাই। সকলেই কহিল, না মহারাজ, এ পুষ্করিণীর কথা আমরা কখন শুনি নাই। রাজা কহিলেন এই পুষ্করিণী নূতন বোধ হইতেছে, কিন্তু এখানে কিরূপে হইল এবং চারি বর্ণের মৎস্য হইবার কারণ কি, আমাকে এ সকলের তত্ত্ব জানিতে হইয়াছে, ইহা বলিয়া তথায় বস্ত্রাবাস স্থাপন পূর্ব্বক সভাসদগণকে অবস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

নিশাভাগে সকলে নিদ্রিত হইলে, রাজা ভ্রমণের উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া হস্তে খড়্গ লইয়া, পূর্ব্বোক্ত গিরির উপরে আরোহণ করিলেন, এবং তৎপরে যে আর এক প্রান্তর ছিল তাহার মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে রজনী প্রভাত হইল, তখন দেখিতে পাইলেন অনেক দূরে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা রহিয়াছে। রাজা ঐ অট্টালিকার নিকটে যাইয়া দেখিলেন তাহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং উজ্জ্বল ইস্পাতের পত্রে মণ্ডিত। তিনি ঐ পুরী দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। পরে দ্বারের

তদ্দৃষ্টে দ্বারের নিকট কিঞ্চিৎকাল দাঁড়াইলেন, কিন্তু জন মানব কাহাকেও দেখিলেন না, তাহাতে কপাটে ধীরে২ আঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতেও কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হওয়াতে, অধিক বলপূর্ব্বক আঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতেও যখন কাহারও শব্দ পাইলেন না, তখন ভাবিতে লাগিলেন এমন অপূর্ব্ব পুরীতে জন প্রাণী নাই, কি আশ্চর্য্য !

অনন্তর পুরী প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গনের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন অহে তোমরা এখানে কে আছ ! আমি পথিক, তোমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছি। রাজা চিৎকার করিয়া বারম্বার এই কথা কহিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে চমৎকৃত হইয়া, বারান্দার উপরে উঠিয়া পাদবিহার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর একে একে সকল ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সকল ঘরই সুসজ্জীভূত। পরিশেষে একটা বৃহৎ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্য স্থানে এক ফোয়ারা, তাহার চারি কোণে স্বর্ণময় চারি সিংহের মূর্ত্তি, সেই সিংহের মুখ হইতে জল নির্গত হইয়া হীরা মুক্তা জন্মিতেছিল এবং ঐ হীরা মুক্তা ফোয়ারাতে পড়িয়া মধ্যস্থান হইতে স্তম্ভাকারে উচ্চে উঠিয়া পুনর্ব্বার মন্দিরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পড়িতেছিল, ইত্যাদি নানাবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর রাজা এক গৃহে বসিয়া উদ্যান দেখিতেছেন এবং যাহা যাহা দেখিলেন তাহা ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ কোন মনুষ্যের কাতরধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রাজা তাহা শুনিয়া যে স্থানহইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে যাইয়া, এক বৃহৎ দালানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঐ দালানের দ্বার বদ্ধ ছিল, তাহা মুক্ত করিয়া দেখিলেন, গৃহমধ্যে সিংহাসনের উপর এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বদন অতি ম্লান। রাজা ঐ যুবা পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। যুবা তাহাতে মস্তক নত করি-

লেন, কিন্তু গাত্রোত্থান করিতে না পারিয়া বলিলেন হে মহানুভাব! দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে অভ্যর্থনাদি করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা করিতে পারিলাম না, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। নৃপতি বলিলেন আপনার খেদোক্তি শুনিয়া আমি এস্থানে আসিলাম, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয় তাহা আমি সাধ্যানুসারে করিতে প্রস্তুত আছি, অতএব আপনার দুর্ভাগ্যের বিবরণ আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া ঐ যুবার অশ্রুপাত হইতে লাগিল, তৎপরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন হে ভাগ্যদেবি! তোমার লীলা কি চমৎকার, তুমি একবার যাহাদিগকে সুখ-সম্পত্তি দিয়া উচ্চপদস্থ কর পুনর্ব্বার তাহাদিগকেই ঘোর দুঃখে নিক্ষেপ কর, তোমার স্থির দৃষ্টি নাই, তুমি মনুষ্যদিগকে সর্ব্বদা সমভাবে রাখ না। এই কথা বলিয়া আপনার অঙ্গের বস্ত্র খুলিয়া রাজাকে বলিলেন হে মহাশয়! এই দেখুন আমার মস্তক অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত মনুষ্যাকার এবং অর্দ্ধাঙ্গ প্রস্তরময় হইয়াছে। রাজা ঐ যুবা পুরুষের তাদৃশ আশ্চর্য্য দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, আমি যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিতেছে, কিন্তু আপনার এই অবস্থাপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিতে বড়ই অধৈর্য্য হইতেছি, অতএব সবিশেষ কহিয়া আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করুন, অনুমান হইতেছে আপনার বিবরণ অতি অদ্ভুত হইবে, এবং যে পুষ্করিণী ও মৎস্য দেখিয়া আসিলাম তাহাও আপনার দুর্ভাগ্য সংবলিত হইবে। যুবা বলিলেন এই সকল কথা বলিতে হইলে কেবল পুনর্ব্বার শোকের উদ্রেক করা হয়, তথাপি আপনার আগ্রহাতিশয়ে বলিতে হইল। এই কথা বলিয়া আপন বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কাল উপদ্বীপের যুবরাজের কথা।

যুবা কহিলেন, মহাশয়! আমার পিতা এই প্রদেশের রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম মহম্মদ। যে সকল উপদ্বীপ, কাল উপদ্বীপ নামে খ্যাত, এ সকল তাঁহার রাজ্য। এ স্থানে আর চারি দ্বীপ ছিল, কিন্তু সে সকল দ্বীপ এইক্ষণে পর্ব্বত হইয়া গিয়াছে। আপনি যেখানে পুষ্করিণী দেখিয়াছেন সেই স্থানে আমার পিতার অট্টালিকা ছিল। তাহা যে প্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার বিবরণ কহি, শ্রবণ করুন।

আমার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে আমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আপন পিতৃব্যকন্যাকে বিবাহ করিলাম, এবং পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সুখে কাল যাপন হইল। তদনন্তর আমি আপন বনিতার সদ্ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিতে লাগিলাম। এক দিবস ভার্য্যা স্নানাগারে গমন করিলে, আমি আলস্য প্রযুক্ত শয়ন করিয়া নয়ন মুদিয়া আছি, দুই জন পরিচারিণী আমার পদতলে বসিয়া বায়ুব্যজন করিতেছিল, তাহারা আমাকে নিদ্রিত জ্ঞান করিয়া মৃদুস্বরে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিল। এক জন বলিল হাঁ গো! রাজা এমন সুপুরুষ তথাপি রাণী ইঁহাকে ভাল বাসেন না এ কেমন চরিত্র। দ্বিতীয় সখী উত্তর করিল সে কথা কি কহিব। কিন্তু রাণী প্রত্যহ রাত্রিতে স্থানান্তরে গমন করেন, রাজা কি কিছুই জানিতে পারেন না। প্রথম সখী বলিল রাজা তাহা কিরূপে জানিবেন, রাণী প্রতিদিন তাঁহার পানীয় দ্রব্যে এক চমৎকার চূর্ণ মিশাইয়া দেন, রাজা তাহা পান করিয়া অচেতনাবস্থায় নিদ্রা যান, অতএব নির্ভয়ে রাণী স্বেচ্ছাচারিণী হয়েন, এবং রাত্রিশেষে আসিয়া নিকটে শয়ন করিয়া থাকেন।

দুই জন সখীর এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া আমার মনে যে প্রকার ঘৃণা হইল তাহা বর্ণন বাহুল্য, আপনি অনুভব করিতে পারিবেন। আমি ক্ষণেক কাল কপট নিদ্রায় থাকিয়া জাগ্রৎ হইলাম। দাসীদিগের কথা শুনিয়াছি ইহা তাহারা কোন প্রকারে বোধ করিতে

পারিল না। রাণী আসিলে তাহার সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করিলাম, নিশাভাগে শয়নের পূর্ব্বে রাণী প্রতিদিন যেরূপ জল পান করিতে দিত সেইরূপ জল পান করিতে দিল, আমি তাহা পান না করিয়া পাত্র মুখের নিকট লইয়া বক্ষের বস্ত্রের মধ্যে ঢালিয়া দিলাম, রাণী তাহা দেখিতে পাইল না। তদনন্তর উভয়ে শয়ন করিলাম, কিঞ্চিৎ কাল পরে আমার নিদ্রা আসিয়াছে এই বিবেচনা করিয়া রাণী শয্যা হইতে উঠিয়া আমাকে বলিল, তুমি এইরূপ নিদ্রায় থাক, রাত্রির মধ্যে যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়। এই কথা বলিয়া কুলটা বেশ বিন্যাস করিয়া শয়নাগার হইতে বাহির হইল। তাহার গমনান্তে আমি শয্যা হইতে উঠিয়া অসি হস্তে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পুরীর সকল দ্বার রুদ্ধ ছিল, রাণী কি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহাতে সকল দ্বার স্বয়ং মুক্ত হইল। রাণী পুরী ছাড়িয়া প্রাঙ্গন দিয়া উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলে আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া উদ্যানের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিলাম। রাণী এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের সঙ্গে উদ্যানমধ্যে পাদবিহার করিতে লাগিল, এবং পাদবিহার করিতে করিতে ঐ পুরুষকে বলিল হে প্রাণেশ্বর! অদ্য বিলম্বের নিমিত্ত মার্জ্জনা করিতে হইবে, তোমার নিকট শীঘ্র আসি ইহা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা, কিন্তু যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা তোমার অগোচর নাই; আমি তোমার প্রেমাধীনা এবং বিধিমতে প্রেমের চিহ্ন দেখাইয়াছি, ইহাতেও যদি তুষ্ট না হইয়া থাক তবে কি করিয়া তোমাকে পরিতুষ্ট করিব বল, তোমার আজ্ঞা হইলে আমি কি না করিতে পারি! যদি বল, এই রাত্রির মধ্যেই এই মহানগরকে শ্মশান করিয়া দেই, তুমি প্রাতে উঠিয়া দেখ এই স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু এবং কালপেচা ও দাঁড়কাক ডাকিতেছে, মনুষ্য এক প্রাণি নাই। এই কথা বলিতে বলিতে, উদ্যানের দ্বার পর্য্যন্ত আসিল। আমার নিকটবর্ত্তী ও আয়ত্তাধীন হইবা মাত্র আমি খড়্গ দ্বারা পুরুষটাকে এমন আঘাত করিলাম যে তাহাতে সে একবারে ধরাবলুণ্ঠিত হইল, আমি অনুমান করিলাম তাহার জীবনান্ত হইয়াছে অতএব তথাহইতে অন্তরিত হইলাম।

রাণী উপপতির এই গতি দেখিয়া মহাশোকে ক্রন্দন করিতে লাগিল, পরে মায়া বিদ্যাদ্বারা তাহার প্রাণপুরুষকে দেহত্যাগ করিতে না দিয়া, এমত প্রকারে বাচাঁইয়া রাখিল যে তাহাকে জীবিত বা মৃত কিছুই বলা যায় না। আমি শয্যাগারে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিলাম। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম রাণী পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। আমি তাহাকে তখন কোন কথা বলিলাম না, শয্যাহইতে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিলাম, তৎপরে বিচারকালে বিচারাসনে বসিলাম, তথা হইতে অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলাম রাণী শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছে। রাণী আমাকে দেখিয়া কহিল হে রাজন্! আমার এই অবস্থা দেখিয়া আপনি চমৎকৃত হইবেন না, আমি একবারে তিনটী অমঙ্গল সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতেই শোকে ব্যাকুল আছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি অমঙ্গল সংবাদ পাইয়াছ। রাণী উত্তর করিল আমার প্রাণাধিক জনক জননী ও এক সহোদর লোকান্তর গত হইয়াছেন। আমি বলিলাম তোমার এইরূপ শোক করাতে আমি তোমাকে নিন্দা করি না, বরং আমিও এই শোকের ভাগী হইলাম।

তদনন্তর এক বৎসর অতীত হইল। তৎপরে রাণী এক দিবস আমাকে কহিল, এই রাজবাটীর সীমার মধ্যে আমি এক গোরস্থান নির্ম্মাণ করিব, আপনাকে তাহার অনুমতি দিতে হইবে, এবং আমি যে পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিব সেই পর্য্যন্ত তথায় বাস করিব। আমি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলাম, তাহাতে রাণী এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিয়া, শোকাগার নাম দিয়া, সেই স্থানে আপনার উপপতিকে আনিয়া রাখিল, কিন্তু জাদুবিদ্যায় নিপুণা হইয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না। ঐ ব্যক্তি চলৎশক্তি ও বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। রাণী প্রতিদিবস তাহার নিকটে দুইবার করিয়া যাইত, আমি ইহার তাবৎ সম্বাদ পাইতাম, কিন্তু কিছুই জানি না এইরূপ ছল করিয়া থাকিতাম।

এক দিবস আমি তথায় গিয়া লুক্কায়িত ভাবে থাকিলাম। রাণী আসিয়া উপপতিকে বলিল হে প্রাণেশ্বর! আমি তোমাকে এতদবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি. তুমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ তাহাও বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু ইহার কারণ কি। আমি তোমার সঙ্গে কথা কহি তুমি কোন উত্তর কর না, এমন মৌনী হইয়া আর কত কাল থাকিবে, একটি কথা কহিয়া আমার প্রাণ শীতল কর। কাফরির প্রতি রাণীর এতাদৃশ অনুরাগ ও ভক্তি দেখিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম। এবং ক্রোধ সম্বরণে অক্ষম হইয়া প্রকাশিত হইয়া ঐ গোরস্থানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, হে গোর! তোমার অন্তঃকরণ এমন কঠিন কেন, তুমি একবারে দুইফাঁক হইয়া এই স্ত্রী ও পুরুষকে উদরস্থ কর। এই কথা বলিবামাত্র রাণী একবারে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিত হইয়া আমাকে বলিল অরে নিষ্ঠুর! তুমিই আমার সকল যন্ত্রণার মূল, আমি তাহা জানি না এমন বোধ করিও না। আমি উত্তর করিলাম হাঁ, আমি ঐ পাপাত্মাকে সমুচিত শাস্তি দিয়াছি, এবং তোমাকেও এক্ষণে ঐরূপ প্রতিফল প্রদান করিতেছি। এই কথা বলিয়া খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলাম। তখন রাণী খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ঈষৎ হাসিয়া কহিল হে রাজন! ক্রোধ সম্বরণ কর। এই কথা বলিতে বলিতে মায়ামন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল, এবং আমাকে কহিল, তুমি অর্দ্ধেক মনুষ্য ও অর্দ্ধেক পাষাণ হইয়া থাক। ইহা বলিবা মাত্র আমি এই প্রকার অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধপাষাণ হইলাম, এবং জীবন থাকিতেও মৃততুল্য হইয়া রহিলাম। তৎপরে ঐ কুলটা আমাকে এই গৃহে আনিয়া রাখিল, এবং মায়াবিদ্যা দ্বারা মহানগরকে অরণ্য করিল। যে স্থানে রাজধানী ছিল তাহা পুষ্করিণী হইল, ঐ পুষ্করিণীতে যে চারি বর্ণের মৎস্য দেখিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় চারি জাতি মনুষ্য, অর্থাৎ মুসলমানেরা শুক্লবর্ণ, পারশ্যেরা রক্তবর্ণ, খৃষ্টিয়ানেরা কৃষ্ণবর্ণ, ও ইহুদী জাতিরা হরিৎবর্ণ হইয়াছে। আর যে চারি উপদ্বীপের নামে এই রাজ্য খ্যাত

এবং আমাকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াও কুহকিনী ক্ষান্ত হয় নাই, সে প্রত্যহ আসিয়া আমার পৃষ্ঠে এক শত বেত্রাঘাত করে, তাহাতে শরীর শোণিতময় হইলে ছাগলোমের এক খান জঘন্য বস্ত্র ঢাকা দিয়া তদুপরি এই রাজপরিচ্ছদ আচ্ছাদন করে, ইহাতে সে আমার মর্য্যাদা করে তাহা নহে কেবল সং সাজাইয়া রাখে।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাজা এমন আর্দ্রচিত্ত হইলেন যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ বিশ্বাসঘাতিনী কুহকিনী কোন্ স্থানে থাকে, এবং সে পাপিষ্ঠের প্রতি তাহার এত স্নেহ সে কোথায়? যুবরাজ কহিলেন রাণী কোথায় থাকে বলিতে পারি না, এখানে প্রত্যহ আসিয়া আমাকে পশুবৎ প্রহার করে, পরে শোকাগারে গমন করে, ঐ স্থানে তাহার উপপতি আছে, তাহাকে কি চমৎকার সামগ্রী পান করায় তাহাতে তাহার আত্মা শরীর হইতে নির্গত হইতে পারে না।

রাজা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন হে যুবরাজ! তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমি কি পর্য্যন্ত দুঃখি হইলাম তাহা জানাইতে পারি না, ঐ কুহকিনীর সমুচিত দণ্ড করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে, এবং আমাদ্বারা যদি তাহা সম্পন্ন হয় তবে অবশ্য করিব। ইহা বলিয়া রাজা আপনার পরিচয় ও যদর্থে স্থানে আগমন তাহার বিবরণ কহিলেন, এবং ঐ কুহকিনীকে রূপে শাস্তি দিবেন তাহার পরামর্শ করিয়া, সে দিবস তথায় বিশ্রাম করিলেন। যুবরাজের নিত্য যেরূপ অনিদ্রায় নিশা ক্ষেপণ হই সে রাত্রিও সেই রূপে যাপন হইল।

পর দিন প্রত্যূষে রাজা শোকাগারে গিয়া দেখিলেন সে স্থানে অনেক মশাল জ্বলিতেছে এবং কয়েকটা স্বর্ণের সিন্দুক হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া সকল ঘর সৌরভময় করিয়াছে, কাফরি উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে নষ্ট করিয়া মৃতদে

প্রকার বস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিয়াছিল সেই ভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন, খড়্গখানা বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল পরে রাণী পুরীমধ্যে আসিয়া প্রথমতঃ স্বামির কুঠরীতে গেল, তাহাকে নগ্ন করিয়া নির্দ্দয়ে প্রহার করিতে লাগিল, যুবরাজের ক্রন্দন ধ্বনিতে সকল পুরী বিদীর্ণ প্রায় হইল। পরে কুহকিনী শোকাগারে আসিয়া পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে করিতে, পর্য্যঙ্কে উপপতি আছে এই বোধে তাহাকে বলিল, হে প্রাণেশ্বর! তুমি কি চিরকাল এইরূপ মৌনী হইয়া থাকিবে? আমি তোমাকে বিনতি করিতেছি আমার সঙ্গে একটী কথা কও, তোমার কথা শুনিয়া আমার প্রা[ণ] শীতল হউক। এই কথা শুনিয়া রাজা মৃদুস্বরে কহিলেন সর্ব্বশক্তি মান্ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহার কিছু করিবার সাধ্য নাই কুহকিনী কথামাত্র শুনিয়া আহ্লাদে হর্ষধ্বনি পূর্ব্বক উত্তর করিল [হে] প্রাণেশ্বর! এই কথা কি তোমার বদন হইতে নির্গত হইল, তুমি কি আমাকে একথা বলিলে? রাজা কহিলেন অরে দুশ্চারিণি! তো[মার] সঙ্গে বাক্যালাপ করি তুই কি তাহার যোগ্যপাত্রী। রাণী বলি[ল] আপনি আমাকে এমন কথা কেন বলিতেছেন? রাজা বলিলেন তো[র] স্বামিকে তুই নিত্য প্রহার করিস, তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস ও চীৎকা[রে] দিবারাত্রির মধ্যে আমার এক বার নিদ্রা হয় না, তাহাকে মায়াচ্ছ[ন্ন] করিয়া রাখিয়াছিস্, এই জন্য আমার রোগ মুক্ত হয় না, অতএব তো[র] সঙ্গে কি প্রকারে বাক্যালাপ করি। কুহকিনী বলিল যদি আম[ার] স্বামিকে মুক্ত করিলে তোমার অন্তঃকরণ সুস্থ থাকে তবে আজ্ঞামা[ত্র] তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। রাজা বলিলেন তবে এই দণ্ডে তাহ[াকে] মনুষ্য করিয়া দিয়া আয়।

ইহা শুনিয়া রাণী তখনি একটা পাত্রে জল লইয়া মন্ত্রপাঠ আ[রম্ভ] করিল, মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে জল ফুটিতে লাগিল। রাণী জলপাত্র লইয়া স্বীয় স্বামী যে স্থানে ছিল সেই স্থানে গিয়া তা[হার] শরীরে প্রোক্ষণ করিতে করিতে বলিল, যদি পরমেশ্বর তোকে এই [রূপ সৃষ্টি করিয়া] থাকেন তবে এইরূপই থাক, নতুবা যদি মনুষ্য হ

তবে আপনার স্বাভাবিক রূপ ধারণ কর্। এই কথা বলিবামাত্র যুবরাজ আপনার স্বাভাবিকাকার প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। রাণী কহিল, নরাধম! তুই এখান হইতে এখনি প্রস্থান কর, আর এই পুরীতে কখন পদার্পণ করিস্ না, করিলে নিশ্চয় মরিবি। যুবরাজ কোন উত্তর না করিয়া তদ্দণ্ডে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাণী পুনর্ব্বার শোকাগারে যাইয়া উপপতি-বোধে রাজাকে কহিল, হে প্রাণেশ্বর! আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছি! রাজা পূর্ব্বগত মৃদুস্বরে বলিলেন তুই সম্প্রতি যাহা করিলি তাহাতে আমার সম্যক্ প্রকারে রোগ শান্তি হইতে পারে না, আমার রোগের আর আর অনেক মূল আছে তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। রাণী বলিল, ঐ সকল মূল কি বল। রাজা বলিলেন, অরে নরাধমা! তুই জানিস না, নগরবাসিরা রূপান্তর হইয়া পুষ্করিণীতে মৎস্যভাবে আছে, তাহারা অর্দ্ধরাত্র সময়ে জল হইতে মস্তক উঠাইয়া অভিসম্পাত করে, যদি তুই এমত বাঞ্ছা করিস্ আমি রোগমুক্ত হইয়া তোকে পুনর্ব্বার পাণি দান করিব, তবে এই সকল লোক যে যেমন ছিল তাহাকে সেইরূপ করিয়া দে। মায়াবিনী এই কথায় আহ্লাদে পরিপূর্ণা হইয়া কহিল, হে প্রিয়! তাহার চিন্তা কি, আমি এখনি তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি, এই বলিয়া পুষ্করিণীতে যাইয়া মায়ামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এক গণ্ডূষ জল দ্বারা তাবৎ স্থান অভ্যুক্ষণ করিল, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে ঘর দোকান ইত্যাদি সকল স্থান মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইল এবং সকলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

তৎপরে রাণী শোকাগারে আসিয়া আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিল হে প্রাণাধিক! তোমার তাবৎ আজ্ঞা পালন করিয়া আসিলাম, এক্ষণে তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাকে পাণিদান কর। রাজা বলিলেন আমি এক্ষণে তোমার প্রতি তুষ্ট হইলাম, তুমি আমার নিকটে আইস। রাণী এই কথায় শয্যার নিকটে গমন করিল। তখন রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অকস্মাৎ

খড়্গাঘাত করিলেন যে রাণী তাঁহাকে না চিনিতে চিনিতেই প্রাণ-ত্যাগ করিল। রাজা তাহাকে তথায় তদবস্থায় রাখিয়া যুবরাজের নিকটে গেলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আর চিন্তা নাই, তোমার নিষ্ঠুর শত্রু মরিয়াছে। যুবরাজ এই কথা শুনিয়া অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া বিশেষ-রূপে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তদনন্তর ভূপাল বলিলেন এখন আপনি স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করুন, আমি আপনকার প্রতিবাসী, কখন কখন আমার রাজ্যেও গমন করিবেন। যুবরাজ বলিলেন আপনকার রাজ্য এই রাজ্যের নিকটস্থ ইহা আপনি কিরূপে বিবেচনা করিয়াছেন? রাজা উত্তর করিলেন আমার রাজ্য এখান হইতে চারি পাঁচ ঘন্টার পথের অধিক নহে। যুবরাজ বলিলেন আপনার রাজ্য এখান হইতে এক বৎসরের পথ হইবে, আপনি সে স্থান হইতে চারি পাঁচ ঘন্টায় আসিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন আপনি আসিয়াছিলেন তখন মায়াবিদ্যাদ্বারা এই রাজ্য আপনার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী ছিল, এক্ষণে তাহা নাই। যাহা হউক, আপনার রাজ্য পৃথিবীর প্রান্ত-ভাগে হইলেও আমি আপনকার সঙ্গে গমন করিব। ইহা বলিয়া যুবরাজ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ বিদেশে গমন করিবেন ইহা শুনিয়া প্রজা সমস্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইল। রাজনন্দন তাহাদের শোক নিবারণার্থ আপ-নার এক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে রাজ্য প্রদান করিয়া, মহা সমারোহে আপন উদ্ধারকারি রাজার সঙ্গে যাত্রা করিলেন, পথে কোন বিঘ্ন হইল না। রাজা নগরের নিকটস্থ হইবামাত্র রাজসভাস্থ প্রধান প্রধান সভ্যেরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইতে আসিলেন, এবং নগরস্থ তাবৎ লোক হর্ষধ্বনিপূর্ব্বক রাজাকে দেখিতে লাগিলেন। রাজা প্রত্যাগত হইয়া সভাসদগণকে ভ্রমণের তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন, এবং কাল উপদ্বীপের যুবরাজকে আপন উত্তরাধিকারী করিবেন তাহাও প্রকাশ করিলেন পরে যে সভ্যেরা তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজকর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন

এত সম্পত্তি দান করিলেন যে সে দুরবস্থামুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

তিন ফকির এবং বোগ্দাদ নগরস্থ তিন রমণীর কথা।

হারূনঅলরশীদ রাজার রাজ্য কালে বোগ্দাদ নগরে এক জন মোটবাহক ছিল, সে যদিও জঘন্য বৃত্তি দ্বারা আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তথাপি অরসিক অথবা নির্ব্বোধ ছিল না। এক দিবস ঐ মুটিয়া চাঙারি হস্তে করিয়া বাজারে দাঁড়াইয়া আছে এমন সময়ে বসনাবৃতবদনা এক নারী আসিয়া বলিল বাহক বাহক! আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে মোট দিতেছি। এই কথা শুনিয়া মুটিয়া নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, মনে করিল অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাতা। রমণী কতক দূর যাইয়া এক বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিল। তাহাতে এক জন খ্রীষ্টিয়ান বাহিরে আসিল। নারী তাহাকে কয়েকটী মুদ্রা দিলে পর, সে ব্যক্তি গৃহের মধ্যে যাইয়া এক কলস মদ্য আনিয়া দিল। নারী সেই কলস বাহকের মস্তকে দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল, এবং বাজার হইতে ফল মূল মসলা ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া, তাহার মস্তকে দিয়া, একটা বৃহৎ বাটীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারাঘাত করিলে এক রমণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মোটবাহক ঐ রমণীকে দেখিয়া এমন চঞ্চলচিত্ত হইল যে আহ্লাদে মোট ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। যে নারী মুটিয়ার সঙ্গে আসিয়াছিল সে এই রঙ্গ দেখিতে লাগিল। তাহাতে যে নারী দ্বার খুলিয়া দিল সে কহিল, ভগিনি! দ্বার খুলিয়াছি ভিতরে আইস, গরীব মুটিয়া মোট মাথায় করিয়া কত ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে? ইহাতে ঐ নারী মুটিয়াকে লইয়া বাটী প্রবেশ করিল, তাহার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিন জনে ভিতরে গেল। বাটীর মধ্যস্থল অতি সুন্দর, সকল ঘরে পরস্পর যোগ এবং ঘরগুলি অতি সুসজ্জিত, মুটিয়া তাহা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল।

এই বাটীর মধ্যে এক গৃহে, চারিটা কাষ্ঠস্তম্ভের উপর শাটিন বস্ত্রে মণ্ডিত এবং হীরা মুক্তাতে খচিত এক সিংহাসনে, পরম রূপবতী ষোড়শবর্ষীয়া এক যুবতী বসিয়াছিলেন। ঐ যুবতী দুই রমণীর আগমনে সিংহাসন হইতে নামিয়া তাহাদের নিকটে গেলেন। মুটিয়া তাঁহাকে দেখিয়া একবারে মোহিত হইল। যে কামিনী সিংহাসনে বসিয়াছিলেন তিনি গৃহের কর্ত্রী. তাঁহার নাম জোবেদী। যে নারী দ্বার খুলিয়া দিল তাহার নাম সাফী। যে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিল তাহার নাম আমিনী। জোবেদী মুটিয়ার মস্তকে মোট দেখিয়া অন্য দুই নারীকে কহিলেন এই ভাল মানুষ মোট মাথায় করিয়া রহিয়াছে তোমরা মোট কেন নামাইতেছ না? এ কথায় আমিনী ও সাফী তখনি ধরাধরি করিয়া মোট নামাইল এবং জোবেদীও তাহাতে সহায়তা করিলেন। তৎপরে আমিনী চাঙারি হইতে দ্রব্যাদি লইয়া মুটিয়াকে একটী মুদ্রা দিল। মুটিয়া মুদ্রা পাইয়া সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কামিনীগণের রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে অত্যন্ত বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছিল, তাহাতে অন্যত্র গমনার্থ পাদবিক্ষেপ করিতে এক বারে অক্ষম হইল। জোবেদী মনে করিলেন বাহক বিশ্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছে. কিন্তু যখন দেখিলেন সে সেখান হইতে অন্যত্র যাইতে চাহে না, তখন আমিনীকে কহিলেন ইহাকে যাহা দিয়াছ বুঝি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিবে, অতএব আর কিঞ্চিৎ দিয়া বিদায় কর। বাহক বলিল সুন্দরি! আমি যাহা পাইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আপনারা এমন পরম রূপবতী অথচ এখানে পুরুষ মাত্র নাই আমি ইহাই ভাবিতেছি। আপনারা জানেন, যুবতী বিনা পুরুষের সমবায় যেমন শুষ্ক. স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষ না থাকিলেও তেমন।

এই কথা শুনিয়া সকলে মহাহাস্য করিয়া উঠিল। জোবেদী বলিলেন অহে বন্ধু! তোমাকে বড় সাহসিক দেখিতেছি, কিন্তু তোমাকে আমাদিগের পরিচয় অধিক কি দিব, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি, শুন। আমরা তিন সহোদরা, আমাদিগের কার্য্য কর্ম্ম অতি গোপনে হয়, অতিথি পুরুষের সংসর্গ রাখি না। বাহক বলিল তোমরা যে

সদ্গুণবিশিষ্টা তাহা আমি আকার ইঙ্গিতেই বুঝিয়াছি, আমি ইতর-ব্যবসায়ী বটি, কিন্তু আমার লেখা পড়া বোধ নাই এমত বিবেচনা করিবেন না, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমি আপনার অন্তঃকরণের মলিনতা দূর করিয়াছি, আর আমার এই মহৎ গুণ আছে যদি আমাকে কেহ কোন কথা বিশ্বাস করিয়া বলেন আমি তাহা কখন প্রকাশ করি না, সিন্দুকের মধ্যে কোন দ্রব্য চাবি দিয়া রাখিলে যেমন অপ্রকাশ থাকে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে সে কথা সেইরূপ থাকে। বাহক এইরূপ বক্তৃতা ও রসিকতা করিতে লাগিল। তথাপি জোবেদী তাহাকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমিনী তাহাকে তথায় রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহাতে জোবেদী কহিলেন তবে তোমাকে থাকিতে দিলাম, কিন্তু সাবধান, আমরা যাহা করি তাহা প্রকাশ করিও না, আর ভদ্রের ন্যায়,ব্যবহারাদি করিও।

তদনন্তর আমিনী পূর্ব্বকার বেশ ত্যাগ করিয়া সামান্য বেশে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং যে মদ্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল তাহা নিকটে রাখিয়া তিন জনে ভোজন করিতে বসিল, এবং বাহককেও সেই সঙ্গে বসাইল। ভোজন করিতে করিতে আমিনী বোতল হইতে মদ্য ঢালিয়া প্রথমতঃ আপনি পান করিল, পরে দুই ভগিনীকে দিয়া পরিশেষে মুটিয়াকেও এক পাত্র দিল। মুটিয়া তাহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমিনীর হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক গান করিয়া উঠিল, তৎপরে ঐ সুরা পান করিল। এইরূপে দিবাবসান হইলে জোবেদী মুটিয়াকে বলিল তবে তুমি এখন বিদায় হও, রজনী আগতা। বাহক কহিল, সুন্দরি! আমাকে এখন কোথায় যাইতে বলেন, আপনাদিগের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ একে অধৈর্য্য, তাহাতে আবার মদ্যপানে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়াছি, যদি এই অবস্থায় গমন করি তবে আলয় অন্বেষণ করিয়া যাইতে পারিব না, অতএব অদ্য এইখানে আমাকে কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন, আমি রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রস্থান করি...

করিলেও আমার অন্তঃকরণ এস্থানে থাকিবে। বাহকের এই ভাব দেখিয়া আমিনী পুনর্ব্বার অনুরোধ করিল সে রাত্রি সে সেখানে থাকে। জোবেদী সুতরাং তাহাতে সম্মতি দিলেন কিন্তু বলিলেন তোমাকে আমরা এখানে থাকিতে দিলাম বটে, কিন্তু তুমি অগ্রে অঙ্গীকার কর এখানে যাহা দেখিবে তাহাতে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না, যদি কর তবে ভাল হইবে না। মুটিয়া কহিল যে আজ্ঞা, আমি কোন বিষয়ে কোন কথা কহিব না।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর রাত্রে ভোজনের আয়োজন করিয়া তিন রমণী ঐ বাহককে লইয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে বসিল, আহার করিতে করিতে মদ্যপান ও গান ও নানাপ্রকার কৌতুকাদি হইতেছে এমন সময়ে, কেহ দ্বারে আঘাত করিতেছে এমন শব্দ হইল, তাহাতে সাফী বাহিরে যাইয়া কিঞ্চিৎ পরেই আসিয়া বলিল অদ্য রাত্রি বড় আহ্লাদে যাইবে এমন বোধ হইতেছে, কেননা দেখিলাম দ্বারে তিন জন ফকির উপস্থিত, তাহাদিগের মস্তক ও ভ্রূ ও দাড়ি মুণ্ডিত আর প্রত্যেকেরই দক্ষিণ চক্ষু হীন। ঐ ফকিরেরা আমাকে কহিল যে, তাহারা অদ্যই বোগদাদে আসিয়াছে। কোথাও স্থান না পাওয়াতে এই স্থানে অবস্থিতির প্রার্থনা করিতেছে, অতএব আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আইলাম, তোমাদিগের কি অভিপ্রায়। জোবেদী ও আমিনী প্রথমত অসম্মত হইলেও সাফীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বলিল ভাল তবে তাহাদিগকে আনয়ন কর, কিন্তু তাহাদিগকে অগ্রে সাবধান করিয়া দিও এখানে যাহা দেখিবে তাহাতে কোন কথা না কহে।

সাফী এই কথা শুনিয়া তথা হইতে গিয়া কিঞ্চিৎ পরেই তিন জন ফকিরকে লইয়া আসিল। ফকিরেরা আসিয়া রমণীদিগকে সম্মানপূর্ব্বক নমস্কার করিল। রমণীরা উঠিয়া তাহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল, পরে তাহাদিগকে লইয়া একত্র ভোজন করিতে বসিল। ভোজনান্তে ফকিরেরা কহিল গান বাদ্য দ্বারা তোমাদিগকে তুষ্ট করি এমত

দিগকে আনিয়া দাও। সাকী একথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তুইটা বাঁশী ও এক যোড়া তবলা আনিয়া দিল। ফকিরেরা প্রত্যেকে এক এক যন্ত্র লইয়া বাদ্য আরম্ভ করিল, রমণীরাও ঐ সঙ্গে সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল। যখন গান বাদ্যে সকলে মোহিত তখন পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল, সাকী তাহা শুনিয়া গানে ভঙ্গ দিয়া কে আসিয়াছে বলিয়া দেখিতে গেল।

শাহারজাদী বলিলেন, মহারাজ! এত রাত্রে বাটীর দ্বারে আঘাত কি জন্য হইল তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

হারূনঅলরশীদ রাজার এই নিয়ম ছিল, রাজ্যের মধ্যে প্রজারা কে কি করে এবং কোথায় কি হয় তাহা দেখিবার জন্য তিনি স্বয়ং ছদ্ম-বেশে রাত্রিযোগে ভ্রমণ করিতেন। সেই দিবস রাত্রিতে জাফর নামক প্রধান মন্ত্রী এবং মসরুর নামক রাজবাটীর প্রধান খোজা সমভিব্যা-হারে সদাগরের বেশে ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ বাটীর মধ্যে বাদ্যধ্বনি শুনিয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন দ্বার খুলিতে বল, বাটীতে কি হইতেছে দেখিতে হইবে। মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! বাটীর স্ত্রীলোকেরা মদ্য পানাদি করিয়া গান বাদ্য করিতেছে আপনি তাহা কি দেখিবেন, অধিকন্তু এখন তাহারা মত্তভাবস্থায় আছে, কি জানি, যদি কোন প্রকারে আপনার অপমান করে, তবে লজ্জার বিষয় হইবে, বিশেষ এখন অধিক রাত্রি হয় নাই, অতএব এসময় গান বাদ্য করণের নিষেধও হইতে পারে না। রাজা সে কথা না শুনিয়া পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত করিতে বলিলেন। মন্ত্রী কি করেন রাজাজ্ঞা প্রযুক্ত দ্বারে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সাকী আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মন্ত্রী বলিলেন আমরা তিন জন মৌজল-দেশস্থ সদাগর, এদেশে সম্প্রতি আসিয়াছি, অদ্য এক সাধুর গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়া আহারাদির পর সংগীতাদি শ্রবণ করিতে-ছিলাম, হঠাৎ ধূমধাম দেখিয়া রাত্রিপালেরা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে বন্ধন করিতে লাগিল। আমরা তাহা দেখিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এ দেশের ...

যত এখন পর্য্যন্ত মদিরার মত্ততার লাঘব হয় নাই, এই জন্য বাসায় যাইতে অক্ষম, অধিকন্তু পুনর্ব্বার আর কোন দস্যুহস্তে পতিত হইব, এই ভয়ে তোমাদিগকে জাগ্রৎ দেখিয়া দ্বার ঠেলিলাম, তোমরা কৃপা করিয়া অদ্য রাত্রির নিমিত্ত যদি আমাদিগকে এইখানে স্থান দান কর তবে আমরা কৃতার্থ হই। সাকী বলিল আমি বাটীর কর্ত্রী নহি, তোমরা মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব কর, আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

ইহা বলিয়া ভগিনীদিগের নিকট যাইয়া সমস্ত বিবরণ কহিল। জোবেদী ও আমিনী ক্ষণেককাল বিবেচনার পর সরল স্বভাব প্রযুক্ত, তাহাদিগকেও আসিবার অনুমতি দিল। রাজা, মন্ত্রী ও খোজা তথায় উপস্থিত হইয়া যুবতী ও ফকিরদিগকে নমস্কার করিল। রমণী-রাও তাঁহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক বসাইল। অনন্তর জোবেদী বলিলেন তোমরা আসিয়াছ বড় আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু তোমাদিগকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। মন্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন কি প্রতিজ্ঞা। জোবেদী উত্তর করিলেন চক্ষের দ্বারা যে কর্ম্ম হয় তাহাই তোমরা এখানে করিতে পারিবে, জিহ্বার সঙ্গে সম্পর্ক থাকিবে না, অর্থাৎ যাহা দেখিবে তাহাতে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে না, করিলে অনর্থ ঘটিবে। মন্ত্রী অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। অনন্তর তাহাদিগের সঙ্গে সকলে একত্র পানাদি করিতে বসিলেন। রাজা কামিনীদিগের হাব ভাব লাবণ্য ও রীতি চরিত্র দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু ফকিরদিগের তিন জন-কেই দক্ষিণ চক্ষু হীন দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকার বোধ হইল, তিনি তাহাদিগকে তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অঙ্গীকার স্মরণ হওয়াতে তাহা করিলেন না।

অতঃপর জোবেদী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমিনীকে বলিলেন ভগিনি! তবে আর বিলম্ব কেন, আমাদিগের যাহা নিত্যকর্ম্ম আছে আইস তাহা করি। আমিনী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকল সামগ্রী অন্তরে লইয়া

বসিবার পালঙ্ক পাতিল, তাহার এক খানাতে তিন জন ফকির আর এক খানাতে রাজা ও তৎসঙ্গিগণকে বসাইয়া, মুটিয়াকে কহিল তুমি গৃহের মানুষ, কাজ কর্ম্ম কর, বসিয়া থাকিলে কর্ম্ম চলিবে না। মুটিয়া ঐ কথা শুনিয়া কোমর বান্ধিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক কাল পরে আমিনী একটা ঘোড়া আনিয়া গৃহের মধ্যস্থলে রাখিয়া বাহককে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। বাহক তাহার সঙ্গে এক কুঠরীতে গিয়া কিঞ্চিৎ পরেই দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীকে শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন করিয়া শৃঙ্খল ধরিয়া গৃহের মধ্যস্থলে আনিল। জোবেদী তখন গাত্রোত্থান করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক বলিল তবে আর বিলম্ব কেন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা যাউক। ইহা বলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইল। ঐ সময়ে সাফী তাহার হস্তে একটা যষ্টি আনিয়া দিল। জোবেদী যষ্টি হস্তে লইয়া বাহককে বলিল তুমি একটা কুক্কুরী আমিনীর নিকটে দিয়া দ্বিতীয় কুক্কুরীকে আমার নিকট লইয়া আইস। মুটিয়া একটা কুক্কুরী তাহার নিকট আনিল। কুক্কুরী জোবেদীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কান্দিতে লাগিল। কিন্তু জোবেদী তাহাতে কিছুমাত্র দয়া মমতা না করিয়া যষ্টি দ্বারা তাহাকে এমন প্রহার করিতে লাগিলেন যে তাহাতে কুক্কুরী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পড়িল। জোবেদী তখন রোরুদ্যমানা হইয়া বাহকের হস্ত হইতে শৃঙ্খল গাছা লইলেন, এবং কুক্কুরীকে পশ্চাৎ পাদদ্বয়ে দণ্ডায়মানা করিয়া আপনি তাহার সঙ্গে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তৎপরে কুক্কুরীর চক্ষুর জল আপন বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বাহককে কহিলেন ইহাকে যে স্থান হইতে আনিয়াছিলে সেই স্থানে রাখিয়া অন্য কুক্কুরীকে লইয়া আইস। বাহক সে কুক্কুরীকেও আনিয়া সেই প্রকার ধরিয়া থাকিল। জোবেদী ঐ কুক্কুরীকেও সেই প্রকার প্রহার করিয়া চুম্বনাদি করিলেন। তৎপরে আমিনী লইয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজা প্রভৃতি সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, বিশেষতঃ যবন শাস্ত্রে কুক্কুর অস্পৃশ্য, তাহার মুখচুম্বন করিয়া

অনন্তর জোবেদী আপন স্থানে গিয়া বসিলেন। দর্শকেরা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সাফী গৃহের মধ্যস্থলে মোড়াতে বসিয়া আমিনীকে কহিল ভগিনি! তুমি গাত্রোত্থান কর এবং তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা কর। আমিনী উঠিয়া ঐ দুইটা কুক্কুরী যে কুঠরিতে ছিল তাহার পার্শ্ববর্ত্তি কুঠরিতে যাইয়া, হরিদ্রাবর্ণ শাটিন বস্ত্রে আবৃত এক ক্ষুদ্র সিন্দুক আনিয়া, তাহার ভিতর হইতে একটী বীণা বাহির করিয়া সাফীর হস্তে দিল। সাফী তাহার সুর বান্ধিয়া বাজাইতে লাগিল, এবং ঐ সঙ্গে গান আরম্ভ করিল। ঐ গান এমত তাল মান-শুদ্ধ হইল যে তচ্ছ্রবণে রাজা প্রভৃতি সকলে মোহিত হইলেন। সাফী কিয়ৎক্ষণ ঐরূপ গান করিয়া অত্যন্ত শ্রমবোধ হওয়াতে আমিনীকে বলিল ভগিনি! আমি ক্লান্ত হইয়াছি তুমি এই বীণা লইয়া গান কর। আমিনী বীণা-বাদ্যের সহিত সেইরূপ গান করিতে লাগিল। গান করিয়া শ্রান্ত হইলে জোবেদী তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন ভগিনি! তুমি যে গান করিলে তাহা অতি মধুর। আমিনী কোন উত্তর না করিয়া শ্রান্তি শান্তির জন্য গলদেশ ও বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মুক্ত করিয়া বসিল। দর্শকেরা দেখিলেন তাহার গলদেশ ও বক্ষঃস্থল অত্যন্ত মলিন এবং আঘাতের চিহ্নে পরিপূর্ণ, তাহাতে অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হইলেন। আমিনী গাত্রের বস্ত্র খুলিয়াও শান্তি না পাইয়া মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূমিতে পড়িল, তাহাতে জোবেদী ও সাফী তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

এতাবৎ অবলোকন করিয়া এক জন ফকির বলিল, হায়! একি চমৎকার কাণ্ড! যদি এ সকল অগ্রে জানিতাম তবে এস্থানে না আসিয়া পথিমধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিতাম। রাজাও ঐ প্রকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফকিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার বৃত্তান্ত বলিতে পার। তাহারা উত্তর করিল এ বিষয়ে আপনি যেমন অনভিজ্ঞ আমরাও সেইরূপ, ইহার কারণ কিছুই বলিতে পারি না। ইহাতে ভূপতির আরো বিস্ময় বৃদ্ধি হইল। তিনি বাহককে লক্ষ্য করিয়া

এক জন ফকির বাহককে ইঙ্গিতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি ইহার বৃত্তান্ত বলিতে পার। বাহক উত্তর করিল পরমেশ্বরের দিব্য, আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজা ও তৎসঙ্গিগণ মনে করিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তি ঐ পরিবারসম্পর্কীয় কেহ হইবে। কিন্তু তাহার দ্বারাও কোন সন্ধান না পাইয়া পরামর্শ করিলেন, এ কথা নারীগণকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, ইহাতে শঙ্কা কি, যদি তেমন তেমন দেখি আমরা সর্ব্বসমেত সাত জন আছি, উহারা তিন জনে আমাদিগের কি করিবে। মন্ত্রী বলিলেন ইহা উচিত নহে। রাজা তাহা না শুনিয়া ফকিরদিগকে বলিলেন তোমরা জিজ্ঞাসা কর। ফকিরেরা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে শেষে এই স্থির করিলেন মুটিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করুক।

উহারা সাত জনে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় আমিনীর কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য হইলে, জোবেদী তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি বলিতেছিলে। মুটিয়া উত্তর করিল ইঁহারা এই এই কথা বলিতেছিলেন। জোবেদী লোহিত লোচনে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এই ব্যক্তিকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে আজ্ঞা করিয়াছ। সকলে উত্তর করিল হাঁ আমরা করিয়াছি। জোবেদী বলিলেন তোমাদিগের ব্যবহার অতি অভদ্র, তোমাদিগকে অগ্রেই নিষেধ করিয়াছি আমাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া কোন কথা বলিবে না, তোমরা সে নিষেধ মানিলে না, থাক। এই কথা বলিয়া ভূমিতে বারত্রয় পদাঘাত করিলেন, তৎপরে তিনবার করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন তোরা কোথায়, শীঘ্র আয়। এই কথা বলিবামাত্র হঠাৎ একটা দ্বার মুক্ত হইল এবং সাত জন ভয়ঙ্কর খড়্গধারী হাপসী আসিয়া প্রত্যেকে এক এক জনকে ধরিয়া উহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইল। রাজা দেখিয়া কম্পান্বিতকলেবর হইয়া মনে মনে কহিলেন হায় এ কি বিপদ, মন্ত্রির কথা কেন শুনিলাম না। মন্ত্রী ও ফকির প্রভৃতি সকলে দেখিল মহাবিপদ উপস্থিত, প্রাণ যায়। হাপসীরা জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া কহিল

লেন ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, অগ্রে ইহাদিগের পরিচয় লই, পরে খড়্গাঘাত করিবে। বাহক কহিল পরমেশ্বরের দোহাই, আমাকে বধ করিও না, আমি নিরপরাধী, আমি কিছু বলি নাই।

জোবেদী যদিও তখন রাগোন্মত্তা তথাপি মুটিয়ার বাক্য শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহাকে কিছু না বলিয়া আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদিগের প্রকৃত পরিচয় বল, নতুবা এই দণ্ডেই প্রাণ দণ্ড হইবে। ফকিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি জন্মাবধি এরূপ একচক্ষুহীন, অথবা কোন ঘটনাতে এরূপ হইয়াছ। তাহাতে এক জন ফকির উত্তর করিল জন্মাবধি এরূপ নহি, কোন আশ্চর্য্য ঘটনায় একচক্ষুহীন হইয়াছি। অন্য দুই জন বলিল আমরা সকলেই রাজার পুত্র, পূর্ব্বে আমাদিগের পরস্পর পরিচয় ছিল না, অদ্য সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ হইয়া পরিচয় হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া জোবেদী রাগসম্বরণ পূর্ব্বক হাপসীদিগকে বলিলেন তোমরা সম্প্রতি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, কিন্তু এখানে উপস্থিত থাক, যাহারা আপন বৃত্তান্ত যথার্থ বলিবে তাহাদিগকে কিছু বলিবে না, যাহারা তাহা না বলিবে তাহাদিগকে সংহার করিবে।

মুটিয়া বিবেচনা করিল যদি আপনার বিবরণ কহিলে প্রাণ রক্ষা হয় তবে ক্ষতি কি, ইহা ভাবিয়া জোবেদীকে কহিল ঠাকুরাণি আমার সমুদায় বিবরণ আপনি শ্রবণ করিয়াছেন, আমি মোট বহিয়া দিনপাত করি, অদ্য প্রাতঃকালে বাজারে দাঁড়াইয়াছিলাম, আপনার ভগিনী ঠাকুরাণী আমার মাথায় মোট দিয়া এই খানে আনিলেন, তদবধি আমি এখানে আছি, আমি আর কি পরিচয় দিব।

প্রথম ফকিরের কথা।

তদনন্তর তিন ফকিরের মধ্যে এক জন জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঠাকুরাণি! আমার দক্ষিণ চক্ষু যেরূপে নষ্ট হইয়াছে, এবং আমি যে নিমিত্ত ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছি তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন।

রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পিতৃব্য মহাশয়ের এক পুত্র ছিলেন, তিনি আমার সমবয়স্ক। আমার বিদ্যাশিক্ষা হইলে পর পিতার অনুমত্যনুসারে আমি প্রতিবৎসর পিতৃব্যের আলয়ে গমন করিয়া দুই এক মাস বাস করিতাম, তাহাতে পিতৃব্যপুত্রের সহিত আমার বিলক্ষণ প্রণয় হইয়াছিল। শেষ যাত্রায় পিতৃব্যালয়ে গমন করিলে পিতৃব্যপুত্র আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া এক দিবস রাত্রে উত্তমরূপে আহারাদি করাইলেন, আহারান্তে বলিলেন, কয়েক বৎসর অবধি আমি এক পাতালপুরী নির্ম্মাণ করিতেছিলাম এক্ষণে তাহা বাসযোগ্য হইয়াছে, ঐ স্থান অতি চমৎকার, তুমি দর্শন করিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি যদি শপথ করিয়া বল ঐ পুরীর কথা কাহাকেও কহিবে না তাহা হইলে আমি তোমাকে সেই স্থান দেখাইতে পারি। আমি শপথ করিয়া বলিলাম কাহাকেও কহিব না। ইহা শুনিয়া পিতৃব্যতনয় তথা হইতে গমন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে নানালঙ্কারভূষিতা পরম রূপবতী এক যুবতীর কর ধারণপূর্ব্বক তথায় আসিলেন, এবং তাহাকে সেই স্থানে বসাইয়া একত্র আহারাদি করিতে লাগিলেন, তৎপরে আমাকে কহিলেন ভাই! তুমি এই যুবতীকে লইয়া অমুক গোর-স্থানে গমন কর, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। এই কথাতে আমি যুবতী সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে গমন করিলাম। ক্ষণেক পরে পিতৃব্যনন্দন একটা জলের কূঁজা একখান কুড়ালি এবং মসলাতে পরিপূর্ণ একটা থলিয়া লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং কুড়ালি দ্বারা গোর স্থানের মধ্যস্থলের প্রস্তর সকল কাটিয়া একে একে সমুদয় এক কোণে একত্র করিলেন, পরে মৃত্তিকা খনন করিলেন, তাহাতে গোর স্থানের নিম্নভাগে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দৃষ্ট হইল, ঐ দ্বার মুক্ত করাতে দেখা গেল তন্মধ্যে খিলান করা দিব্য অট্টালিকা রহিয়াছে। পিতৃব্যতনয় যুবতীকে বলিলেন এই স্থানের কথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। যুবতী ঐ কথা শুনিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, পশ্চাৎ ভ্রাতা তন্মধ্যে গিয়া আমাকে বলিলেন ভাই! তোমার দ্বারা আমার যথেষ্ট উপকার হইল, তজ্জন্য তোমাকে নমস্কার করি, তুমি এক্ষণে বিদায় হও। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার কারণ কি। পিতৃব্যকুমার তাহার কোন উত্তর না করিয়া, পুনশ্চ আমাকে বলিলেন তুমি বিদায় হও, ইহা বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আমি অগত্যা পিতৃব্যালয়ে গমন করিলাম, এবং ঐ ব্যাপারে আমার এমন বিস্ময় জন্মিল যে পর দিন নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে তাহা স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল, বাস্তবিক পিতৃব্য-পুত্রকে আর দেখিতে পাইলাম না, এবং প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ভয়ে কাহার সাক্ষাতে সে কথা প্রকাশ করিলাম না, পিতৃব্য তৎকালে মৃগয়ায় গমন করাতে, তাঁহার অন্বেষণও হইল না।

অনন্তর পিতৃব্যের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী রাজ্য হরণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজত্ব করিতেছেন। আমি বাটী উপস্থিত হইবামাত্র প্রহরীগণ আমাকে রাজ্যাপহারকের নিকট লইয়া গেল। পূর্ব্বাবধি ঐ দুরাত্মা আমার প্রতি আন্তরিক ক্রুদ্ধ ছিল, তাহার কারণ, বাল্যাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাকালে আমি এক দিবস প্রাসাদ হইতে একটা পক্ষির প্রতি শর-সন্ধান করিয়াছিলাম, তৎকালে মন্ত্রী বায়ুসেবনার্থ প্রাসাদোপরি উঠিয়াছিলেন, দৈবৎশাৎ আমার নিক্ষিপ্ত শরে মন্ত্রির এক চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল। অতএব আমাকে তাহার নিকটে লইয়া যাইবামাত্র, মন্ত্রী পূর্ব্ববৈরিতা স্মরণ করিয়া স্বহস্তে আমার দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিল। তদবধি আমি এক চক্ষু হীন হইলাম। কিন্তু মন্ত্রী তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, আমার মস্তকচ্ছেদন ও হিংস্র জন্তুদ্বারা আমার শরীর ভক্ষণ করাইতে আজ্ঞা করিল। এই আজ্ঞা পাইয়া হত্যাকারক আমাকে বিনাশার্থ লইয়া গেল, কিন্তু আমি তাহাকে বিনতি স্তুতি করাতে, সে আমার প্রতি দয়া করিয়া বলিল, তোমার জীবন নষ্ট করিব না, তুমি এদেশ হইতে অবিলম্বে পলায়ন কর, আর এই স্থানে কখন আসিও না, আসিলে কেবল তুমি মরিবে এমত নহে, আমারও প্রাণ দণ্ড হইবে। আমি প্রাণদাতা জল্লাদের এই কথায় তাহাকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

তদনন্তর আমি পিতৃব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতৃব্য স্বপুত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি অনুমানে অতিশয় চিন্তিত ছিলেন, তদনন্তর ভ্রাতৃমরণ-সম্বাদ এবং আমার নেত্র বিনাশের বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কোন প্রকারে তাঁহার শোক নিবারণ না হওয়াতে, আমি শপথ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলাম। তিনি তাহা শুনিয়া শান্তশোক হইয়া কহিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য বোধ হইতেছে, আমি শুনিয়াছিলাম আমার পুত্র এক গোরস্থান নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল, কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা শুনি নাই। তোমার কথাদ্বারা বোধ হইতেছে পুত্র জীবিত আছে, এতএব চল তাহার অন্বেষণ করি। এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম গোরস্থানের কপাট রুদ্ধ, ভিতরে অর্গল দেওয়া আছে, আর যে মসলা ও জলের কথা পূর্ব্বে কহিয়াছি, দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই মসলা ও জল দেওয়াতে, দ্বার পাষাণের ন্যায় আঁটিয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক পরিশ্রমে দ্বার মুক্ত হইল। তদনন্তর পিতৃব্য অগ্রে চলিলেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ক্রমে ক্রমে সোপান দিয়া নীচে নামিয়া দেখিলাম একটা ক্ষুদ্র গৃহ গাঢ় ধূমে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে একটা প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া জ্বলিতেছে। আমরা সেই গৃহের মধ্যদিয়া গিয়া, কতিপয় ঝাড়ের আলোকে প্রদীপিত ও এক পার্শ্ব বিবিধ খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ, এক প্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলাম, তন্মধ্যে জন-মানব কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু গৃহের এক পার্শ্বে মশারি আচ্ছাদিত একখানি উৎকৃষ্ট পালঙ্ক ছিল, পিতৃব্য তন্নিকটে যাইয়া মশারি উত্তোলন করিয়া দেখিলেন ঐ পালঙ্কে তাঁহার পুত্র এক যুবতী সঙ্গে শয়ন করিয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের উভয়ের শরীর এমন অঙ্গারবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় যেন কেহ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছে। আমি এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত ও দুঃখিত

হইলাম, কিন্তু খুড়া মহাশয় কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, পুত্রের মুখে থুথু দিয়া, ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন অরে পাপাত্মা তোর পাপের প্রতিফল ইহকালে এই হইয়াছে, ইহার পর পরকালেও অনন্ত যন্ত্রণা পাইবি। এই কথা বলিয়া আপন পাদুকাদ্বারা পুত্রের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। মৃত পুত্রের প্রতি রাজার এবম্ভূত ব্যবহার দৃষ্টে আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতৃব্য মহাশয়! এই যুবরাজ এমন কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন যে ইহার মৃত দেহে আপনি পাদুকাঘাত করিতেছেন। রাজা উত্তর করিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র! এই পাপাত্মা শৈশবাবধি আপন কনিষ্ঠা সহোদরাকে ভাল বাসিত, এবং ঐ ভগিনীও ইহাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে স্নেহে মহা দোষ ঘটিয়া উঠিল। আমি তাহা জানিতে পারিয়া, কন্যা পুত্র উভয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলাম, কোন প্রকারে পরস্পরের সাক্ষাৎ না হয়। কিন্তু সহোদরের প্রতি ভগিনীর আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহাতে কখন না কখন সম্মিলন হইতে পারিবে এই আশয়ে, পুত্র মৃত্তিকার ভিতর এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে কোন সময়ে আমি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম সেই অবকাশে তাহাকে বাহির করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিল এবং এখানে সুখভোগ করিবে এই মানসে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছেন। এই কথা বলিয়া খুড়া মহাশয় মহা শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া আমারও চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ক্ষণেককাল পরে তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন এমন কুসন্তান গিয়াছে তাহাতে কি শোক, এক্ষণ অবধি তোমাকে পুত্র তুল্য জানিব।

অনন্তর আমরা তথাহইতে উভয়ে রাজপুরী প্রত্যাগমন করিলাম। পরে এক দিন একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে হঠাৎ তূরী ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনির সহিত একটা বিপরীত কলরব শুনা গেল, কিয়ৎকাল পরে জানা গেল আমার

করিয়া থাকিলাম, পথে কয়েকটী ফল পাইয়াছিলাম তাহাই ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে গমন করিতে লাগিলাম, কিন্তু মনুষ্যধাম দেখিতে পাইলাম না। প্রায় এক মাসের পর এক নগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় এক জন দরজী আপন দোকানে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছিল, সে আমাকে বিশিষ্টসন্তান দেখিয়া সমাদরপূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম। দরজী মনোযোগ পূর্ব্বক আমার তাবৎ কথা শুনিল, কিন্তু আমাকে কোন প্রকার সান্ত্বনাদি না করিয়া কহিল এই দেশের রাজা তোমার পিতার পরম শত্রু, অতএব তোমার পরিচয় আর কাহাকেও বলিও না, রাজা সন্ধান পাইলে তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন। আমি তাহার নিকট এই পরামর্শ পাইয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। পরে দরজী আমাকে আহার করাইল এবং থাকিবার জন্য আপন আলয়ে স্থান দিল।

এক দিবস দরজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আপন জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কোন বিষয়কার্য্য শিখিয়াছ কি না। আমি কহিলাম আমি ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যাকরণশাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি এবং লিপিবিদ্যাতে আমার বিলক্ষণ পারগতা আছে। দরজী কহিল এই সকল বিদ্যাতে তুমি এখানে এক দিনও অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে না, এস্থানে ঐ সকল বিদ্যার সমাদর নাই। কিন্তু তোমাকে বলবান দেখিতেছি, তুমি যদি বন হইতে কাষ্ঠ আনিয়া বিক্রয় কর, তবে তোমার বিলক্ষণ লভ্য হইতে পারে, এবং তাহা হইলে অন্নের জন্য অন্যের উপাসনা করিতে হইবে না। যদি তাহা কর তবে আমি তোমাকে একখান কুঠার ও রজ্জু আনাইয়া দেই। আমি অন্য উপায়াভাবে ঐ কর্ম্মে সম্মত হইলাম। তাহাতে দরজী পর দিবস আমাকে একগাছা দড়ি, একখান কুড়ালি আর একটা ছোট আঙ্গরাখা দিল, এবং যে সকল দরিদ্র লোক বন হইতে কাষ্ঠ আনিয়া দিনপাত করিত তাহাদিগকে কহিয়া দিল আমাকে কাষ্ঠ আনিতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। পরে তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। প্রথম

দিবসে আমি যে কাষ্ঠ আনিলাম তাহা বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধ মুদ্রা পাইলাম। ঐ দেশে কাষ্ঠের অভাব ছিল না, কিন্তু প্রায় কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া কাষ্ঠ আনিত না, এজন্য কাষ্ঠ অতিশয় দুর্ম্মূল্য ছিল, সুতরাং তাহাতে আমার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। এক দিবস বনমধ্যে কিঞ্চিৎ অধিক দূরে যাইয়া অতি মনোরম্য এক স্থান দেখিতে পাইলাম। তথায় কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে দৈবাৎ একটা বৃক্ষ মূলসমেত উৎপাটিত হওয়াতে, দেখিলাম তন্নিম্নে এক লৌহময় দ্বারে একগাছা শৃঙ্খল লাগান রহিয়াছে। দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলাম ভিতরে নামিবার সোপান আছে। ঐ সোপানদ্বারা নীচে নামিয়া এক মনোহর অট্টালিকাতে প্রবেশ করিলাম। ঐ অট্টালিকা পাষাণময় এবং তাহার মধ্যে এক দালান ছিল তাহার স্তম্ভসকল মণিময় এবং পিলপা সকল স্বর্ণময়। আমি ঐ দালানে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম এক পরম সুন্দরী রমণী আমার নিকট আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া নমস্কার করিলাম, তাহাতে কামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, মনুষ্য কি দৈত্য। আমি কহিলাম, ঠাকুরাণি! আমি মানব, দানব নহি। এই কথায় যুবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন এ কি আশ্চর্য্য, আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর এই স্থানে বাস করিতেছি, ইহার মধ্যে এক জন মানব দেখি নাই, তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে বল। আমি আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যে প্রকারে সেই অপূর্ব্ব পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি তাহা কহিলাম। রমণী পুনর্ব্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, তুমি এই পুরীকে অপূর্ব্ব কহিতেছ বটে, কিন্তু ইহা আমার পক্ষে যমালয়, কেননা যে স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা না হয় সে স্থান স্বর্ণপুরী হইলেও সমূহ অসুখ। তুমি শুনিয়া থাকিবে এবিনি উপদ্বীপে ত্রপিটেমারস নামে এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার কন্যা। পিতা আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহ দিতেছিলেন, হঠাৎ এক দৈত্য আসিয়া সভা হইতে আমাকে লইয়া শূন্যে উঠিল। ঐ সময়ে আমি মূর্চ্ছাগত হইয়াছিলাম, তাহাতে তখন কি হইল বলি-

তে পারি না, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম দৈত্য আমাকে এই পুরীর মধ্যে আনিয়াছে। সেই অবধি দৈত্য ১০ দিন অন্তর এস্থানে আসিয়া আমার সঙ্গে এক রাত্রি বাস করে, কিন্তু এক রাত্রির অধিক কাঁচ থাকে না, যে হেতু তাহার আর এক বিবাহিতা স্ত্রী আছে, সে যদি জানিতে পারে তাহার অন্য নারীর নিকটে গমনাগমন আছে তবে ক্রুদ্ধা হইবে। ইহার মধ্যে যদি আমার কখন তাহাকে দেখিতে মানস হয় তবে, আমার শয়নাগারের দ্বারে এক স্পর্শ-প্রস্তর আছে তাহা স্পর্শ করিবামাত্র সে আসিয়া উপস্থিত হয়। অদ্য চারি দিবস হইল ঐ দৈত্য আসিয়াছিল, এক্ষণে আর পাঁচ দিবস আসিবে না, অতএব অনুগ্রহ করিয়া যদি তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর তবে আমি তোমাকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিব।

রমণী আমার প্রতি এতাদৃক করুণা করিবে, তাহা আমি আশা করি নাই, অতএব এই কথা শুনিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিলাম। পরে ঐ কামিনী আমাকে স্নানাদি করাইয়া এবং আমার ছিন্ন বস্ত্র পরিবর্ত্ত করাইয়া, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন। তৎপরে আমি তাহার সঙ্গে একত্র বসিয়া ভোজনাদি করিলাম। রাত্রি হইলে একত্র শয়ন হইল। পর দিন ভোজন কালে রাজকন্যা এক বোতল মদিরা আনিলেন, তাহার উত্তম আস্বাদনপ্রযুক্ত পান করিতে করিতে ক্রমে আমার মত্ততাজন্য বুদ্ধির চাঞ্চল্য জন্মিয়া রাজকন্যাকে বলিলাম হে প্রেয়সি! তুমি জীবিতপ্রোথিতের ন্যায় এই স্থানে রহিয়াছ অনেক কালাবধি সূর্য্যের মুখাবলোকন কর নাই, আইস, আমি তোমার কারা মোচন করি। রাজকন্যা হাস্যবদনে বলিলেন রাজকুমার! ক্ষান্ত হও, আমি দশ দিবসের এক দিবস দৈত্যভোগ্যা হইয়া যদি নয় দিবস তোমার সঙ্গে এই স্থানে একত্র থাকিতে পাই, তাহাও আমার পক্ষে পরম সুখ। আমি বলিলাম রাজকন্যে! দৈত্যের ভয়ে তুমি একথা বলিতেছ, কিন্তু আমি তাহার ভয় করি না, দেখ তাহার স্পর্শপ্রস্তর চূর্ণ করিতেছি, তাহা হইলেই সে আসিবে, পশ্চাৎ আমি তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি দৈত্যবংশ একবারে ধ্বংস

করিব। রাজকন্যা জানিতেন, স্পর্শপ্রস্তর স্পর্শ করিলে মহা বিপদ ঘটিবে, অতএব তাহা স্পর্শ করিতে আমাকে ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়া বলিলেন প্রস্তর স্পর্শ করিও না তাহা হইলে উভয়কে মরিতে হইবে।

মদ্যপানে আমার বুদ্ধি স্থির ছিল না, এজন্য তাহার নিষেধ না শুনিয়া স্পর্শপ্রস্তরে পদাঘাত করিলাম, পদাঘাত মাত্র অন্ধকার হইয়া বজ্র তুল্য বিকট শব্দ ও বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল, অট্টালিকা কম্পমান হইল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া আমার চেতন হইল, তখন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম রাজকন্যা! এ সকল কি? রাজকন্যা বলিলেন আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তুমি এখন পলাও নতুবা দৈত্যের হস্তে প্রাণ নাশ হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি তখনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু মহাভয়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া কুড়ালি ও রজ্জু লইতে পারিলাম না, পরে সোপান দিয়া উপরে যাইতেছি এমত সময়ে অট্টালিকা দুই ফাঁক হইয়া গেল, এবং একটা দৈত্য হুহুঙ্কার শব্দে পুরীপ্রবেশ করিয়া ক্রোধে জ্বলদগ্নিসম হইয়া, রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল তোর কি হইয়াছে, তুই আমাকে কেন ডাকিয়াছিস্। রাজকন্যা কহিলেন প্রভো আমার উদরে একটা বেদনা হইয়াছিল তন্নিমিত্তে কিঞ্চিৎ সুরা পান করিয়াছিলাম, তাহাতে শরীর অস্থির হওয়াতে হঠাৎ প্রস্তরের উপর পড়িয়া প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, আর কিছু নহে। দৈত্য বলিল অরে মিথ্যাবাদিনি! তবে এই কুড়ালি আর দড়ি কোথা হইতে আসিল। রাজকন্যা বলিলেন আমি তাহা বলিতে পারি না, ঐ কুড়ালি ও দড়ি পূর্ব্বে এইস্থানে ছিল না, তুমি যে হুহুঙ্কার শব্দে আসিয়াছ, বুঝি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দড়ি ও কুড়ালি উড়িয়া আসিয়াছে, তুমি দেখিতে পাও নাই। দৈত্য এ কথায় উত্তর না করিয়া রাজকন্যাকে অতি নির্দয় রূপে প্রহার করিতে লাগিল। রাজকন্যার ক্রন্দন শুনিয়া, এবং আমার কুবুদ্ধি ক্রমে তাহাকে এই সকল যন্ত্রণা পাইতে হইল, ইহা ভাবিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পরে তাহার চীৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া, সোপানমধ্যে আমার যে পুরাতন বস্ত্র

ছিল তাহা পরিধান করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া নগরে গমন করিলাম।

প্রাতঃকালে আমি বাটীতে আসিলে, দরজী পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিল আইস আইস তোমাকে কল্যাবধি না দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ছিলাম। ইহা শুনিয়া আমি দরজীকে নমস্কার করিলাম, কিন্তু কোন কথা বলিলাম না। পরে আপন কুঠরীতে যাইয়া, আপন কুবুদ্ধির কর্ম্ম ভাবিয়া আপনাকে অনেক তিরস্কার করিতেছি এমন সময় দরজী আমার নিকট আসিয়া বলিল, এক ব্যক্তি প্রাচীন এখানে আসিয়া বলিতেছে, যে তোমার কুড়ালি ও রজ্জু পথিমধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছে, অতএব তোমাকে তাহা দিবেক, তুমি বাহিরে আইস। এই কথা শ্রবণমাত্রে আমার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। তখন দরজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার এরূপ ভয়ের কারণ কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র অকস্মাৎ ঘরের দ্বার আপনি মুক্ত হইয়া পড়িল, এবং কুড়ালি ও রজ্জু হস্তে করিয়া এক বৃদ্ধ আসিয়া আমাকে বলিল যে, আমি এবিষ নামক দৈত্যরাজের দৌহিত্র, এই যে কুড়ালি ও দড়ি আমার হস্তে দেখিতেছ ইহা তোমার কি না? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, আমার কেশ ধারণপূর্ব্বক ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিল এবং আমাকে লইয়া একবারে আকাশ-পথে উঠিল, তথা হইতে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে নামিয়া পদাঘাত দ্বারা পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি ক্ষণেক পরেই দেখিলাম সেই অট্টালিকার মধ্যে আসিয়াছি। রাজকন্যা ধরাবলুণ্ঠিতা ও বিবসনা হইয়া শবের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতময়, এবং গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে।

দৈত্য রাজকন্যার সম্মুখে আমাকে লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল অয়ে বিশ্বাসঘাতিনি! এই তোর উপপতি কি না। রাজকন্যা আমার প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন আমি ইহাকে কখন দেখি নাই, এই দেখিতেছি। দৈত্য বলিল কি বলিতেছিস্, যাহার জন্য তোর এমত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহাকে জানিস না। রাজকন্যা বলিল

লেন যথার্থ, আমি ইহাকে জানিনা, তুমি কি এমন ইচ্ছা কর মিথ্যা কথা বলিয়া আমি এই নির্দ্দোষি ব্যক্তির প্রাণ নাশের মূল হইব। দৈত্য রাজকন্যার হস্তে একখানা খড়্গ দিয়া বলিল, যদি তুই ইহাকে না জানিস তবে এই ক্ষণেই ইহার শিরশ্ছেদন কর। রাজকন্যা উত্তর করিলেন আমি কিরূপে এই আজ্ঞা পালন করিব, আমি উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া আছি, আর যদিও উঠিবার শক্তি থাকিত তথাপি নির্দ্দোষি ব্যক্তিকে কি বিবেচনায় সংহার করি।

যুবতীর এই কথা শুনিয়া দৈত্য বলিল তুই ব্যভিচারিণী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদনন্তর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুই এ রমণীকে জানিস্ কি না। আমি কহিলাম যে ব্যক্তি আমাকে কখন দেখে নাই তাহাকে আমি কিরূপে জানিব। দৈত্য কহিল তবে এই অসি লইয়া ইহার শিরশ্ছেদন কর, তাহা হইলেই আমি জানিব তোর কথা সত্য, আর তোকে সংহার করিব না। আমি বলিলাম তাহাই করিতেছি, ইহা বলিয়া খড়্গখান লইলাম। যুবতী আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ইঙ্গিতদ্বারা জানাইল তাহার প্রাণ গিয়া যদি আমার প্রাণরক্ষা হয় তাহাতে সম্মত আছে। কিন্তু তাহাকে সংহার করা আমার অভিপ্রায় নহে, অতএব কাটিবার ছলে তাহার নিকট যাইয়া খড়্গখান ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যকে কহিলাম, আমি এই নিরপরাধিনী নারীকে নষ্ট করিয়া কলঙ্কী হইতে পারিব না, আমি তোমার অধীনে আছি ইচ্ছা হয় আমাকে বিনাশ কর, আমি স্ত্রীহত্যা করিতে পারিব না। দৈত্য কহিল তোরা উভয়েই আমার আজ্ঞা অবহেলা করিলি। অতএব উভয়কেই ইহার প্রতিফল দিতেছি। ইহা বলিয়া খড়্গ দ্বারা রাজকন্যার এক হস্ত ছেদন করিল। তখন রাজকন্যা অন্য হস্তদ্বারা ইঙ্গিতে আমার প্রতি প্রেম জানাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

আমি কহিলাম দৈত্য! আমাকে আর কেন রাখিতেছ, আমাকেও নষ্ট করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর। দৈত্য কহিল আমাদের পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে, স্ত্রীজাতির সতীত্বের প্রতি সন্দেহ জন্মিলেই আমরা তাহাদের এইরূপ দণ্ড দিয়া থাকি, তুই কুকর্ম্ম করি-

য়াছিস যদি নিশ্চয় জানিতাম তবে তোকেও এখনি সংহার করিতাম, কিন্তু এক্ষণে তোকে নিরপরাধীও জানা যাইতেছে না, অতএব কিঞ্চিৎ দণ্ড বিধান করি, তোর আর মনুষ্যাকার থাকিবে না, তুই কুক্কুর কিম্বা বনমনুষ্য অথবা পক্ষী যাহা হইতে ইচ্ছা করিস বল। এই কথায় আমার মরণ-শঙ্কা দূর হইল, কিন্তু মনুষ্য হইয়া পশুদেহ ধারণ করা কখন ইচ্ছাধীন নহে, অতএব আমি বিনয়পূর্ব্বক দৈত্যকে কহিলাম দৈত্যরাজ! আপনি রাগ সম্বরণ করুন, যদি আমাকে প্রাণে নষ্ট না করিলেন তবে আমার প্রতি আর কোন নিগ্রহ করিবেন না, আমাকে ছাড়িয়া দেউন, আমি চিরকাল আপনার অনুগ্রহ স্মরণ করিব। এই প্রকারে অনেক স্তুতি বিনতি করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে দৈত্যের দয়া হইল না। দৈত্য কহিল যদিও তোর প্রাণ দণ্ড না করি তথাপি এমন মনে করিস না তোকে এই শরীরে ফিরিয়া যাইতে দিব। ইহা বলিয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়া পাতালপুরী হইতে নির্গত হইয়া, নিমেষের মধ্যে এমত উচ্চে উঠিল যে তথাহইতে পৃথিবীকে ক্ষুদ্র শুক্লবর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তথা হইতে বিদ্যুৎ-বেগে এক পর্ব্বতের উপর নামিয়া, এক মুষ্টি ধূলায় মন্ত্র পড়িয়া আমার অঙ্গে প্রক্ষেপ করিয়া, বলিল, তুই মনুষ্য-দেহ-ত্যাগ করিয়া বনমনুষ্য হ। ইহা বলিয়া দৈত্য অন্তর্দ্ধান হইল।

আমি বনমনুষ্য হইয়া বিপদসাগরে পড়িলাম, তথাহইতে কোথায় যাই এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম। পরে ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত হইতে নামিয়া এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। ঐ প্রান্তর উত্তীর্ণ হইতে প্রায় এক মাস অতীত হইল। তদনন্তর সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলাম প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে একখান সাগরযান গমন করিতেছে, তাহাতে আমি পুলকিত হইয়া, একটা বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া, ঐ শাখা জলে ভাসাইয়া তাহার উপর বসিলাম এবং দুই হস্তে দুইটা যষ্টিদ্বারা বাহিতে বাহিতে জাহাজের লক্ষ্যে গমন করিলাম। ক্রমে সাগরযানের নিকটবর্ত্তী হইলে, দাঁড়ি মাঝি সকলে কৌতুক দেখিতে জাহাজের উপরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আমি জাহাজের নিকট গিয়া

একগাছা কাছি ধরিয়া জাহাজের উপর উঠিলাম। জাহাজে যে সকল মহাজনেরা ছিল তাহারা অবৈধধর্ম্মাক্রান্ত, আমি জাহাজে উঠিলে জাহাজের অমঙ্গল হইবে এই আশঙ্কায় তাহারা আমার বিনাশাকাঙ্ক্ষা করিল, কেহ কেহ মারিতে উঠিল। এই বিপদকালে আমি, পোতাধ্যক্ষের শরণ লইয়া, তাহার চরণ ধারণ-পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। পোতাধ্যক্ষ আমার প্রতি কৃপাবান হইয়া মহাজনগণকে প্রহার করিতে নিষেধ করিয়া, কহিলেন কেহ ইহার অঙ্গস্পর্শও করিও না, করিলে উচিত প্রতিফল পাইবে। ইহা বলিয়া তিনি আমাকে সাগরযানমধ্যে স্থান দানপূর্ব্বক স্নেহ করিতে লাগিলেন। আমি ইঙ্গিতদ্বারা যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

কিয়দ্দিবস মধ্যে ঐ সাগরযান এক সুন্দর নগরে আসিয়া পহুছিল, সেখানে অনেক লোকের বসতি এবং বাণিজ্য অতিশয় প্রবল। সে যাহা হউক, জাহাজ নোঙ্গর করিবামাত্র কয়েকখান ক্ষুদ্র নৌকা জাহাজের পার্শ্বে আসিল, এবং কয়েক জন ভদ্র লোক নৌকা হইতে জাহাজে আসিয়া বলিল, আমরা রাজকর্ম্মচারী, মহাজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া মহাজন সকলে বাহির হইলে, একজন রাজকর্ম্মচারী কহিল আমাদিগের রাজার এক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাজকীয় কর্ম্মে অতিশয় সুপণ্ডিত, বিশেষতঃ লিপিক্ষম ছিলেন, ঐ মন্ত্রী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন, এজন্য অন্য একজন মন্ত্রির প্রয়োজন প্রযুক্ত রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ব্যক্তি উত্তম অক্ষর লিখিতে পারিবে তাহাকে মন্ত্রিত্ব পদ দিবেন, অতএব একখানা কাগজ আনিয়াছি, আপনারা প্রত্যেক জনে দুই চারি পংক্তি লিখিয়া দিউন, রাজাকে তাহা দেখাইব।

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিপদাভিলাষী মহাজনেরা, যাহার যেমন সাধ্য সেই প্রকার লিখিয়া দিল। তৎপরে আমি রাজকার্য্যকারির হস্ত হইতে কাগজখান টানিয়া লইলাম, ইহাতে মহাজন সকলে হাঁ হাঁ করিয়া বলিল, একি একি পশুর হস্তে কাগজ, এখনি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। ইহা বলিয়া আমার হস্ত-হইতে কাগজখান কাড়িয়া লই-

বার চেষ্টা করিল। আমি যখন কাগজ লইয়া লিখিবার উপক্রম করিলাম, তখন সকলে অবাক হইল। তথাপি বনমনুষ্যের লিখনক্ষমতা অসম্ভব বিবেচনায়, কেহ কেহ কাগজ কাড়িয়া লইতে চাহিল। জাহাজাধ্যক্ষ কাগজ লইতে না দিয়া সকলকে বলিলেন যদি বনমনুষ্য লিখিতে পারে লিখুক কেহ কিছু কহিও না, কিন্তু যদি কাগজ নষ্ট করে তবে ইহার মস্তক চূর্ণ করিব। আমি লেখনী লইয়া রাজার গুণ বর্ণন করিয়া, ছয় ভাষায় ছয় কবিতা লিখিলাম। ঐ লিখন লইয়া রাজকর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিল।

রাজা লিখন দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্মচারিদিগকে বলিলেন যে ব্যক্তি এই ছয় প্রকার অক্ষর লিখিয়াছে, আমার অশ্বশালাহইতে উত্তম অশ্ব লইয়া গিয়া তাহাতে আরোহণ করাইয়া এবং মণিময় পরিচ্ছদ পরাইয়া, তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। এ কথা শুনিয়া কোন কোন রাজকর্ম্মচারী কহিল মহারাজ এই লেখা মনুষ্যের নহে, একটা বনমনুষ্য লিখিয়াছে। রাজা বলিলেন বনমনুষ্য এমন উত্তম লিখিয়াছে, এ. কথা অতি অসম্ভব। রাজকর্ম্মচারিরা কহিল মহারাজ আমরা যথার্থ কহিতেছি, এক বনমনুষ্য আমাদিগের সাক্ষাতে এই কয়েক পংক্তি লিখিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া বলিলেন সেই বনমনুষ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতেছি, অতএব সে কেমন দেখিব, তাহাকে লইয়া আইস। রাজাজ্ঞায় রাজকর্ম্মচারি সকলে সাগরযানে আসিয়া, আমাকে মণিময় পরিচ্ছদ পরাইয়া, এবং অশ্বারোহণ করাইয়া, রাজসমীপে লইয়া গেল। তৎকালে রাজা সভাসদ্‌গণপরিবৃত হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। আমি নিকটস্থ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে, রাজা আমাকে বসিতে বলিলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে রাজসভাসদ্‌গণ বিদায় হইলে, রাজা আমাকে এবং এক খোজাকে ও একজন দাসকে সমভিব্যাহারে লইয়া আর এক গৃহে গিয়া ভোজনে বসিলেন, এবং ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে আহার করিতে বলিলেন। আমি নমস্কার করিয়া ভোজন করিতে লাগিলাম। ভোজনান্তে শতরঞ্চের বল আনাইয়া ভূপাল আমাকে সঙ্কেত দ্বারা

জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এই খেলা জান কি না? আমি ইঙ্গিতে জানাইলাম, জানি। তাহাতে রাজার সঙ্গে খেলাআরম্ভ হইলে, রাজা প্রথম বাজী জিতিলেন, আর দুই বাজীতে আমি জয়ী হইলাম। বনমনুষ্যের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্টে, রাজা রূপেশ্বরী নাম্নী স্বীয় প্রিয়তমা কন্যাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন রাজকন্যা তথায় আসিলেন তখন তাহার মুখে আবরণ ছিল না, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়াই মুখে ঘোমটা দিয়া রাজাকে বলিলেন পিতঃ আমি পুরুষের সম্মুখে কখন আসি না, অতএব পুরুষের সাক্ষাতে আমাকে কেন আনাইলেন? ভূপাল বলিলেন কন্যে এ কি বলিতেছ, এখানে অন্য পুরুষ কে আছে, আমি এবং তোমার রক্ষক খোজাধ্যক্ষ আছি, আমাদের সাক্ষাতে তুমি সর্ব্বদা বাহির হইয়া থাক, আমাদিগের সম্মুখে আসিতে লজ্জা কি। রাজকুমারী বলিলেন পিতঃ! এই যে বনমনুষ্য দেখিতেছেন ইনি পশু নহেন, এক রাজার পুত্র, কুহকদ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই কথায় রাজা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কন্যা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কি না। আমি বাক্যশক্তি রহিত, কথা কহিতে না পারিয়া, মস্তকে হস্ত অর্পণপূর্ব্বক জানাইলাম রাজকন্যা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। তাহাতে রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কন্যে! এই রাজপুত্র বনমনুষ্য হইয়াছেন তুমি কিরূপে জানিলে। রাজকন্যা বলিলেন মহারাজের স্মরণ থাকিতে পারে, আমার বাল্যাবস্থায় আমার এক জন পরিচারিকা ছিল, সে আমাকে সত্তর প্রকার কুহক-মন্ত্র শিক্ষা করায়, আমি সেই মন্ত্রদ্বারা কুহকপ্রাপ্ত লোকদিগকে দৃষ্টি করিবামাত্র চিনিতে, ও তাহারা কে এবং কাহার দ্বারা রূপান্তরপ্রাপ্ত তাহা বলিতে পারি। রাজা বলিলেন তুমি এমন বিদ্যাবতী ইহা আমি জানিতাম না, যাহাহউক, এখন এই রাজপুত্রের পশুদশা বিমোচন করিতে পার কি না। ভূপতিসুতা উত্তর করিলেন হাঁ, বিমোচন করিতে পারি। রাজা বলিলেন তবে ইহাকে মুক্ত কর, ইহা করিলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব, এবং এই রাজপুত্রকে আমার মন্ত্রী করিয়া তোমার

সঙ্গে বিবাহ দিব। রাজকন্যা যে আজ্ঞা বলিয়া আমাদিগের সকলকে এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন, এবং আমাদিগকে এক পার্শ্বে বসিতে কহিয়া আপনি মধ্যস্থলে বসিয়া আপনার চতুর্দ্দিকে এক মণ্ডল অঙ্কন করিলেন, এবং তন্মধ্যে বসিয়া মন্ত্র ও কোরানের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

মন্ত্র পাঠ হইতে হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইল এবং পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। আমরা সকলে তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইলাম। ক্ষণেককাল পরে যে দৈত্য আমাকে রূপান্তর করিয়াছিল, সে সিংহের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর রবে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন অরে কুক্কুর! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার নিকটে নম্রভাবে না আসিয়া সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছিস, তুই কি মনে করিয়াছিস তোকে দেখিয়া আমি ভয় পাইব। সিংহ উত্তর করিল তোর মনে নাই আমরা পরস্পর সত্য করিয়াছি কেহ কাহার হিংসা করিব না, তুই কি এখন সেই সত্য ভঙ্গ করিতে চাহিস। রাজকন্যা বলিলেন অরে পাপাত্মা! তুই কি আপনি সেই সত্য পালন করিতেছিস। সিংহ ইহা শুনিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে বলিল তুই আমাকে এত ক্লেশ দিয়া আনিলি, থাক্, তোকে প্রতিফল দিতেছি। এই কথা বলিয়া মহা আস্ফালনপূর্ব্বক বদন ব্যাদান করিয়া রাজকন্যাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। রাজনন্দিনী তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া, মস্তকের একটি কেশ ছিন্ন করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহাকে খড়্গরূপি করিয়া, তদাঘাতে সিংহকে দুই খণ্ড করিলেন। ইহাতে সিংহের শরীর তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল, কিন্তু মস্তকটা পড়িয়া রহিল। ঐ মস্তক বৃশ্চিকমূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহাতে রাজকন্যা সর্প মূর্ত্তি ধরিয়া, সেই বৃশ্চিকের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃশ্চিক পরাভূত হইয়া, বাজপক্ষী হইয়া উড্ডীয়মান হইল, সর্পও ঐ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ক্রমে তাহারা অনেক দূরে গেল, আমরা তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইলাম না।

কতকক্ষণ পরে সম্মুখস্থ উদ্যানের ভূমি বিদীর্ণ হইল এবং ভূমির ভিতর হইতে একটা বিড়াল বহির্গত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল, অবিলম্বে তাহার পশ্চাতে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল, দৈবাৎ তথায় একটা দাড়িম্ব ফল পড়িয়াছিল, বিড়াল ব্যাঘ্রের ভয়ে পতঙ্গ হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, পতঙ্গপ্রবেশে দাড়িম্ব ফল ফাটিয়া উঠিল, ব্যাঘ্র ঐ সময় কুক্কুট হইয়া সেই দাড়িম্বের বীজসকল ভক্ষণ করিতে লাগিল, সকল বীজ ভক্ষণ হইলে উল্লাসিত হইয়া পাখা বিস্তারপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে আসিল। কিন্তু দাড়িম্বের একটা বীজ দৈবাৎ নদীর তটে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখে নাই, পশ্চাৎ তাহা দৃষ্টিগোচর হইলে, কুক্কুট যেমন তাহা খাইতে যাইবে অমনি ঐ বীজ গড়াইয়া নদীর জলে পড়িয়া মৎস্য হইয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কুক্কুট তাহা দেখিয়া পানকৌড়ি হইয়া মৎস্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, দুই ঘন্টা পর্য্যন্ত জলহইতে বাহির হইল না, জলের মধ্যে কি কি হইল তাহা বলিতে পারি না। অনন্তর একটা ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া দেখাগেল রাজকন্যা ও দৈত্য পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের উভয়ের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, তাহারা পরস্পর ঐ অগ্নি অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছে। এইরূপ সংগ্রামের পরেই বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল, ক্ষণেক কাল পরে দৈত্য রাজকন্যার হস্ত ছাড়াইয়া, আমাদিগের নিকটে আসিয়া আমাদিগের অঙ্গে থু থু করিয়া অগ্নি দিতে লাগিল। ঐ অগ্নিতে আমাদিগের সকলের প্রাণ বিয়োগ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে রাজকন্যা তথায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে দৈত্য পলায়ন করিল, তাহাতে প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু সেই অগ্নিতে রাজার শ্মশ্রু ও মুখ দগ্ধ হইয়া গেল; খোজা দগ্ধাস্য হইয়া তখনি মরিল এবং আমার দক্ষিণ চক্ষে অগ্নি প্রবিষ্ট হওয়ায়, ঐ চক্ষু একবারে অন্ধ হইল।

কিয়ৎকাল পরে রাজকন্যা আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন দৈত্য ভস্মসাৎ হইয়াছে, অবিলম্বে আমাকে একটা পাত্র করিয়া খানিক জল আনিয়া দাও। এই কথায় দাসী তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া

দিল। রাজকন্যা ঐ জল মন্ত্রপূত করিয়া আমার অঙ্গে প্রক্ষেপ করিবামাত্র, আমি পূর্ব্বে যে প্রকার মনুষ্য ছিলাম সেইরূপ মনুষ্য হইলাম, কিন্তু দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ রহিল। আমি নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া রাজকন্যার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব এমন সময়, তিনি পিতাকে বলিলেন হে জনক! আমি দৈত্য বধ করিয়াছি বটে, কিন্তু দৈত্যের অগ্নিতে আমার তাবৎ দেহ জ্বলিতেছে, অতএব আমার প্রাণরক্ষা দুষ্কর, বুঝি আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রাজা এই কথা শুনিয়া মৃতকল্প হইয়া, অনেক বিলাপ করিয়া বলিলেন তনয়ে! দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এ কি সর্ব্বনাশ হইল, এইদেখ তোমার রক্ষক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যে রাজপুত্রকে উদ্ধার করিলে তাহার এক চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, এবং আমার যে অবস্থা তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ, আমি এ পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিয়া আছি ইহা আশ্চর্য্য। রাজা এই প্রকারে শোক প্রকাশ করিতেছেন এমন সময়ে রাজকন্যা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন আমার প্রাণ যায়। ফলতঃ, যে অগ্নি তাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে তাবৎ শরীর প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণেই ভস্মরাশি হইল।

রাজা দুহিতার শোকে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া প্রায় এক মাস শয্যাগত থাকিলেন, তৎপরে আমাকে এক দিবস বলিলেন আমি ইতিপূর্ব্বে সুখে কাল যাপন করিতেছিলাম, কখন কোন আপদ জানিতাম না, যদবধি তুমি আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছ তদবধি বিবিধমতে যাতনা পাইতেছি, আমার পরম স্নেহাস্পদ দুহিতা প্রাণে মরিলেন, তাঁহার রক্ষক নষ্ট হইল, আমিও মৃতের ন্যায় হইয়া রহিলাম, তোমার আগমনেই এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, অতএব তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র প্রস্থান কর। ইহা শুনিয়া আমি উত্তর করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে কোন কথা বলিতে দিলেন না, আমি নিরুপায় হইয়া তদ্দেশ পরিত্যাগ করিলাম। পরে দাড়ী ও ভ্রূ মুণ্ডন পূর্ব্বক ফকিরের বেশ ধরিয়া অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি. কোন স্থানে কাহাকেও আপনার পরিচয় দেই নাই, বোগ্‌দাদের হারুনঅলরশীদের নিকট যাইয়া আপ

নার দুঃখের সমস্ত বিবরণ কহিব এই মনস্থ করিয়া অদ্য সন্ধ্যার সময় এই নগরে উপস্থিত হইলে, যে ফকির ইতিপূর্ব্বে স্বীয় বিবরণ বলিলেন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পরে পরস্পর পরিচয় হইলে আপনাদের আশ্রমে আসিলাম। হে ঠাকুরাণি! এই আমার পরিচয়।

দ্বিতীয় ফকিরের এই বিবরণ শুনিয়া জোবেদী তাহাকে বিদায় হইতে বলিলেন, কিন্তু ঐ ফকিরও আর আর সকলের বিবরণ শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় সে স্থানে থাকিতে প্রার্থনা করিল। জোবেদী কোন আপত্তি করিলেন না।

তৃতীয় ফকিরের কথা।

অনন্তর তৃতীয় ফকির জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঠাকুরাণি! কাশীব নামে এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার পুত্র, আমার নাম আজীব। পিতার পরলোকান্তে আমি রাজ্যেশ্বর হইয়া, প্রথমতঃ আপন অধিকারস্থ সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম। পরে, উপদ্বীপস্থ প্রজারা কি অবস্থায় আছে তাহা দেখিবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া জাহাজারোহণ পূর্ব্বক উপদ্বীপে যাত্রা করিলাম। ঐ যাত্রায় জলপথ গমনের সুখাস্বাদ হইল। পরে আর আর দ্বীপ দর্শনাভিলাষে আর দশখান উত্তম সাগরযান সজ্জিত করিয়া তদারোহণে যাত্রা করিলাম। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পরমানন্দে গমন করিলাম, একচল্লিশ দিনের রাত্রিতে প্রতিকূল পবনের উপদ্রবে জাহাজ সকল জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় নিশাবসানে বায়ুর বেগ শান্তি হওয়াতে রক্ষা পাইলাম। তাহার পর দশ দিবস পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন হইল না। একাদশ দিবসে এক জন নাবিক, স্থল অনুসন্ধানের জন্য মাস্তুলে উঠিয়া, উপর হইতে বলিল দক্ষিণ ও বাম ভাগে কেবল আকাশ জল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সম্মুখে এক কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপ দেখা যাইতেছে। এই কথা শ্রবণ মাত্র কর্ণধার শুষ্কমূর্ত্তি হইয়া, [illegible] নিক্ষেপ করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে

করিতে বলিল, সর্ব্বনাশ, আমরা সকলেই নষ্ট হইলাম, এক প্রাণীও রক্ষা পাইব না, আমি নাবিকবিদ্যায় নিপুণ বটি, কিন্তু এক্ষণে আমার এমন সাধ্য নাই কোনপ্রকারে জাহাজ রক্ষা করি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বৃত্তান্ত কি, তুমি এমন কথা কেন বলিতেছ। নাবিক উত্তর করিল, সে দিন রাত্রিতে যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে আমাদিগকে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে, এই যে কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপ দৃষ্ট হইতেছে উহা দ্বীপ নহে, চুম্বক প্রস্তরের পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বত জাহাজকে আকর্ষণ করিতেছে, কল্য বেলা দুই প্রহর না হইতে হইতেই জাহাজ সকল পর্ব্বতের উপর গিয়া পড়িবে, ক্রমে জাহাজ পর্ব্বতের যত নিকটবর্ত্তী হইবে ততই জাহাজের পেরেক ও লৌহনির্ম্মিত আর আর বস্তু, ঐ চুম্বকের আকর্ষণে জাহাজ হইতে খসিয়া পর্ব্বতে গিয়া লাগিবে, সুতরাং পোতরক্ষার আর কোন উপায় নাই। আমি শুনিয়াছি এই প্রকারে অসঙ্খ্য জাহাজ নষ্ট হইয়াছে, সেই সকল জাহাজের যাবতীয় পেরেক ঐ পর্ব্বতে লাগিয়া আছে, তাহাতেই পর্ব্বত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং তাহাতেই তাহার আকর্ষণ-শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চনীচ, উহার উপরিভাগে পিত্তলের স্তম্ভ-যুক্ত ধাতুনির্ম্মিত গোলাকৃতি এক গৃহের উপরে, এক পিত্তলের অশ্ব আছে, তদুপরি এক মনুষ্যের মূর্ত্তি আছে, তাহার বক্ষঃস্থলে একখানা সীসার পাত্রে কতকগুলিন্ মায়ামন্ত্র লেখা আছে, তাহাতেই সকল জাহাজের এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়া থাকে; পরম্পরায় শ্রুত আছি যদবধি ঐ মূর্ত্তি কেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ না করিবে তদবধি এই প্রকার বিপদ হইতে থাকিবে।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে আমরা ঐ পর্ব্বত পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলাম, আর পূর্ব্বে যে প্রকার ভয় পাইয়াছিলাম পর্ব্বতদৃষ্টে তদপেক্ষা অধিক ভয় জন্মিতে লাগিল। প্রায় দুই প্রহরের সময় পোত সকল পর্ব্বতের অতি নিকটবর্ত্তি হইল এবং, মাঝি যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহা সকলই ঘটিল, জাহাজের পেরেক সকল খসিয়া পর্ব্বতে গিয়া লাগিতে লাগিল, তাহাতে জাহাজ সকল

নাবিক ও আরোহী সকলেই জলমগ্ন হইল। আমার প্রতি পরমেশ্বরের কেমন কৃপা, আমি একখান কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া ভাসিতে লাগিলাম এবং কাষ্ঠখান ভাগ্যক্রমে সমীরণযোগে পর্ব্বতের পার্শ্বে গিয়া লাগিল; তথা হইতে পর্ব্বতের উপর উঠিবার একটা পথ ছিল, ঐ পথ অতি অপ্রশস্ত ও দুরারোহ এবং অল্প বাতাস হইলে পড়িয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু আমি কোন প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে উপরে উঠিলাম। তৎপরে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া রাত্রিকালে পিত্তলের গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলাম।

নিদ্রাকর্ষণ হইলে স্বপ্নে দেখিলাম এক প্রাচীন পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন আজীব! আমার কথা শ্রবণ কর, যখন তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইবে তখন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তোমার পদদ্বয় যে স্থানে আছে সেই স্থান খনন করিবে, তাহাতে একখান পিত্তলের ধনুক ও তিনটী সীসার বাণ পাইবে, ঐ বাণ ধনুতে যোগ করিয়া এই অশ্বারূঢ় মূর্ত্তির প্রতি নিক্ষেপ করিলে, মূর্ত্তি সমুদ্রে গিয়া পড়িবে এবং অশ্ব তোমার নিকটে আসিবে, তুমি ধনুকের গর্ত্তে অশ্বকে পুতিবে, তদনন্তর সমুদ্র উথলিয়া এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ পর্য্যন্ত উঠিবে, এবং ধাতুনির্ম্মিত এক মনুষ্য একখান তরি লইয়া দুই হস্তে দুইটা দাঁড় বাহিতে বাহিতে তোমার নিকটে আসিবে, তুমি সেই তরিতে আরোহণ করিবে, তাহা হইলে ধাতুময় নাবিক দশ দিবসের মধ্যে তোমাকে আর এক সমুদ্রে লইয়া যাইবে, তথা হইতে তুমি অনায়াসে স্বদেশে গমন করিতে পারিবে, কিন্তু সাবধান, তরি আরোহণ সময়ে অথবা গমন কালে কদাচ পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না, করিলে বিপদ ঘটিবে।

এইরূপ স্বপ্নান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যেমনযেমন বলিয়াছিলেন আমি সেইরূপ করিলাম, অর্থাৎ মৃত্তিকা খনন করিয়া ধনুর্ব্বাণ প্রাপ্ত্যনন্তর অশ্বারোহির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম, তৃতীয় বাণে অশ্বারোহী অশ্ববর্জিত হইয়া সমুদ্রে পড়িল, এবং অশ্বটা আমার নিকটে আসিল। আমি তখনি তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে পুতিলাম। তৎপরেই সমুদ্র উথলিয়া ক্রমেক্রমে ঐ স্থানপর্য্যন্ত জল উঠিলে, দেখি-

লাম একখান নৌকা আসিতেছে। ঐ নৌকা তটের নিকটে আসিলে পর, দেখিলাম তাহাতে মনুষ্য আছে, সে ধাতুনির্ম্মিত। আমি নৌকারোহণ করিলে ধাতুময় মূর্ত্তি নৌকা বাহিয়া চলিল, আমি তাহার সঙ্গে কোন কথা কহিলাম না এবং পরমেশ্বরের নামও উচ্চারণ করিলাম না। এইরূপে নয় দিবস পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি অবিশ্রান্ত নৌকা বাহিয়া চলিল, দশম দিবসে কতকগুলা উপদ্বীপ দৃষ্ট হইল, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিয়া বৃদ্ধের বচন বিস্মৃত হইয়া কহিলাম হে পরমেশ্বর! তুমি ধন্য, তোমার নাম সত্য। আমি যেমন এই কথা বলিয়াছি অমনি নৌকা ও মনুষ্য অন্তর্হিত হইল, আমি জলের উপরে ভাসিতে লাগিলাম।

এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া স্থল লক্ষ্যে সমস্ত দিবস সাঁতার দিলাম, রাত্রে ঘোরতর অন্ধকারে দিকভ্রম হইয়া, উদ্দেশ্য দিক নিরূপণ করিতে পারিলাম না, যে দিকে স্রোত ও বায়ু লইয়া চলিল সেই দিকে চলিলাম। এই প্রকার যাইতে যাইতে আমার অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। পরে অকস্মাৎ একটা তরঙ্গ আসিয়া আমাকে এক শুষ্ক স্থানে ফেলিয়া দিল, আমি তরঙ্গের পুনরাগমনভয়ে অবিলম্বে তথাহইতে উচ্চ ভূমিতে উঠিলাম। নিশাবসান হইলে দেখিলাম অরণ্যবৎ এক উপদ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি। ক্ষণেক কাল পরে দেখিলাম এক খান জাহাজ পাইল ভরে ঐ উপদ্বীপাভিমুখে আসিতেছে, ইহাতে অন্তঃকরণে আনন্দ জন্মিল বটে, কিন্তু তাহাতে কি প্রকার মনুষ্য আছে স্থির করিতে না পারিয়া, একটা বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, এমন ভাবে থাকিলাম যে আমি সকল দেখিতে পাই আমাকে কেহ দেখিতে পায় না। কিঞ্চিৎ পরে জাহাজ উপদ্বীপে আসিয়া লাগিল, এবং দশ জন ভৃত্য খননযন্ত্র লইয়া জাহাজ হইতে নামিয়া উপদ্বীপের মধ্যস্থানে গিয়া মৃত্তিকা খনন করিল, তৎপরে জাহাজে আসিয়া নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও খাট পালঙ্গ লইয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার পর পুনর্ব্বার জাহাজে আসিয়া জাহাজ হইতে এক প্রাচীন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে গমন করিল, ঐ প্রাচীনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক এক নবীন বালক চলিল,

তাহার বয়ঃক্রম ১৪ অথবা ১৫ বৎসর। ইহারা সকলেই পাতালপুরী প্রবেশ করিল। ক্ষণেক পরে যখন তাহারা গর্ত্তহইতে বাহির হইয়া খনিত স্থান মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, জাহাজে পুনরাগমন করিল, তখন সেই বালককে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে দেখিলাম না, ইহাতে অনুভব হইল তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া আসিল।

বৃদ্ধ ও তদীয় ভৃত্যগণ জাহাজারোহণ পূর্ব্বক গমন করিলে, আমি ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া সেই স্থানে যাইয়া মৃত্তিকা উঠাইয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে একটা দ্বার আছে, তাহা একখান প্রস্তরে অবরুদ্ধ। আমি প্রস্তরখান তুলিয়া দেখিলাম তন্মধ্যে এক পাষাণময় পুরী রহিয়াছে। পুরী প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম প্রদীপ দ্বারা আলোকময় এক গৃহে, গালিচার উপর সুচারু শয্যায় সুশোভিত এক বিচিত্র পর্য্যঙ্কে, সেই বালক বসিয়া আছে। বালক আমাকে দেখিয়া সশঙ্কিত হইল, আমি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলাম শঙ্কার বিষয় নাই, আমি তোমার অনিষ্ট করণের মানসে আসি নাই, আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় তাহা করিব। তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি অভিপ্রায়ে এই স্থানে একাকী রহিয়াছ। বালক আমার কথায় নির্ভয় হইয়া আমাকে নিকটে বসাইয়া সহাস্যবদনে বলিল, আমার এ স্থানে আগমনের কারণ শুনিলে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হইবে, যাহা হউক, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমার পিতা এক প্রসিদ্ধ রত্নপরীক্ষক, তিনি আপন বুদ্ধিদ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু আদৌ তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না। এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার এক পুত্র হইবে কিন্তু সে পুত্র দীর্ঘায়ু হইবে না। এই স্বপ্নের কিয়দ্দিবস পরে আমার মাতার গর্ভের সংবাদ শুনিয়া পিতা বিবেচনা করিলেন, যে রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই নিশাতেই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। যাহাহউক আমি ভূমিষ্ঠ হইলে সকলেই আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পিতা গণক আনাইয়া, আমার জন্মক্ষণ নির্ণয় করিয়া আমার অদৃষ্টের ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গণকেরা বলিল, ১৫ বৎসর বয়ঃ-

ক্রম পর্য্যন্ত এই বালক সুখে থাকিবে, তাহার পর একটা বিপদ ঘটিবে তাহাতে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা, কিন্তু যদি ঐ অরিষ্ট কাটাইয়া উঠিতে পারে তবে অনেক কাল বাঁচিবে। তাহারা আরো বলিল যে আমার বয়স পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ হইলে, আজীব নামে কাশীব রাজার পুত্র চুম্বক পর্ব্বতের উপরিস্থ পিত্তলনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে, এবং তাহার ৫০ দিবস পরে ঐ রাজপুত্র আমাকে নষ্ট করিবে। পিতা আমার জন্মের পূর্ব্বে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন গণকদিগের এই সকল কথার সহিত তাহার ঐক্য হওয়াতে অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, সেই অবধি আমার রক্ষার নিমিত্ত বিধিমত উপায় করিতে লাগিলেন। এবং শেষোক্ত ঘটনার আশঙ্কায় ৫০ দিবস পর্য্যন্ত আমাকে গোপন করিয়া রাখিবার মানসে পাতালের মধ্যে এই পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর আমার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে, ১০ দিবস পরে পিতা শুনিলেন ঐ পর্ব্বতস্থ প্রতিমূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অতএব আমাকে এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন, ৪০ দিনের পর এই স্থানে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন, এই আমার বিবরণ।

আমি রত্নপরীক্ষকতনয়ের এবম্বিধ পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইলাম, তাহার ত্রাস বৃদ্ধি না হয় এজন্য আপন প্রকৃতপরিচয় গোপন পূর্ব্বক আর আর কথা বার্ত্তায় সমস্ত দিন কাটাইলাম, রজনীযোগে ভোজনাদির পর উভয়ে শয়ন করিয়া থাকিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর আমি ঐ বালককে স্নানাদি করাইয়া দিলাম। তৎপরে আহারাদি হইলে কালহরণের নিমিত্ত এক খেলা রচনা করিলাম, উহা অবলম্বন করিয়া উভয়ের সুখে দিন যাপন হইতে লাগিল, এবং আমাদিগের পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় হইল, ঐ বালকে আমার অতিশয় স্নেহ জন্মিল, ইহাতে, আমি তাহাকে বিনাশ করিব গণকেরা যে এই কথা বলিয়াছিল তাহা মনে হইলে তাহাদিগকে প্রতারক জ্ঞান হইত!

সে যাহা হউক, ৩৯ দিবস অতিশয় আমোদ প্রমোদে গেল, ৪০ দিবসের প্রত্যূষে বালক নিদ্রোত্থিত ও পুলকিত হইয়া আমাকে

না, অতএব আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আর তুমি কি শুভ ক্ষণে আসিয়াছিলে তোমার সহবাসে আমি স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিলাম, পিতা অবশ্য তোমায় পুরস্কার করিবেন, এবং যাহাতে তোমার স্বদেশে পুনর্গমন হয় তাহার উপায় করিয়া দিবেন।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর বালক আমাকে কহিল অদ্য পিতা আসিবেন, অতএব অগ্রে পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা উচিত, তুমি জল উষ্ণ করিয়া দাও আমি স্নান করি। তাহার এই কথাতে আমি উষ্ণ জল প্রস্তুত করিলাম, বালক তাহাতে স্নান করিল, আমি তাহার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিলাম। তৎপরে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া শয়ন করিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে নিদ্রান্তে উঠিয়া আমাকে বলিল হে প্রিয়তম আমার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, আমাকে একটা তরমুজ ও কিঞ্চিৎ চিনী আনিয়া দাও আহার করি। এই কথা শুনিয়া আমি একটি তরমুজ একখান পাত্রে করিয়া তাহার সম্মুখে দিলাম, কিন্তু তরমুজ কাটিবার অস্ত্র না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে কোন অস্ত্র আছে কি না। যুবা বলিল আমার শয্যার নিকটে কুলঙ্গির উপর এক খান ছুরি আছে, পাড়িয়া লও। আমি পালঙ্কের উপর দাঁড়াইয়া কুলঙ্গি হইতে ছুরি লইয়া যেমন নামিব অমনি দুই পায়ে কাপড় জড়াইয়া ছুরিশুদ্ধ বালকের উপর পড়িলাম, তাহাতে ছুরিখানা একবারে তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

এই অচিন্তনীয় ঘটনাতে আমার অন্তঃকরণে যেরূপ খেদোদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত, কিন্তু তখন রোদন বা চিন্তা করিয়া কি ফলোদয়, মৃত মনুষ্য কখন পুনর্জীবিত হয় না, বিশেষ ৪০ দিন গত হইয়াছে কোন্ সময়ে তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই ত্রাসে, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরী হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্তর ও মৃত্তিকা দ্বারা তাহার দ্বার আচ্ছাদন করিয়া রাখিলাম। কিঞ্চিৎ কাল পরে দেখিলাম সমুদ্রে একখান অর্ণবযান আসিতেছে, তাহা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম এখন কি কর্ত্তব্য, যদি সেই প্রাচীন আসিয়া আমাকে দেখে তবে অবশ্য [illegible] বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। অবি-

লম্বে জাহাজ দ্বীপের তটে পহুছিলে বৃদ্ধ ও তাহার অনুচর সকলে জাহাজ হইতে নামিয়া প্রফুল্লচিত্তে পাতালপুরীর নিকট চলিল, কিন্তু দ্বারের নিকটে আসিয়া যখন দেখিল দ্বারের মুখ তদানীন্তন উত্তোলিত মৃত্তিকাদ্বারা নূতন আচ্ছাদিত হইয়াছে, তখন তাহারা সকলে বিশেষতঃ প্রাচীন ব্যক্তি একবারে কাষ্ঠের ন্যায় হইল। তদনন্তর দ্বার মুক্ত করিয়া ভিতরে যাইতে২ বালকের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ডাকিতে লাগিল, কিন্তু সাড়া শব্দ কিছুই পাইল না, গৃহের ভিতরে গিয়া দেখিল বালক মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং একখানা ছুরিকা তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া আছে।

ইহা দেখিয়া সকলে একবারে হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ এককালে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িল। অনুচরগণ বৃদ্ধকে ধরাধরিং করিয়া বাহিরে আনিয়া, যে বৃক্ষে আমি লুক্কায়িত ছিলাম সেই তরুমূলে শয়ন করাইয়া বায়ুব্যজন করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধের কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না, চেতন হইলে ভৃত্যগণ গহ্বরহইতে তাহার পুত্রের শব আনিয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া সেই স্থানে কবর খনন করিয়া তন্মধ্যে শয়ন করাইল। বৃদ্ধ, দুই জন দাসের বাহু অবলম্বনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিল, অর্থাৎ এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া শবের উপর দিল, তৎপরে দাসগণ মৃত্তিকাদ্বারা গোর আচ্ছাদন করিল।

এইরূপে গোর দেওয়া হইলে পর, ভৃত্যবর্গ পূর্ব্বোক্ত গহ্বরহইতে পালঙ্ক প্রভৃতি তাবৎ দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিল, এবং শোকাকুল গমনাসমর্থ বৃদ্ধকে যানদ্বারা অর্ণবযানে আরোহণ করাইয়া জাহাজ খুলিয়া দিল। অবিলম্বে জাহাজ দৃষ্টির অগোচর হইল। আমি উপদ্বীপে একাকী থাকিলাম, আর জনপ্রাণী রহিল না, অতএব রাত্রে গহ্বরের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলাম। পর দিবস গহ্বরহইতে বাহির হইয়া তাবৎ দ্বীপ প্রদক্ষিণ করিলাম এবং রাত্রি হইলে পুনর্ব্বার গহ্বরের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলাম। এই প্রকারে এক মাস অতীত হইল। ক্রমে

হইল, অতএব এক দিবস পার হইয়া পরপারে উঠিয়া দেখিলাম অনেক দূরে একটা অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাতে সেই স্থান লোকালয় মনে করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অগ্নিলক্ষ্যে গমন করিলাম, নিকটে গিয়া দেখি সেটা অগ্নি নহে, রক্তবর্ণ তাম্রে নির্ম্মিত এক শিবির, সূর্য্যের কিরণে দূর হইতে অগ্নির ন্যায় বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, পথশ্রান্ত প্রযুক্ত শিবিরের সম্মুখে বসিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পরে দেখিলাম দশ জন যুবা পুরুষ তথায় আসিতেছে, এবং তাহাদিগের সঙ্গে এক জন দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য আছে। ঐ যুবারা সকলেই সুপুরুষ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে, দশ জনেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ। এই অদ্ভুত ঘটনা কিরূপে হইল আমি ইহা মনে মনে আলোচনা করিতেছি এমন সময় তাহারা আমার নিকটে আসিয়া অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম আমার গল্প নিতান্ত অল্প নহে, যদি আপনারা বসিয়া শুনেন তবে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিতে পারি।

এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলে সেই স্থানে বসিল। আমি আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক কহিলাম। তাহারা শুনিয়া চমৎকৃত হইল এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবির-মধ্যে দালান কুঠারি শয়নাগার প্রভৃতি তাবৎ গৃহ অতি সুসজ্জিত, মধ্যস্থানে এক উত্তম প্রশস্ত গৃহে আমাকে লইয়া গেল। তথায় নীলবর্ণ রেসমি বস্ত্রে মণ্ডিত দশখান পর্য্যঙ্ক ছিল, তাহাতে ঐ দশ যুবা উপবেশনাদি করিত, মধ্য স্থলে একখানা খাটে এক জন প্রাচীন পুরুষের শয়নাদি হইত। যুবাগণ আপন আপন স্থানে উপবেশন করিয়া, এবং আমাকে মধ্য স্থানে গালিচার উপর বসাইয়া এক জন কহিল ভাই তুমি এই স্থানে বসিয়া থাক, আমরা যাহা করি তাহা কেবল চক্ষে দেখিও, কোন কথা কহিও না, কহিলে অমঙ্গল ঘটিবে।

কিঞ্চিৎ কাল পরে প্রাচীন বাহিরে গিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল, আমরা সকলে একত্র বসিয়া

দিল, আমরা তাহা পান করিলাম, তৎপরে সকলে আমার বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার শুনিতে চাহিল, আমি পুনর্ব্বার আমূলতঃ অবিকল বর্ণনা করিলাম, ইহাতে রাত্রি অধিক হইল। তখন এক যুবা বৃদ্ধকে বলিল, রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল না। এই কথায় প্রাচীন বাহিরে যাইয়া নীলবর্ণবস্ত্রমণ্ডিত দশটা পাত্র আনিয়া প্রত্যেক জনের সম্মুখে একএক পাত্র রাখিয়া তাহার নিকটে এক একটা আলোক দিল। যুবাগণ পাত্রের আচ্ছাদন মুক্ত করিলে দেখিলাম তন্মধ্যে ভস্ম ও অঙ্গারের গুঁড়া এবং প্রদীপের কালি রহিয়াছে, তাহা একত্র করিয়া তাহারা মুখে মাখিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মস্তক ও বক্ষে করাঘাত করিতে২ ক্ষণে ক্ষণে এই কথা বলিতে লাগিল, আলস্য ও লাম্পট্য আচরণের এই প্রতিফল। এই প্রকারে প্রায় সমস্ত রাত্রি গেল, নিশাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ বৃদ্ধ জল আনিয়া দিল, তাহাতে সকলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করিল।

পর দিবস যখন তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে চলিল তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম হে ভ্রাতৃগণ আমাকে যে নিয়মে বদ্ধ করিয়াছ আমি তাহা আর কোন প্রকারে রক্ষা করিতে পারি না, অতএব যে বিপদ হয় হইবে, তোমরা কি নিমিত্তে মুখে কালি মাখ এবং কি প্রকারে তোমাদের সকলেরিই একএক চক্ষু অন্ধ হইয়াছে ইহার বৃত্তান্ত আমাকে বল। যুবাগণ এই কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে বলিল তোমার সে কথায় প্রয়োজন নাই, তুমি তাহা জিজ্ঞাসা করিও না। পরে অন্যান্য কথা বার্ত্তায় দিবা অবসান হইল. রাত্রিতে তাহারা পুনরায় সেই প্রকার মুখে কালি মাখিয়া পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় সকল আচরণ করিল। ইহাতে আমি কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, অনেক বিনতিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বলিলাম ভাই সকল ইহার কারণ আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। তাহাদিগের একজন বলিল আমরা যদি তোমাকে ইহার কারণ বলি তাহা হইলে, আমাদিগের যে দশা হইয়াছে তোমার

দশাও সেইরূপ হইবে, অতএব তাহা শুনিয়া কাজ নাই। আমি কহিলাম আমার যে দশা হয় হইবে, আমাকে ইহার বিবরণ বল।

যুবাগণ, আমার এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, একটা মেষ বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম উন্মোচনপূর্ব্বক একখান ছুরি আমার হস্তে দিয়া বলিল তুমি এই ছুরিখানা হস্তে করিয়া থাক, আমরা তোমাকে এই চর্ম্মের ভিতরে পুরিয়া সেলাই করিয়া রাখিয়া দিব, তাহাতে রক নামক এক বৃহৎ পক্ষী তোমাকে মেষ বোধ করিয়া শূন্যে উঠাইয়া লইয়া যাইবে, তুমি তাহাতে ভীত হইও না, পক্ষী তোমাকে লইয়া এক পর্ব্বতের উপরে অবতীর্ণ হইবে। ঐ সময়ে তুমি ছুরিদ্বারা স্বীয় আবরণ চর্ম্ম কাটিয়া বাহির হইও এবং চর্ম্ম অন্তরে ফেলিয়া দিও, তাহা দেখিয়া রক পক্ষী পলায়ন করিবে। তৎপরে তুমি তথা হইতে উঠিয়া কতক দূর গিয়া স্বর্ণমণ্ডিত ও বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইবে এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। ঐ স্থানে আমরা বহুকাল বাস করিয়াছি, কিন্তু তথায় যাহা দেখিয়াছি তাহা এখন তোমাকে বলিব না, তুমি আপনি স্বচক্ষে সকল দেখিতে পাইবে, তবে এইমাত্র বলি তথায় আমাদিগের এক একটী চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, এবং এখানে যাহা করিতে দেখিলে তাহা ঐ স্থানে থাকাতেই হইয়াছে। ইহা বলিয়া উহারা আমাকে মেষচর্ম্মের মধ্যে পুরিয়া বাহিরে রাখিয়া দিল, আমি ছুরি হস্তে করিয়া তাহার ভিতরে থাকিলাম। ক্ষণেক কাল পরে এক রক পক্ষী আসিয়া আমাকে মুখে করিয়া উড়িয়া চলিল, পরে এক পর্ব্বতের উপরে বসিয়া আমাকে যখন ভূমিতে রাখিল তখন আমি ছুরিদ্বারা চর্ম্ম কাটিয়া চর্ম্মখান দূরে নিক্ষেপ করিলাম, তদ্দৃষ্টে রক পক্ষী পলায়ন করিল। ঐ পক্ষী শ্বেতবর্ণ ও প্রকাণ্ডাকার এবং তাহার এমন বল যে প্রকাণ্ড হস্তিকে অক্লেশে পর্ব্বতোপরি লইয়া আহার করে। সে যাহাহউক, পক্ষী পলায়ন করিবামাত্র আমি তথা-হইতে উঠিয়া অট্টালিকার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সার্দ্ধ দিবস গমন করিয়া ঐ স্থান দেখিতে পাইলাম, তাহার শোভার কথা যেরূপ শুনি-য়াছিলাম তদপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট বোধ হইল। আমি পুরীতে

প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে আরো চমৎকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রাঙ্গন চতুষ্কোণ এবং অতি প্রশস্ত, তাহার চারিদিকে ১০০ শত দ্বার, তাহার ৯৯ দ্বার সুগন্ধিকাষ্ঠনির্ম্মিত ও এক দ্বার স্বর্ণময়। এতদ্ভিন্ন উপরে যাইবার অগণনীয় সোপান।

আমি সম্মুখের দ্বার দ্বারা এক অপূর্ব্ব আগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় ৪০ জন যুবতী রহিয়াছে, তাহাদিগের রূপ লাবণ্য ও হাব ভাব এবং বেশ ভূষা অতি চমৎকার। কামিনীগণ আমাকে দেখিবামাত্র অতিশয় সমাদর করিয়া বলিল অনেক দিবসাবধি আমরা পুরুষাভিলাষিণী হইয়া আছি, এক্ষণে তোমার বদনাবলোকনে কৃতার্থ হইলাম, আমরা পুরুষের যে যে গুণের গৌরব করিয়া থাকি তাহা সকলি তোমাতে দৃষ্ট হইতেছে, এবং অনুমান করি আমাদিগের সংসর্গে তোমার ঘৃণা বোধ হইবে না। ইহা বলিয়া আমাকে এক উচ্চ স্থানে বসিতে কহিল। আমি তাহাতে বসিতে আপত্তি করিলাম। তাহারা বলিল তোমারি নিমিত্তে ঐ স্থান হইয়াছে, তুমি সংপ্রতি আমাদিগের প্রভু ও হর্ত্তা কর্ত্তা, আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, যে আজ্ঞা করিবে তাহা শিরোধার্য্য করিব। এই কথা বলিয়া আমাকে ঐ স্থানে বসাইল এবং উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি আপন বৃত্তান্ত আদ্যন্ত সকল বলিলাম।

এইরূপে দিবাবসান হইল। রাত্রিকালীন আহারাদির পর নৃত্য গীতাদিতে অর্দ্ধ নিশা যাপন হইল। তৎপরে এক যুবতী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল পথভ্রমণে আপনার অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে, অতএব শয্যায় উঠিয়া বিশ্রাম করুন, এবং আমাদিগের মধ্যে যাহাকে অভিলাষ হয় লইয়া বিলাস করুন। আমি উত্তর করিলাম তোমরা সকলেই তুল্যলাবণ্যবতী এবং সকলেই আমার উপাসনার পাত্র। অতএব এক জনের মনোরক্ষা করিয়া সকলের মনঃক্ষুণ্ন করিতে পারিব না। যুবতী কহিল তাহাতে কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা ৪০ জনই একাত্মা, কেহ কাহার ঈর্ষ্যা করি না, প্রতিদিবস আমরা

নিঃসন্দেহ হইয়া যাহাকে অভিলাষ হয় গ্রহণ করুন, আমরা কেহই ক্ষুণ্ণ হইব না।

আমি এ কথায় আর উত্তর না করিয়া, যে যুবতির সহিত কথোপকথন হইতেছিল তাহারই হস্ত ধারণ করিলাম। যুবতি অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া আমাকে নমস্কার করিল। অনন্তর অন্যান্য নারীরা আমাদিগের দুই জনকে এক অপূর্ব্ব শয়নাগারে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। আমরা সেস্থানে পরমসুখে একত্র শয়ন করিয়া থাকিলাম। পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করণান্তর বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছি এমন সময় ঐ সকল নারী তথায় আসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল। তদনন্তর আহার আমোদে প্রায় তাবৎ দিবস যাপন হইল। রাত্রে শয়নকালে আর এক নারী আসিয়া আমার সঙ্গে শয়ন করিল।

এইরূপে এক বৎসর পরম সুখে অতীত হইল, প্রত্যেক নিশাতে এক এক পরম যুবতীর সঙ্গে সুখসম্ভোগ করিলাম, কোন প্রকারে কিছু মাত্র ক্লেশ অনুভব হইল না। এক বৎসর অতীত হইলে পর, দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম দিনে, রমণীগণ রোদন করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া একে একে সকলে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল হে প্রিয় যুবরাজ, আমরা এক্ষণে বিদায় হইব। আমি তাহাদিগের ক্রন্দনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমাদিগের শোকের কারণ কি, আর কেনই বা বিদায় হইতে বাঞ্ছিত হইয়াছ। তাহারা বলিল তোমার সহিত প্রণয় না হইলেই ভাল হইত, প্রণয় হওয়াতে অধিক ক্লেশ হইতেছে, কেননা ইতিপূর্ব্বে যে সকল পুরুষের সহিত আমাদিগের সহবাস হইয়াছিল তাহারা তোমার ন্যায় সুরসিক বা মিষ্টালাপী ছিলেন না, তোমার গুণে আমরা নিতান্ত বশীভূত হইয়াছি, অতএব তোমা বিনা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব এই শোকে ব্যাকুল হইতেছি।

যুবতীগণ এই কথা বলিয়া আরো উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি কহিলাম হে প্রেয়সীগণ তোমরা আমাকে এই দুঃখের প্রকৃত কারণ বল, তোমাদের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ইহা শুনিয়া এক নারী বলিল হে রাজপুত্র, তবে বলি শ্রবণ কর, আমরা

সকলে রাজার কন্যা, এস্থানে যেরূপে কালক্ষেপণ করি তাহা তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু কোন প্রয়োজন বশতঃ বৎসরান্তে চল্লিশ দিবস করিয়া আমরা এস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করি, চল্লিশ দিবস গত হইলে আমরা পুনর্ব্বার এস্থানে আসিয়া বাস করি। গত কল্য বৎসরের শেষ হইয়াছে, অতএব অদ্য আমাদিগকে গমন করিতে হইবে, সুতরাং তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে এই শোকে আমরা রোদন করিতেছি। যাহা হউক তুমি এস্থানে থাক এবং শত দ্বারের চাবি তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেছি, আমাদিগের অনুপস্থিতিকালে ঐ সকল দ্বার খুলিয়া তন্মধ্যে যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু আছে তাহা দর্শন করিয়া মনের খেদ দূর করিও, কিন্তু স্বর্ণের দ্বার উদ্ঘাটন বিষয়ে তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি, ঐ দ্বার উদ্ঘাটন করিও না, করিলে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে, এবং আমরা আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইব না, সেই ভাবনাতে আমাদের শোক আরো বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি চাবি লইয়া যাই তাহা হইলে তোমার অপমান বোধ হইবে, এই বিবেচনায় চাবি রাখিয়া চলিলাম। যুবতীগণ এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

আমি শত চাবি পাইয়া স্বর্ণদ্বারের চাবি পৃথক রাখিয়া, আর সকল দ্বার একে একে খুলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলাম তাহার ভিতর এক অপূর্ব্ব ফলের উদ্যান, তাহাতে নানাজাতীয় ফল ফলিয়াছে, অনুভব হইল স্বর্গ ব্যতিরেকে, অন্য কোন স্থান এমন উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, অতএব দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলাম, মনে করিলাম ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইব না, কিন্তু তাহার পরেই মনে হইল যে অন্য অন্য দ্বার মুক্ত করিলে এতদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য সামগ্রী দেখিতে পাইব, ইহা ভাবিয়া ঐ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় দ্বার মুক্ত করিলাম। তন্মধ্যে গিয়া দেখিলাম এক অপূর্ব্ব কুসুমোদ্যান রহিয়াছে এবং নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে সমস্ত উদ্যান আমোদিত হইয়া আছে। তদনন্তর তৃতীয় দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলাম

খচিত ভূমিভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিত বিচিত্র পিঞ্জরসমূহে নানাজাতীয় পক্ষী গান করিতেছে, আর স্বর্ণপাত্রে তাহাদের আহার প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সকল অবলোকন করিয়া অধিক চমৎকার বোধ হইল।

পর দিন চতুর্থ দ্বার মুক্ত করিয়া তাহার ভিতরে যাহা দেখিলাম তাহাতে আরো মোহিত হইলাম। দেখিলাম প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা রহিয়াছে, তাহার চল্লিশ দ্বার, এবং প্রত্যেক দ্বার দিয়া এক এক ধনাগারে প্রবেশ করা যায়, ঐ সকল ধনাগারে এত ধন যে পৃথিবীস্থ মহাধনেশ্বর ভূমীশ্বরের চিরসঞ্চিত ভাণ্ডারেও তত্তুল্য ধন থাকে না। প্রথম ধনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় রাশি রাশি মুক্তা, অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কপোতডিম্বাকার বহুমূল্য মুক্তাই অধিক,। দ্বিতীয় গৃহ হীরক মরকত পদ্মরাগ প্রভৃতি মহামূল্য মণিতে পরিপূর্ণ। তৃতীয় ঘরে সমুদয়ই হরিন্মণি। চতুর্থ ঘরে শুদ্ধ স্বর্ণপাত্র। পঞ্চম গৃহে স্বর্ণমুদ্রা। ষষ্ঠ গৃহে স্তূপাকার রৌপ্যপাত্র। সপ্তম ও অষ্টম গৃহে রৌপ্যমুদ্রা। এই প্রকার আর আর গৃহে চন্দ্র-কান্ত সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বিবিধ সমুজ্জ্বল রত্ন দেখিলাম, তাহার দীপ্তিতে গৃহসকল কি প্রকার শোভমান, অনির্ব্বচনীয়।

এইরূপে আমি ৩৯ দিবসে নিরনব্বুই দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে যে যে আশ্চর্য্য দ্রব্য ছিল তাহা সমস্তই দেখিলাম, তাহাতে অত্যন্ত সুখোদয় হইল। তৎপরে চল্লিশ দিবসের দিন উপস্থিত হইল, ঐ দিবস যদি আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা হইলে ধরণীমণ্ডলে আমার সুখের সীমা পরিসীমা থাকে না। ইহাও বিবেচনা করা উচিত ছিল, পর দিবস রাজকন্যাগণ আসিবেন, এক দিন মাত্র ধৈর্য্যা-বলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু আমার কেমন দুরদৃষ্ট, দুরাশা নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া স্বর্ণদ্বার মুক্ত করিলাম। করিবামাত্র একটা দুর্গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিল, তাহাতে প্রায় অজ্ঞানবৎ হইলাম, তথাপি নিবৃত্ত না হইয়া সেই স্থানে কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলাম। গন্ধটা বাহির হইয়া গেলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকার আশ্চর্য্য দ্রব্য দর্শন করিলাম, তৎপরে দেখিলাম, তথায় এক উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ

অশ্ব রহিয়াছে, তাহার জিন ও লাগাম স্বর্ণময়, তাহাতে বিবিধপ্রকার শিল্পকর্ম্ম, এবং উহার ভোজনপাত্র দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে উত্তম পরিষ্কার যব, অন্য ভাগে গোলাপের জল পরিপূর্ণ আছে। ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অশ্ব দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলাম, এবং তাহাকে উত্তমরূপে অবলোকন করিবার জন্য তাহার লাগাম ধরিয়া বাহিরে আনিলাম। তৎপরে তাহার পরীক্ষার্থ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অশ্ব স্থির হইয়া রহিল, চলিল না, তাহাতে তাহাকে কষাঘাত করিলাম। কষাঘাতে ঘোটক বিকট চীৎকার করিয়া পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে লইয়া একবারে আকাশে উঠিল। আমি তখন জানিলাম সে পক্ষিরাজ ঘোড়া, অতএব অতি সাবধানে তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া থাকিলাম। পক্ষিরাজ ক্রমে অধো-মুখে গমন করিতে করিতে একটা শিবিরের ছাদের উপর নামিল, এবং আমাকে স্বয়ং নামিতে অবকাশ না দিয়াই, হঠাৎ পৃষ্ঠদেশ হইতে আমাকে পশ্চাৎ দেশে নিক্ষেপ করিয়া, আমার দক্ষিণ চক্ষুতে লাঙ্গু-লের ঝাপটা মারিল, তাহাতে আমার চক্ষুটী একবারে অন্ধ হইল।

আমি চক্ষুহীন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, অশ্ব তখনি প্রস্থান করিল। আমি চক্ষুর শোণিত মুছিতে মুছিতে ছাদ হইতে নীচে আসিয়া দেখিলাম এক গৃহের মধ্যে মণ্ডলীকৃত দশখান খাট পাতা রহিয়াছে, তাহাতে বুঝিলাম সেই একচক্ষু যুবাদিগের শিবিরে আসি-য়াছি। যুবাগণ তৎকালে বাহিরে গিয়াছিল, ক্ষণেক পরে শিবিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া কহিল হে ভ্রাতঃ, তুমি নেত্রহীন হইয়া এখানে আসিয়াছ ইহাতে আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু আমরা তোমার এ দুর্ঘটনার মূলীভূত নহি, তুমি আপন ইচ্ছাতেই এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছ। আমরা তোমাকে এই স্থানে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সংখ্যা পূর্ণ আছে, অতএব তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া বোগ্দাদ নগরে গমন কর, যিনি তোমার বিচার করিতে পারিবেন তিনি সে স্থানে আছেন।

পথিমধ্যে শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়া উদাসীনের বেশ ধারণ পূর্ব্বক অনেক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্য সন্ধ্যার সময় বোগ্‌দাদ নগরে আসিয়াছি, আসিয়াই এই দুই ফকিরের সহিত পরিচয়াদি হইলে তিন জনে একত্র হইয়া আপনাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, আপনারা আমাদিগকে স্থান দান করিয়াছেন। হে ঠাকুরাণি! আমার বিবরণ এই।

তৃতীয় ফকিরের এই কথা শুনিয়া, জোবেদী তিন জন ফকিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, অতএব তোমরা এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ফকিরেরা কহিল ঠাকুরাণি এই তিন ভদ্রের বিবরণ শুনিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব যদি অনুমতি হয় কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া ইহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করি। ইহাতে জোবেদী কোন আপত্তি না করিয়া রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী ও খোজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন তোমরা এক্ষণে আপন আপন বিবরণ কহ। একথা শুনিয়া মন্ত্রী বাটী প্রবেশকালীন সাকীকে যে বিবরণ কহিয়াছিলেন সেই বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন। তাহা শুনিয়া জোবেদী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ইহাদিগকে কি করি। ফকিরেরা কহিল ঠাকুরাণি আমাদিগকে যেমন মার্জ্জনা করিয়াছেন মৌজলবাসী সদাগরদিগকেও সেইরূপ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক। জোবেদী বলিলেন তবে তোমাদের সকলকেই মার্জ্জনা করিলাম, তোমরা এই দণ্ডে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। এই কথা বলিবামাত্র সকলে বাটী হইতে বাহির হইলেন।

রাজা বাহিরে আসিয়া ফকিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কোন্ পথে যাইবে। তাহারা উত্তর করিল আমরা বিদেশী, পথ ঘাট চিনি না, কোথায় যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজা বলিলেন তবে আমাদের সঙ্গে আইস, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন, যাইতে যাইতে মন্ত্রিকে চুপে চুপে বলিলেন ইহাদিগকে অদ্য রাত্রিতে তোমার আলয়ে রাখ, কল্য আমার সভায়

লেখাইয়া রাখিব। মন্ত্রী এই আজ্ঞা পাইয়া ফকিরদিগকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন, মুটিয়া আপনার বাসাতে প্রস্থান করিল, রাজা খোজা সমভিব্যাহারে রাজবাটীতে গমন করিলেন।

পর দিবস নরেন্দ্র সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিকে বলিলেন, অদ্য রাজকর্ম্ম অধিক নাই, অতএব তুমি সেই তিন জন স্ত্রীলোক আর সেই তিন জন ফকিরকে লইয়া আইস, নারীদিগের কর্ম্ম কাণ্ড দেখিয়া আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি, তাহাদের বিবরণ শুনিতে হইবে। মন্ত্রী আজ্ঞা পাইবামাত্র তাহাদের গৃহে যাইয়া গত রজনির বিবরণ প্রকাশ না করিয়া, তাহাদিগকে রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বদনে বসন আবরণ করিয়া মন্ত্রির সহিত চলিল। মন্ত্রী প্রত্যাগমনকালীন আপন আলয় হইতে ফকিরদিগকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। পরে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা নারীদিগকে যবনিকার মধ্যে বসাইতে আজ্ঞা দিয়া, ফকিরদিগকে আপনার নিকট বসাইয়া, নারীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে রমণীগণ, আমি কল্য রজনীযোগে ছদ্মবেশে তোমাদিগের গৃহে গিয়াছিলাম। তোমরা, একথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার, এবং তোমাদের মনে এমন শঙ্কা হইতে পারে তোমাদের দণ্ডার্থে আমি তোমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। কিন্তু তোমরা সে চিন্তা করিও না, আমি তোমাদিগের আচরণ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের কোন অনিষ্ট করিব না। কেবল এই জানিতে ইচ্ছা করি তোমাদের মধ্যে একজন দুইটা কাল কুক্কুরকে প্রহার করিয়া কি মনে করিয়া তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক রোদন করিল, এবং তোমাদের মধ্যে এক জনের বক্ষঃস্থলে কাল চিহ্ন কি প্রকারে হইয়াছে, অতএব তোমরা আমাকে তাহার বিবরণ বিশেষ রূপে বল। ইহা শুনিয়া জোবেদী নির্ভয়ে আপন বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

জোবেদীর কথা।

জোবেদী বলিলেন ধর্ম্মাবতার! আমি যে গল্প বলিব তাহা অত্যন্ত চমৎকার। আমার ভবনে যে দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরী দেখিয়াছেন তাহারা আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা সহোদরা, তাহাদের রূপান্তর হওনের বৃত্তান্ত বলিতেছি। যে দুই রমণীর সঙ্গে আমি একত্র বাস করি এবং যাহারা আমার সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়াছে তাহারা আমার বৈমাত্র ভগিনী। যাহার বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন আছে তাহার নাম আমিনী, দ্বিতীয় জনের নাম সাফী, এবং আমার নাম জোবেদী।

আমাদিগের পিতার পরলোক হইলে আমরা তাঁহার সম্পত্ত্যাদি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইলাম। পরে আমার দুই বৈমাত্র ভগিনী পৃথক্ হইয়া আপন মাতার নিকট গিয়া রহিল, আমি ও আমার দুই সহোদরা আমাদিগের জননীর নিকটে থাকিলাম। জননীর মৃত্যু হইলে আমরা তাঁহার স্ত্রীধন বিভাগ করিয়া এক এক সহস্র মুদ্রা পাইলাম। অনন্তর আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা ভগিনী বিবাহ করিয়া স্ব স্ব পতির গৃহে গমন করিল, আমি একাকিনী গৃহে থাকিলাম। কিছু দিন পরে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বামী আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাকে লইয়া আফ্রিকা দেশে গমন করিল। তথায় অপরিমিত ব্যয় ও লম্পটাচরণ দ্বারা সকল ধন নষ্ট করিয়া দৈন্য দশা প্রযুক্ত পত্নীপালনে অসমর্থ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহাতে ভগিনী নিরুপায় হইয়া দরিদ্রবেশে আমার নিকট আসিল, আমি তাহাকে স্নেহ করিয়া আপন গৃহে রাখিলাম এবং কয়েক মাস পর্য্যন্ত আমাদের স্বচ্ছন্দে কালযাপন হইল। মধ্যে মধ্যে আমরা দুই জনে মধ্যম ভগিনীর কথা কহিতাম, কেননা তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। এক দিবস ঐ ভগিনীও মলিন বেশে আমাদিগের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার মুখে শুনিলাম তাহার পতি তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহাকেও স্নেহ করিয়া গৃহে স্থান দিলাম।

কিয়ৎকাল গত হইলে ঐ দুই সহোদরা আমাকে বলিল, ভগিনি!

আমরা কি চিরকাল তোমার অন্ন ধ্বংস করিব, আমাদিগের বাসনা হইয়াছে যে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম করি। আমি নানা মতে বুঝাইলাম, তাহা করিও না, কেননা একবার তাহার ফল পাইয়াছ। কিন্তু তাহারা আমার পরামর্শ অবহেলা করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিল। কয়েক মাস পরে সেইরূপ দীন বেশে আমার নিকট আসিয়া বলিল ভগিনি, তোমার পরামর্শ না শুনিয়া আমাদিগের পুনর্ব্বার এই দুর্গতি হইয়াছে, তুমি আমাদের কনিষ্ঠা বট কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী, অতএব আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যদি দয়াদৃষ্টি কর তবে দাসী হইয়া আমরা তোমার নিকটে চিরকাল থাকি। আমি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম হে ভগিনীরা! এই ঘর দ্বার সকলি তোমাদিগের, তোমরা এখানে অবস্থিতি কর। ইহা বলিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার গৃহে স্থান দিলাম।

এই প্রকারে এক বৎসর অতীত হইল। পরে, পৈত্রিক ধন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে বাণিজ্যকরণাভিপ্রায়ে দুই সহোদরা সমভিব্যাহারে বালশোরা দেশে গিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জাহাজারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম। ১৯ দিবস পর্য্যন্ত উত্তম বায়ু ছিল, তাহাতে পারস্য দেশ উত্তীর্ণ হইয়া মহাসমুদ্রে পড়িলাম। ২০ দিবসের দিনে ভারতবর্ষীয় পর্ব্বত দৃষ্ট হইল, ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে এক মহানগর ছিল, তথায় জাহাজ নঙ্গর করিয়া নগর দেখিতে উঠিলাম। নগরের নিকট যাইয়া দেখিলাম তথায় অনেক দ্বারপাল রহিয়াছে, কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া কেহ যষ্টি হস্তে করিয়া পাহারা দিতেছি, কিন্তু সকলে গতিশক্তি-রহিত এবং কাহারো চক্ষের পলক পড়ে না। ইহাতে বিস্ময়যুক্ত হইয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম তাহারা সকলেই মনুষ্য, পাষাণ হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে নগর প্রবেশ করিয়া পথে ঘাটে যে স্থানে যাই সেই স্থানেই দেখি লোকেরা পাষাণ হইয়া রহিয়াছে। বাজারে গিয়া দেখিলাম, কতক দোকান রুদ্ধ কতক মুক্ত, দোকানিরা অচল পাষাণ হইয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরে বেষ্টিত এক স্থানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দেখিলাম, স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত এক বৃহৎ ফটক রহিয়াছে, তাহার দুই বাইল কপাট মুক্ত, তাহার সম্মুখেই এক রেসমের পরদা ঝুলিতেছে, এবং দ্বারের উপরে একটা লণ্ঠন ঝোলান আছে। দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেখানেও জনপ্রাণী নাই, রক্ষকেরা আপন আপন স্থানে কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া, কেহবা শয়ন করিয়া আছে, সকলেই অচল পাষাণ। তৎপরে প্রাঙ্গন পার হইয়া এক উত্তম অট্টালিকার সম্মুখে গেলাম, এবং তাহার গবাক্ষে সোণার কপাট দেখিয়া বিবেচনা করিলাম তাহা রাজার অন্তঃপুর হইবে। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দালানে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ নপুংসক দণ্ডায়-মান আছে, তাহারাও পাষাণকলেবর। তথা হইতে অতি সুসজ্জিত এক গৃহে গিয়া দৃষ্টি করিলাম পাষাণমূর্ত্তি এক স্ত্রীলোক রহিয়াছে, তাঁহার মস্তকে সোণার মুকুট ও গলায় গজমুক্তার হার, অতএব বোধ করিলাম তিনি রাণী ছিলেন। ঘর হইতে বাহির হইয়া আর এক উত্তম গৃহে গিয়া দেখিলাম, তথায় নিরাট স্বর্ণের একখান সিংহাসন উচ্চ স্থানে পাতা আছে, তাহা মণি মুক্তাতে পরিপূর্ণ এবং তাহার উপরে উপযুক্ত উত্তম মছলন্দ পাতা রহিয়াছে। ঐ মছলন্দের উপর হইতে একটা আলোক আসিতেছিল, তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল, অতএব ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য সিংহাসনের উপর উঠিয়া দেখিলাম উপরে ময়ূরের ডিম্বের ন্যায় একখানা হীরা রহিয়াছে, তাহা অতি নির্ম্মল এবং এমত উজ্জ্বল যে দিবসেও তাহার প্রতি দৃষ্টি করা যায় না।

এই সকল দেখিয়া আমি অন্য অন্য গৃহে প্রবেশ করিলাম, তথায় অনেক অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া প্রায় আত্মবিস্মৃত হইলাম। ক্রমে রাত্রি হইলে মনে পড়িল জাহাজে যাইতে হইবে, কিন্তু বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিয়া না পাইয়া, যে ঘরে সিংহাসন ছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘরে পুনর্ব্বার আসিয়া পড়িলাম। তখন আর কি করি, বিবেচনা করিলাম অদ্য এইখানে শয়ন করিয়া থাকি, কল্য প্রত্যূষে জাহাজে যাইব। এই ভাবিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকি-

লাম, কিন্তু নিদ্রা হইল না। অর্দ্ধরাত্রের সময় বোধ হইল যেন কোন মনুষ্য কোরাণ পাঠ করিতেছে। তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া আলোক হস্তে শব্দ লক্ষ্যে গমন করিলাম। যে ঘরে কোরাণ পাঠ হইতেছিল তাহার দ্বারে আসিয়া, আলোক অন্তরে রাখিয়া, অর্দ্ধমুক্ত দ্বার দিয়া দেখিলাম এক রূপবান যুবা পুরুষ একখান গালিচার উপর বসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল, কেন না যে স্থানে সকল মনুষ্য পাষাণদেহ প্রাপ্ত সে স্থানে জীবৎ মনুষ্য থাকা অসম্ভব। সুতরাং মনে করিলাম ইহাতে কোন চমৎকার আছে। এই ভাবিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে কহিলাম হে পরমেশ্বর, তোমার কৃপাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পহুছিয়াছি, এবং যে পর্য্যন্ত আমরা স্বদেশে পুনর্গমন না করি সে পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা কর। এই কথা শুনিয়া যুবা ব্যক্তি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন হে সুন্দরি তুমি কে এবং কি প্রয়োজনে এই নির্জ্জন নগরে আগমন করিয়াছ। তাঁহার এই কথাতে আমি নিকটে গিয়া, সংক্ষেপে আগমনের বৃত্তান্ত কহিলাম, এবং ঐ স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবা কহিলেন হে যুবতি সম্প্রতি তুমি যে স্তব করিলে তাহাতে বোধ হইতেছে, পরমেশ্বর কি পদার্থ তুমি জান, সেই পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাহা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই স্থানে পূর্ব্বে এক মহা রাজধানী ছিল, এইখানে আমার পিতা রাজ্য করিতেন। রাজা প্রজা সকলে, সূর্য্যোপাসক ছিলেন এবং পরমেশ্বরের বিদ্রোহী নারদুল নামক দৈত্যের আরাধনা করিতেন। আমি সেই মত অবলম্বন করি নাই। তাহার কারণ, আমার এক রক্ষিকা ছিলেন তিনি বাল্য কালে আমাকে কোরাণ পাঠ করাইয়া পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ঐ রক্ষিকা আমাকে সর্ব্বদা বলিতেন পরমেশ্বর এক ব্যতীত দুই নহেন, তুমি সেই পরমেশ্বরের উপাসনা কর, অন্য কাহারো আরাধনা করিও না। আমার উত্তমরূপ ধর্ম্মজ্ঞান হইলে রক্ষিকার মৃত্যু হইল। কিয়দ্দিবস পরে এই নগরে

দৈববাণী হইল, "হে প্রজাগণ নারহুল ও অগ্নি পূজা ত্যাগ করিয়া যথার্থ পরমেশ্বরের ভজনা কর। এই দৈববাণী ক্রমিক তিন বৎসর হইল, তথাপি কেহ পূর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিল না। অতএব পরমেশ্বরের কোপে পড়িয়া তৃতীয় বৎসরের শেষ দিবসের শেষ রাত্রিতে নগরস্থ সমস্ত লোক, যিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় একবারে পাষাণদেহ প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং আমার পিতা মাতাও কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ হইয়া এই পুরীমধ্যে আছেন, কেবল আমিই জীবিত আছি, আমার প্রতি পরমেশ্বরের কোপ দৃষ্টি হয় নাই। এক্ষণে তোমার আগমনে এই বোধ হইতেছে পরমেশ্বর আমার শোক নিবারণের নিমিত্ত তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি উত্তর করিলাম হে যুবরাজ এই ভয়ানক স্থান হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তুমি এই স্থানে অত্যন্ত অসুখে বাস করিতেছ, অতএব আমার অর্ণবযানে আইস, যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা হয় সেই স্থানে যাইবে। রাজকুমার এই কথায় সম্মত হইলেন। অতএব পর দিবস তাঁহাকে লইয়া দুই জনে জাহাজে গমন করিলাম।

আমার দুই ভগিনী ও অন্যান্য জাহাজস্থ তাবৎ লোক পূর্ব্ব রাত্রি অবধি আমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে ঐ স্থানের বিবরণ কহিয়া, যুবরাজের সঙ্গে যে প্রকারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং যে সকল বিবরণ তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম, সমুদায় কহিলাম। তদনন্তর জাহাজে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করা ছিল তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, ঐ স্থান হইতে বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া সুবায়ুযোগে জাহাজ খুলিয়া দিলাম। গমনকালে অতি আনন্দে আমাদের কালক্ষেপ হইল, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিক বলিতে হইবে, কেননা রাজপুত্রের সহিত আমার সম্প্রীতি দেখিয়া আমার ভগিনীদিগের ঈর্ষা জন্মিল। এক দিন তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বোগ্‌দাদে গমনানন্তর এই রাজপুত্রকে লইয়া তুমি কি করিবে। আমি উত্তর করিলাম ইহাকে বিবাহ

করিব। পরে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাতে আপনার কি মত, যদি আপনি কৃপা করিয়া আমার পাণি গ্রহণ করেন তবে আমি আপনার দাসী হইয়া যাবজ্জীবন পদসেবায় নিযুক্ত থাকি। নৃপনন্দন উত্তর করিলেন ইহাতে সম্মতির বাধা কি, তোমার ভগিনীদিগের সাক্ষাতে বলিতেছি, বিবাহ হইলে তোমাকে দাসী জ্ঞান না করিয়া আপন শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ জ্ঞান করিব, এবং তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া চিরকাল থাকিব। এই কথা শুনিয়া আমার দুই সহোদরা একবারে ম্লানমুখী হইল, এবং সেই অবধি আমার সঙ্গে তাহাদের সম্প্রীতির বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে লাগিল।

জাহাজ পারস্যহ্রদে উত্তীর্ণ হইলে, আমি বিবেচনা করিলাম পর দিবস বালশোরা নগরে পহুছিব, ইহাতে মনে মনে বড় আহ্লাদ জন্মিল, কিন্তু রাত্রিতে আমার দুই ভগিনী আমাকে ও ঐ রাজপুত্রকে নিদ্রাবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। আমি চৈতন্য পাইয়া সন্তরণদ্বারা এক দ্বীপে উঠিলাম, কিন্তু রাজপুত্র জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আমি যে দ্বীপে উঠিলাম সে দ্বীপ বালশোরা নগর হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরিত, আমি তথায় এক মহীরুহের মূলে বসিয়া আছি এমন সময়ে, দেখিলাম একটা বৃহৎ পক্ষযুক্ত সর্প কিলিবিলি করিয়া আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিতেছে, তাহার জিহ্বা মুখের বাহিরে পড়িয়াছে। আমি দাঁড়াইয়া দেখিলাম তাহার পশ্চাৎ আর একটা বড় সর্প আসিতেছে এবং অগ্রবর্ত্তি সর্পের লাঙ্গূল ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল, অতএব একখান প্রস্তর তুলিয়া বড় সর্পটার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিলাম, তাহাতে ঐ সর্প একবারে প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহাতে ক্ষুদ্র সর্পটা পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, সেই স্থানে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম।

নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখিলাম, কৃষ্ণাঙ্গী পরম যুবতী এক নারী দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীকে একগাছা রজ্জুতে বন্ধন করিয়া আমার নিকট বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া আমি [illegible]

চর জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, যে সর্পকে তুমি প্রাণ দান করিয়াছ আমি সেই সর্প, আমরা পরীজাতি, তোমার সৌজন্যে বশীভূত হইয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। আমি জানিয়াছিলাম তোমার দুই সহোদরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল। অতএব তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে পর, আমি এখান হইতে যাইয়া আপন আত্মীয় পরীগণকে একত্র করিয়া, তোমার জাহাজে যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য ছিল তাহা বোগ্‌দাদে তোমার ভবনে রাখিয়া, জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছি, এই যে দুই কৃষ্ণবর্ণা কুক্কুরী দেখিতেছ ইহারা তোমার দুই সহোদরা, ইহাদের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফলের জন্য এই প্রকার রূপান্তর করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু ইহাদের সমুচিত দণ্ড হয় নাই, ইহাদিগকে আরো শাস্তি দিতে হইবে। এই কথা বলিয়া এক হস্তে আমার কটিদেশ ও অন্য হস্তে দুইটা কুক্কুরীকে ধরিয়া শূন্যে উড়িয়া চলিলেন, এবং নিমেষ মধ্যে বোগ্‌দাদ নগরে আমার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। আমি দেখিলাম, জাহাজ বোঝাই করিয়া যে সকল উপাদেয় দ্রব্য আনিয়াছিলাম তাহা সকলই গৃহে আনীত হইয়াছে। পরে পরী বিদায় হইয়া যাইবার কালে, উক্ত দুই কুক্কুরীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, বলিলেন এই দুই কুক্কুরী গুরুতর পাপ করিয়াছে, অতএব প্রত্যহ রাত্রিতে তুমি ইহাদিগকে এক এক শত লৌহদণ্ড আঘাত করিবে, তাহার অন্যথা করিও না, অন্যথা করিলে তোমাকেও এইরূপ কুক্কুরী হইতে হইবে। আমি নিরুপায় হইয়া স্বীকার করিলাম, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যেরূপ প্রহার করিয়াথাকি মহারাজ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমার এই বিবরণ।

বোগ্‌দাদাধিপতি এতাবৎ বিবরণ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিনীর বক্ষঃস্থলে কাল চিহ্ন কি প্রকারে হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

আমিনীর কথা।

আমিনী বলিল, হে নরেন্দ্র আমার ভগিনীর প্রমুখাৎ আমার পরিচয় শুনিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি না করিয়া পরে যাহা হইয়াছে তাহাই বলি শ্রবণ করুন। পিতার মরণান্তে আমার মাতা স্বতন্ত্র হইয়া, এক ভদ্র ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিলেন, কিন্তু এক বৎসর অতীত না হইতেই আমি বিধবা হইলাম। আমার পতির প্রায় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ছিল, আমি তাহা সমস্ত পাইলাম, এবং তাহার উপস্বত্ব হইতে আমার সচ্ছন্দরূপে চলিতে লাগিল।

এক দিবস এক বৃদ্ধা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিল আমার একটি দুহিতা আছে সে পিতৃহীনা, অদ্য তাহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছি, কিন্তু এদেশে আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব নাই, অতএব অনাথিনীর প্রতি কৃপা করিয়া যদি বিবাহের সময় একবার আপনি অধিষ্ঠান করেন তবে ঐ শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া কহিলাম তাহার বাধা কি, আমি এখনি যাইতেছি। বৃদ্ধা কহিল এখন যাইবার প্রয়োজন নাই, সন্ধ্যার সময়ে আমি আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া আমার করচুম্বন-পূর্ব্বক বলিল মা তবে আগমন করুন, নগরস্থ সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যারা আসিয়াছেন। আমি বস্ত্রাভরণ পরিয়া বৃদ্ধাকে অগ্রে করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, আমার বন্দিনীগণও উত্তম বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া সঙ্গে চলিল। বৃদ্ধা কতক দূর যাইয়া এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে দাঁড়াইল। এবং ভৃত্যেরা কপাট খুলিয়া দিলে, বৃদ্ধা আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রাঙ্গন দিয়া একটা দালানে লইয়া গেল।

তথায় ত্রিভুবনমোহিনী এক কামিনী পল্যঙ্কে বসিয়া ছিলেন, আমাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া হীরাকে খচিত এক অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া, হাস্য বদনে কহিলেন সুন্দরি, তোমাকে বিবাহ

আনয়ন করা গিয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। আমার এক সহোদর আছেন, পৃথিবীতে তত্তুল্য রূপবান পুরুষ আর নাই, তিনি তোমার রূপের গৌরব শুনিয়া চঞ্চলচিত্ত হইয়াছেন, তুমি তাহার প্রতি করুণা না করিলে তাহার প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা, অতএব তোমাকে বিনতি করিয়া বলি, তাহাকে রক্ষা কর। পতির মরণের পর আমার এমন মানস ছিল না যে পুনর্ব্বার বিবাহ করি, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মৌনী হইয়া থাকিলাম। তাহাতে সম্মতি বুঝিয়া তিনি করতালি দিলেন। তাহা শুনিয়া কুঠরীর ভিতর হইতে এক যুবা পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি পুলকিত হইলাম, কেননা তাঁহাকে অলৌকিক রূপবান্ বোধ হইল। বিশেষ তাঁহার কথাবার্ত্তায় আরো বশীভূত হইলাম! তাহা দেখিয়া যুবতী পুনর্ব্বার করতালি দিলেন, তাহাতে কাজী আসিয়া বিবাহের পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী চারি জন ভৃত্য বিবাহের সাক্ষী হইল। আমি অঙ্গীকার করিলাম, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত আলাপ বা কাহার মুখাবলোকন করিব না। যুবা ব্যক্তিও স্বীকার করিলেন তিনি কোন বিষয়ে ত্রুটি করিবেন না। পরস্পর এই সঙ্কল্প হইলে আমাদের বিবাহ হইল। আমি কন্যাকর্ত্তা হইতে গিয়া আপনিই কন্যা হইয়া উঠিলাম।

বিবাহের এক মাস পরে কোন উত্তম বস্ত্র ক্রয় করিবার আবশ্যক হইল, তাহাতে আমি স্বামির অনুমতি লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনা ও অন্য দুই জন দাসীকে সমভিব্যাহারে করিয়া বাজারে গমন করিলাম। পথিমধ্যে বৃদ্ধা আমাকে বলিল ঠাকুরানি তুমি দ্বারে দ্বারে কত বেড়াইবে, আমি তোমাকে এক দোকানে লইয়া যাইতেছি, সেখানে বিবিধ প্রকার রেসমী বস্ত্রাদি আছে, যাহা মনোনীত হয় ক্রয় করিবে এই বলিয়া প্রাচীনা আমাকে এক যুবা বণিকের দোকানে লইয়া গেল, তথায় বসাইয়া আমাকে বলিল কি বস্ত্র লইবে তাহা সাধুকে বল। আমি উত্তর করিলাম তুমি জান, আমি অন্য পুরুষের

বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল, তাহার একখানা বস্ত্র আমার মনোনীত হওয়াতে, বৃদ্ধাকে কহিলাম ইহার কি মূল্য দিতে হইবে জিজ্ঞাসা কর। বণিক প্রাচীনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল আমি টাকা লইয়া বস্ত্র বিক্রয় করি না, যদি এই যুবতী আমাকে একবার মুখচুম্বন করিতে দেন তবে আমি এই বস্ত্র বিনামূল্যে প্রদান করি। আমি প্রাচীনাকে কহিলাম, সাধু নিতান্ত অসাধুর ন্যায় কথা বলিতেছে, ইহাকে বল এমন কথা পুনরুক্ত না করে। প্রাচীনা তাহাকে কিছু না বলিয়া আমাকে বলিল ইহাতে আপনার আপত্তি কি, আপনি উহার সহিত কথাই না কহিবেন, গালের বস্ত্র উঠাইয়া দিলে চুম্বন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি। ফলতঃ বস্ত্র দেখিয়া আমি এমত তুষ্ট হইয়াছিলাম যে ঐ কথা বৃদ্ধাকে বারম্বার বলিতে হইল না, আমি চুম্বন দানে সম্মত হইলাম। পরে, আমি মুখের ঘোমটা তুলিয়া গণ্ডদেশ বাহির করিয়া দিলাম, বণিক গালে এমত দংশন করিল যে যে পর্য্যন্ত রক্ত নির্গত না হইল সে পর্য্যন্ত ছাড়িল না। বণিকের এই আচরণে এবং গালের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আমি প্রায় মূর্চ্ছাপন্না হইলাম। ইত্যবসরে সদাগর দোকান তুলিয়া পলায়ন করিল। আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম তাবৎ গণ্ডদেশ শোণিতময় হইয়াছে। প্রাচীনা আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বাটীতে লইয়া গেল, এবং ঔষধ দিয়া আমার গণ্ডদেশ বন্ধন করিয়া দিল, আমি শয়ন করিয়া থাকিলাম।

রজনীযোগে স্বামী শয়ন করিতে আসিয়া গণ্ডদেশে বন্ধন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন গালে কি হইয়াছে। আমি বলিলাম শিরঃপীড়া হইয়াছে, মনে করিলাম এ কথা বলিলে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু স্বামী আলোকটা আনিয়া গণ্ডদেশে আঘাত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই আঘাত কি প্রকারে হইল। আমি উত্তর করিলাম তোমার অনুমতি ক্রমে অদ্য বাজারে গিয়াছিলাম, যাইতে যাইতে, একজন মুটিয়া এক বোঝা কাষ্ঠ লইয়া যাইতেছিল,

গিয়াছে, কিন্তু অধিক আঘাত লাগে নাই। স্বামী অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন কল্য কোটালকে বলিতেছি শহরের তাবৎ মুটিয়াকে ধরিয়া ফাঁসি দেয়। আমি দেখিলাম বিনা অপরাধে সকল মুটিয়া মারাযায়, অতএব স্বামিকে বলিলাম প্রভু তাহা করিবেন না ইহাতে নিতান্ত অবিচার হইবে। পতি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে সত্য করিয়া বল গালে কি হইয়াছে। আমি বলিলাম একটা ক্ষুদ্র গলি দিয়া যাইতেছিলাম আমার পশ্চাৎ এক জন ঝাঁটাওয়ালা একটা গাধার পৃষ্ঠে কতগুলা ঝাঁটা দিয়া আসিতেছিল, গাধাটা আমার দিকে হঠাৎ দৌড়িয়া আসাতে আমি পড়িয়া গেলাম, তাহাতে একখানা পরকলা লাগিয়া গাল কাটিয়া গিয়াছে। স্বামী কহিলেন তবে রাজাকে কহিয়া অদ্য রাত্রেই নগরের সমস্ত ঝাঁটাওয়ালার প্রাণ দণ্ড করিব। আমি কহিলাম মহাশয় তাহা করিবেন না, তাহারা নিরপরাধী। পতি বলিলেন তবে যথার্থ করিয়া বল তোমার গণ্ডদেশে কি প্রকারে আঘাত লাগিয়াছে। আমি কহিলাম প্রভু অদ্য মদ্যপান করিয়া বিহ্বলতা প্রযুক্ত আছাড় খাইয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছি।

আমার এই সকল অসংলগ্ন কথাতে স্বামী একবারে জ্বলদগ্নি হইয়া বলিলেন অরে ব্যভিচারিণি আমি তোর কথায় আর কর্ণপাত করি না। ইহা বলিয়া করতালি দিলেন, তাহাতে তিন জন অনুচর তথায় আসিলে, তাহাদিগকে বলিলেন এই ব্যভিচারিণীকে শয্যা হইতে টানিয়া গৃহের মধ্যস্থলে আন। দাসেরা আজ্ঞামাত্র আমাকে শয্যা হইতে নীচে আনিয়া, এক জন মস্তক আর এক জন দুইটা পা ধরিয়া রহিল, তৃতীয় জনকে স্বামী বলিলেন একখানা খড়্গ আন। কিঙ্কর খড়্গ আনয়ন করিলে, স্বামী তাহাকে বলিলেন এই খড়্গদ্বারা ইহাকে দুই খণ্ড করিয়া তিগ্রিশ নদীতে ভাসাইয়া দাও, যে সত্য করিয়া পালন না করে তাহার এই প্রকার শাস্তি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ভৃত্য আজ্ঞা পাইয়াও তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিল, তাহাকে ... হারামজাদ, কেন বিলম্ব

ঠাকুরানি, তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, যদি কোন কথা বক্তব্য থাকে তাহা এখনও বল। আমি কহিলাম আমার একটী নিবেদন আছে। পতি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নিবেদন। আমি বলিলাম আমার ভাগ্যে কি এই ছিল, আমি নব যৌবন কালে নিরপরাধে মারা যাইব, হে কান্ত! আমাকে নষ্ট করিও না, আমি অবলা সরলা, কিছু জানি না। কিন্তু ইহাতেও স্বামির কিছুমাত্র দয়া হইল না, তিনি ভৃত্যদিগকে পুনঃপুনঃ কাটিতে বলিতে লাগিলেন। তাহারা কাটিতে উদ্যত এমন সময় সেই প্রাচীনা আসিল, সে আমার স্বামিকে বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়াছিল, আমার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল হে বৎস! আমার একটি কথা রাখ, তুমি স্ত্রীহত্যা করিও না।

বৃদ্ধা এই কথা এমন ভঙ্গি করিয়া বলিল যে স্বামী তাহাতে স্ত্রী· হত্যায় নিরস্ত হইয়া বলিলেন তবে তোমার অনুরোধে ইহাকে প্রাণে নষ্ট করিব না, কিন্তু দুষ্কর্ম্মের শাস্তিজন্য ইহার শরীরে এক চিহ্ন করিয়া দিব, তাহাতে ঐ দুষ্কর্ম্ম চিরকাল স্মরণ থাকিবে। ইহা বলিয়া এক জন ভৃত্যকে সঙ্কেত করাতে, সে এক গাছা চাবুক লইয়া আমার বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল, তাহাতে মাংস কাটিয়া উঠিল, আমি অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া থাকিলাম। ঐ অবস্থায় ভৃত্যগণ আমাকে অন্য এক ভবনে রাখিয়া আসিল, সেখানে আমি চারি মাস শয্যাগত থাকিয়া বহু কষ্টে আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু আঘাতের চিহ্ন বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠদেশে রহিল, তাহা গত নিশাতে আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আরোগ্য পাইয়া ভাবিলাম পূর্ব্বস্বামির ভবনে গমন করি, কিন্তু দ্বিতীয় স্বামির এমন আশ্চর্য্য রাগ, যে ঐ বাটী সেই সময়ে একবারে সমভূমি করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব সে আশায় নিরাশ হইয়া, জোবেদীর নিকটে গিয়া তাহার শরণাগত হইলাম। আমার প্রতি জোবেদীর স্নেহ ছিল, তিনি আমার দুর্গতির কথা শুনিয়া আমাকে গৃহে রাখিলেন। তথায় থাকিয়া আমি গৃহের কার্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিলাম।

বোগদাদাধিপতি এই সকল বিবরণ শ্রবণ ...

দীকে বলিলেন হে রূপবতি, সর্পবেশে যে পরী তোমাকে দর্শন দিয়াছিল তাহার কোথায় বাস তাহা তুমি জান, এবং সে এমন কোন কথা বলিয়াছে কি না যে তোমার সহিত তাহার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে ও তোমার সহোদরাগণকে পশুদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিবে।

জোবেদী বলিলেন ধর্ম্মাবতার, আমি আপনাকে একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, পরী আমাকে এক আটি কেশ দিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছে, যদি কখন আমাকে দেখিতে চাহ তবে এই আটি হইতে দুইটী কেশ বাহির করিয়া অগ্নিতে অর্পণ করিবে। ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেশের আটি কোথায়। জোবেদী বলিলেন আমি তাহা সঙ্গে রাখিয়াথাকি, বলিয়া বস্ত্রের মধ্যহইতে কেশগুলি নিঃসরণ করিলেন। ভূপতি কেশের গুণপরীক্ষা করিতে চাহিলেন, তাহাতে জোবেদী অগ্নি আনয়ন করাইয়া তন্মধ্যে দুইটী কেশ নিক্ষেপ করিলেন। করিবামাত্র রাজপুরী একবারে কম্পমান হইয়া উঠিল, অবিলম্বে পরম রূপসী পরী রাজসম্মুখে আসিয়া কহিল মহারাজ আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, যে রমণী আমাকে আহ্বান করিলেন তাঁহার দ্বারা আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল, অতএব তাঁহার অপকারিণী ভগিনীদ্বয়ের শাস্তি নিমিত্ত তাহাদিগকে কুক্কুরী করিয়া দিয়াছি, মহারাজ যদি আজ্ঞা করেন তবে তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ মানবাকার করিয়া দিই। রাজা বলিলেন যদি তাহা কর তবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই, অপিচ এই রমণীর স্বামী, ইহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে এবং ইহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া ইহাকে দূর করিয়া দিয়াছে, যদি তাহার নাম ধাম বলিতে পার তবে আরো আনন্দিত হইব। পরী বলিল হে নরপতে, আমি ঐ দুই কুক্কুরীর পশুদেহ এখনি ঘুচাইয়া দিতেছি, পরে অন্য রমণীর শরীরে যে আঘাতের চিহ্ন আছে তাহাও ভাল করিয়া দিব, আর যিনি তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহার নাম ধামও কহিব।

এই কথা বলিয়া পরী জোবেদীর আলয় হইতে দুইটা কুক্কুরী আনাইয়া, একটা পাত্রে জল লইয়া, মন্ত্রপূত করিয়া কিঞ্চিৎ বারি

আমিনীর অঙ্গে দিয়া, অবশিষ্ট বারি দুই কুক্কুরীর গাত্রে প্রোক্ষণ করিল। তাহাতে তাহারা কুক্কুরীরূপ ত্যাগপূর্ব্বক পরম রূপবতী যুবতী হইল, এবং আমিনীর অঙ্গে যে সকল চিহ্ন ছিল তাহা রহিল না। অনন্তর পরী, রাজাকে বলিল হে রাজেন্দ্র, আপনার পুত্র এই যুবতীর প্রতি আসক্ত হইয়া কৌশল দ্বারা ইহাকে আপন আলয়ে আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই নারীর প্রতি যে ব্যবহার করেন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অপরাধ নাই, ঐ নারী যে সকল মিথ্যা ছল করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে। এই কথা বলিয়া পরী রাজাকে প্রণাম করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল।

রাজা এই সকল অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, পরে আপন পুত্র আমিনকে ডাকাইয়া বলিলেন তুমি গোপনভাবে বিবাহ করিয়া সামান্য অপরাধের নিমিত্ত ভার্য্যার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি। রাজা এই পর্য্যন্ত বলাতে তাঁহার আজ্ঞার আর অপেক্ষা না করিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ আমিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তদনন্তর রাজা স্বয়ং জোবেদীকে আপন মন প্রাণ অর্পণ করিয়া পরিণয় করিলেন, আর তিন ভগিনীকে ফকিরবেশধারি তিন রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন, এবং তাহাদিগের বাসের নিমিত্ত এক এক উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, তাহাতে সকলে পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিল, এবং রাজার যশ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইল।

সিন্ধবাদ নাবিকের কথা।

হারুনঅলরশীদ রাজার রাজ্যশাসন কালে বোগ্‌দাদ নগরে হিন্দবাদ নামে এক মুটিয়া ছিল। সে এক দিবস গ্রীষ্মকালে এক মোট লইয়া যাইতে যাইতে রৌদ্রে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গলিতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে ছিল, এবং পথ সকল গোলাব জলে আর্দ্র ও সুগন্ধে আমোদিত হইয়াছিল। মুটিয়া তথায় মস্তক হইতে মোট নামাইয়া শ্রান্তি শান্তির জন্য এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে বসিল। ঐ অট্টালিকা হইতেই নানাপ্রকার সৌরভ বাহির হইয়া তাবৎ গলি সুগন্ধে পরিপূরিত করিয়াছিল। বাহক তদাঘ্রাণে পরমানন্দিত হইল, কিন্তু কখন ঐ পথে গমনাগমন ছিল না, সুতরাং কাহার ঐ অট্টালিকা তাহা জানিত না। অতএব দ্বাররক্ষকের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ভাই এই বাটী কাহার। দ্বারী উত্তর করিল, মহাখ্যাত্যাপন্ন সিন্ধবাদ নাবিকের এই বাটী। মুটিয়া পূর্ব্বে সিন্ধবাদের নাম শুনিয়াছিল, তাঁহার বাটী ও ধুমধাম দেখিয়া, স্বীয় দারিদ্র্যাবস্থা স্মরণে, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল হে পরমেশ্বর! আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও আপনার ও পরিজনের জীবন ধারণার্থ কথঞ্চিৎ যবের রোটিকার সঙ্গতি করিতে পারি না, সিন্ধবাদ প্রচুর ধন পাইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি; সিন্ধবাদ এমন কি করিয়াছিল যে তুমি তাহাকে এত ধন দিয়াছ, আমিই বা কি করিয়াছিলাম যে আমাকে এমন দরিদ্র করিয়াছ!

বাহক এবম্প্রকার খেদোক্তি করিতেছে এমত কালে একজন ভৃত্য আসিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিল, আইস, প্রভু সিন্ধবাদ তোমাকে ডাকিতেছেন। ইহা বলিয়া তাহাকে গৃহের মধ্যে এক উত্তম ঘরে লইয়া গেল। সেখানে অনেক ভদ্রলোক মণ্ডলাকারে বসিয়াছেন, নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন হইতেছে, মধ্যস্থলে প্রবীণ পরম সুন্দর শুক্ল দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি অধ্যাসীন—তৎপশ্চাতে কৃতাঞ্জলিপুটে

মুটিয়া আসিলে তিনি তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া উত্তম মদ্য পান করিতে দিলেন। মুটিয়া তাহা পান করিল। তৎপরে সিন্ধবাদ তাহাকে কহিলেন হে ভ্রাতঃ তোমার নাম কি, তুমি কি ব্যবসায় করিয়া থাক। বাহক কহিল আমার নাম হিন্দবাদ, আমি মোট বহন করিয়া দিনপাত করি। সিন্ধবাদ কহিলেন তোমাকে দেখিয়া আমি পরমাপ্যায়িত হইলাম, কিঞ্চিৎ কাল হইল তুমি পথে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে যে কথা বলিতেছিলে তাহা আমাকে পুনর্ব্বার বল। হিন্দবাদ অধোবদন হইয়া বলিল আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম তাহাতে আমার মুখ হইতে যে অযুক্ত উক্তি নির্গত হইয়াছে তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করুন। সিন্ধবাদ কহিলেন তুমি এমন জ্ঞান করিও না যে কথার জন্য আমি তোমার দণ্ড করিব, তোমার যে অবস্থা তাহাতে সেরূপ উক্তি অযুক্ত নহে, আমি তোমার দুঃখ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। তুমি নিঃসন্দেহ মনে ভাবিয়াছ আমি অনায়াসে ভাগ্যবন্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহা নহে, আমি অনেক যত্নে ও অনেক ক্লেশে এ সুখাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইহা বলিয়া সিন্ধবাদ সভাস্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভদ্রগণ, আমি অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত যে যে সাহস করিয়াছিলাম তাহাতে অত্যন্ত লোভি ব্যক্তিরও ভয় জন্মিতে পারে। আমি সপ্ত বার বাণিজ্যে গমন করি, সেই বৃত্তান্ত করিতেছি শ্রবণ করুন।

সিন্ধবাদের প্রথম বাণিজ্যযাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিলেন, আমার পিতার পরলোক গমনানন্তর আমি প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ লাম্পট্য দোষে তাহার অধিকাংশ ধ্বংস করিলাম। পরিশেষে তাহা দুষ্কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, চিন্তা করিলাম ধন সম্পত্তি চিরকাল একস্থানস্থায়ী নহে, সলোমান বলিয়া গিয়াছেন "দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা মরণ ভাল" পিতার

চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম। পরে আমার স্থাবর সম্পত্ত্যাদি বিক্রয় করিয়া, বালশোরা নগরে যাইয়া, কতিপয় মহাজনের সহিত অর্ণবযানারোহণে পারস্য সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপে যাত্রা করিলাম।

অনন্তর বহুতর উপদ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময় করিলাম। পরে বায়ুভরে যাইতে২ এক দিবস এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপের তীরে উপস্থিত হইলাম। ঐ দ্বীপ জল হইতে অধিক উচ্চ ছিল না, বোধ হইল মৃত্তিকাতে নবীন তৃণ জন্মিয়া অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, অতএব নাবিক স্থলাবরোহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে ঐ দ্বীপে নামিতে অনুমতি দিলেন, আমিও তাহাদের সঙ্গে স্থলে উত্তীর্ণ হইলাম। আমরা তথায় পান ভোজনাদির আনন্দে মগ্ন হইয়া সমুদ্রগমনের শ্রান্তি দূর করিতেছি ইতিমধ্যে ঐ দ্বীপ কম্পমান হইল, তাহাতে অর্ণবযানস্থ ব্যক্তিরা ভ্রমোপলব্ধ দ্বীপকে সমুদ্রীয় মৎস্য জানিয়া, আমাদিগকে ত্বরায় তরিতে আরোহণ করিতে কহিল। সাবধান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ কথা শ্রবণমাত্র তখনি জাহাজারোহণ করিল, এবং কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা তন্নিকটে গেল। আমি জাহাজে যাইতে পারিলাম না, অবিলম্বে ঐ সমুদ্রীয় মৎস্য জলমগ্ন হইল, তখন উপায়ান্তরবিহীন হইয়া, অগ্নি জ্বালিবার নিমিত্ত জাহাজ হইতে যে কাষ্ঠ আনিয়াছিলাম তাহাই মাত্র অবলম্বন করিয়া জলে ভাসিতে লাগিলাম। জাহাজ সুবাতাস পাইয়া পাইল ভরে চলিয়া গেল। আমি সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি সমুদ্রতরঙ্গে সন্তরণ দিতে থাকিলাম। পর দিবস দুর্ব্বল হইয়া জীবনাশায় নিরাশ হইয়াছি এমন সময় একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমাকে এক দ্বীপের নিকটে ফেলিয়া দিল। সেই দ্বীপের তীর অতি উচ্চ ও দুর্গম্য, কিন্তু পরমেশ্বরের কি কৃপা, একটা বৃক্ষশাখা জল পর্য্যন্ত অবনত হইয়াছিল, আমি তদবলম্বনে উপরে উঠিয়া, মৃতের ন্যায় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকিলাম। পরে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতরতা প্রযুক্ত অতি কষ্টে ফল জলান্বেষণ করিলাম।

ঐ দ্বীপের মধ্যে নানাবিধ সুস্বাদ ফল ও অত্যুত্তম জলের ঝরনা ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্তি করিলাম। অনন্তর কিঞ্চিৎ বল পাইয়া, দ্বীপভ্রমণ করিতে করিতে এক অপূর্ব্ব প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। প্রান্তরের প্রান্তভাগে এক অশ্ব দৃষ্ট হইল। নিকটে যাইয়া দেখিলাম এক মনোহর ঘোটকী কীলকে বদ্ধ রহিয়াছে। ঐ ঘোটকীকে নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ মৃত্তিকার নীচে হইতে মনুষ্যের স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তৎপরেই গর্ত্তের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া, আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে, এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ। আমি তাহাকে আপন পরিচয় কহিলাম, তাহাতে ঐ ব্যক্তি আমার হস্ত ধরিয়া আমাকে গর্ত্তের মধ্যে লইয়া গেল। তথায় আর কয়েক জন লোক ছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম, তাহারাও আমাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। যাহাহউক তাহারা আমাকে আহার করাইল। তদনন্তর আমি তাহাকিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা কে, এবং এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে থাকিয়া কি কর। তাহারা বলিল আমরা এই দ্বীপস্থ মহীরাজ নামক মহারাজের অশ্বপাল, প্রতি বৎসর এই সময়ে মহারাজের ঘোটকী আনিয়া, কীলকে বন্ধন করিয়া রাখি, পরে সমুদ্র হইতে অর্ণবীয় অশ্ব আসিয়া ইহাকে সম্ভোগ করে, সঙ্গমানন্তর যখন ঘোটকীকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তখন আমরা চীৎকার করিয়া তাহাকে সমুদ্রে তাড়াইয়া দিয়া, ঘোটকীকে লইয়া প্রস্থান করি, ঐ ঘোধকীর গর্ভে যে শাবক জন্মে তাহাকে সমুদ্রীয় ঘোটক বলা যায়, মহারাজ তাহাতে আপনি আরোহণ করেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে সমুদ্র হইতে ঘোটক আসিয়া কীলকে বদ্ধ ঘোটকীর সহিত সঙ্গ করিল। তদনন্তর তাহাকে বিনাশোদ্যত হইলে, অশ্বপালকেরা ঘোরতর চীৎকার ও মার মার শব্দ করিতে লাগিল, তাহাতে সমুদ্রীয় অশ্ব সমুদ্রমধ্যে প্রস্থান করিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, এবং কিরূপে তোমার এই রাজ্যে আগমন হইল। আমি আপনার সমস্ত বিবরণ কহিলাম। রাজা আমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন, আমি পরম সুখে রহিলাম।

মহীরাজ রাজার রাজধানী সমুদ্রতীরে ছিল, সেখানে নানা দিগ্‌দেশীয় জাহাজ ও মহাজন লোকের গমনাগমন হইত, আমি সর্ব্বদা সমুদ্রতীরে যাইয়া মহাজনদিগের নিকটে বোগ্‌দাদ নগরের সংবাদ ও তন্নগরীতে গমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিতাম। এক দিবস যাইয়া দেখিলাম একখান জাহাজ আসিয়া ঘাটে লাগিল, এবং জাহাজস্থ লোকেরা দ্রব্যাদি নামাইতে আরম্ভ করিলে, দেখিলাম আমি বালশোরা নগরে যে সকল দ্রব্যে জাহাজ বোঝাই করিয়াছিলাম সেই সকল দ্রব্য তন্মধ্যে রহিয়াছে, এবং তাহাতে আমার নাম লেখা আছে। জাহাজাধ্যক্ষকেও দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। কিন্তু আমি জলমগ্ন হইয়াছি ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ইহা ভাবিয়া অগ্রে নিজের কোন কথা না বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এ সকল দ্রব্য কাহার। নাবিক কহিলেন বোগ্‌দাদ নগরস্থ সিন্ধবাদ নামক এক সদাগর আমার সঙ্গে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। এক দিবস সাগরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মৎস্য জলে ভাসিতেছিল, তাহাকে দ্বীপ জ্ঞান করিয়া সিন্ধবাদ ও অন্য অন্য লোকেরা তাহার উপরে নামিয়া, কেহ কেহ পাকাদি করিতে লাগিল, অনন্তর অগ্নির উত্তাপে উত্তাপিত হইয়া ঐ জন্তু জলে মগ্ন হইল, তাহাতে অনেক লোক মারা পড়িল, তন্মধ্যে সিন্ধবাদও মরিয়াছে। সেই সিন্ধবাদের এই সকল বস্তু, ইহা বিক্রয় করিয়া যে লভ্য হইবে তাহা তাহার পরিজনগণকে প্রদান করিব।

ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম আমিই সেই সিন্ধবাদ, আমার এই সকল বস্তু, অতএব ইহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর। নাবিক বিবেচনা করিলেন আমি যথার্থ সিন্ধবাদ নহি, প্রতারণা করিয়া পরের ধন

করিয়া অত্যুচ্চ এক বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম জল ও আকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই চক্ষুর্গোচর হয় না। পরে স্থলের দিকে দৃষ্টি করাতে কিয়দ্দূরে ধবলবর্ণ এক বস্তু দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহা কি, অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, মহীরুহ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট যে খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে ছিল তাহা লইয়া ঐ ধবলবর্ণ বস্তু লক্ষ্যে গমন করিলাম। তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম সেটা একটা বৃহৎ বস্তু, জালার ন্যায় আকৃতি এবং অতি উচ্চ, তাহার পরিধি ন্যূনসংখ্যা ৫০ হাত। কি জানি যদি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন দ্বার থাকে এই ভাবিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলাম, কোন দিকেই দ্বার পাইলাম না, এবং তাহা এমন পিচ্ছল যে কোন প্রকারে তাহার উপরেও আরোহণ করিতে পারিলাম না। আমি ঐ দ্রব্য নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময়, সূর্য্য মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে যেমন হয় অকস্মাৎ সেই প্রকার হইল, তাহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করাতে দৃষ্ট হইল, বৃহদাকার এক পক্ষী তথায় আসিতেছে, তাহার পক্ষের ছায়াতে সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া অন্ধকার হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বে নাবিকদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম রক নামে এক বৃহৎ পক্ষী আছে। এক্ষণে ঐ পক্ষী দেখিয়া মনে হইল. বুঝি সেই রক পক্ষীই এই হইবে, আর বিবেচনা করিলাম শুক্লবর্ণ জালার ন্যায় এই বস্তু ইহারই অণ্ড হইবে, এই অনুমান করিয়া অণ্ডের নিম্নভাগে লুকাইয়া থাকিলাম। অনতিবিলম্বে ঐ পক্ষী আসিয়া ডিম্বোপরি বসিল, আমি দেখিলাম ঐ পক্ষির দুইটা পা বৃহদাকার বৃক্ষের গুঁড়ির ন্যায়। তাহাতে মনে করিলাম ঐ পক্ষিকে অবলম্বন করিলে আমার কোন লোকালয়ে গমন ঘটিলেও ঘটিতে পারে, অতএব আপন পাগের বস্ত্র খুলিয়া আপনাকে ঐ পক্ষির পদের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলাম। মনের মানস. যখন ঐ পক্ষী উড়িয়া যাইবে তখন আমিও উহার সঙ্গে যাইব। ফলে তাহাই ঘটিল। রাত্রি প্রভাত হইলে পর

উচ্চে উঠিতে লাগিল যে তথা হইতে আমি পৃথিবী দেখিতে পাইলাম না। এইরূপে অনেক দূর গিয়া পক্ষী এমন বেগে নীচে নামিল যে তাহাতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। অনন্তর ঐ পক্ষী যখন ভূমিতে বসিল ভাগ্যক্রমে তখন আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ আপন বন্ধন মোচন করিয়া দিলাম।

কিঞ্চিৎ পরে পক্ষী বৃহৎ একটা সর্পকে মুখে করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল, আমি সেই স্থানে পড়িয়া থাকিলাম। কিন্তু পক্ষী আমাকে যে স্থানে রাখিয়া গেল সে এক গহ্বর, তাহার চতুর্দ্দিকের পর্ব্বত এমন উচ্চ যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এবং ঐ সকল পর্ব্বত এমত বন্ধুর ও দুরারোহ যে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া অন্য স্থানে গমন করা নিতান্ত অসাধ্য। সুতরাং আমি অরণ্যদ্বীপ হইতে সেস্থানে আসিয়া লোকালয়ে যাইবার কোন আশ্বাস পাইলাম না। কিন্তু দেখিলাম ঐ স্থানে নানাজাতীয় হীরা রহিয়াছে, তাহার এক এক খান হীরক এমন বৃহদাকার যে মনুষ্যেতে কেহ কুত্রাপি সেরূপ দেখে নাই। আমি তাহা দেখিয়া তখন আহ্লাদে পুলকিত হইলাম, কিন্তু পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বৃহদাকার বহু বহু অজাগর সর্প দেখিয়া সে আহ্লাদ দূর হইল। ঐ সকল সর্পের মধ্যে যেগুলা অতি ক্ষুদ্র সেগুলাও এমত লম্বা ও বড়, যে একবারে একটা হস্তিকে গ্রাস করিতে পারে। ঐ সকল সর্প দিবসে রক পক্ষির ভয়ে বিবরে লুকাইয়া থাকিত, রাত্রি হইলে বাহির হইত। পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া আমি বিশ্রামার্থে এক স্থানে বসিলাম। তথায় আমার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইয়াছে এমত সময়ে একটা ডেলা আমার নিকটে আসিয়া পড়িল। তাহার বিজাতীয় শব্দে জাগরিত হইয়া দেখিলাম একখান মাংসের পিণ্ড পড়িয়াছে, তৎপরে অন্য অন্য স্থানেও ঐ প্রকার মাংসপিণ্ড পড়িতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে নাবিকদিগের নিকট শুনিতাম হীরকের এক পর্ব্বত আছে, হীরকব্যবসায়ি লোকেরা বহু আয়াস ও কৌশলে তথা হইতে হীরক আনয়ন করে।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইল। মহাজনেরা ঐ গহ্বরের নিকটস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আসিয়া গহ্বরে নামিতে না পারিয়া, বড় বড় মাংসপিণ্ড উপর হইতে গহ্বরে নিঃক্ষেপ করে, তাহাতে হীরকাদি রত্ন ঐ মাংসে লাগিয়া যায়, পরে যখন পার্ব্বতীয় বাজপক্ষিগণ শাবকদিগের আহারার্থ ঐ সকল মাংস তুলিয়া পর্ব্বতোপরি স্ব স্ব নীড়ে লইয়া যায় তখন রত্নব্যাপারিরা অত্যন্ত চীৎকার শব্দ করিয়া পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিয়া, মাংস সংলগ্ন রত্ন সকল গ্রহণ করে।

ইতিপূর্ব্বে আমার ভরসা ছিল না যে ঐ গহ্বর হইতে কখন উপরে উঠিতে পারিব, সুতরাং সেস্থানকে আপন গোরস্থান জ্ঞান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ মাংসপতনে জীবনের আশা হইল, অতএব খাদ্য দ্রব্য রাখিবার জন্য যে চর্ম্মের থলিয়া সঙ্গে ছিল তাহাতে বড় বড় কতগুলা হীরক পরিপূর্ণ করিলাম, পরে একখণ্ড বড় মাংস পাগের বস্ত্র দ্বারা আপন পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া মৃত্তিকার উপর উপড় হইয়া পড়িয়া থাকিলাম। কিয়ৎকাল পরে উৎক্রোশ পক্ষী সকল আসিয়া মাংসখণ্ড তুলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা অতি বলবান পক্ষী আমার পৃষ্ঠদেশে নিবদ্ধ পিশিতখণ্ড-সহিত আমাকে মুখে করিয়া পর্ব্বতোপরি আপন বাসায় লইয়া গেল। তৎকালে ব্যাপারিরা অত্যন্ত চীৎকার শব্দ করিয়া পক্ষিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া হীরকাহরণ করিতে লাগিল। আমি যে নীড়ে নীত হইয়া ছিলাম এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল, কিন্তু আমি কে এবং তথায় কিরূপে আসিলাম তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমি তাহার হীরক অপহরণ করিয়াছি এই কথা বলিয়া আমার সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে কহিলাম তুমি ব্যস্ত হইতেছ কেন, আমি গহ্বর হইতে অনেক অপূর্ব্ব হীরক আনিয়াছি তদ্রূপ হীরক তোমরা কখন প্রাপ্ত হও নাই, আমি তোমাকে তাহার খানকয়েক দিতেছি, তুমি স্থির হও। তাহাকে এই কথা বলিতেছি এমন সময় অন্য অন্য ব্যবসায়িরা আসিয়া আমাকে পক্ষির বাসায় দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল, এবং আমার

আরো চমৎকার বোধ করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার কৌশল অপেক্ষা আমার সাহসের অত্যন্ত প্রশংসা করিল। তৎপরে তাহারা আমাকে আপনাদিগের আবাসে লইয়া গেল। সেখানে আমি আপন চর্ম্ম-থলিয়া খুলিয়া তাহাদিগকে আপন হীরকাদি দেখাইলাম, তদ্দৃষ্টে তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া বলিল এ সকল হীরা অতি দুর্লভ, আমরা এত বড় হীরা কোন রাজার ভাণ্ডারে দেখি নাই। পরে যে ব্যক্তির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে আমার প্রতি কোন অত্যাচার না করে এজন্য আমি তাহাকে একখান বড় হীরা দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে ব্যক্তি একখান মধ্যমাকার হীরা গ্রহণ করিল এবং তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া কহিল এই একখান হীরকে আমি যাবজ্জীবন ঐশ্বর্য্যশালী থাকিয়া যথারুচি সুখভোগ করিতে পারিব।

অনন্তর সদাগরদিগের ইচ্ছানুরূপ রত্ন সংগ্রহ হইলে, পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা স্বদেশে যাত্রা করিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গমনকালে অনেক উচ্চতর পর্ব্বত পার হইতে হইল। ঐ সকল পর্ব্বত অজাগর সর্পে পরিপূর্ণ, কিন্তু আমাদের শুভাদৃষ্ট ক্রমে তাহাতে কোন বিঘ্ন জন্মিল না। পরে এক বন্দরে আসিয়া জাহাজারোহণ পূর্ব্বক এক উপদ্বীপে উপনীত হইয়া কর্পূরের বৃক্ষ দেখিলাম। ঐ বৃক্ষ অতি বৃহৎ, এবং তাহার শাখা এরূপ ঘন ও আয়ত যে তাহার ছায়াতে এক শত লোক স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে পারে। কর্পূরব্যবসায়ি লোকেরা বৃক্ষোপরিস্থ শাখায় ছিদ্র করিয়া নীচে এক পাত্র রাখে, তাহাতে রস পড়িয়া জমিলে কর্পূর হয়। বৃক্ষের সমুদয় রস নির্গত হইলে বৃক্ষ ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। প্রত্যাগমন কালে এইরূপ আরও অনেক আশ্চর্য্য বস্তু ও জন্তু দেখিলাম। পরে উপরোক্ত উপদ্বীপে কয়েক খান হীরক বিক্রয় করিয়া, তদ্দ্বীপস্থ উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ক্রয়পূর্ব্বক নানা নগর ও উপদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া, শেষে বালশোরা নগরে আসিলাম, তথাহইতে বোগ্দাদে বাটীতে আসিয়া দীন দুঃখী অনাথগণকে অনেক ধন বিতরণ করিয়া, বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত ধন লইয়া [illegible]

এইরূপে দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া সিন্ধবাদ হিন্দবাদকে আর এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন, কল্য আসিয়া আমার তৃতীয় বার ভ্রমণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে। পরদিন হিন্দবাদ ও অন্যান্য বান্ধবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, সিন্ধবাদ তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধবাদের তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিলেন, আমি দ্বিতীয় বার বাণিজ্য করিয়া গৃহে আসিয়া যে সুখ সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলাম, তাহাতে পূর্ব্ব ভ্রমণের ক্লেশ বিস্মরণ হইল, কিন্তু তখন আমার যৌবনাবস্থা, একারণ অকর্ম্মণ্য হইয়া নিরবচ্ছিন্ন গৃহে বসিয়া থাকিতে বিরক্তি হইতে লাগিল। তাহাতে আর কোন বিপদকে ভয় করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশোৎপন্ন বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া বোগ্‌দাদ নগর হইতে বালশোরা নগরে গিয়া, অন্যান্য বাণিজ্যব্যবসায়ি লোকের সহিত একত্র হইয়া সাগরযানে যাত্রা করিলাম, এবং নানা উপদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দৈবাৎ এক দিবস সমুদ্রমধ্যে প্রবল বায়ু উঠিয়া জাহাজকে কুপথে লইয়া চলিল। ঐ বায়ু অষ্টাহ পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিল, তাহাতে জাহাজ এক কদর্য্য দ্বীপে গিয়া পড়িল। সেখানে জাহাজ নঙ্গর করে মাঝির এমত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিপাকে পড়িয়া জাহাজ লাগাইতে হইল। নাবিক বলিল এই দ্বীপে এবং ইহার নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপে লোমযুক্ত বন্য অসভ্য লোক বাস করে, তাহারা যদিও খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু এখনি আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। আরো দুঃখের বিষয় এই যে আমরা তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিব না, কেননা তাহাদের কোন ব্যক্তিকে প্রতিষেধ অথবা নষ্ট করিলে, তাহারা পতঙ্গের ঝাঁকের ন্যায় আসিয়া আমাদের

নাবিকের এই কথা শুনিয়া জাহাজস্থ সমুদয় লোক অতিশয় ভীত হইল। বস্তুতঃ সে যাহা বলিল তাহাই ঘটিল, ক্ষণকালের মধ্যে রক্তবর্ণ লোমযুক্ত দেড় হস্ত পরিমাণ অসংখ্য বন্য মনুষ্য দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া, মহাবেগে সন্তরণ দিয়া সাগরযানে উঠিল। আমরা ত্রাস প্রযুক্ত তাহাদিগকে কোন কথা বলিলাম না। তাহারা আমাদের জাহাজের হাইল কাড়িয়া লইল, এবং কাছি কাটিয়া দিল, অবশেষে আমাদিগকে তটে নামাইয়া দিয়া জাহাজ লইয়া গেল।

আমরা এইরূপে বিপদগ্রস্ত হইয়া, ঐ দ্বীপের উপরে যাইয়া দেখিলাম তথায় অনেক ফল মূলাদি আছে, তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরে ভ্রমণ করিতে২ অনেক দূরে শুক্লবর্ণ এক অট্টালিকা দৃষ্ট হইল, নিকটে গিয়া দেখিলাম এক উত্তম রাজবাটী, তাহার দ্বারের চৌকাট গজদন্তে নির্ম্মিত। আমরা দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম, প্রাঙ্গনের সম্মুখে বারান্দার এক দিকে কতগুলা মাংস দগ্ধ করিবার বড় বড় লৌহশলাকা ও অন্য দিকে মনুষ্যের অস্থিস্তূপ রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মহা শঙ্কা হইল। ক্ষণেক পরেই বাটীর ভিতরের কপাট মুক্ত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার এক রাক্ষস বাহির হইল, সে তাল বৃক্ষের সমান উচ্চ, তাহার কপালে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় এক চক্ষু জ্বলিতেছে, কর্ণদ্বয় হস্তির কর্ণের ন্যায় স্কন্ধদেশে পড়িয়াছে, এবং মুখ অতিশয় বিস্তৃত, দশনও অতি ভীষণ, ওষ্ঠদ্বয় লম্বায়মান হইয়া বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, নখগুলা প্রকাণ্ড পক্ষির নখের ন্যায় বক্র হইয়া আছে।

আমরা ঐ রাক্ষসকে দেখিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় ভূমিতে পড়িলাম। মনুষ্যহিংসক আমাদের প্রতি কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিল, পরে ক্রমে নিকটে আসিয়া আমার গ্রীবা ধরিয়া তুলিল, এবং অবলোকন করিয়া আমাকে অস্থিচর্ম্ম-সার দেখিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে অন্যান্য সকলের গাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক নাবিককে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া, তাহাকে এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্তদ্বারা তাহার শরীরে একটা লৌহ-

নান্তে সেই স্থানে শয়ন করিয়া মেঘের শব্দের ন্যায় নাসিকা ডাকাইয়া নিদ্রা গেল। আমরা কম্পিতকলেবর, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রাতে যাপন করিলাম, ভয়ে কেহ কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিলাম না। মনুষ্যভক্ষক প্রভাতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। আমরা তখন মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া পরস্পর খেদ ও হাহাকার করিতে করিতে, রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। দিবাবসানে ঐ রাক্ষস পুনরাগত হইয়া আমাদের আর এক জন সঙ্গিকে সেইরূপ দগ্ধ করিয়া ভোজন করিল, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রাতে যাপন করিয়া প্রভাতে প্রস্থান করিল।

তখন আমরা সকলে পরামর্শ করিলাম, যে এই প্রকারে রাক্ষসের উদরে না গিয়া বরং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করা ভাল। এক জন কহিল আত্মঘাতী হওয়া নিষিদ্ধ, তাহা না করিয়া নিশাচরের হস্তহইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করা যাউক। আমি কহিলাম সমুদ্রতীরে অনেক বাহাদুরী কাষ্ঠ দেখিয়াছি, আইস ঐ সকল কাষ্ঠে ভেলা প্রস্তুত করিয়া রাখি, আর এই শত্রুকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করি, তাহাতে যদি সিদ্ধ হইতে পারি তবে সম্প্রতি এই দ্বীপে থাকিব, পরে কোন জাহাজ আসিলে এ স্থানহইতে প্রস্থান করিব, আর যদি কোন প্রকারে তাহাকে বিনাশ করিতে না পারি তবে অগত্যা ভেলা আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিব।

এই পরামর্শ সকলের মনোনীত হইল, অতএব আমরা সমুদ্রতটে গিয়া ভেলা প্রস্তুত করিয়া, পুনরায় সেই বাটীতে আসিলাম, কিঞ্চিৎ পরে ঐ পিশিতাশন আসিয়া আমাদিগের আর এক জন সঙ্গিকে সেইরূপ ভক্ষণ করিয়া শয়ন করিল। রাক্ষস যখন অত্যন্ত নিদ্রিত, তখন আমরা পূর্ব্বোক্ত লৌহশলাকা সকল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া একবারে তাহার চক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিলাম। তাহাতে রাক্ষস অন্ধ হইয়া চক্ষের বেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া, গভীর স্বরে চিৎকার করিতে করিতে, আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল, কিন্তু

চলিয়া গেল। আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রতীরে গিয়া ঐ ভেলা জলে ভাসাইয়া রাখিলাম, মনে করিলাম যদি রাত্রির মধ্যে ঐ জিঘাংসক স্বজাতীয় অন্য কাহাকে সঙ্গে করিয়া না আইসে, তবে সে মরিয়াছে নিশ্চয় করিয়া ঐ দ্বীপে বাস করিব। কিন্তু রাত্রি অবসান না হইতেই দেখিলাম, ঐরূপ বিকটাকার আর দুইটা রাক্ষস তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে, আর আর অনেক রাক্ষস তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তখনি আমরা ভেলাতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে ভাসিলাম। রাক্ষসগণ আমাদিগকে ধরিতে না পারিয়া, প্রচণ্ড কোপে প্রকাণ্ড২ প্রস্তর লইয়া আমাদিগের ভেলার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে প্রায় সমুদয় লোক মরিল, পরমেশ্বরের কৃপাতে আমি ও আমার সঙ্গীদ্বয় আহত না হইয়া প্রবল স্রোতে পড়িয়া ভেলা বাহিয়া চলিলাম, রাক্ষসেরা ধরিতে পারিল না।

আমরা এইরূপে পরিত্রাণ পাইয়া, দিন রাত্রি প্রাণপণে ভেলা বাহিয়া, পর দিন প্রাতে আর এক উপদ্বীপের তীরে গিয়া পড়িলাম। তাহাতে পরমানন্দিত হইয়া তটে উঠিয়া তদ্দ্বীপস্থ উত্তম উত্তম ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া স্বাভাবিক বল প্রাপ্ত হইলাম। সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতটে শয়ন করিয়া আছি ইতিমধ্যে, তালবৃক্ষ তুল্য এক সর্প তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তথায় আসিয়া, আমাদের এক জন সঙ্গিকে ধরিল, এবং দুই তিন বার মৃত্তিকায় আছাড়িয়া একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া আমরা দুই জনে অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথাহইতে পলায়ন করিলাম।

পর দিন, এক বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, সর্পভয়ে তদুপরি আরোহণ করিয়া থাকিলাম। কিন্তু রজনীযোগে এক কালসর্প গর্জ্জন করিতে করিতে বৃক্ষে উঠিয়া আমার সঙ্গিকে ধরিয়া গ্রাস করিল। দৈবাধীন আমাকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেল। আমি সমস্ত রাত্রি ঐ বৃক্ষে থাকিয়া প্রভাতে মৃতপ্রায় বৃক্ষ হইতে নামিলাম, এবং আমা- কেও সেইরূপে মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া, জীবনাশা পরি-

কিন্তু সাধ্যানুসারে আত্মবিনাশ অকর্ত্তব্য ইহা ভাবিয়া, কতগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলীকৃত স্তূপ করিলাম, এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিমণ্ডলীর মধ্যে বৃক্ষোপরি বসিয়া থাকিলাম। রাত্রিতে সর্প আসিয়া আমাকে গ্রাস করণার্থ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু অগ্নিদুর্গ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, সমস্ত রাত্রি তথায় গর্জ্জন করিয়া, প্রভাতে চলিয়া গেল।

সূর্য্যোদয় হইলে আমি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলাম, কিন্তু সমস্ত রাত্রির ক্লেশে মৃতবৎ হইয়া, বোধ করিলাম মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অতএব তদবস্থায় জীবন ধারণ অপেক্ষা শীঘ্র প্রাণত্যাগ ভাল, এই বিবেচনায় পূর্ব্বদিবসের ন্যায় সে দিবসেও জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের কি কৃপা, তথায় যাইতেই দেখিলাম সমুদ্র দিয়া এক অর্ণবযান গমন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে অত্যুচ্চ স্বরে নাবিকগণকে ডাকিতে লাগিলাম, এবং জাহাজস্থ লোক আমাকে দেখিতে পায় এজন্য পাগড়ির কাপড় খুলিয়া উড়াইতে লাগিলাম। জাহাজাধ্যক্ষ তাহা দেখিয়া আমাকে তুলিয়া লইবার কারণ, ক্ষুদ্র নৌকা প্রেরণ করিলেন। আমি তাহা আরোহণ করিয়া জাহাজে গমন করিলে, জাহাজস্থ সদাগর ও নাবিক সকলে আমার চতুর্দ্দিকে বসিয়া, উক্ত অরণ্যময় দ্বীপে কিরূপে আসিয়াছিলাম তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। আমি আত্মবৃত্তান্ত অবিকল তাবৎ কহিলাম।

পরে, তাহারা সকলে আমার প্রাণরক্ষার জন্য পরমানন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইল, এবং বস্ত্র পরিধান করিতে দিল। আমি সচ্ছন্দে জাহাজে থাকিয়া ক্রমে সলাবত উপদ্বীপে উপনীত হইলাম। তথায় মহাজনগণ আপন আপন দ্রব্যাদি জাহাজ হইতে নামাইতে আরম্ভ করিলেন। জাহাজাধ্যক্ষ আমাকে কহিলেন "এই জাহাজে এক মহাজন আসিয়াছিলেন তিনি লোকান্তরগত হইয়াছেন, তাঁহার দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া আমি তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে দিব। অতএব তুমি যদি ঐ [illegible] বিক্রয়

করিয়া দাও তবে উচিত দস্তুরি পাইবে।” ইহা কহিয়া ঐ সকল দ্রব্য আমাকে সমর্পণ করিলেন। নাবিকের এই কথা শুনিয়া, জাহাজের মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল এই সকল দ্রব্য কাহার নামে খরচ লেখা যাইবে। জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন সিন্ধবাদ নাবিকের নামে লেখ। আমার নামোল্লেখ হওয়াতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া, আমি মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া দেখিলাম, যে ব্যক্তির জাহাজে আমি দ্বিতীয়বার বাণিজ্যযাত্রা করি এবং যিনি আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় এক উপদ্বীপে ফেলিয়া যান, তিনিই ঐ ব্যক্তি। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহার এসকল দ্রব্য তাহার নাম কি সিন্ধবাদ ছিল? জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন হাঁ, তাহার নাম সিন্ধবাদ ছিল। তখন আমি বলিলাম আমিই সেই সিন্ধবাদ, আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, তাহা হইলে চিনিতে পারিবে, আমি সেই অরণ্যময় দ্বীপে নামিয়া নদীতটে শয়ন করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে তথায় ফেলিয়া আসিয়াছিলে।

এই কথায় জাহাজাধ্যক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইয়া, বিশেষরূপে আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া, পরিশেষে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, পরমেশ্বর ধন্য, এত দিনের পর আমার দোষ সম্বরণ করিলেন। ইহা বলিয়া লভ্যসমেত দ্রব্যাদি ও অনেক অর্থ আমাকে দিলেন। আমি কৃতার্থ হইয়া তাঁহার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। পরে সলাবত উপদ্বীপ হইতে অন্য এক দ্বীপে গিয়া, বাণিজ্য করিলাম। অবশেষে এত ধন লইয়া আসিলাম যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। বাটীতে আসিয়া দীন দরিদ্রগণকে অনেক অর্থ বিতরণ করিলাম, এবং সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে তৃতীয় বাণিজ্যের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া সিন্ধবাদ ঐ মুটিয়াকে আর এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, আগামি দিবসে তাঁহাকে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পর দিন হিন্দবাদ ও অন্যান্য বান্ধবগণ আসিলে, ভোজনান্তে সিন্ধবাদ আপনার চতুর্থ বাণিজ্যের বিবরণ কহিতে লাগিলেন।

সিন্ধবাদের চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিলেন আমি তৃতীয়বার বাণিজ্য করিয়া গৃহে আসিয়া সুখ ভোগে অভিলাষী হইলাম, কিন্তু আমার সে অভিলাষ বিস্তর কাল রহিল না। নানাদেশে ভ্রমণেচ্ছা ও নূতন বস্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষা পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাতে আমি আপন বিষয়কর্ম্মের সুধারা করিয়া, বাণিজ্যদ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক পারস্যদেশীয় এক বন্দরে উপস্থিত হইলাম। তথায় জাহাজ আরোহণ করিয়া, সমুদ্রপথে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ এক দিবস ঝঞ্ঝা বায়ু উঠিল, তাহাতে নাবিক কোন প্রকারে জাহাজ রক্ষা করিতে পারিল না, বায়ুর বেগে জাহাজ চড়ায় লাগিয়া খণ্ডখণ্ড হইয়া গেল। ইহাতে প্রায় তাবৎ নাবিক ও মহাজন এবং সকল বাণিজ্য দ্রব্যাদি জলমগ্ন হইল। আমি ও আর এক জন সদাগর দৈবাৎ একখান জাহাজের তক্তা পাইয়াছিলাম, তাহা অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে নিকটস্থ এক দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। তথায় ফল মূল ও জল যথেষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া, নিশা আগতা হইলে সমুদ্রতটে গিয়া থাকিলাম।

প্রাতঃকালে ঐ দ্বীপের উপর কতকগুলা গৃহ দেখিতে পাইয়া তন্নিকটে গমন করিলাম, যাইবামাত্র কতকগুলা অসভ্য কাফরি আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া আপনাদিগের মধ্যে অংশ করিয়া স্ব স্ব গৃহে লইয়া গেল। এবং এক প্রকার বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিতে দিল। মদীয় সঙ্গিগণ অত্যন্ত ক্ষুধা প্রযুক্ত তাহা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিল, আমি খাইলাম না, তাহাতে আমার পক্ষে ভালই হইল। কেননা সঙ্গিগণ ঐ মূল ভক্ষণ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। পরে ঐ অসভ্যেরা নারিকেল তৈলে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ভোজন করিতে দিল। আমার সঙ্গিগণ হতজ্ঞান হইয়াছিল, অধিক করিয়া আহার করিল, আমিও আহার করিলাম কিন্তু অধিক নহে। তাহাদিগের ঐ তৈলাক্ত অন্ন আহার করাইবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের শরীরপুষ্টি হইলে আমা-

ক্রমে স্থূলকায় হইলে, অসভ্যেরা একে একে তাহাদিগকে মারিয়া ভক্ষণ করিল। আমি ঐ বৃক্ষমূল ভক্ষণ করি নাই এবং তৈলাক্ত অন্নও অধিক খাইতাম না, এজন্য স্থূলাঙ্গ হই নাই, বরঞ্চ চিন্তাতে অতি ক্ষীণ হইয়াছিলাম, সুতরাং তাহারা আমাকে ক্ষীণজীবী দেখিয়া তখন নষ্ট করিল না। অনন্তর এক দিবস আমি পলায়নের উত্তম সুযোগ পাইয়া, ঐ বাটীহইতে বাহির হইয়া বহু দূরে চলিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময় পরিশ্রমপ্রযুক্ত এক স্থানে বসিয়া, সঙ্গে যে আহারীয় দ্রব্য ছিল তাহা ভক্ষণ করিয়া, পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলাম।

এই প্রকারে সপ্ত দিবস গমন করিয়া অষ্টম দিবসে সমুদ্রকূলে আসিয়া পঁহুছিলাম, পথিমধ্যে কেবল নারিকেল ও নারিকেলের জলে প্রাণ ধারণ হইল। সমুদ্রতটে আসিয়া দেখিলাম, কতগুলি গৌরবর্ণ লোক গোলমরিচ সংগ্রহ করিতে তথায় আসিয়াছে। আমি নির্ভয়ে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহারা আরবীয় ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ। আমি তাহাদিগের মুখে স্বজাতীয় ভাষা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম এবং সমুদায় আত্মবিবরণ কহিলাম। শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। পরে তাহারা আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপনাদের উপদ্বীপস্থ রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা আমার তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর আমার প্রতি অনুকূল হইয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি দিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করিয়া আপন সভাতে রাখিলেন।

ঐ উপদ্বীপে অনেক লোকের বসতি ছিল এবং রাজধানীতে নানা প্রকার বাণিজ্য হইত। আমি তাদৃশ বিপদের পর তথায় আসিয়া, বিশেষতঃ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিলাম, এবং ক্রমে রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম, তাহাতে দেশের তাবৎ লোকেই আমাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিবস দেখিলাম রাজাপ্রভৃতি তদ্দ্বীপস্থ তাবৎ সম্ভ্রান্ত মনুষ্যেরা যে অশ্বে আরোহণ করেন তাহাতে জিন ও লাগাম কিছুই নাই।

লাগাম হীন অশ্বে আপনারা কিরূপে আরোহণ করেন। ভূপতি কহিলেন তাঁহার রাজ্যস্থ লোকেরা ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার জ্ঞাত নহে, সুতরাং অসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া থাকে। ইহাতে আমি এক জন কারিকরকে জিনের আদর্শ দিয়া তদনুরূপ জিন প্রস্তুত করিতে কহিলাম, এবং স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কর্ম্মকারের দ্বারা চর্ম্ম ও মকমলে মণ্ডিত এবং উপরিভাগে স্বর্ণের কর্ম্ম যুক্ত লাগাম ও রেকাব প্রস্তুত করাইয়া, রাজাকে উপঢৌকন দিলাম। রাজা ঐ অশ্ব-সজ্জা আপন ঘোটকের উপর দিয়া তদারোহণে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিলেন। পরে আমি রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মকারকদিগকে সেই প্রকার জিন লাগাম প্রস্তুত করিয়া দিলাম, তাহাতে অনেক অর্থ উপার্জ্জন হইল এবং রাজা প্রজা সকলেই আমাকে অনুগ্রহ করিতে লাগিল।

এক দিবস রাজা আমাকে কহিলেন, সিন্ধবাদ! আমি তোমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করি এবং প্রজারাও তোমাকে মান্য করিয়া থাকে, অতএব তুমি এখান হইতে আর কোথায় যাইবে, এস্থানে বিবাহাদি করিয়া বাস কর, স্বদেশের চিন্তা করিও না। আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, এক সদ্বংশোদ্ভবা পরম সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে আমার এক প্রিয়তম প্রতিবাসির পত্নীবিয়োগ হইল, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তাহাতে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম, স্ত্রীর জন্য চিন্তা কি, পরমেশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন, তুমি কত স্ত্রী পাইবে। প্রতিবাসী উত্তর করিলেন আমি চিরজীবী কি প্রকারে হইব, আমার আর এক ঘণ্টা কালও বাঁচিবার ভরসা নাই, আমাদের পুরুষানুক্রমে এই রীতি আছে, স্ত্রী মরিলে জীবিত স্বামী মৃত পত্নীর সহিত, এবং স্বামী মরিলে জীবিতা পত্নী মৃত পতির সহিত, গোরে গমন করিবে, কথন এই নিয়মের অতিক্রম হয় নাই ও কোন প্রকারে হইবারও সম্ভাবনা নাই, অতএব আমার নিশ্চয় মরণ উপস্থিত। এই কদর্য্য ব্যবহারের

কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তির বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাহার মৃতা স্ত্রীর শবকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিল, তৎপরে ঐ শব একটা সিন্দুকে পুরিয়া গোরস্থানে লইয়া চলিল, তাহার স্বামী ও আর আর সকলে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। এইরূপে সকলে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠিয়া, প্রস্তরাচ্ছাদিত একটা অত্যন্ত গভীর গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহার মুখস্থ প্রস্তর উঠাইয়া, শবশুদ্ধ সিন্দুক রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া গহ্বরের মধ্যে নামাইয়া দিল। তৎপরে ঐ মৃত স্ত্রীর স্বামী আত্মবন্ধুগণের সহিত আলিঙ্গনাদি করিয়া আর এক সিন্দুকে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ও আর এক পাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতখানি রুটী দিয়া, তাহাকেও ঐ প্রকারে ঐ গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। এবং গহ্বরের মুখ প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ করিয়া, সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এই অসভ্য ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে যে দুঃখোদয় হইল তাহা আমি অপ্রকাশ রাখিতে না পারিয়া, এক দিবস রাজাকে কহিলাম মহারাজ! আপনকার রাজ্যে এ কি আশ্চর্য্য রীতি যে, মৃতের সহিত জীবিতের গোর হয়, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু এরূপ রীতি কুত্রাপি দেখি নাই। রাজা কহিলেন সিন্ধবাদ, ইহাতে আশ্চর্য্য কি, দেশের ব্যবস্থাই এই, যদি আমার রাজ্ঞী অগ্রে মরেন তবে আমাকেও ঐ রূপে মরিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহারাজ! বিদেশীয় লোকদিগকেও কি এই ব্যবস্থা পালন করিতে হয়। রাজা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন তাহাতে সন্দেহ কি, যদি ভিন্নদেশীয় লোকেরা এই দ্বীপে বিবাহ করে তবে তাহাদিগকেও এই ব্যবস্থানুয়ায়ি কর্ম্ম করিতে হয়। রাজার এই কথায় আমি কি পর্য্যন্ত চিন্তিত হইলাম তাহা বাক্‌পথাতীত। তখন এই ভাবনা হইল যদি আমার বনিতা অগ্রে মরে তবে আমার দশা কি হইবে। কি করি, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের কি বিড়ম্বনা, কিয়দ্দিবস পরে আমার ভার্য্যার পরলোক প্রাপ্তি হইল, তাহাতে আমি একবারে শোকসাগরে মগ্ন হইলাম। নরভুক্ রাক্ষসদ্বারা ভক্ষিত

হওয়া এবং জীবন সত্ত্বে প্রোথিত হওয়া আমার পক্ষে তুল্যজ্ঞান হইতে লাগিল, তখন মরণহইতে উদ্ধারের কোন উপায় দেখিলাম না। রাজা, সভাসদ এবং নগরস্থ ধনী মানী সকলে আসিয়া শবটী সিন্দুকে পুরিয়া ঐ পর্ব্বতে গমন করিলেন। আমি আত্মমরণের শোকে বিহ্বল হইয়া শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রোদন করিতে করিতে চলিলাম। এবং রাজা ও তৎসঙ্গিগণের প্রত্যেকের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতর বচনে কহিলাম আমি বিদেশী, আমার স্ত্রী পুত্রাদি সকল স্বদেশে আছে, এবং আমি ভিন্ন তাহাদের গতি নাই, অতএব দয়া করিয়া আমাকে প্রাণ দান কর। কিন্তু আমার কথায় কেহ কর্ণপাতও করিল না, আমার পত্নীর শবকে গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, আমাকে নিয়মিত জল ও রোটিকা দিয়া আর এক সিন্দুকে পুরিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ত্তে ফেলিয়া দিল।

আমি গহ্বরমধ্যে পতিত হইয়া, দ্বারের ছিদ্র দিয়া যে কিঞ্চিৎ আলোক আসিতেছিল তদ্দ্বারা দেখিলাম গহ্বরের মধ্য স্থান অতি বিস্তৃত, অনুমানে ২৫০ হস্ত হইবে, তাহার ভিতর শবে পরিপূর্ণ, তাহার দুর্গন্ধে তিষ্ঠান অসাধ্য। ইহাও বোধ হইল, তন্মধ্যে কেহ কেহ বাঁচিয়া আছে, এবং কাহার কাহার কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে। যাহা হউক, আমি হস্ত দ্বারা নাসিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, পরমেশ্বর যে অদৃষ্টানুসারে শুভাশুভ ফল প্রদান করেন তাহা যথার্থ, কিন্তু আমি স্বয়ং আমার এই অদ্ভুত মরণের মূল হইয়াছি। আমি ধনের লোভে কতবার কত বিপদে পড়িয়াছি কিন্তু এমত সাঙ্ঘাতিক বিপদ কখন হয় নাই। হায়! কেন গৃহে থাকিয়া পরিশ্রমোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য ভোগে তৃপ্ত হইলাম না! এইরূপ বিলাপ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া গহ্বর বিদীর্ণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখেও মনুষ্যের জীবনাশা যায় না, অতএব যত ক্ষণ বাঁচিতে পারি এই ভাবিয়া নাসিকাদ্বার রোধ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সিন্দুকের নিকটে গিয়া রোটিকা বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলাম। ঐ রোটিকা ও জল ক্রমে শেষ হইল, তখন মরিতে হইবে

মনে মনে এই চিন্তা করিতেছি ইতিমধ্যে এক দিবস ঐ গহ্বরের আচ্ছাদন-প্রস্তর উত্তোলিত হইয়া এক পুরুষের শব নিক্ষিপ্ত হইল, তৎপরেই এক জীবিতা স্ত্রী নীচে আসিয়া পড়িল। বিপদে পড়িলে মনুষ্যের বিপরীত বুদ্ধি হয়, অতএব ঐ স্ত্রীর রুটী জল হরণার্থে আমি একখান বৃহৎ অস্থি দ্বারা তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহার রুটী জল লইলাম, তাহাতে কিয়দ্দিবসের আহার চলিল।

এইরূপে কিছু দিন গহ্বরে থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক দিবস বোধ হইল তথায় কোন জন্তু দৌড়িয়া বেড়াইতেছে, ইহাতে শব্দ লক্ষ্যে আমি তন্নিকটে গমন করিলাম। আমি যাইতেই সে পলায়ন করিল, তথাপি আমি তাহার পশ্চাৎ চলিলাম, সেও সেইমত দৌড়িতে লাগিল, কখন বা একস্থানে স্থির হইয়া থাকিল আবার দৌড়িতে লাগিল। এই প্রকারে আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর গমন করিলে পর, নক্ষত্রের ন্যায় এক জ্যোতি দৃষ্ট হইল—তাহা ক্ষণে দৃষ্ট ও ক্ষণে অদৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে জ্যোতির নিকটে গিয়া দেখিলাম পর্ব্বতের ছিদ্র দিয়া ঐ আলোক আসিতেছে। ঐ ছিদ্র নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, তদ্দ্বারা একটি মনুষ্য বাহির হইতে পারে। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়া তখনি ঐ ছিদ্র দ্বারা গহ্বর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, যে জন্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলাম সে সমুদ্র-জন্তু, শবাহারের নিমিত্ত সমুদ্র হইতে উঠিয়া ঐ ছিদ্র দিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর পর্ব্বতোপরি উঠিয়া দেখিলাম, পর্ব্বত সমুদ্র ও নগরের মধ্যস্থ, কিন্তু উহা অত্যন্ত উচ্চ এজন্য সাগরের কূলে নগরস্থ লোকের গমনাগমন হয় না। আমি পুনর্জীবন প্রাপ্তে পরমানন্দিত হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। তৎপরে পুনর্ব্বার গহ্বরে প্রবেশিয়া রোটিকা ও জল এবং মৃতব্যক্তিগণের সিন্দুক হইতে যথেষ্ট হীরক মণি মুক্তা স্বর্ণালঙ্কার ও উত্তম বস্ত্রাদি বাহির করিয়া আনিয়া, সমুদ্রকূলে জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

দুই তিন দিবস পরে দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া একখান জাহাজ যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া আমি অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম;

তাহাতে জাহাজস্থ লোকেরা আমাকে দেখিতে পাইয়া এক নৌকা পাঠাইয়া দিল, আমি রত্নাদির মোট লইয়া তদারোহণপূর্ব্বক জাহাজে গমন করিলাম। নাবিকগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি প্রকারে তথায় গিয়া ছিলে। আমি কহিলাম দুই দিবস হইল আমার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে, তাহাতে এই সকল দ্রব্যাদি লইয়া কোন রূপে আমি কূলে উঠিয়াছিলাম। তাহারা এই কথা সত্য জ্ঞান করিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। আমি জাহাজারোহণে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বহুতর ধন লইয়া শেষে বোগদাদ নগরে উপনীত হইলাম। এই যাত্রায় আমি যে ধন লইয়া আসিলাম তাহা অসংখ্য। গৃহে আসিয়া পরমেশ্বরের দয়ার ধন্যবাদ সূচনার্থ অনেক দান বিতরণ করিয়া, বন্ধু বান্ধব অমাত্য কুটুম্বগণের সহিত নানারূপে আমোদ প্রমোদে স্বচ্ছন্দে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ সমাপন করিয়া সিন্ধবাদ হিন্দবাদকে পুনরায় আর শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন, কল্য আমার আর এক যাত্রার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিও। পর দিবস পুনরায় সকলে আসিলে সিন্ধবাদ পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধবাদের পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিলেন কিছুদিন গৃহে থাকিয়া আমার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। অতএব পুনর্ব্বার বাণিজ্যোপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া এক বন্দরে গমন করিলাম। তথায় অন্যের জাহাজে আরোহণ না করিয়া স্বয়ং জাহাজ ক্রয় করিলাম, কিন্তু আমার যে দ্রব্যাদি ছিল তাহাতে জাহাজ সম্পূর্ণ বোঝাই হইল না, অতএব অন্যান্য কয়েক জন সদাগরকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলাম।

ক্রমে নানা দ্বীপ ভ্রমণ করিয়া এক দিন অরণ্যবৎ এক উপদ্বীপে নামিয়া, এক রক পক্ষীর অণ্ড দর্শন করিলাম। সে ডিম্ব পূর্ব্ব-দৃষ্ট

অণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, উহা ফুটিবার উপক্রম হইয়াছিল। আমার সঙ্গে যে সকল মহাজন গমন করিয়াছিল তাহারা আহারার্থ ঐ অণ্ড নাশের উপক্রম করিল। আমি ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিলাম, কিন্তু আমার বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক তাহারা ঐ অণ্ড দগ্ধ করিয়া আহার করিল। তাহাদের আহার সমাপন না হইতে হইতে আকাশমণ্ডলে দুই খণ্ড মেঘ দৃষ্ট হইল। ঐ মেঘ দৃষ্টে, বহুদর্শী নাবিক আমাদিগকে বলিল ঐ যে মেঘ দর্শন হইতেছে উহা বাস্তবিক মেঘ নহে, ভগ্ন অণ্ডের মাতা পিতা রক পক্ষী হইবে, উহারা এই স্থানেই আসিতেছে, আসিয়া অণ্ড ভগ্ন দেখিলে আমাদিগের প্রাণ রক্ষা সঙ্কট হইবে। নাবিকের এই কথা শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি জাহাজে আসিয়া তৎক্ষণাৎ জাহাজ খুলিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে ঐ দুই পক্ষী পাখার বিপর্য্যয় শব্দ করিয়া আসিতে লাগিল, এবং অণ্ডের যত নিকটস্থ হইতে লাগিল ততই বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল। পরে অণ্ডের অতি নিকটে আসিয়া যখন দেখিল শাবক নষ্ট হইয়াছে, তখন প্রতিহিংসার মানসে আমাদিগকে তৎকালে কিছু না বলিয়া যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল সেই দিকেই উড়িয়া গেল। কিঞ্চিৎ কাল পরেই ঐ দুই পক্ষী প্রত্যেকে এক এক শৈলশৃঙ্গ নখপুটদ্বারা আনিয়া আমাদের জাহাজের উপরিভাগে ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক ক্ষণ লক্ষ্য করিয়া এমত ভাবে দুই পর্ব্বত নিক্ষেপ করিল যে পড়িবামাত্র জাহাজ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তাহাতে মহাজনগণ ও দ্রব্যাদি সকলই জলমগ্ন হইল।

আমি তৎকালে একখান তক্তা পাইয়া, ভাসিতে ভাসিতে স্রোতের ও বাতাসের আনুকূল্যে এক দ্বীপের কূলে আসিয়া পড়িলাম। ঐ দ্বীপের তীর অতি উচ্চ ছিল তথাপি কোনরূপে তাহার উপর উঠিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলাম। তৎপরে দ্বীপাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলাম পক্ক অপক্ক ফল বিশিষ্ট নানাবিধ বৃক্ষ ও উত্তম বারিপূর্ণ সরোবর রহিয়াছে, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম, রাত্রি হইলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্তু জনশূন্য স্থানে একাকী থাকাতে ভয় প্রযুক্ত নিদ্রা হইল না।

নিশাবসানে দ্বীপের উপরে গিয়া দেখিলাম এক ক্ষুদ্র নদীতটে এক বৃদ্ধ মনুষ্য বসিয়া আছে। অনুমান করিলাম ঐ ব্যক্তি বুঝি আমার ন্যায় জাহাজ ভগ্নে বিপন্ন হইয়াছে, অতএব নিকটে গিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি নিমিত্ত এখানে বসিয়া আছ। সে ব্যক্তি কোন উত্তর দিল না, কিন্তু মস্তক নত করিয়া, সঙ্কেত দ্বারা নদীপারে যাইতে চাহিল, ইহাতে আমি ঐ ব্যক্তিকে চলৎশক্তি হীন বিবেচনা করিয়া স্কন্ধদেশে আরোহণ করাইয়া পরপারে লইয়া গেলাম। তথায় স্কন্ধ হইতে নামিতে বলাতে, নামা দূরে থাকুক, আমার গলার দুই পার্শ্বে পদ দিয়া আরও দৃঢ় করিয়া ধরিল, আর তখন তাহার লোল চর্ম্ম গোচর্ম্মের ন্যায় কঠিন বোধ হইতে লাগিল, সে ক্রমশঃ আমাকে এমন চাপিয়া ধরিল যে শ্বাসরুদ্ধ হওয়াতে আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িলাম, ইহাতেও স্কন্ধ হইতে নামিল না, কেবল নিশ্বাস নিঃসরণার্থ পা দুটা এক একবার কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া ধরিল। নিশ্বাস ত্যাগ হইলে পরে পঞ্জরে পদাঘাত করিয়া উঠিতে বলিল। আমি কি করি, না উঠিলে পদাঘাতে প্রাণ যায়, এজন্য উঠিলাম। এইরূপ আমার স্কন্ধারোহণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ ও স্থানে স্থানে ফল চয়ন করিয়া, আপনিও কতক খাইল এবং আমাকেও কতক খাইতে দিল। রাত্রিতে শয়ন করিয়াও সেইরূপ গলা জড়াইয়া থাকিল, দিবারাত্রিমধ্যে একবার নামিল না, ইহাতে আমার কি পর্য্যন্ত যাতনা হইতেলাগিল আপনারা বিবেচনা করুন।

এক দিবস ঐ পাপিষ্ঠকে স্কন্ধে করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম এক স্থানে কতগুলা অলাবু পড়িয়া আছে, আমি তাহার একটা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে দ্রাক্ষা রস পুরিয়া এক স্থানে রাখিলাম। কিয়দ্দিবস পরে ঐ স্থানে পুনর্ব্বার আসিয়া দেখিলাম ঐ অলাবুপাত্রে মদ্য রহিয়াছে, তাহা লইয়া পান করাতে আমার বলাধিক্য হইল, আর আমি মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বৃদ্ধ ঐ রস পানের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া তাহা

দিলাম, সে তাহা লইয়া প্রচুর রূপে পান করিল, এবং ক্রমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, তাহাতে দুইটা পদ আলগা হইয়া পড়িল। তখন আমি তাহাকে ভূমিতে বিক্ষেপ করিয়া এক খান বৃহৎ প্রস্তর লইয়া এমন আঘাত করিলাম যে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া তখনি পঞ্চত্ব পাইল।

এইরূপে ঐ পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আমি পরমানন্দে সমুদ্রের তীরে গেলাম। তথায় কতকগুলি লোক জল লওনার্থ জাহাজ লাগাইয়াছিল, তাহারা আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে এবং এখানে কি রূপে আসিয়াছ। আমি তাহাদিগকে আপনার তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলাম। তাহারা চমৎকৃত হইয়া আমাকে বলিল, বৃদ্ধের হস্তে পতিত হইয়া তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কেননা তাহাহইতে এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি রক্ষা পায় নাই, ঐ ব্যক্তি এবম্প্রকারে অনেক লোক নষ্ট করিয়াছে, তজ্জন্য এই উপদ্বীপ ভয়ানক রূপে বিখ্যাত হইয়াছে, এবং এই কারণে অনেক লোক একত্র না হইয়া কখন এস্থানে আইসে না। ইহা কহিয়া তাহারা আমাকে জাহাজে তুলিয়া লইল। আমি ঐ জাহাজারোহণে এক নগরে আসিয়া উপনীত হইলাম, তথাকার সকল গৃহই প্রস্তরনির্ম্মিত।

জাহাজে যাইতে যাইতে তত্রস্থ এক ব্যক্তির সহিত আমার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল, তিনি ঐ নগরমধ্যে আমাকে এক বিদেশীয় মহাজনের আলয়ে লইয়া গেলেন, এবং নারিকেল-ব্যবসায়ি কতিপয় ব্যক্তির হস্তে আমাকে অর্পণ করিয়া, তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে নারিকেল আনয়নার্থ গমন করিবে, তোমরা ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও। আর আমাকে বলিলেন ইহাদের সঙ্গ ছাড়া হইও না, তাহা হইলে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। ইহা বলিয়া আমাকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহাদের সঙ্গে এক বনে গেলাম, তথায় গিয়া যে সকল বৃক্ষ দেখিলাম তাহা অতিশয় দীর্ঘ ও সরল, সে সকলের গুঁড়ি এমত পিচ্ছিল যে আরোহণ করিয়া ফল পাড়া অতি অসাধ্য। কিন্তু ঐ বন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরে পরিপূ

ভাগে উঠিতে লাগিল। আমি যে সকল লোকের সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারা প্রস্তর ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া কপিগণকে মারিতে লাগিল, তাহাতে বানরেরা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া নারিকেল ফেলিয়া মারিতে আরম্ভ করিল। আমরা ঐ সকল নারিকেল কুড়াইয়া আপন আপন থলিয়া পূর্ণ করিতে লাগিলাম, আর মধ্যে মধ্যে ডেলা মারিয়া তাহাদিগকে রাগাইতে থাকিলাম, কেননা তাহা না করিলে ঐ ফল প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। আমরা এই প্রকারে যথেষ্ট নারিকেল আনিয়া ক্রমাগত বিক্রয় করিতে লাগিলাম। মদীয় বন্ধু মহাজন আমাকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত তোমার বাটী গমনের ব্যয়োপযুক্ত অর্থোপার্জ্জন না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত এইরূপ নারিকেল আনয়ন করিতে হইবে। আমি তাঁহার এই পরামর্শক্রমে কিয়ৎ-কালের মধ্যে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিলাম।

অন্যান্য যে যে মহাজনেরা ঐ জাহাজে আসিয়াছিল তাহারা অগ্রেই জাহাজে নারিকেল বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। আমি অর্থের অসঙ্গতি প্রযুক্ত তৎকালে তাহাদের সঙ্গে গমন করিতে সক্ষম হই নাই। এক্ষণে বিলক্ষণ ধনোপার্জ্জন হইলে, আমি গৃহগমনার্থ প্রিয় বন্ধুর নিকট বিদায় চাহিলাম। তিনি জাহাজ ভাড়া করিয়া তাহাতে নারিকেল বোঝাই করিয়া দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন। আমি জাহাজারোহণে, নানা উপদ্বীপ ভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কুমারী উপদ্বীপে গিয়া, নারিকেল বিক্রয়ের অর্থ দ্বারা গোলমরীচ ও আবলোশ কাষ্ঠ লইলাম। তৎপরে তথা হইতে বোগ্দাদ নগরে পুনরাগমন পূর্ব্বক গোলমরীচ ও আবলোশ কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইলাম এবং লভ্যের দশাংশের একাংশ দীন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

সিন্ধবাদ এই ইতিহাস সমাপন করিয়া হিন্দবাদকে আর এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। হিন্দবাদ তাহা লইয়া বিদায় হইল, এবং পরদিন পুনরাগত হইলে, সিন্ধবাদ আপনার ষষ্ঠ বাণিজ্যের উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধবাদের ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিলেন এক বৎসর সুখে কাল যাপন করিলে পর, পুনরায় আমার বাণিজ্য গমনের বাঞ্ছা হইল। বন্ধু বান্ধবগণ অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা না শুনিয়া, পুনর্ব্বার বাণিজ্য সজ্জা করিয়া, এক বন্দরে গিয়া অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। সেই পোতাধ্যক্ষ অনেক দূরপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবেন শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। পরে বহুদিবস সমুদ্রপথে গমনানন্তর, অস্মদীয় গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত দিক্ ভ্রম হওয়াতে কোথায় জাহাজ চলিতে লাগিল তাহা জানা গেল না। যদিও দিক্ নিরূপণ হইল তথাপি তাহাতে হর্ষ জন্মিল না, কেননা নাবিক একবারে হাইল ত্যাগ করিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিয়া উঠিল। আমরা তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এপ্রকার কেন করিতেছ, কি হইয়াছে। নাবিক কহিল আর কি হইবে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, অতি ভয়ানক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, ক্রমে স্রোতে জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে দেখিবে আমাদের প্রাণ বিয়োগ হইবে, অতএব সকলে পরমেশ্বরের নাম করিতে থাক, তিনি ব্যতীত এক্ষণে আর প্রাণ রক্ষার উপায় নাই।

ক্ষণমধ্যেই পাইলের রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সাগরযান অতিবেগে এক অগম্য পর্ব্বতের উপর গিয়া পড়িল, এবং একবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপাতে আমরা খাদ্যসামগ্রী ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া প্রাণে২ রক্ষা পাইলাম, কিন্তু যে স্থানে পড়িলাম সে এক পর্ব্বতের অধোভাগ, এবং এক বৃহৎ দ্বীপের তীর। তথায় দেখিলাম চতুর্দ্দিকে ভগ্ন জাহাজ ও মৃত মনুষ্যের অস্থি পড়িয়া আছে। তাহাতে বোধ হইল সে স্থানে অসংখ্য লোক এইরূপে মরিয়াছে। আরও দেখিলাম তথায় অনেক দ্রব্যাদি ও বহুমূল্য মণি মাণিক্য ও হীরা পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কেবল শোক বৃদ্ধি হইল। অন্যান্য স্থানে নদ নদীগণ প্রণালীদ্বারা আসিয়া সমুদ্রে পতিত হয়,

কিন্তু ঐ স্থানে দেখাগেল এক নদী সমুদ্র হইতে পর্ব্বতস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে, ঐ গহ্বরের ভিতর ঘোর অন্ধকার। আরও চমৎকার দেখিলাম ঐ পর্ব্বতে যত প্রস্তর আছে প্রায় সমুদায়ই স্ফটিক. মাণিক্য ও বহুমূল্য রত্নময়। আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল, এক আলকাতরার ঝরণা পর্ব্বত হইতে সমুদ্রে পড়িতেছিল, ঐ আলকাতরা ভক্ষণ করিয়া মৎস্যগণ যে উদ্গার করিতেছে তাহাতে প্রচুর অভ্র জন্মিতেছে। এবং কুমারী দ্বীপে যেমন চন্দনবৃক্ষ আছে ঐ স্থানেও সেই প্রকার বৃক্ষ অনেক দেখিলাম।

আমরা ঐ স্থান হইতে অন্যত্র গমনের কোন উপায় না দেখিয়া, আমাদের সঙ্গে যে আহার সামগ্রী ছিল তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইলাম। ঐ দ্রব্যে কিছু দিন সকলের প্রাণ ধারণ হইল, তাহার পর আহারাভাবে একে একে সকলে মরিতে লাগিল, ক্রমে যখন সকলে মরিল তখন এক মাত্র আমিই বাঁচিয়া রহিলাম। আমার বাঁচিবার হেতু এই, আমি প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া আহার করিতাম এবং বন্টন করিয়া যে খাদ্যসামগ্রী পাইয়াছিলাম তদ্ভিন্ন আমার নিজেরও কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা অন্য কাহাকেও দিই নাই। কিছুদিন পরে আহারাভাবে আমাকেও তৎপথগামী হইতে হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া, জীবনাশা পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রতি পুনরায় দয়া করিলেন। পর্ব্বতের গহ্বরে যে নদীপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইতেছিল আমি তাহার নিকট গিয়া, কিয়ৎকাল তাহার বেগ নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলাম, এই সরিৎ পর্ব্বত হইতে অবশ্যই কোন স্থানে বহির্গমন করিতেছে, যদি ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আরূঢ় হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যাই তবে কোন লোকালয় পাইতে পারিব, না পাইলেই বা ক্ষতি কি, এখানে থাকিলেও অনাহারে মৃত্যু অন্যত্র গমন করিলেও অন্যপ্রকারে মৃত্যু হইবে, আর যদি স্থানান্তরে যাইতে পারি তবে আমার মঙ্গল হইতে পারিবে। এই চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ শাল কাষ্ঠের একটা ভেলা প্রস্তুত করিলাম। পরে তটহইতে

করিয়া আরোহণ করিলাম এবং দুই হস্তে দুইটা দাঁড় লইয়া, পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে স্রোতে ভেলা ভাসাইয়াদিলাম।

ক্রমে আমি গহ্বরে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতের নীচে দিয়া চলিলাম। সেই অন্ধকারময় স্থান দিয়া কোন্ দিকে চলিলাম ও কখন্ দিবা কখন্ রাত্রি হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না। কয়েক দিন গমনের পর এক দিন, এক স্থানে একটা প্রস্তর এমত নীচ ছিল যে তাহাতে মস্তক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে রক্ষা পাইলাম, সেই অবধি নতশির হইয়া থাকিলাম। ক্রমে আহারীয় দ্রব্যাদি ফুরাইল, পরে আহারাভাবে ক্ষুধাতে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। ঐ নিদ্রা কতক্ষণ অথবা কত দিন রহিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম এক বৃহৎ দেশের মধ্যে আসিয়াছি, নদীতটে ভেলা বান্ধা রহিয়াছে, আর সেই স্থানে কতগুলি কাফ্রি কৃষি কর্ম্ম করিতেছে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে ভেলা হইতে উঠিয়া ঐ কাফ্রিগণকে নমস্কার করিলাম। তাহারা স্ব স্ব ভাষায় আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল তাহা আমার বোধগম্য হইল না। পরে আমি আরব্য ভাষায় এক প্রসিদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করিলাম, তাহার অর্থ এই, পরমেশ্বরকে ধ্যান কর, আর কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না, পরমেশ্বরকে চিন্তা করিলে তিনি দুর্গতি নাশ করিবেন এবং মহৈশ্বর্য্য দিবেন।

ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষদিগের মধ্যে এক জন আরব্যভাষাজ্ঞ ছিল, সে ঐ ভাষাতে আমাকে কহিল হে ভ্রাতঃ আমাদিগকে দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, আমরা এতদ্দেশবাসী, পর্ব্বতপ্রবাহিত এই নদী হইতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে জল সেচনার্থ অদ্য এখানে আসিয়াছি। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তোমার ভেলা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, দেখিয়া আমরা সন্তরণ পূর্ব্বক ভেলা ধরিয়া আনিয়া এই খানে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এই ভাবে কোথাহইতে এই নদীতে ভাসিয়া আসিলে আমাদিগকে কহ, বোধ হয় ইহার বিবরণ অবশ্যই অদ্ভুত হইবে। আমি কহিলাম হে ভদ্র! [illegible] হইয়াছে, আমাকে অগ্রে কিছু আহার

আপনাদের খাদ্য সামগ্রী দিল, আমি তদ্দ্বারা জঠরানল শীতল করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় কাহিনী কহিলাম। তাহা শুনিয়া আরবভাষাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সকল কথা স্বীয় ভাষাতে আর আর সকলকে বুঝাইয়া দিল। তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল এই কাহিনী অতি চমৎকার, ইহা রাজার নিকটে বলিতে হইবে, তিনি ইহা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আমি তাহাতে কোন আপত্তি করিলাম না। পরে তাহারা এক অশ্ব আনয়ন করিয়া আমাকে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, কেহ পথ প্রদর্শনার্থ অগ্রে অগ্রে, কেহ বা ভেলা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে, গমন করিল।

সরন্দীপ নগরে রাজা থাকিতেন। কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি পুরুষেরা আমাকে রাজার সভাতে লইয়া গেলে, ভারতবর্ষীয় রাজগণকে যেরূপ অভিবাদন করিতে হয় আমি সেই মত ধরাবনত হইয়া ভূপতিকে প্রণাম করিলাম। ভূপাল আমাকে সমাদরপূর্ব্বক স্বনিকটে উপবেশন করাইয়া, আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম আমার নাম সিন্ধবাদ এবং বোগ্‌দাদ নগরে নিবাস, আমি জাহাজে বাণিজ্য করিয়া থাকি এজন্য সকলে আমাকে নাবিক খ্যাতি দিয়াছেন। পরে কি রূপে কোথা হইতে আসিলাম তাহা জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহার নিকটে অকপটে সকল বিবরণ কহিলাম। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং আমার ভ্রমণবিবরণ তখনি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া আপন পুস্তকাগারে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে আমার ভেলা ও দ্রব্যাদি তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে, আমি তাঁহাকে একে একে সকল দ্রব্য দেখাইলাম। রাজা সকল দ্রব্যের প্রশংসা করিলেন, বিশেষতঃ মণি ও মাণিক্যের আরো গৌরব করিলেন, এবং তাঁহার ভাণ্ডারে তাদৃশ বস্তু নাই ইহা জানাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলাম হে নরেন্দ্র! আপনার সেবাতে আমি কেবল আত্মশরীর সমর্পণ করিয়াছি এমত নহে, আমার ভেলাতে যে সকল রত্ন আছে তাহাও আপনাকে অর্পণ করিলাম। ভূপতি ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক [illegible]

দিয়াছেন আমি কেন তাহা হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিব, বরং ঐ ধন আমাদ্বারা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহাই আমার কর্ত্তব্য, তুমি যৎকালে স্বদেশে গমন করিবে তৎকালে আমি তোমাকে এ সকলের বৃদ্ধি সহিত দিয়া বিদায় করিব। এই সকল কথাতে আমি তাঁহার সৌজন্য ও দানশীলতার গৌরব এবং শ্রীবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলাম। অনন্তর ভূপতি আমাকে অপূর্ব্ব বাসস্থান দিয়া আমার সেবার্থ এক জন রাজকর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, সে ব্যক্তি আমার প্রতি যথোচিত যত্ন করিল। আমি প্রতিদিন নিয়মিত কালে রাজসভায় গমন করিতাম, এবং অবকাশক্রমে নগর ভ্রমণ করিয়া, তদ্দেশস্থ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়া বেড়াইতাম। ঐ দ্বীপের পর্ব্বতে নানাবিধ ধাতুর আকর আছে, আমাদিগের আদি পুরুষ আদম যখন স্বর্গহইতে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন তিনি সেই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এপ্রযুক্ত সেই পর্ব্বত তীর্থ স্থানের মধ্যে গণ্য, অতএব আমি তদ্দর্শনার্থ গমন করিলাম।

তথা হইতে প্রত্যাগমনানন্তর, আমি স্বদেশগমনেচ্ছায় রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, ভূপতি আমাকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিলেন। আর গমন কালে আমাদিগের ধর্ম্মপালক বোগ্‌দাদাধিপতিকে বহুমূল্য রত্নাদি উপঢৌকন ও এক পত্র দিয়া আমাকে কহিলেন এই পত্র ও দ্রব্যাদি আমার প্রিয়বন্ধু হারুনঅলরশীদকে প্রদান করিয়া আমার মঙ্গলাদি জানাইও। আমি ঐ উপঢৌকন-দ্রব্য ও পত্র অতি সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। পরে রাজা আমার গমনজন্য অত্যুত্তম অর্ণব-যান ও আর আর দ্রব্যাদি আয়োজন করাইয়া দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন, আর জাহাজাধ্যক্ষকে বলিয়া দিলেন যে, আমাকে অত্যন্ত সম্মানপূর্ব্বক লইয়া যায়। জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে বালশোরায় পহুছিলে, আমি তথা হইতে বোগ্‌দাদে আসিয়া প্রথমেই সরন্দীপাধিপতির পত্র ও উপঢৌকন লইয়া ধর্ম্মপালক হারুনঅলরশীদের নিকটে গমন করিলাম। রাজার স্থানে আমার গমনের সম্বাদ হইলে, রাজা আমাকে

প্রণাম পূর্ব্বক সরন্দীপাধিপতির পত্র ও উপহার প্রদান করিলাম। রাজা পত্র পাঠানন্তর পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমাকে বহুমূল্য পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

সিন্ধবাদ এইরূপে ভ্রমণবার্ত্তা কহিয়া হিন্দবাদকে আর এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। পর দিন ঐ ব্যক্তি ও অন্যান্য বন্ধুগণ উপস্থিত হইলে সপ্তম যাত্রার বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

সিন্ধবাদের সপ্তম যাত্রা।

সিন্ধবাদ কহিলেন আমি ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ভ্রমণেচ্ছা একবারে পরিত্যাগ করিলাম। তখন বয়ঃক্রমও অধিক হইয়াছিল, অতএব প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর যে কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকি সুখে কাল যাপন করিব, আর কোথাও যাইব না। কিন্তু এক দিবস বোগ্‌দাদাধিপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি অবিলম্বে রাজবাটীতে গমন করিলাম। এবং রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে, রাজা বলিলেন সিন্ধবাদ, সরন্দীপের রাজার শিষ্টতার প্রতিদান করা আবশ্যক, অতএব তাঁহার নিমিত্ত উপঢৌকন প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা লইয়া তোমাকেই গমন করিতে হইবে। রাজার এই বাক্য বজ্রের ন্যায় আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আমি কহিলাম ধর্ম্মাবতার! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু আমার একটী নিবেদন আছে, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, সেই সকল সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর কোথাও এক পদ গমন করিব না, ইহাতে মহারাজের যেমন আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, আমার অনুরোধে তোমাকে আর একবার সরন্দীপে গমন করিতে হইবে, তথায় গিয়া আমার দত্ত দ্রব্যাদি রাজাকে দিয়া প্রত্যাগমন করিবে, তোমা ভিন্ন অন্যের দ্বারা এ কর্ম

করে নাই। আর সরন্দীপাধিপের নিকট আমি ঋণী আছি, ঋণী হইয়া থাকা অনুচিত, বিশেষতঃ তাহাতে অসভ্যতাও প্রকাশ হয়। অতএব তোমাকে অবশ্যই আর একবার গমন করিতে হইবে।

তখন কি করি, রাজা পুনঃ পুনঃ বলাতে স্বক্বীত হইলাম, রাজা আমার ব্যয় জন্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে ভ্রমণের সজ্জা করিয়া আমি রাজার নিকট বিদায় হইয়া, উপঢৌকন ও লিপি গ্রহণপূর্ব্বক বালশোরায় গিয়া, অর্ণবযানারোহণে সরন্দীপে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দিবস পরে সেই দ্বীপে উপনীত হইয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ আমাকে চিনিয়া পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক কহিলেন সিন্ধবাদ! তুমি যদবধি এস্থান হইতে গিয়াছিলে তদবধি আমি তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতাম, অদ্য আমার কি শুভ দিন, তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। এই কথায় আমি কৃতার্থ হইয়া বোগ্‌দাদাধিপের লিপি ও উপঢৌকন প্রদান করিলাম।

সরন্দীপাধিপতি রাজপ্রেরিত পত্র ও দ্রব্যাদি পাইয়া বিশেষতঃ বন্ধুতার প্রতিদান বিবেচনা করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। কিয়ৎ দিবস পরে আমি স্বদেশাগমনের বাঞ্ছা করাতে, রাজা বহুমূল্য বহুবিধ দ্রব্য পুরস্কার দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন। আমি অর্ণবযানারোহণে বোগ্‌দাদে যাত্রা করিলাম, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য জন্য চারি দিবস পরে সমুদ্রমধ্যে দস্যুহস্তে পতিত হইলাম। দস্যুগণ অর্ণবপোত আক্রমণ করিল এবং যাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইল তাহাদিগকে নষ্ট করিল। আমি ও আর কয়েক জন লোক তাহাদের প্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ করিলাম না, তাহাতে আমাদিগকে প্রাণে মারিল না, কিন্তু সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন বস্ত্র পরাইয়া, এক বহুদূরস্থ দ্বীপে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিল।

আমি দৈববশতঃ এক ধনী বণিকের হস্তে পড়িলাম। ঐ বণিক আমাকে স্বভবনে লইয়া গিয়া, উত্তম বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া বিশিষ্ট রূপে রাখিলেন। কিয়দ্দিবস গত হইলে বণিক এক দিন আমাকে জিজ্ঞা-

কহিলাম মহাশয় আমি ব্যবসায়ই করিতাম, তাহাতে দস্যুহস্তে পড়াতে তাহারা যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আমাকে আপনকার স্থানে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। সওদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি তীর ক্ষেপণ করিতে জান কি না। আমি কহিলাম কিছু কিছু জানি। এই কথা শুনিয়া বণিক আমাকে ধনুঃশর দিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগরের প্রান্তভাগে এক নিবিড় বনমধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে এক অত্যুচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করাইয়া কহিলেন এই বনে অনেক হস্তী আছে, তুমি এই বৃক্ষে থাক, করিগণ যখন এই পথ দিয়া গমন করিবে তখন তীর নিক্ষেপ করিও, তাহাতে যদি কোন হস্তী মারা পড়ে আমাকে গিয়া সম্বাদ দিও।

এই কথা বলিয়া সওদাগর প্রস্থান করিলেন। আমি সমুদায় রাত্রি বৃক্ষোপরি থাকিলাম, কোন হস্তী দৃষ্ট হইল না, পর দিন সূর্য্যোদয় কালে দেখিলাম অনেক হস্তী একত্র হইয়া গমন করিতেছে, আমি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক একটা হস্তিকে বধ করিলাম। পরে আর সকল হস্তী বনপ্রবেশ করিলে, আমি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া, মদীয় প্রতিপালককে গিয়া সমাচার কহিলাম। বণিক আমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন এবং যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া, আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আমার সঙ্গে বনে গিয়া এক গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে মৃত হস্তীকে পুতিলেন, অভিপ্রায়—তন্মাংস গলিত হইলে তাহার দন্তাদি লইয়া বিক্রয় করিবেন।

এইরূপে দুই মাস পর্য্যন্ত আমি ঐ বনে গিয়া মাতঙ্গ বধ করিতে লাগিলাম। এক দিবস প্রাতে অসংখ্য হস্তী দৃষ্ট হইল, কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা যে ভাবে গমন করিত সে ভাবে গমন না করিয়া, আমার বৃক্ষ অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরে আমি যে মহীরুহোপরি ছিলাম তাহার নিকটে আসিয়া এমন ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল যে তাহাতে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। আমি বৃক্ষে থাকিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম, ভাবিলাম এইবার বুঝি প্রাণ গেল। এবং আতঙ্কে আমার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে পতিত হইল। মাতঙ্গ গুলা কিয়ৎক্ষণ

আমার প্রতি স্থির চক্ষে দৃষ্টি করিয়া রহিল, পরে একটা বৃহৎ বলবান হস্তী ঐ বৃক্ষমূলে শুণ্ড জড়াইয়া এমন টান দিল যে তাহাতে বৃক্ষ সমূলোৎপাটন হইল। সুতরাং বৃক্ষ শুদ্ধ আমি ভূমিতে পড়িলাম। তখন ঐ হস্তীটা আমাকে শুণ্ডের দ্বারা পৃষ্ঠে তুলিয়া বেগে গমন করিতে-লাগিল, আর সকল হস্তী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আমি মৃতকল্প হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় তাহার পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকিলাম। কতক দূরে যাইয়া করিবর আমাকে পৃষ্ঠহইতে নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল, অন্যান্য হস্তীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। আমি তখন চৈতন্যরহিত ছিলাম, কিঞ্চিৎকাল পরে চেতনা পাইয়া দেখিলাম গজদন্ত ও গজ-অস্থিতে পরিপূর্ণ এক পর্ব্বতে আমাকে রাখিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহাদের আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখিলাম। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল আমি কেবল দন্তাস্থির নিমিত্তই তাহাদিগকে বধ করি। যেখানে যত হস্তী মরিত তাহারা সেই সমস্ত হস্তীকে ঐ পর্ব্বতে ফেলিয়া যাইত, তাহাতে ঐ পর্ব্বত দন্তে ও অস্থিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অতএব ঐ স্থানে আমাকে রাখিবার তাৎপর্য্য এই, আমি আর তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া তথা হইতেই যত ইচ্ছা দন্তাস্থি লই।

করিদের এইরূপ বুদ্ধি দেখিয়া আমি তাহাদিগকে অনেক প্রশংসা করিলাম। পরে তথা হইতে অন্নদাতার গৃহে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন সিন্ধবাদ তুমি কোথায় ছিলে, তোমাকে কয়েক দিন না দেখিয়া আমি অতিশয় ভাবিত ছিলাম। অরণ্যমধ্যে একটা বৃক্ষ উৎপাটিত এবং তোমার শর ধনু নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, আমি অনুমান করিয়াছিলাম করিগণ তোমাকে নষ্ট করিয়া থাকিবে, অতএব কহদেখি তোমার কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি সমুদয় বিবরণ কহিলাম।

সওদাগর বিস্তারিত শুনিয়া মহাহৃষ্ট হইলেন এবং আমাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া পরদিবস দন্তক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং আমি যাহা কহিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরে হস্তিপৃষ্ঠে যথেষ্ট গজদন্ত বোঝাই করিয়া গৃহে আনিলেন। এবং

আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া কহিলেন সিন্ধবাদ অদ্যাবধি আমার সঙ্গে তোমার দাসত্ব-সম্বন্ধ রহিত হইল, এই অবধি তোমাকে আমি ভ্রাতৃ সম্বোধন করিব, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমার যে উপকার করিলে তাহা কহিয়া জানাইতে পারি না। গজদন্ত আনয়নার্থ আমরা প্রতিবৎসর অনেকানেক দাস প্রেরণ করিয়াথাকি, তাহারা প্রায় সকলেই হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক হত হয়, পরমেশ্বর কেবল তোমাকেই তাহাদের কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব তুমি সামান্য মনুষ্য নহ। তোমার দ্বারা আমি ধনোপার্জ্জনের বিলক্ষণ পথ পাইলাম, এবং তোমাহইতে অস্মদ্দেশীয় অন্য ব্যক্তিরও ধনোৎপত্তির উপায় হইল। এক্ষণে আমি তোমার দাসত্ব মোচন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, প্রচুর ঐশ্বর্য্যদ্বারা তোমাকে সন্তুষ্টও করিব। আমি কহিলাম হে প্রতিপালক জগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন, আমাকর্ত্তৃক আপনার যে উপকার হইল স্বাধীনতা দানেই তাহার প্রতিদান হইয়াছে, বিশেষ পুরস্কারের প্রয়োজন নাই, তবে এই প্রার্থনা, যাহাতে আমার স্বদেশ গমন হয় আপনি তাহার উপায় করিয়া দেউন। বণিক কহিলেন তাহা অবশ্যই করিব, আগামি ঋতুতে গজদন্ত ক্রয়ার্থে অনেক জাহাজ আসিবে, ঐ সময়ে তোমাকে স্বদেশে প্রেরণ করিব।

পরে আগামি ঋতু উপস্থিত হইলে জাহাজের আমদানি হইল, তাহাতে সওদাগর আমার নিমিত্ত একখান জাহাজ ভাড়া করিয়া, ঐ জাহাজের অর্দ্ধভাগ গজদন্তে পূর্ণ করিয়া আমাকে দিলেন, এতদ্ভিন্ন পাথেয় ও তদ্দেশীয় বহুমূল্য বহু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু দিলেন। ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্তে আমি তাঁহাকে সহস্র সহস্র প্রণাম করিলাম, তৎপরে বিদায় হইয়া অর্ণবযানারোহণে বোগদাদে যাত্রা করিলাম।

দেশে আগমন করিয়াই অগ্রে রাজসন্নিধানে গিয়া ভূপতিকে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলাম। ভূপতি কহিলেন সিন্ধবাদ তোমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, যাহা হউক, পরমেশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন। এই বলিয়া আমাকে যথেষ্ট সম্মান ও পুরস্কার করিলেন। আমি রাজসন্নিধানে সম্মান প্রাপ্ত

হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বভবনে আসিয়া, অমাত্য কুটুম্ব ও পরিবারগণ লইয়া পরমানন্দে কাল ক্ষেপণ করিতেছি।

সিন্ধবাদ সপ্তম অর্থাৎ শেষ ভ্রমণের কথা সমাপন করিয়া হিন্দবাদকে কহিলেন বন্ধো! আমি যেরূপ ক্লেশ পাইয়াছি এবং যেমন যেমন সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, বোধ হয় অন্য কাহারও এরূপ শুন নাই। এই কথায় হিন্দবাদ সিন্ধবাদের হস্ত চুম্বন করিয়া কহিল আপনি অপরিসীম ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর সিন্ধবাদ তাহাকে আর এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, বলিলেন অদ্যাবধি তুমি আমার বন্ধুশ্রেণীতে গণনীয় হইলে, অতএব এক্ষণে স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ কর।

তিন আতা ফলের কথা।

এক দিবস রাজা হারুনঅলরশীদ স্বীয় মন্ত্রী জাফরকে বলিলেন তুমি কল্য সায়ংকালে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া নগরের তাবৎ স্থান দর্শন করিব, এবং রাজকর্ম্মকারকদিগের কার কি অভিপ্রায় তাহা অবগত হইব। যদি কোন বিচারকের অন্যায় দেখি তবে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব, এবং যে যে ব্যক্তির প্রশংসা শুনিতে পাইব তাহাদিগের যথোচিত পুরস্কার করিব।

পর দিবস সায়ংকালে মন্ত্রী আগত হইলে, রাজা তাহাকে এবং মসরুরকে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্মবেশে নগরদর্শনে বহির্গত হইলেন, এক গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক শ্বেতশ্মশ্রু-যুক্ত দীর্ঘাকার মনুষ্য জাল মস্তকে করিয়া আসিতেছে। তাহার স্কন্ধে একটা ঝুড়ি এবং হস্তে একটা ছড়ি। তদ্দৃষ্টে ভূপতি মন্ত্রীকে কহিলেন এই ব্যক্তির সুখাসুখের কথা জিজ্ঞাসা কর। মন্ত্রী তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে বৃদ্ধ, তুমি কে এবং কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন কর। বৃদ্ধ কহিল আমি ধীবর, মৎস্য ব্যবসায় করিয়া কালযাপন করি, কিন্তু এই ব্যবসায়ির মধ্যে আমি অতি দীন। অদ্য দ্বিতীয় প্রহরের সময় মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলাম, এখনপর্য্যন্ত একটি মৎস্যও পাই নাই। আমার স্ত্রী ও বালক বালিকা আছে, তাহাদিগের ভরণপোষণের আর কোন উপায় নাই। এই কথায় রাজা দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন হে ধীবর, তুমি আমাদের সঙ্গে আসিয়া পুনরায় নদীতে জাল নিক্ষেপ কর, তাহাতে যাহা উঠিবে তাহাই আমরা এক শত মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিব। ধীবর ভূপতির এই বাক্যে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নদীতটে চলিল।

অনন্তর তিগ্রিস নদীর তটে উপস্থিত হইয়া ধীবর জাল নিক্ষেপ করিল, তাহাতে একটা অতি ভারি সিন্দুক উঠিল। রাজা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, যাহাহউক তখনি ধীবরকে এক শত মুদ্রা দিলেন, এবং সিন্দুক মসরূরের স্কন্ধে দিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে সিন্দুক মুক্ত করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একটা তালপত্রের ঝুড়ি আছে, তাহার মুখ লাল সুতাতে সেলাই করা। তাহা ছিন্ন করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একখান পুরাতন গালিচায় আবৃত এক পরম সুন্দরী নারী আছে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রাখিয়াছে। তদ্দৃষ্টে রাজার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ তোকে কি জন্য বেতন দান করিতেছি। প্রজাগণ এই প্রকারে গুপ্তভাবে বিনষ্ট হইয়া নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তুই কিছুই দেখিস্ না, এবং ইহাতে আমার পরকাল নষ্ট হয় তাহা বিবেচনা করিস না। তুই যদি এই স্ত্রীহন্তাকে শীঘ্র আনিয়া দিতে না পারিস্, তবে আমি তোর প্রাণদণ্ড করিব। মন্ত্রী বলিলেন হে দীনপালক আমি এই নারীহত্যাকারীকে ধরিয়া দিব, কিন্তু ইহাতে কাল বিলম্ব হইবে। রাজা বলিলেন তিন দিনের মধ্যে ধরিয়া দিতে না পারিলে, তোর প্রাণ দণ্ড হইবে।

করিলেন। এবং মনে মনে মহা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হায়, বোগ্দাদ এত বড় নগর, ইহার মধ্যে কে এই নারীহত্যা করিল, আমি তাহাকে কেমন করিয়া পাইব। যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে সে কি এখনো নগরে আছে, কোন্ কালে নগর হইতে পলায়ন করিয়াছে। কখন কখন ইহাও মনে করিলেন মহারাজের সন্তোষার্থে কারাগার হইতে কোন অপরাধী ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া দি। কখন বা ইহাও ভাবিলেন অপর কাহাকেও বধ না করিয়া আমি স্বয়ং প্রাণ-ত্যাগ করি। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, মন্ত্রী শান্তিরক্ষক ও অন্য অন্য অধীন রাজকর্ম্মকরদিগকে হত্যাকারীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিল, এবং আপনারাও স্বয়ং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সুতরাং মন্ত্রী আপনার মৃত্যু অবধারণ করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় দিবস উপস্থিত হইলে, রাজা মন্ত্রীকে আনয়নার্থে লোক প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী রাজসদনে উপনীত হইলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হত্যাকারীর বিষয় কি করিয়াছ। মন্ত্রী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন হে ধরণীপাল! আমি কোন ব্যক্তির স্থানে ইহার কোন উদ্দেশ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এই কথায় ভূপাল অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে অনেক ভৎ‍র্সনা করিলেন। পরে তাহাকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর যখন রাজভৃত্যেরা মন্ত্রীকে বন্ধন করিয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন করিল, তখন দর্শকেরা হাহা শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে যখন ঘাতক পুরুষ তাঁহার গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া, ফাঁসি-কাষ্ঠে উত্তোলন করিতে উদ্যত হইল তখন, উত্তম পরিচ্ছদ পরিহিত এক নব্য পুরুষ, জনতার মধ্য হইতে মন্ত্রীর নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক কহিল হে ধার্ম্মিকবর সৎকুলোদ্ভব দীনপালক মন্ত্রি তুমি নিরপরাধী, আমিই নারীকে নষ্ট করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রাণ দণ্ড হউক, তুমি প্রস্থান কর।

পুরুষের মনোহর আকারাদি দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার দয়া হইল। অনন্তর এক দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল আমি ঐ নারীকে নষ্ট করিয়াছি, অতএব আমিই ইহার দণ্ডভাগী, এই যুবা নির্দ্দোষী। যুবা কহিল এই বৃদ্ধের বাক্য শুনিবেন না, আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। এই কথায় বৃদ্ধ যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে পুত্র তুমি প্রাণ ত্যাগ করিতে নিবৃত্ত হও, আমি পৃথিবীতে বহুকাল যাপন করিলাম, আমার মরণে সন্তাপ নাই, অতএব আমার প্রাণ বিয়োগ হইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা হউক।

এই প্রকার দুই জনে বিবাদ উপস্থিত হইলে পর, মন্ত্রী রাজভৃত্য দিগের অনুমতি ক্রমে তাহাদিগকে রাজার সমীপে লইয়া গেলেন। এবং রাজার সম্মুখে সাত বার ভূমি চুম্বন করিয়া কহিলেন মহারাজ এই যুবা ও বৃদ্ধ উভয়েই কহিতেছে ইহারা নারীহত্যা করিয়াছে। অতএব আমি ইহাদিগকে মহারাজের সম্মুখে আনয়ন করিয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদিগের মধ্যে কে নারীবধ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছ। যুবা কহিল আমি করিয়াছি, বৃদ্ধও কহিল আমি করিয়াছি। ভূপাল মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিলেন তবে উভয়কে ফাঁসি দাও। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ যদি এক ব্যক্তি হত্যা করিয়া থাকে তবে দুই জনের প্রাণ দণ্ড অবিধি। যুবা কহিল যিনি আকাশাদি পদার্থ সৃজন করিয়াছেন আমি তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক কহিতেছি চারি দিবস হইল আমি নারীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছি।

এই কথায় প্রাচীন ব্যক্তি স্তব্ধ হইয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। তাহাতে যুবা হত্যা করিয়াছে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া রাজা তাহাকে কহিলেন অরে পাপিষ্ঠ তুই কি নিমিত্তে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস এবং কি বিবেচনা করিয়া আপনাকে কৃতান্তহস্তে সমর্পণ করিতে আসিয়াছিস। যুবা কহিল মহারাজ যদি আমি নারীর ও আমার বিবরণ বর্ণন করি তবে এক ইতিহাস হয় এবং তাহাতে লোকের অশেষ উপকার হয়। রাজা কহিলেন সে বিবরণ কি।

—*—

বিনাশিত নারী ও তাহার স্বামির বিবরণ।

যুবা কহিল, যে নারীকে আমি সংহার করিয়াছি সে আমার স্ত্রী, এবং এই বৃদ্ধ তাহার পিতা অথচ আমার পিতৃব্য। ঐ নারীকে যখন আমি বিবাহ করি তখন উহার বয়স ১২ বৎসর। তাহার পর ১১ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঐ স্ত্রীতে আমার তিন পুত্র জন্মিয়াছে, উহারা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। এই নারী অতিশয় গুণবতী ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল, এবং আমাকে কখন অসন্তুষ্ট করে নাই, বরঞ্চ সন্তুষ্ট করিবার জন্য সতত যত্ন করিত। এই সকল কারণে আমিও ইহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতাম, এবং ইহার অভিলাষ সাধ্যমত পূর্ণ করিতাম।

দুই মাস অতীত হইল আমার এই বনিতার পীড়া হইয়াছিল, তাহাতে অনেক পরিশ্রম করিয়া আমি ইহাকে আরোগ্য করিলাম। পীড়া শেষ হইলে পর, ভার্য্যা স্নান করিতে যাইতে চাহিল, এবং আমাকে কহিল, হে ভ্রাতঃ অনেক দিবসাবধি আমার আতা খাইবার বাঞ্ছা হইয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে তাহা আনিয়া দাও। আমি কহিলাম ইহার জন্য চিন্তা কি, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমি তোমাকে আতা আনিয়া দিতেছি। ইহা বলিয়া বাজারে বাজারে দোকানে দোকানে আতা অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না, তাহাতে অতিশয় ক্ষুন্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার বনিতা স্নানান্তে গৃহে আসিয়া আতা না দেখিয়া এমত পরিতাপ প্রাপ্ত হইল যে, সে দিন সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবার নয়ন মুদ্রিত করিল না। এজন্য আমি পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার আতার অন্বেষণে সকল উদ্যান ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও পাইলাম না। পরে এক বৃদ্ধ উদ্যানপাল আমাকে কহিল বালশোরাতে মহারাজের উদ্যান ব্যতীত এক্ষণে আর কোন স্থানে আতা পাওয়া যাইবে না। আমি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বালশোরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এবং তথায় উপস্থিত

হইয়া মহারাজের উদ্যানরক্ষককে তিন মুদ্রা দিয়া তিনটী আতা লইয়া এক পক্ষের মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, আতা তিনটী ভার্য্যাকে দিলাম। ভার্য্যার তখন ভক্ষণেচ্ছা ছিল না, সুতরাং তাহা ভক্ষণ না করিয়া নিকটে রাখিল।

কয়েক দিবস পরে আমি পণ্যশালায় বসিয়া আছি, এমত সময়ে দেখিলাম দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ এক দাস একটী আতা হস্তে করিয়া সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছে। ইহাতে আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। অতএব তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এই আতা কোথায় পাইলে। দাস ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিল অদ্য আমি আমার এক উপপত্নীর গৃহে গিয়াছিলাম, তথায় তাহার হস্তে তিনটী আতা দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল আমার স্বামী এক পক্ষ পরিশ্রম ও পরিভ্রমণ করিয়া আমাকে এই তিনটী আতা আনিয়া দিয়াছে, আমি তোমাকে ইহার একটী দিতেছি তুমি ভক্ষণ করিও। ইহা বলিয়া আমাকে এই আতাটী দিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল। অতএব তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গিয়া দেখিলাম তিনটী আতার মধ্যে দুইটী রহিয়াছে, তাহাতে ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আর একটী আতা কোথায়। ভার্য্যা কহিল হে ভ্রাতঃ! দুইটী আতা দেখিতেছি বটে, আর একটী কি হইল বলিতে পারি না। এই উত্তরে আমার মনে আরও সন্দেহ হইল। অতএব ভৃত্য যাহা বলিয়া গেল তাহা অবশ্য সত্য হইবে এই নিশ্চয় করিয়া, রাগান্ধতা প্রযুক্ত খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া তখনি তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া, তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলাম। এবং তাহার খণ্ডিত দেহ এক ঝুড়িতে পুরিয়া লাল সুতাদ্বারা ঝুড়ির মুখ সেলাই করিয়া, ঝুড়িটা এক সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া, রজনীযোগে তিগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করিলাম।

আমি যখন ভার্য্যাকে সংহার করি তখন আমার দুইটী পুত্র নিদ্রিত ছিল, তৃতীয়টী বাটীতে ছিল না। গৃহে আসিয়া দেখিলাম সে দ্বারে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে

সে উত্তর করিল পিতঃ তুমি যে তিনটী আতা আনিয়াছিলে অদ্য আমি মাতার অজ্ঞাতসারে তাহার একটী লইয়া পথিমধ্যে সহোদর-দিগের সহিত খেলা করিতেছিলাম। হঠাৎ এক বিকটমূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আমার হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইল। তাহাতে আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া আতা চাহিতে লাগিলাম, এবং কহিলাম পিতা আমার মাতার ব্যামোহের নিমিত্তে ১৫ দিবস শ্রম করিয়া তিনটী আতা আনিয়াছেন, তুমি তাহা লইও না। কিন্তু সে আমার কথা শুনিল না, এবং আমাকে চপেটাঘাত করিয়া কোথায় গেল জানিতে পারিলাম না। সেই অবধি আমি পথে পথে তোমার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। তুমি মাতাকে ইহার কোন কথা বলিও না, তিনি শুনিলে বড়ই অসুখি হইবেন। এই কথা বলিয়া বালক আরো ক্রন্দন করিতে লাগিল।

পুত্রের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি একবারে শোক-সাগরে মগ্ন হইলাম, ভাবিলাম এই দুষ্কর্ম্ম কেবল আমারই অবিবে-চনায় হইয়াছে, আমি ঐ দুষ্ট দাসের কথায় কেন বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু তখন এ সকল চিন্তা বৃথা। কিছু কাল পরে পিতৃব্য, কন্যাকে দেখিতে আসিয়া, আমার স্থানে তাবদ্বিবরণ শুনিয়া, কন্যার শোকে উন্মত্তবৎ রোদন করিলেন, আমিও স্ত্রীর শোকে তাঁহার সঙ্গে রোদন করিলাম, এবং আপনাকে অতি নরাধম জ্ঞান করিয়া সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হে ভূপাল! এই আমার দুষ্কর্ম্মের বৃত্তান্ত, আমি অতি পাপিষ্ঠ, অতএব এই দণ্ডে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেউন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।

এই কথায় রাজা অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, এবং বিবেচনা করিলেন যুবার কোন অপরাধ নাই, সে পরমেশ্বরের স্থানে ক্ষমা পাইতে পারে। কিন্তু দুষ্টাভিপ্রায়ী দাস এই দুষ্কর্ম্মের মূল, তাহাকে ফাঁসি দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন তুমি তিন দিনের মধ্যে সেই দাসকে অনুসন্ধান করিয়া আন, নতুবা তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।

রাজার এই আজ্ঞাতে জাফর মন্ত্রী অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া মনে মনে কহিলেন, হায়, আমি একবার আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুনর্ব্বার সেই আপদে পড়িলাম। বোগ্দাদ এত বড় নগর, ইহার মধ্যে আমি কোথায় সেই দাসের অনুসন্ধান পাইব, যদি পরমেশ্বর তাহাকে আনিয়া দেন তবেই মঙ্গল, নতুবা নিশ্চয় মরিতে হইবে। ইহা অবধারিত করিয়া মন্ত্রী অশ্রুপূরিত নয়নে রাজসভা হইতে গৃহে আসিলেন, এবং চিন্তা ও বিলাপে সপরিবারে দুই দিবস যাপন করিলেন। তৃতীয় দিবসে তিনি মৃত্যুসজ্জা করিলেন, এবং স্বেচ্ছাপত্র প্রস্তুত করিয়া কাজি এবং অন্যান্য ভদ্র লোককে ডাকাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করাইলেন। অনন্তর পরিবারস্থ সমস্ত লোক এবং সন্তানদিগের সহিত আলিঙ্গনাদি করিলেন। তাঁহার পরিবারেরা তাঁহার মরণাশঙ্কায় মহাশোকে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে এক রাজদূত আসিয়া কহিল, অদ্য তিন দিবস গতপ্রায় অথচ দাসের অন্বেষণ হইল না, ইহাতে রাজাধিরাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে লইয়া যাইতে আমাকে প্রেরণ করিলেন। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময় এক দাসী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাকে তাঁহার নিকট আনিল। ঐ কন্যার বয়স ৫।৬ বৎসর। মন্ত্রী কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে দেখিলেন তাহার বক্ষঃস্থলস্থ বস্ত্রের মধ্যে একটা গোলাকার দ্রব্য উচ্চ হইয়া আছে। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কন্যে তোমার বক্ষঃস্থলে কি। কন্যা কহিল একটা আতা ফল, আমি ইহা আমাদের দাস রিহানের স্থানে দুই মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়াছি।

দাস এবং আতার কথা শ্রবণমাত্র মন্ত্রীর অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল, অতএব তৎক্ষণাৎ কন্যার বক্ষঃস্থল-বসন খুলিয়া আতাটি লইলেন। পরে দাসকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুই এই আতা কোথায় পাইলি। রিহান মহাভীত হইয়া কহিল প্রভু আমি পরমেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়া কহিতেছি আমি

নাই। এক দিবস ৩।৪ টী বালক এই আতা লইয়া পথিমধ্যে খেলা করিতেছিল, আমি তাহাদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলাম। তাহাতে একটী বালক এই বলিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল যে, এ আতা আমার পিতা আমার মাতার জন্যে বহু কষ্টে অনেক দূর হইতে আনিয়াছেন, আমি মাতার অজ্ঞাতসারে ইহা লইয়া আসিয়াছি, অতএব তুমি লইও না, ফিরিয়া দাও। কিন্তু আমি তাহার কথায় মনোযোগ না করিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে ঐ আতা আপনার কনিষ্ঠ কন্যাকে দিয়া দুই মুদ্রা লইয়াছি। ধর্ম্মাবতার, আর আমি কিছু জানি না। মন্ত্রী দাসের দুষ্ট চরিত্রে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, পরে তাহাকে রাজাধিরাজ হারুনঅলরশীদের সমীপে লইয়া গিয়া তাবদ্বিবরণ অবগত করাইলেন। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। এবং এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন এই নরাধমের নিমিত্তে এ সকল কুকাণ্ড হইয়াছে, অতএব ইহাকে উত্তম রূপে শাস্তি দিতে হইবে। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না, এবং দাসের দোষও মার্জ্জনার যোগ্য নহে। কিন্তু এই যে ঘটনা হইয়াছে, আমি ইহা অপেক্ষা আরো এক চমৎকার ঘটনা মহারাজকে শুনাইতে বাঞ্ছা করি, উহা যদি ইহা অপেক্ষা অধিক চমৎকার বোধ হয় তবে এই দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে। অনন্তর রাজার অনুমতি পাইয়া মন্ত্রী গল্পারম্ভ করিলেন।

নুরুদ্দীন আলি ও বেদরুদ্দীন হুসেন।

পূর্ব্বকালে মিসর দেশে এক সম্রাট ছিলেন, তিনি অতি সূক্ষ্ম বিচারক, অতি দয়ালুস্বভাব ও দাতা ছিলেন, তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পার্শ্ববর্ত্তি রাজগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। রাজার এক পরি-

নামে মন্ত্রীর দুই পুত্র ছিল, তাহারা অতি রূপবান এবং সর্ব্বতোভাবে সৎপথাবলম্বী, কিন্তু কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠাপেক্ষা অধিক গুণশালী ছিলেন।

কালে মন্ত্রীর কালপ্রাপ্তি হইলে, নৃপতি তৎপুত্রদ্বয়কে মন্ত্রিত্ব-পদে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের পিতার মৃত্যুতে তোমরা যাদৃশ কাতর, আমিও সেইরূপ হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা দুই ভ্রাতাতে সপ্রণয় আছ, অতএব আমি তোমাদিগের উভয়কে তোমাদিগের পিতার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তোমরা উভয়ে ঐক্য হইয়া ঐ কর্ম্ম করিবে। ভ্রাতৃদ্বয় বিদায় হইয়া ভূপতির গুণানুবাদ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিলেন। তদনন্তর এক মাস পরে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। যখন মহীধর মৃগয়া বা স্থানান্তরে গমন করিতেন তখন দুই ভ্রাতার এক জন তৎসমভি-ব্যাহারে যাইতেন, এক ভ্রাতা রাজধানীতে থাকিতেন।

এক দিবস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গমন করিতে হইবে ইহা স্থির হইলে, তাহার পূর্ব্বরাত্রে আহারান্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুজকে কহিলেন হে ভ্রাতঃ আমাদিগের একাল পর্য্যন্ত দার-পরিগ্রহ হয় নাই, অতএব আমার ইচ্ছা কোন স্থানে রূপবতী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না দুই কন্যা অন্বেষণ করিয়া, দুই জনে এক দিনেই তাহাদিগের পাণি গ্রহণ করি। ইহাতে তোমার কি অভিপ্রায়। কনিষ্ঠ নুরুদ্দীন আলি উত্তর করিলেন আপনি যাহা মানস করিয়া-ছেন তাহা শ্রেয়ঃকল্প, ইহাতে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা হইবে, বিশেষতঃ আপনি জ্যেষ্ঠ, যাহা উৎকৃষ্ট বোধ হয় করিবেন, তাহাতে আমার অস্বীকারের বিষয় কি আছে। সমসুদ্দীন কহিলেন আমার আর এক মানস এই, যদি বিবাহের রাত্রিতেই আমাদিগের প্রণয়িনীরা গর্ভবতী হয়েন এবং পরিণামে তোমার এক পুত্র ও আমার এক কন্যা হয়, তবে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। নুরুদ্দীন আলি কহিলেন এই কার্য্য সম্পাদনে আমাদিগের

কিন্তু যদি এরূপ ঘটনা হয় তবে আমার পুত্র আপনার কন্যাকে স্ত্রীধন প্রদান করিবে কি না। সমসুদ্দীন কহিলেন পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধার জন্য যে ব্যবহারীয় দ্রব্যাদি আবশ্যক তদ্ব্যতীত তিন সহস্র মুদ্রা, তিনখান উত্তম তালুক, ও তিন জন ক্রীত কিঙ্কর দিতে হইবে। নুরুদ্দীন কহিলেন আমি তাহাতে সম্মত হইতে পারি না, কেননা আমরা এক মাতার গর্ভজাত এবং মান সম্ভ্রমে উভয়েই তুল্য, সুতরাং তাহা কি প্রকারে হইতে পারে, বরং পাত্রী অপেক্ষা পাত্রের অধিক গৌরব, অতএব আপনাকেই অধিক দিতে হয়।

নুরুদ্দীন আলি কৌতুকচ্ছলে এই সকল কথা কহিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ উগ্রস্বভাবপ্রযুক্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া বলিলেন, আমার কন্যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিব, তাহাতে তুমি আপনার সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া আপনাকে আমার তুল্য বোধ কর, এ কি আস্পর্দ্ধা, অতএব যদিও তুমি যোগ্যাতিরিক্ত ধন দিতে প্রস্তুত হও তথাপি তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না। অধিকন্তু কনিষ্ঠ হইয়া তুমি যে জ্যেষ্ঠকে এমত অসম্মানের কথা কহিলে, কল্যই আমি ইহার উচিত বিধান করিতাম, কিন্তু প্রত্যুষে আমাকে রাজসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় যাইতে হইবে এজন্য পারিলাম না, মৃগয়া হইতে আসিয়া যে হয় করিব। ইহা বলিয়া সমসুদ্দীন আপন আগারে গমন করিলেন।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে সমসুদ্দীন রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে লইয়া বনে গিয়া মৃগয়া করিতে লাগিলেন।

নুরুদ্দীন অগ্রজের বাক্যযন্ত্রণায় সমস্ত রজনী বিলাপ ও পরিতাপে যাপন করিয়া, বিবেচনা করিলেন এমত দুর্ম্মুখ ভ্রাতার সহিত সহবাস করা কেবল মনস্তাপের মূল। ইহা ভাবিয়া এক উত্তম অশ্বতরী আনাইলেন, এবং গমনোপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ও বহুমূল্য সম্পত্তি লইয়া, দাস দাসীগণকে কহিলেন আমি দুই তিন দিবসের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছি।

পথিমধ্যে অশ্বতরী ক্লান্ত হইয়া গমনে অশক্ত হইল। তাহাতে তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। পরে বালশোরা দেশে গমনশীল এক দূতের সঙ্গ পাইয়া, তন্নগরীতে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন তদ্দেশীয় রাজমন্ত্রী বহুপদাতিক পরিবৃত হইয়া, নগরের হিতাহিত বিবেচনা জন্য, বাহিরে আসিয়াছেন এবং পথিমধ্যে অনেক জনতা হইয়াছে। নুরুদ্দীন পথের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মন্ত্রী তাঁহার মুখসৌন্দর্য্যাবলোকনে তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে এবং কোথাহইতে আসিতেছ। নুরুদ্দীন কহিলেন আমি মিসর দেশান্তঃপাতি কেরো নগরে বসতি করি। এক্ষণে কোন স্বজনের অনাদর জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, মৃত্যু হয় তাহাও বরং উৎকৃষ্ট, তথাপি কদাপি স্বদেশে পুনর্গমন করিব না। মন্ত্রী কহিলেন বৎস এই প্রতিজ্ঞা হইতে নিবৃত্ত হও, সংসার সকলই ভ্রম। এক্ষণে তুমি আমার সঙ্গে আইস।

ইহা বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন এবং যথোচিত সমাদরে রাখিলেন। পরে তাহার উত্তম চরিত্রে প্রফুল্ল হইয়া এক দিবস তাহাকে নির্জ্জনে কহিলেন দেখ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার অন্য সন্তানাদি কেহ নাই, কেবল একমাত্র কন্যা আছে, এতদ্দেশীয় অনেকানেক রাজসভ্য তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষ করেন। কিন্তু আমি তাহাদিগের কাহাকেও কন্যা দান করিতে ইচ্ছুক নহি। অধুনা ঐ কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়াছে, এবং ঐ কন্যা যেমন সর্ব্বগুণ সম্পন্না এবং রূপবতী, তোমাকেও তদুপযুক্ত দেখিতেছি। অতএব তুমি যদি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও, তবে রাজাকে বলিয়া আমার কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়া দেই, এবং আমার যে বিষয়াদি আছে তাহা তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, আমি অন্তিম কালে বিষবৎ বিষয়চিন্তায় নিরস্ত হইয়া সুখে কাল যাপন করি।

নুরুদ্দীন আলি মন্ত্রির এই কথায় তাঁহার পদানত হইয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়, আমি আপনার মতের বহির্ভূত নহি।

তার বিবাহ দিলেন। এবং যে সকল রাজসভ্যেরা তৎপাণি গ্রহণাভিলাষী হইয়াছিলেন তাঁহারা একর্ম্মে ক্ষুণ্ণ না হন এজন্য তাঁহাদিগকে বলিলেন, নুরুদ্দীন আলি, মিসরদেশীয় রাজমন্ত্রী আমার অতিআত্মীয়ের পুত্র, পূর্ব্বাবধি ইহার সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল, এজন্য ইহার সহিত বিবাহ দিলাম, অতএব আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ না হওয়াতে অসম্মান জ্ঞান করিবেন না। সভ্যগণ মন্ত্রির এই কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন না।

সে যাহাহউক, পরমেশ্বরীয় ঘটনা কি আশ্চর্য্য! যে দিবস নুরুদ্দীন বালশোরা নগরে মন্ত্রিকন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই দিবসেই তাঁহার অগ্রজ কেরো দেশস্থ এক ধনবন্ত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহার বৃত্তান্ত এই—নুরুদ্দীন গৃহত্যাগী হইলে তাহার এক মাস পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমসুদ্দীন মৃগয়া হইতে আসিয়া অনুজের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। শুনিলেন তিন দিবস স্থানান্তরে যাই বলিয়া তিনি একবারে দেশত্যাগী হইয়াছেন। ইহাতে সমসুদ্দীন অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন, কেন না তিনি বুঝিলেন তাঁহার রূঢ় বাক্যে তিনি বিরাগী হইয়াছেন। অনন্তর তিনি নানা দেশে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ অনেক অনেক দেশ ভ্রমণ করিল, কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার উদ্দেশ পাইল না। ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া, সমসুদ্দীন কনিষ্ঠের আরও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দারপরিগ্রহের বাসনা হইল, তিনি মিসরদেশস্থ এক মহা ধনবন্ত কুলীনের কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন। দুই ভ্রাতার যে কেবল এক দিবসে বিবাহ হইল এমত নহে, বিবাহের নয় মাস পরে, যে দিবসে কেরো দেশে সমসুদ্দীনের রূপেশ্বরী নামে এক কন্যা হইল, সেই দিবসেই বালশোরাতে নুরুদ্দীনের এক পুত্র জন্মিল।

এই পুত্রের নাম বেদরুদ্দীন হুসেন রাখিলেন। বৃদ্ধমন্ত্রী দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষে অনেক ধন বিতরণ করিলেন। পরে ভূপতির

যদি কৃপা করিয়া আমার পদে আমার জামাতাকে নিযুক্ত করেন তবে আমি জীবদ্দশাতে সংসারসাগর পারের চেষ্টা দেখিতে পারি এবং ভবিষ্যতের ভাবনা দূর হয়। রাজা মন্ত্রীর অভিলাষানুসারে নুরুদ্দীনকে তৎপদে নিয়োজিত করিলেন, এবং নুরুদ্দীনও উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী তাহা দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। চারি বৎসর পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল, তাহাতে নুরুদ্দীন যথোচিত সমারোহপূর্ব্বক শ্বশুরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন।

বেদরুদ্দীনের সাত বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নুরুদ্দীন তাহার বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত উত্তম উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাহাদিগের স্থানে বেদরুদ্দীন এমত শিক্ষা পাইলেন যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। নুরুদ্দীনের এমত মানস ছিল যে ভবিষ্যতে তাহাকে স্বীয় মন্ত্রিত্ব পদ প্রদান করেন। এজন্য তাহাকে রাজনীতিও উত্তমরূপে শিক্ষা করাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অকস্মাৎ নুরুদ্দীনের সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। তাহাতে রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, আসন্ন কালে অপত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি দেখ এই পৃথিবী অনিত্য, ইহাতে নিত্য কিছুই নাই, আমি যে স্থানে যাইতেছি কেবল তাহাই নিত্য। অতএব তুমি সাবধানে চলিবে। আর দেখ, আমার পিতা মিসরদেশের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন, সমস্থদ্দীন নামে আমার এক জ্যেষ্ঠ সহোদর আছেন, পিতার মরণান্তে তিনি ও আমি উভয়ে তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছিলাম, পরে তাঁহার সহিত অসদ্ভাব হওয়াতে আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, এখানে আসিয়া রাজমন্ত্রী হইয়াছি। এ সমস্ত বিবরণ আমার স্মরণার্থে এক পুস্তকে লেখা আছে। ইহা বলিয়া সেই পুস্তক পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পুস্তকে আমার বিবাহের এবং তোমার জন্মের দিবস লেখা আছে, কোন সময়ে এই দুই দিবস তোমার জানা আবশ্যক হইবে, অতএব তাহা মনে রাখিও। এই বলিয়া নুরুদ্দীন প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

বেদরুদ্দীনহসেন পিতার শোকে এমত বিহ্বল হইলেন যে নিয়মিত

মাসাতিরিক্ত আর এক মাস পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া কেবল রোদন ও বিলাপ করিলেন, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সহিত এবং রাজার সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন না। তাহা তে বালশোরাধিপতি তাচ্ছীল্য বিবেচনা করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করিয়া, আজ্ঞা দিলেন যে, বেদরুদ্দীনের তাবৎ ধন রাজভাণ্ডারে আনীত হউক এবং তাহাকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ। অভিনব মন্ত্রী এই আজ্ঞা পাইয়া কতকগুলা রাজসেনা সমভিব্যাহারে আসিতেছিলেন, হঠাৎ বেদরুদ্দীনের এক কিঙ্কর তাহা দেখিয়া প্রভুকে সচেতন করণার্থ তৎসদনে গিয়া ঐ বিবরণ কহিল।

ইহা শ্রবণ মাত্র বেদরুদ্দীন পাদুকাগ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন এবং অজ্ঞাত ও অপরিচিত মার্গ দিয়া এক ধর্ম্মশালার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন গোধূলী সময়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। ঐ ধর্ম্মশালার নিকটে তাঁহার পিতার কবর ছিল। মন্ত্রিকুমার মনে করিলেন ঐ কবরে অদ্য নিশা যাপন করিব। এই ভাবিয়া তথায় যাইতেছেন পথি মধ্যে এক ইহুদী সওদাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঐ ইহুদী তাঁহাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ধর্ম্মাবতার, এই প্রদোষ কালে একাকী এই বেশে কোথায় গমন করিতেছেন। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন কিয়ৎ কাল হইল আমি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার শিয়রে দণ্ডায়মান আছেন, অতএব তাঁহার সন্তোষার্থে তাঁহার কবরস্থানে গমন করিতেছি। ইহুদী কহিল মহাশয়ের পিতার কয়েকখান জাহাজ বাণিজ্য-দ্রব্যাদি লইয়া সমুদ্রপথে আসিতেছে। ঐ সকল জাহাজের মধ্যে যেখান প্রথমাগত হইবে, যদি তাহার দ্রব্যাদি আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি অগ্রে তাহার মূল্য দিতে পারি। ইহা বলিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রার এক তোড়া বাহির করিল। বেদরুদ্দীনের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তিনি মুদ্রা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন ইহা পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ পাইতেছি, কেন ত্যাগ করি। ইহা ভাবিয়া তখনি তাহা গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সওদাগর আপন বস্ত্রের ভিতর

হইতে মস্যাধার লেখনী ও কাগজ বাহির করিয়া বলিল আমাকে একখান বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। মন্ত্রিপুত্র তখনি লিখিয়া দিলেন, ইহুদী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। পরে বেদরুদ্দীন পিতার কবরস্থানে গিয়া তন্মধ্যে শয়ন করিলেন, এবং আপন দুর্ভাগ্য স্মরণপূর্ব্বক বিলাপ করিতেং শোকাবেশে নিদ্রাগত হইলেন।

ঐ কবরস্থানে এক দৈত্য থাকিত, সে প্রত্যহ রজনীযোগে সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিত। ঐ দিবস ভ্রমণার্থে বাহির হইবার সময় মন্ত্রিকুমারকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল, এবং তাঁহার মনোহর রূপে মোহিত হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তদনন্তর কবরস্থান হইতে বহির্গত হইয়া, যখন আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল, তখন এক পরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর সম্ভাষণাদি হইলে, দৈত্য পরীকে কহিল হে পরী আমি যে কবরস্থানে বাস করি, যদি তুমি তথায় একবার আইস তবে তোমাকে এক সুদৃশ্য যুবা পুরুষ দেখাই, এমত সুন্দর পুরুষ তুমি কখন দেখ নাই। পরী তাহাকে দেখিতে যাইতে সম্মত হইল। তাহাতে দৈত্য তাহাকে গোরস্থানে আনিয়া মন্ত্রিনন্দনকে দেখাইয়া কহিল তুমি এমন রূপবান্ ও সুদৃশ্য পুরুষ কখন দেখিয়াছ?

পরী মন্ত্রিপুত্রকে মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া বলিল হাঁ, এ ব্যক্তি রূপবান্ বটে, কিন্তু আমি অদ্য কেরো দেশে ইহা অপেক্ষা আরো রূপবতী এক কন্যা দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি রাজমন্ত্রী সমসুদ্দীন মহম্মদের কন্যা, তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। তাহার এমত অদ্ভুত রূপ যে ধরণীতে তত্তুল্য আর নাই। তথাকার রাজা বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া ছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী তাঁহাকে কন্যা দান না করিয়া, এই বলিয়া নিরস্ত করিয়াছেন যে আমি এবং আমার এক কনিষ্ঠ সহোদর, পরস্পর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আমরা উভয়ে এক দিবসেই বিবাহ করিব, এবং তাহাতে যদি আমার কন্যা এবং তাহার পুত্র হয় তবে তাহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। তদনন্তর তিনি বিরাগী হইয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি শুনিয়াছি

তিনি বালশোরা দেশের রাজমন্ত্রী হইয়াছিলেন, এবং কিছু কাল পরে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। অতএব অঙ্গীকার পালনার্থ তাঁহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে হইবে।

রাজা এই কথায় কুপিত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন তুই আমার অসম্মান করিলি, আমি তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব, এবং অতি কুৎসিতাকার দাসের সহিত তোর কন্যার বিবাহ দেওয়াইব। ইহা বলিয়া মন্ত্রীকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। মন্ত্রী অতিশয় দুঃখিত হইয়া গৃহে আসিলেন। অনন্তর রাজা এক কদাকার পুরুষকে মন্ত্রিকন্যার পাত্র স্থির করিয়া বিবাহপত্রাদি লিখাইলেন। এবং সায়ংকালে পাত্রের বরসজ্জা করাইবার জন্য তাহাকে বেশাগারে প্রেরণ করিলেন। আমি এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি।

দৈত্য কহিল এই পুরুষ অপেক্ষা সে কন্যা অধিক সুন্দরী ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। পরী বলিল এবিষয়ে আমাদিগের বিবাদের আবশ্যক নাই, চল আমরা ইহাকে লইয়া যাইয়া ইহার সঙ্গে মন্ত্রিকন্যার বিবাহ দিই, তাহা হইলে অবিচারক রাজার কু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। দৈত্য এই কথায় আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইল এবং তৎক্ষণাৎ বেদরুদ্দীনকে সুষুপ্তাবস্থায় তুলিয়া শূন্য মার্গ দিয়া লইয়া চলিল। মন্ত্রিকুমার কিছু জানিতে পারিলেন না। পরে, রাজমনোনীত কদাকার পাত্র, ভৃত্যগণ সমভিব্যারে যে মন্দির হইতে মন্ত্রিভবনে গমন করিবে, তাহার নিকটস্থ এক স্থানে তাহাকে রাখিয়া দিল। তখন বেদরুদ্দীনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং আপনাকে অপরিচিত স্থানে স্থাপিত দেখিয়া ক্রন্দন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে দৈত্য তাহাকে সাহস দিয়া কহিল ভয় কি, তুমি ক্রন্দন করিও না। পরে বেদরুদ্দীনের হস্তে এক মসাল দিয়া কহিল তুমি এই আলোক লইয়া বেশাগারের দ্বারে যাও, এবং তথায় যে সকল লোক দণ্ডায়মান আছে তাহাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া এক বাটীতে যাইবে, সেখানে দেখিবে বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। কিন্তু বর অতি কদাকার, তাহাকে দেখিলেই জানিতে পারিবে। তুমি তাহার নিকটে

থাকিয়া তোমার বক্ষঃস্থল মধ্যে যে স্বর্ণমুদ্রা আছে তাহা সঙ্গীত-কারিণী ও নর্ত্তকীগণকে বিতরণ করিবে।

বেদরুদ্দীন দৈত্যের পরমর্শানুসারে বেশাগারের দ্বারে গিয়া নর্ত্তকী ও সঙ্গীতকারিণী কামিনীদিগকে মুষ্টি মুষ্টি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, ইহাতে সকলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিল, এবং তাঁহার ভুবনমোহন রূপাবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। তদনন্তর তাহারা পাত্রকে লইয়া মন্ত্রির ভবনে গমন করিল। দ্বারিগণ মসালধারী দাসগণকে গৃহের বাহিরে থাকিতে বলিল। সুতরাং বেদরুদ্দীনকেও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। নারীগণের গৃহ প্রবেশের নিষেধ ছিল না, কিন্তু তাহারা বেদরুদ্দীনকে বাহিরে রাখিয়া যায় এমত ইচ্ছা না হওয়াতে, তাহাকে আপনাদের মধ্যে করিয়া লুকাইয়া লইয়াগেল। পরে রাজমনোনীত কদাকার পাত্র সুশোভিত সিংহাসনোপরি মন্ত্রিকন্যার সমীপে উপবেশন করিলে, বেদরুদ্দীনকে তাহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান করাইল। রূপবতী কন্যা অতি মনোহর বেশ ভুষা করিয়া ভুবনমোহিনী হইয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু কুপাত্র দর্শনে তাঁহার মনোমধ্যে শোকানল প্রজ্বলিত হওয়াতে তাঁহার সুকোমল লাবণ্য মলিন হইতে লাগিল।

বেদরুদ্দীনের অলৌকিক রূপাবলোকনে সকলেই পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া তাঁহাকে এক চিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এবং কুৎসিত পাত্রকে মনোনীত করণহেতু মনঃপীড়া পাইয়া সকলেই রাজার অপযশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল এই কুরূপের সহিত এমত সুরূপার বিবাহ কদাচ হইতে পারে না। অনন্তর মন্ত্রিকন্যা স্বীয় মন্দিরে গমন করিলেন, তৎসহচরীগণ তাহার বেশ বিমোচন জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল, কেবল কদাকার পাত্র ও মন্ত্রিপুত্র এবং বাটীর কয়েকজন কিঙ্কর তথায় রহিল।

ঐ কদাকার পুরুষ মন্ত্রিকুমারকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল বুঝি এ আমার সুখ বিনাশ করিতে আসিয়াছে, অতএব মহা কুপিত হইয়া

করিয়া ধীরে ধীরে ঐ স্থান হইতে যাইতেছিলেন, গৃহের বাহির না হইতে হইতে পরী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল তুমি কোথায় চলিয়াছ, স্বচ্ছন্দে মন্ত্রিকন্যার গৃহে গিয়া তাহাকে বল তুমি তাহার পাত্র, রাজা ঐ কদাকারের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন না, কেবল কৌতুকের জন্য উহাকে পাত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, এই প্রকার এবং তাহার সন্তোষার্থে আর যাহা বলিতে চাহ তাহা বলিবে, তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ফলতঃ তোমার যে মনোহর রূপ তাহাতে অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন হইবে না, তোমাকে দেখিয়াই তিনি পাণি দান করিবেন।

যখন পরী মন্ত্রিনন্দনকে এই সকল উপদেশ দেয় তখন দৈত্য মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া, ঐ কদাকার পুরুষকে অন্য এক গৃহে লইয়া গিয়া, বিকট বেশ ধারণপূর্ব্বক বলিল তুই এইখানে থাক, কোন কথা কহিস্ ত তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিব। সে প্রাণ ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

এদিকে বেদরুদ্দীন পরীর বাক্যে সাহস ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বাসরগৃহে গেলেন। ঐ স্থানে বসিয়া আছেন এমত সময় এক বৃদ্ধা নারী দ্বারদেশ হইতে মন্ত্রিকন্যাকে গৃহমধ্যে দিয়া কপাট রুদ্ধ করিল। মন্ত্রিতনয়া গৃহমধ্যে বেদরুদ্দীনকে দেখিয়া মহাবিস্ময়যুক্তা হইয়া কহিলেন সেই কদাকার পুরুষ কোথায় গেল। মন্ত্রিকুমার কহিলেন হে সুন্দরি তুমি এমন রূপবতী, তোমার সহিত কি সে কুরূপের বিবাহ কখন সম্ভব হইতে পারে। রাজা তাহাকে পাঠাইয়া কৌতুক করিয়াছেন, ইহা তোমার সখী ও সঙ্গীতকারিণীগণের হাস্য দেখিয়াও কি তুমি বুঝিতে পার নাই। হে সুন্দরি আমি তোমার স্বামী, সেই কদাকার পুরুষ চলিয়া গিয়াছে, সে আর আসিবে না, তাহার ভাবনা করিয়া মনকে দুঃখ দিও না। এই বাক্যে মন্ত্রিতনয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। তিনি কহিলেন প্রাণেশ্বর! আমি সেই কদাকারের হস্তে চিরকালের মত পড়িলাম ইহা ভাবিয়া একবারে জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার স্বামী হইয়াছ ইহাতে আমি আপ-

লাগিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের সুকোমল বাক্যে পরম সুখী হইয়া, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আনন্দ করিয়া অপূর্ব্ব শয্যায় নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।

যখন উভয়ে নিদ্রিত হইলেন তখন দৈত্য পরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিবরণ কহিয়া, বলিল আমরা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অতএব তুমি মন্ত্রিপুত্রকে নিদ্রিতাবস্থায় তুলিয়া আন। পরী দৈত্যের বাক্যানুসারে, মন্ত্রিপুত্র যে প্রকারে শয়ন করিয়াছিলেন সেই অবস্থাতেই, তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া, একবারে দামাস্কস নগরের দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং তথায় তাহাকে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

নগরের দ্বার মুক্ত হইলে নগরস্থ বহুতর লোক বেদরুদ্দীনকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত এবং তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। কিয়ৎকাল পরে মন্ত্রিপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি আপনাকে অপরিচিত স্থানে স্থাপিত এবং বহু লোকে বেষ্টিত দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভদ্রগণ এ কোন্ নগর, তোমরা এখানে কেন জনতা করিয়াছ। পথিকগণ কহিল তুমি জান না এ দামাস্কস নগর। বেদরুদ্দীন কহিলেন দামাস্কস নগরের নাম কহিয়া তোমরা কেন আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছ। আমি কল্য দিবাভাগে বালশোরাতে ছিলাম, রাত্রে কেরো দেশে মন্ত্রিকন্যাকে বিবাহ করিয়া তদালয়ে শয়ন করিয়া ছিলাম। অতএব দামাস্কস নগরে কেমন করিয়া আসিলাম। তাঁহার এই কথা শুনিয়া পথিকগণ হাস্য করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত জ্ঞান করিল।

বেদরুদ্দীন স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন না, কি প্রকারে দামাস্কসে আসিলেন। যাহা হউক সেই বেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক ময়রার দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ময়রা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি করিত, পরে দামাস্কসে আসিয়া মিষ্টান্নের দোকান করিয়াছিল, এবং তাহাকে সকলে ভয় করিত। ঐ ব্যক্তি বেদরুদ্দীনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছ।

সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। মিষ্টান্নবিক্রেতা তাহা শুনিয়া বলিল তোমার কাহিনী অত্যদ্ভুত, কিন্তু তুমি ইহা আর কোন ব্যক্তির সাক্ষাতে বলিও না। সে তাহাকে আরো কহিল আমার পুত্ত্রাদি নাই, তোমাকে দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, ইচ্ছা করি তোমাকে পোষ্যপুত্ত্র করি, ইহাতে তুমি কি বল। বেদরুদ্দীন কি করেন আপন অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। পরে মিষ্টান্নবিক্রেতা তাহাকে পুত্ত্রস্বরূপ স্বীয় গৃহে রাখিল, এবং তাহাকে আপন ব্যবসায় শিখাইতে লাগিল।

এ দিকে মন্ত্রিকন্যা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন বেদরুদ্দীন গৃহে নাই। তাহাতে মনে করিলেন শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন ত্বরায় আসিবেন। তদনন্তর মন্ত্রী, দুহিতাকে দেখিতে আসিয়া দ্বারাঘাত করাতে, কন্যা প্রফুল্লান্তঃকরণে দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং পিতাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। মন্ত্রী কুপিত হইয়া কহিলেন অরে নির্লজ্জে কি সুখে তোর সুখ বোধ হইতেছে তাহা বুঝিলাম না। কন্যা পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন হে পিতঃ সেই কদাকারের সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, এক পরম রূপবান পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাকে এখনি দেখিতে পাইবেন এবং দেখিলেই মনের সন্দেহ দূর হইবে।

মন্ত্রী কন্যার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া জামাতার অন্বেষণ করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে গিয়া দেখিলেন সেই কদাকার ব্যক্তি রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন এখানে রহিয়াছ। সে তাঁহাকে আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল, তৎপরে উর্দ্ধশ্বাসে রাজার সদনে গমন করিল, এবং সকল বিবরণ বলিল। রাজা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী এতাবদবলোকনে চমৎকৃত হইয়া পুনর্ব্বার দুহিতার আবাসে গিয়া দেখিলেন তখনও জামাতা আইসেন নাই, এবং তাহার ত্যক্ত বস্ত্রাদি চৌকির উপর রহিয়াছে। ঐ বস্ত্রাদি দেখিতে দেখিতে তাহার পাগড়ির মধ্যে স্বীয়ানুজ নরুদ্দীনের হস্তলিখিত ক্ষুদ্র পুস্তক

প্রাপ্ত হইলেন, তাহা পাঠ করিয়া জানিলেন, যাহার সহিত কন্যার বিবাহ হইয়াছে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বেদরুদ্দীন। তিনি আরো দেখিলেন, যে দিবসে তাঁহার ভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম হয় তাহা ঐ পুস্তকে লেখা আছে। অতএব যে দিবসে তাঁহার আপনার বিবাহ ও কন্যার জন্ম হয় তাহা মিল করিয়া দেখিলেন একই দিবসে দুই সহোদরের বিবাহ হইয়াছে, এবং যে দিবসে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন সেই দিবসেই তাঁহার কন্যা ভূমিষ্ঠ হন। ইহাতে বিধির নির্ব্বন্ধে পরম পুলকিত হইলেন। পশ্চাৎ তাহার বস্ত্রের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে পণের টাকার জন্য কনিষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়াছিলাম সে মুদ্রা এই হইবে, ইহাতে আরো আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর উক্ত মুদ্রা ও উক্ত পুস্তক লইয়া রাজার নিকটে গিয়া সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বলিলেন। মহীপাল মহা সন্তুষ্ট হইয়া মন্ত্রির পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব পদ প্রদান করিলেন, এবং এই অদ্ভুত বিবরণ এক পুস্তকে লিখিয়া রাখিলেন।

মন্ত্রী সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, পরে তাহার অন্বেষণার্থ কেরো দেশে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তথায় উদ্দেশ হইল না। তাহাতে মন্ত্রী অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হইলেন, কিন্তু তাহার পুস্তক বস্ত্রাদি ও মুদ্রা যত্ন করিয়া রাখিলেন।

যে রাত্রে বেদরুদ্দীনের সহিত মন্ত্রিকন্যার বিবাহ হয় সেই রাত্রিতেই তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে নয় মাস অতীত হইলে তাঁহার এক পরম সুন্দর নব কুমার হইল। মন্ত্রী এই পুত্রের নাম আজীব রাখিলেন, এবং তাহার অষ্ট বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বিদ্যাভ্যাসার্থে তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইলেন। আজীব আপন বংশের গৌরবে সর্ব্বদা মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতেন, অন্য অন্য ছাত্রগণকে কটুবাক্য কহিতেন, তাহাতে বালকগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া এক দিবস শিক্ষককে তদ্বৃত্তান্ত কহিল। শিক্ষক বলিলেন তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার এক উপায় আছে, কল্য আজীব পাঠশালাতে আসিলে তোমরা

তাহাকে বলিবে, আইস আমরা খেলা করি, কিন্তু প্রথমে সকলে আপনার এবং আপন পিতার নাম বলিবে, যে নাম বলিতে পারিবে না সে স্বপিতার ঔরসজাত বলিয়া গণনীয় হইবে না। ইহা হইলে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে।

পর দিবস আজীব বিদ্যালয়ে আসিলে বালকগণ শিক্ষকের উপদেশানুসারে তাহাকে বলিল আইস ভাই আমরা খেলা করি। কিন্তু যে যে খেলিবে তাহাকে আপনার ও আপন পিতার নাম বলিতে হইবে, যে নাম বলিতে না পারিবে সে খেলিতে পাইবে না, এবং তাহাকে তাহার পিতার ঔরসজাত জ্ঞান করা যাইবে না। এই প্রতিজ্ঞা হইলে, এক বালক একে একে সকলকে নাম জিজ্ঞাসা করিল, সকলেই পিতার নাম কহিল। কিন্তু মন্ত্রিদৌহিত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল আমার নাম আজীব, আমার পিতা রাজমন্ত্রী সমসুদ্দীন মহম্মদ। এই কথা বলাতে সকল বালক হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল সমসুদ্দীন তোমার পিতা নহেন, তিনি তোমার মাতামহ, তুমি তোমার পিতার নাম জান না, অতএব আমরা তোমাকে লইয়া খেলিব না, এবং তোমার সংসর্গে থাকিব না। ইহা বলিয়া সকল বালক তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। আজীব মহা অপ্রতিভ হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গর্ভধারিণীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল মা, আমার পিতার নাম কি। তাহার গর্ভধারিণী আর আর কথায় পুত্রকে কোনরূপে প্রবোধ দিতে পারিলেন না, বিশেষতঃ ঐ কথায় স্বামিকে স্মরণ হওয়াতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রী তথায় উপনীত হইলেন, এবং দুহিতা ও দৌহিত্রের শোকের কারণ অবগত হইয়া, আপনিও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সমসুদ্দীন রাজাকে দুঃসহ দুঃখের বিবরণ অবগত করাইয়া ভ্রাতৃপুত্রের অন্বেষণার্থে বালশোরা নগরে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা অনুমতি দিলেন, এবং অন্যান্য দেশীয় রাজগণকে তাঁহার সাহায্যার্থ অনুরোধপত্রী লিখিয়া দিলেন। সমসুদ্দীন তাহা পাইয়া চারি দিবস মধ্যে গৃহকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন,

পঞ্চম দিবসে দুহিতা এবং দৌহিত্র সমভিব্যাহারে বালশোরা নগরে যাত্রা করিয়া ঊনিশ দিবস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গমন করিলেন। বিংশতি দিবসান্তে দামাস্কস নগরের নিকটবর্ত্তি নদীতীরস্থ এক উত্তম প্রান্তরে পহুছিয়া, তথায় শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। এবং দাসগণকে কহিলেন আমি এইখানে দুই দিবস থাকিব, তোমাদের ইচ্ছা হয় দামাস্কস নগরে যাও। ইহাতে অনেকে ঐ নগর দর্শনে গমন করিল। আজীবের মাতারও ইচ্ছা হইল তাঁহার পুত্র ঐ অপূর্ব্ব নগর দর্শন করে। তাহাতে এক নপুংসক রক্ষক সমভিব্যাহারে দিয়া তাহাকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

মন্ত্রিকুমার অতি রূপবান ছিলেন, বিশেষতঃ উত্তম বেশভূষাদি করিয়াছিলেন, অতএব তাহাকে দেখিবার জন্য তদ্দেশস্থ মনুষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। অনন্তর যখন তিনি সেই ময়রার পর্ণকুটীরের সম্মুখে আসিলেন তখন এমত জনতা হইল যে আজীব আর অধিক দূর যাইতে না পারিয়া, সেইখানেই দাঁড়াইলেন। বেদরুদ্দীন যে মিষ্টান্নবিক্রেতাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বে তাহার পরলোক হওয়াতে, তিনি তাহার সকল বিষয়ের অধিকারী হইয়া মিষ্টান্নের দোকান চালাইতে ছিলেন। দোকানের সম্মুখে অনেক লোক একত্র হওয়াতে তিনি বাহির হইলেন, এবং আজীবের অপরূপ রূপ দর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে এক চমৎকার বাৎসল্য ভাবের উদয় হইল, তাহাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেন। পরে অতি বিনীত ভাবে তাহাকে কহিলেন হে মহাশয় আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার এই দীনের গৃহে পদার্পণ করুন, এবং যৎকিঞ্চিৎ আহার করুন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই। আজীব যাইতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহার রক্ষক নিষেধ করিল, আজীব তাহা না শুনিয়া দোকানে গেলেন। বেদরুদ্দীন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন আমি অদ্য সরের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছি, এই পিষ্টক আমার গর্ভধারিণী যেমন উত্তমরূপ প্রস্তুত করিতেন তত্তুল্য আর কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না,

আমি তাঁহার স্থানে শিক্ষা করিয়াছি, অতএব আপনাকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতে হইবে। ইহা বলিয়া কটাহ হইতে একটী পিষ্টক লইয়া তাহাতে দাড়িম্বের রস ও শর্করা দিয়া আজীবকে আহার করিতে দিলেন। আজীব কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বেদরুদ্দীন আর একটি পিষ্টক তুলিয়া তাহার রক্ষককে দিলেন। সেও তাহার উত্তম আস্বাদনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিল।

বেদরুদ্দীন এতাবৎ কাল অতি মনোযোগপূর্ব্বক আজীবকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পরে মুখসাদৃশ্যে স্বীয় ভার্য্যাকে স্মরণ করিয়া, কি জানি তাহার গর্ভে এমত এক রূপবান পুত্র হইয়া থাকিবে, ইহা ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এমন অবকাশ পাইলেন না যে তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কেন না আহারান্তেই নপুংসক তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। বেদরুদ্দীন তাহার গমনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর সমসুদ্দীন তিন দিবস পরে দামাস্কস হইতে বালশোরা নগরে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে তদ্দেশের রাজা তাঁহাকে অতি সম্মানপুরঃসর আহ্বান করিয়া, তাঁহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। সমসুদ্দীন আগমনের বিবরণ কহিলে, রাজা বলিলেন নুরুদ্দীন আলি নামে আমার এক মন্ত্রী ছিলেন, তাহার পরলোক হইয়াছে, তাহার এক পুত্র ছিল কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর দুই মাস পর অবধি তাহার আর উদ্দেশ নাই, কেবল তাহার মাতা এই স্থানে আছেন। এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী দুহিতা ও দৌহিত্র সমভিব্যাহারে ভ্রাতৃবধূর ভবনে গমন করিলেন। বেদরুদ্দীনের মাতা পতিহীনা হইয়া সন্তানের নিরুদ্দেশ জন্য এক স্তম্ভাকার গৃহে বসিয়া অহর্নিশি রোদন করিতেন। সমসুদ্দীন ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃবধূকে আপনার পরিচয় দিলেন, এবং যে অভিপ্রায়ে বালশোরা নগরে আগমন তাহার সমস্ত বিবরণ কহিলেন। তন্মাতা পুত্রের জীবনবার্ত্তা পাইয়া মৃত দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন, এবং সমসুদ্দীনকে বহু সম্মান করিয়া পুত্রবধূ ও পৌত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর সমসুদ্দীন ভ্রাতৃবধূকে কেরো নগরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বেদরুদ্দীনের মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন। পরে মন্ত্রী তাহাকে লইয়া চলিলেন। কিয়দ্দিবস পরে দামাস্কস নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া, তদ্দেশাধিপতিকে উপঢৌকন প্রদানার্থে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আজীব নগর দর্শনার্থ মাতার অনুমতি লইয়া নপুংসককে কহিলেন সেই মিষ্টান্নবিক্রেতাকে বহু দিবস দেখি নাই, চল তাহাকে আর একবার দেখিয়া আসি। তদনন্তর অপরিচিত পিতার পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন তিনি পূর্ব্বমত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন। আজীব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন তুমি আমাদিগকে চিনিতে পার। বেদরুদ্দীন কহিলেন প্রভো আসিতে আজ্ঞা হউক, তোমাকে কখন আমি ভুলিতে পারিব না, তোমার প্রতিমূর্ত্তি আমার চিত্তপটে সর্ব্বদা মুদ্রিত রহিয়াছে। ইহা বলিয়া তিনি আজীব ও রক্ষককে দোকানে বসাইলেন, এবং যে পিষ্টক তখনি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভক্ষণ করিতে দিলেন। তদনন্তর বরফ মিশ্রিত গোলাপ-জলের সরবৎ প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পান করাইলেন। অনন্তর তাহারা বিদায় হইল।

আজীব গৃহে আসিলে তাহার পিতামহী তাহাকে স্বকৃত পিষ্টক ভক্ষণ করিতে দিলেন। আজীব তাহার অত্যল্প ভক্ষণ করিয়া কহিলেন এ পিষ্টক উত্তম নহে। এই কথায় তাঁহার পিতামহী ক্ষুব্ধা হইয়া কহিলেন, কি, এ পিষ্টক উত্তম নহে, আমি ইহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছি এপ্রকার উৎকৃষ্ট পিষ্টক আর কোন ব্যক্তিই প্রস্তুত করিতে পারে না, ও জানে না, কেবল তোমার পিতা আমার নিকট শিখিয়াছিলেন, তিনিই পারেন। আজীব কহিলেন আমরা অদ্য এক দোকানে যে সরের পিটা খাইয়া আসিলাম তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। এই কথায় তাহার পিতামহী মনে মনে ভাবিলেন আমি যে পিষ্টক প্রস্তুত করি তাহা জগদ্বিখ্যাত, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কে প্রস্তুত করে দেখিতে হইবে। ইহা বলিয়া দোকান হইতে পিষ্টক ক্রয় করিয়া

আনিতে আজ্ঞা দিলেন। পিষ্টক আনীত হইলে তদাস্বাদন গ্রহণ করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সমসুদ্দীন জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ। তিনি উত্তর করিলেন যে বেদরুদ্দীনের জন্য তুমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, এই পিষ্টক তাঁহারই প্রস্তুত করা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমসুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি তোমার পুত্র তাহা কিরূপে নিশ্চয় হইল, এই ধরণীতে অনেক মিষ্টান্নবিক্রেতা আছে, কেহ কি এমন পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে না। তিনি কহিলেন আমি যে মশলা দিয়া ইহা প্রস্তুত করি বেদরুদ্দীন ব্যতিরেকে আর কেহ তাহা জানে না। অতএব ইহাতেই জানিলাম এই মিষ্টান্ন তাহার কৃত। মন্ত্রী কহিলেন আমি তাহাকে আনয়ন করাইতেছি। কিন্তু এক্ষণে তাহার সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করিতে পারিবে না, কেবল যবনিকার মধ্য হইতে দেখিবে, পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে।

ইহা বলিয়া মন্ত্রী বেদরুদ্দীনকে আনয়নার্থ নপুংসক সমভিব্যাহারে দ্বাদশ জন ভৃত্য প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন বেদরুদ্দীনকে বন্ধন করিয়া আনিবে, কিন্তু শারীরিক কোন যাতনা দিও না। আজ্ঞামাত্র দাসগণ তাহার দোকানে যাইয়া, তাহাকে বন্ধন করিয়া আনিল। বেদরুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাকে এরূপে লইয়া যাইতেছ। দাসগণ কোন উত্তর করিল না। পরে তাহাকে মন্ত্রির শিবিরমধ্যে আনয়ন করিলে, তাহার মাতা এবং বনিতা লুক্কায়িতভাবে তাহাকে দেখিলেন, এবং হারা নিধি প্রাপ্তে পরম পুলকিত হইলেন, কিন্তু মন্ত্রির অনুমতি না থাকাতে বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

মন্ত্রী বেদরুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এই পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছ। তিনি উত্তর করিলেন হাঁ মহাশয়, আমি প্রস্তুত করিয়াছি। মন্ত্রী বলিলেন তোমার পিঠা অতি কদর্য্য, এ জন্য আমি তোমার দণ্ড করিব। ইহা বলিয়া তাহাকে এক সিন্দুকে বন্ধ করাইলেন, এবং তাহাকে না জানাইয়া ঐ সিন্দুক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে দিয়া

সেই রাত্রে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বেদরুদ্দীনকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া স্নানাহার করাইলেন, পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত বদ্ধ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভ্রাতৃবধূ ও দুহিতা সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া, দুহিতাকে বলিলেন, বিবাহের রাত্রিতে তোমার গৃহ যে প্রকার সুসজ্জিত হইয়াছিল অদ্য সেই প্রকার করাও। মন্ত্রিকন্যা পিতার আজ্ঞানুসারে তাহা করাইলেন। পরে রজনী আগতা হইলে, বেদরুদ্দীন বিবাহের রাত্রে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ও পাগড়ি ও স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া চৌকির উপর যে ভাবে রাখিয়াছিলেন, মন্ত্রী সে সমস্ত ঠিক সেই ভাবে রাখিয়া, কন্যাকে কহিলেন তুমি ঐ রাত্রে যে বেশে শয়ন করিয়াছিলে অদ্য সেই বেশে শয়নাগারে থাক, বেদরুদ্দীন আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি শয্যা হইতে উঠিয়া কোথায় গিয়াছিলে, তদনন্তর যে কথোপকথন হয় তাহা কল্য আমাকে কহিও।

তদনন্তর মন্ত্রী বেদরুদ্দীনকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া, যে ঘরে বিবাহ হইয়াছিল সেই ঘরে তাহাকে লইয়া যাইতে কহিলেন। বেদরুদ্দীন তৎকালে নিদ্রিত হইয়াছিলেন কিছুই জানিতে পারিলেন না। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে ঘরে বিবাহ হইয়াছিল সেই ঘরে আসিয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিলেন আমি কোথায় আসিলাম, এ সকল স্বপ্ন কি আর কিছু। তখন মন্ত্রিকন্যা মশারির ভিতর হইতে বদন বাহির করিয়া বলিলেন হে কান্ত, তুমি বাহিরে কি করিতেছিলে, শয্যাহইতে উঠিয়া কোথায় গিয়াছিলে, আসিয়া শয়ন কর। বেদরুদ্দীন দেখিলেন তিনি যে রূপবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তিনিই তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন, এবং গৃহমধ্যে চৌকির উপর তিনি শয়ন কালে বসনাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে রাখিয়াছিলেন সেই ভাবেই রহিয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হইয়া বলিলেন হে পরমেশ্বর এ সমস্ত কি দেখিতেছি, আমি নিদ্রিত কি জাগৃত। অনন্তর শয্যার সমীপে গিয়া

ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি বলিতে পার আমি কতক্ষণ এখান হইতে গিয়াছিলাম। মন্ত্রিকন্যা কহিলেন তুমি এখনি উঠিয়া গিয়াছিলে। বেদরুদ্দীন হাস্য করিয়া বলিলেন কি আশ্চর্য্য! আমি বিবাহের পর দামাস্কস নগরে গিয়াছিলাম, তথায় এক মিষ্টান্ন-বিক্রেতার পোষ্য পুত্র হইয়া কয়েক বৎসর যাপন করিলাম, তুমি বলিতেছ এখনি উঠিয়া গিয়াছ, ইহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কন্যা বলিলেন এ সকল দৈবকর্ত্তৃক হইয়া থাকিবে। পরে আর আর আলাপ হইতে লাগিল। তদনন্তর উভয়ে শয়ন করিলেন, কিন্তু বেদরুদ্দীনের উত্তমরূপ নিদ্রা হইল না, মধ্যে মধ্যে মনের মধ্যে এই ভাবনা হইতে লাগিল, এ সকল স্বপ্ন কি যথার্থ।

পর দিবস প্রত্যুষে মন্ত্রী তাঁহার সম্মুখে আসিলেন, তাঁহার সহিত বেদরুদ্দীনের পরিচয় হইলে, স্বীয় গর্ভধারিণী ও সন্তানকে দেখিয়া বেদরুদ্দীনের অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দোদয় হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইরূপে বেদরুদ্দীন তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

জাফর মন্ত্রী বোগ্‌দাদাধিপতিকে এই গল্প বলিলে, রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, আতাগ্রাহক দাসকে মার্জ্জনা করিলেন।

কুব্জের কথা।

পূর্ব্বকালে তাতার রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তি কাসগর নগরে এক দরজি ছিল। তাহার স্ত্রী পরম সুন্দরী, এজন্য সে তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। এক দিবস দরজি আপনার কার্য্যালয়ে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছে ইত্যবসরে এক কুব্‌জ তবলার বাঁয়া বাজাইয়া গান করিতে করিতে তাহার দোকানের সম্মুখে আসিল। দরজি তাহাকে দেখিয়া মহাসন্তুষ্ট হইল, এবং আমোদ করিয়া স্বীয় সদনে লইয়া গেল। সেই দিবস তাহার বনিতা একটা বৃহৎ মৎস্য রন্ধন করিয়াছিল। দরজি

কুব্জকে আহার করাইতে অভ্যর্থনা করিয়া ঐ মৎস্য ভক্ষণ করিতে দিল, কিন্তু কুব্জের দুর্ভাগ্যক্রমে মৎস্যকন্টক কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়া ক্ষণ মধ্যে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

এই অভাবনীয় ঘটনায় দরজি ও তাহার রমণী অত্যন্ত ভীত হইল, এই ব্যাপার বিচারকর্ত্তার কর্ণগোচর হইলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে এই ভাবনা অতি দুর্ব্বারণীয়া হইয়া উঠিল। অতএব অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া, বিপদ উদ্ধার জন্য এক উপায় স্থির করিল, তদ্বিবরণ এই— দরজির বাটীর নিকট এক জন ইহুদী চিকিৎসক থাকিত। কতক রাত্রি হইলে দরজি ও তাহার স্ত্রী দুই জনে কুব্জের শবটাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া তাহার বাটীতে গেল, এবং দ্বারাঘাতপূর্ব্বক বৈদ্যকে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে এক দাসী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ। দরজি কহিল আমরা একটী রোগী আনিয়াছি, তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে, ইহা বলিয়া দাসীর হস্তে কয়েকটি মুদ্রা দিয়া বলিল, কবিরাজ মহাশয়কে ইহা দিয়া সংবাদ দাও, আমরা দাঁড়াইয়া আছি। দাসী মুদ্রা লইয়া ত্বরায় প্রভুকে সংবাদ দিতে গেল। ঐ সময়ে দরজি ও তাহার ভার্য্যা কুঁজার মৃত শরীর লইয়া ধীরে ধীরে সিড়িদিয়া উঠিয়া কবিরাজের ঘরের সম্মুখে সিড়ির উপরে রাখিয়া প্রস্থান করিল। দাসী বৈদ্যকে সমাচার দিয়া কয়েকটি মুদ্রা তাহার হস্তে অর্পণ করিলে, কবিরাজ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিবেচনা করিল রোগীটা ধনী হইবে, অতএব ইহার চিকিৎসার বিষয়ে তাচ্ছীল্য করা উচিত নহে। ইহা চিন্তা করিতে করিতে দাসীকে একটা আলো আনিতে কহিল, কিন্তু মনের ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত আলো আনিবার অপেক্ষা না করিয়া, যেমন অন্ধকারে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে যাইবে, অমনি সম্মুখস্থ শবের উপর পদ নিক্ষেপ হওয়াতে, শবটা সিড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে আসিয়া পড়িল, ইহাতে বৈদ্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া, শীঘ্র আলো আন শীঘ্র আলো আন, বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। দাসী আলোক আনিলে পর, নীচে যাইয়া

এই ঘটনায় অতিশয় ভীত হইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক বিলাপ করিয়া কহিল হায় কি দুর্ভাগ্য! কোথা এ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়া সম্পত্তি লাভ করিব, না পদাঘাতে ইহাকে বিনাশ করিয়া বিপত্তি উপস্থিত করিলাম।

বৈদ্য এইরূপে আপনাকে মহা বিপদগ্রস্ত ভাবিয়া, কি জানি পথিক লোকেরা জানিতে পারিলে যদি গোলযোগ করে এই আশ-ঙ্কায় সাবধান হইয়া অগ্রে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিল। পরে মৃত দেহটা বনিতার ঘরে লইয়া গেল। তাহার স্ত্রী শব দর্শনে ভীতা হইয়া কহিল এ কি করিয়াছ, এই মনুষ্যকে কি প্রকারে মারিলে। ইহুদী কহিল চুপ কর, সে কথা পশ্চাৎ হবে, এ বিপদমুক্তির কি উপায় বল। বৈদ্যের রমণী কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল ইহার এক উপায় আছে, আমাদিগের বাটীর পার্শ্বে মুসলমান ভাণ্ডারির বাটী, চল শবটা ছাদের উপর দিয়া তাহার বাটীর মধ্যে ফেলিয়া দেই। বৈদ্য কহিল অত্যুত্তম কহিয়াছ। অনন্তর তাহারা স্ত্রী-পুরুষে শবটা লইয়া ছাদের উপর গিয়া, শবের কক্ষে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে ভাণ্ডারির ভবনে নামাইয়া দিল। পরে শবের পৃষ্ঠ প্রাচী-রাবলম্বনে খাড়া হইয়া থাকিলে, রজ্জু গাছা উপরে তুলিয়া লইয়া, আপনাদের শয়নাগারে গিয়া শয়ন করিয়া থাকিল।

মুসলমান সে দিবস এক বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, কতক রাত্রিতে বাটীতে আসিয়াই হাতলণ্ঠনের আলোকে দেখিল একটা মনুষ্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে তস্কর বোধ করিয়া একটা বৃহৎযষ্টি লইয়া যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতে লাগিল, সুতরাং শব ভূমিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু তখনও প্রহারে ক্ষান্ত হইল না। পরে যখন দেখিল তস্কর নিষ্পন্দ হইয়াছে, তখন ক্ষান্ত হইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল হায়, প্রহার করিয়া মনুষ্যটাকে হত্যা করিলাম, এখন উপায় কি। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শবটাকে স্কন্ধে করিয়া গলির প্রান্ত-

এক খ্রীষ্টিয়ান সাধু নিশাবসানে স্নান করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ ঐ দোকান ধরিয়া দাঁড়াইবাতে শবটা তাহার উপর আসিয়া পড়িল, তাহাতে সে চোর মনে করিয়া তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিতে করিতে, চোর ধরিয়াছি চোর ধরিয়াছি বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার চিৎকার শ্রবণে এক জন চৌকিদার দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু যখন সে দেখিল এক জন খ্রীষ্টিয়ান এক কুব্জ ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছে এবং কুঁজা মরিয়া গিয়াছে, তখন শবশুদ্ধ সাধুকে বিচারকর্ত্তার নিকট লইয়া গেল। বিচারকর্ত্তা প্রহারের বিবরণ শুনিয়া নিশ্চয় করিলেন সাধুদ্বারাই হত্যা হইয়াছে।

অনন্তর বিচারকর্ত্তা রাজসমীপে গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, রাজা কহিলেন এই দণ্ডে ইহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান কর। বিচারক রাজাজ্ঞা পাইয়া একটা ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া, নগরে ঘোষণা দিলেন, "এক জন খ্রীষ্টিয়ান এক মুসলমানকে হত্যা করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে।" ইহা শুনিয়া নগরস্থ তাবৎ লোক ফাঁসি দেখিতে আইল, কিন্তু যৎকালীন সাধুর গলদেশে রজ্জু দিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে উত্তোলন করে, তখন মুসলমান ভাণ্ডারী জনতা ঠেলিয়া বিচারকের নিকটে আসিয়া কহিল এ ব্যক্তিকে ফাঁসি দিও না, ইনি নিরপরাধী, আমি ঐ কুঁজাকে নষ্ট করিয়াছি আমাকে ফাঁসি দাও। বিচারকর্ত্তা ভাণ্ডারীর প্রতি অনেক প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে সেই ব্যক্তিই হত্যা করিয়াছে ইহা সপ্রমাণ হইলে, বিচারক সাধুকে ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভাণ্ডারীকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাহার গলদেশে রজ্জু প্রদান সময়ে, ইহুদী বৈদ্য আসিয়া কহিল এ ব্যক্তি নির্দ্দোষী, আমি কুঁজাকে বধ করিয়াছি, আমার দণ্ড কর। ইহা কহিয়া সে যেপ্রকারে কুঁজাকে হত্যা করিয়া ভাণ্ডারির গৃহে শব নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা বিস্তার করিয়া কহিল। তাহাতে বিচারকর্ত্তা মুসলমানকে মুক্তি দিয়া, ইহুদীর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু যখন তাহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া যায়, তখন দরজি আসিয়া কহিল আমিই এই কুব্জের মৃত্যুর মূল, আমাকে ফাঁসি দাও, বৈদ্যের প্রাণ দণ্ড করিও

না, ইনি নিরপধারী। বিচারক প্রমাণগ্রহণানন্তর দরজিকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু যৎকালে দরজিকে ফাঁসি দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল তৎকালে রাজা সমুদায় শুনিলেন, তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া, মৃতকায় এবং তাবৎ হত্যাকারিদিগকে অবিলম্বে স্বসমীপে আনয়নার্থ দূত পাঠাইয়া দিলেন। বার্ত্তাবহ বধ্যভূমিতে আসিয়া রাজাজ্ঞা প্রকাশ করিলে, বিচারক তৎক্ষণাৎ দরজির বন্ধন খুলিয়া দিলেন, এবং দরজি ও ইহুদী বৈদ্য আর খৃষ্টিয়ান সাধু এবং কুঁজার মৃতদেহ, লইয়া রাজসভায় গমন করিলেন। রাজা বিচারকর্ত্তার প্রমুখাৎ সমস্ত বিবরণ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজকীয় উপন্যাসবেত্তাগণকে এই বিবরণ লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। পরে সভাস্থদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কখন এমন চমৎকার কাহিনী শুনিয়াছ কি না? দরজি বলিল মহারাজ যদি অনুমতি করেন আমি এক কাহিনী বলি। রাজা সম্মতি প্রদান করিলে দরজি গল্প আরম্ভ করিল।

দরজির কথিত কাহিনী।

দরজি বলিল মহারাজ ইতিপূর্ব্বে তাতার দেশস্থ এক ভদ্রলোক কতকগুলিন লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমি নিমন্ত্রিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বিংশতি জন ভদ্র লোক তথায় বসিয়া আছেন, কিন্তু গৃহকর্ত্তা অনুপস্থিত। কিয়ৎকাল পরে তিনি প্রত্যাগত হইলেন, তৎসমভিব্যাহারে পরম সুন্দর এক নবীন পুরুষ আসিল। ঐ ব্যক্তি উত্তম বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত, কিন্তু তাহার একটী পদ খঞ্জ। গৃহকর্ত্তা সভায় প্রবিষ্ট হইলে, আমরা সকলে উঠিয়া তাঁহার সম্মান করিলাম, এবং ঐ যুবা পুরুষকে বসিতে কহিলাম। সে ব্যক্তি বসিতে যায় এমত সময়ে সভায় এক নাপিতকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিল। তাহাতে গৃহী ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, কোথা যাও কোথা যাও কেন না কহি-

তাহাকে ধরিলেন। যুবা কহিল পরমেশ্বরের দোহাই, আমাকে সভায় লইয়া যাবেন না, তথায় গেলে ঐ পাপিষ্ঠ নাপিতের মুখাবলোকন করিতে হইবে, তাহা আমি করিব না। তাঁহার এই কথাতে আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এবং বিবেচনা করিলাম নাপিত মন্দ লোক হইবে। গৃহী জিজ্ঞাসা করিলেন নাপিতের প্রতি দ্বেষের কারণ কি। যুবক উত্তর করিল এই হতভাগার জন্য আমি খোঁড়া হইয়াছি, এবং আর আর অনেক বিপদ ঘটিয়াছে। আমি এই নাপিতের ভয়ে স্বীয় দেশ বোগ্‌দাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া, এই দূর দেশ মহাতাতার রাজ্যে আসিয়া রহিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম আর ইহার মুখাবলোকন করিতে হইবে না, কিন্তু অকস্মাৎ এখানে দেখিতে পাইলাম, এজন্য আপনাদিগের সংসর্গ-সুখ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছি। যুবা এই কথা বলিয়াই যায়। গৃহী ব্যস্তসমস্ত হইয়া বহু বিনতি করিয়া তাহাকে রাখিলেন, এবং নাপিতের প্রতি দ্বেষের সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা সকলেই ঐ জিজ্ঞাসায় অনুমোদন করিলাম, ইহাতে সেই যুবা, সকলের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, সভামধ্যে নাপিতের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া, কহিতে লাগিল।

যুবা বলিল বোগ্‌দাদ নগরের মধ্যে আমার পিতা অতি গুণবান্ ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন, এবং অতি সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম করিলেও করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে গৌরব বোধ না করিয়া, স্বচ্ছন্দতাবস্থায় কাল যাপন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলাম, একারণ বাল্যকালাবধি পিতা আমার বিদ্যাভ্যাসের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, আমি পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অপকর্ম্ম-রত না, হইয়া জ্ঞান-পথে চলিলাম। ঐ সময়ে আমার কিছুমাত্র অনঙ্গপ্রসঙ্গ ছিল না, বরঞ্চ স্ত্রীজাতির প্রতি এমত উৎকট দ্বেষ ছিল যে তাহাদের সহিত কখন বাক্যালাপ করিতাম না। একদিন ভ্রমণ করিতেং দেখিলাম কতগুলা কুলবালা আসিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের সহিত চাক্ষুষ না হয় এজন্য এক গলির মধ্যে এই কুবর্ত্তে বাটীর দ্বারে একখান কাষ্ঠাসনে বসিয়া থাকিলাম। কিন্তু

কি পরমেশ্বরের ইচ্ছা, যে ভয়ে পলাইলাম তাহাই ঘটিল, আমি যে দ্বারে বসিয়াছিলাম তাহার সম্মুখের বাটীর উপর তলায় এক গবাক্ষে একটা টবে কয়েকটা উত্তম পুষ্পবৃক্ষ ছিল, তাহা অবলোকন করিতেছি ইতিমধ্যে এক মনোহারিণী কামিনী ঐ পুষ্পবৃক্ষে জল সেচন করিতে আসিল, এবং আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, আমার হৃদয়ে কটাক্ষশর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃদুহাস্যে গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তথা হইতে অন্তর হইল। আমি ঐ যুবতীর রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া গবাক্ষ লক্ষ্যে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু রমণী আর আসিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম নগরের প্রধান কাজি এক অশ্বতরী আরোহণ করিয়া, পাঁচ ছয় জন দাস সমভিব্যাহারে ঐ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে অনুমান করিলাম, যে কামিনী লক্ষ্যে আমার বক্ষে শল্যপাত হইয়াছে তিনি ঐ কাজির কুমারী হইবেন, ফলতঃ তাহাই যথার্থ।

আমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলাম, কিন্তু আমার চিত্ত কামিনীর নিকটেই রহিল। এবং সেই চিন্তাতেই আমি দুর্ব্বল হইতে লাগিলাম।

পরে এক প্রাচীনা প্রতিবাসিনী আমার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমাকে দেখিতে আসিল, এবং গৃহহইতে আর সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া আমাকে নির্জ্জনে বলিল, বাপু তুমি আপন পীড়া গোপন করিয়া কেন আপনাকে ক্লেশ দিতেছ, আমি ঐ পীড়ার কারণ বুঝিয়াছি, এবং আমি তোমাকে আরোগ্য করিব, বল দেখি কোন ভাগ্যবতী কামিনী তোমাকে পীড়িত করিয়াছে কি না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রাচীনা, আর কোন কথা বলিল না, আমি কি উত্তর দি, তদপেক্ষায় আমার বদন লক্ষ্যে মৌনভাবে রহিল। আমি তাহার নিকট হঠাৎ মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। তখন বৃদ্ধা কহিল হে নন্দন, তোমার মৌনাবলম্বনে কি অনুমান করিব? আমাকে সে কথা বলিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে? অথবা আমাকে প্রত্যয় করিবে কি না তাহা মনে মনে বিবেচনা করিতেছ? যাহা হউক আমি যে কথা কহি-

লাম তাহাতে সন্দেহ করিও না, আমি তোমার পীড়ার শান্তি অবশ্যই করিতে পারিব।

বৃদ্ধার এই প্রকার বাক্যে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, কাজির কুমারীকে দেখিয়া যে দগ্ধ হইতেছিলাম বৃদ্ধার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া, বলিলাম যদি তুমি আমার অভিলাষ সিদ্ধির উপায় করিয়া দিতে পার তবে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা কহিল বাছা আমি ঐ যুবতীকে জানি, সে প্রধান কাজির দুহিতা, বোগদাদে তাহার তুল্য সুন্দরী আর নাই। কিন্তু অতিশয় গর্ব্বিণী, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অতিদুষ্কর, যদি অন্য কোন নারী হইত তবে তাহাকে বশীভূত করিয়া এই মুহূর্ত্তে আনিয়া দিতাম, ঐ নারীকে বশীভূত করা কিছু কঠিন হইবে, তথাপি আমি সাধ্যানুসারে যত্ন করিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া বিদায় হইল। আমি নিশ্চিন্ত থাকিব কি, তাহার মুখে যে কথা শুনিলাম তাহাতে আরো চিন্তা-সাগরে মগ্ন হইলাম এবং পীড়া আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পর দিন বৃদ্ধা আসিলে, আমি তাহার অপ্রসন্ন মুখ দর্শনে বুঝিতে পারিলাম কর্ম্ম সিদ্ধি হয় নাই। প্রাচীনা কহিল ঐ যুবতীর পিতা তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখেন, ইহাতে তাহার নিকট গতিবিধি করা বড় সহজ নহে, এবং সেই নারী অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত ক্রূর, কিন্তু যদি শুনিতে পায় কোন ব্যক্তি তাহার প্রেমে বদ্ধ হইয়াছে তবে অত্যন্ত আনন্দিতা হয়। এক্ষণে আমার প্রমুখাৎ তোমার পীড়ার কথা শুনিয়া প্রথমতঃ বড়ই আহ্লাদিতা হইল, পরে যখন অনুগ্রহ করিবার কথা উত্থাপন করিলাম তখন আমার প্রতি বিজাতীয় রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, তোমার অত্যন্ত আস্পর্দ্ধা, আমাকে এমন কথা কহ, এমন আলাপের জন্য তুমি পুনর্ব্বার এখানে আসিও না। কিন্তু বৎস! ইহাতে তুমি হতাশ হইও না, যদি কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পার তবে সকল আশাই সফল হইবে। ইহা বলিয়া বৃদ্ধা সে দিবস বিদায় হইল।

পরে কয়েক দিন গমনাগমনের পর প্রাচীনা এক দিবস আসিয়া আমাকে নির্জ্জনে কহিল তোমার কর্ম্মসিদ্ধি হইয়াছে, এখন কি পুরস্কার দিবে বল। আমি কহিলাম পুরস্কারের জন্য চিন্তা কি, কি সম্বাদ আনিয়াছ। বৃদ্ধা কহিল আমি গত কল্য ঐ যুবতীর নিকট গিয়াছিলাম, তখন তাহাকে হর্ষান্বিত দেখিয়া আমি বিমর্ষ হইয়া কপট ক্রন্দন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলাম। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল ও মা, তোমাকে কেন বিমর্ষ দেখিতেছি। আমি উত্তর করিলাম সুন্দরি সে কথা আর কি বলিব, সে দিবস যে পুরুষের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম সে তোমার প্রেমে কাল রোগ প্রাপ্ত হইয়া, এখন তখন যায় যায় হইয়াছে, তোমারই নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটিল, সে দিবস তুমি আমাকে কর্কশ বাক্যে দূর করিয়া দিলে, আমি যাইয়া তাহাকে কহিয়াছিলাম, তাহাতেই তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হয়, আহা! তাহার এমন অবস্থায় এখনও যদি তুমি তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর তাহা হইলেও তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। এতৎ শ্রবণে যুবতী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সে কি যথার্থ আমারি জন্য ঈদৃশ যন্ত্রণা পাইতেছে। আমি কহিলাম ইহাতে সন্দেহ কি। কামিনী কহিল আমার দৃষ্টি লাভেই কি তাহার সে রোগ উপশম হইতে পারিবে। আমি উত্তর করিলাম সম্ভব বটে, যদি তুমি অনুমতি কর তবে উপায় করা যায়। কাজীতনয়া কহিল তবে তুমি তাহাকে এখানে আনিও, কিন্তু তাহাকে বলিয়া দিও, আমার সঙ্গে কেবল সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু আলাপ হইবে না, পরে যদি পিতার অনুমতি লইয়া আমার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করে তাহা হইতে পারিবে। আমি কহিলাম হে গুণবতি তোমার গুণের কথা কি কহিব, আমি এই সম্বাদ এখনি গিয়া কহিতেছি। যুবতী কহিল আগামি শুক্রবারে সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিবস নমাজের সময়ে যখন পিতা বাটীহইতে বহির্গত হইবেন তখন তাহাকে বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কহিও, তাহা হইলে আমি দ্বার খোলাইয়া তাহাকে উপরে আনিব, তৎপরে দেখা সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু পিতার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিতে হইবে।

বৃদ্ধার এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে আমার শরীরের অনেক স্ফূর্ত্তি জন্মিল, কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই আমার রোগের উপশম হইল, আমার আত্মীয়বর্গ আমার বিষম পীড়ার হঠাৎ শান্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে শুক্রবার প্রত্যূষে সেই প্রাচীনা আসিয়া কহিল তোমাকে সুস্থ দেখিতেছি, কিন্তু বহু দিবস স্নান হয় নাই অবগাহন করিলে ভাল হয়। আমি কহিলাম স্নান করিতে অনেক বিলম্ব হইবে তাহাতে প্রয়োজন নাই, কেবল দাড়িটা কামাইয়া লই।

ইহা বলিয়া এক জন নাপিত ডাকিতে পাঠাইলাম। তাহাতে ভৃত্যেরা এই হতভাগাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। নাপিত আসিয়া প্রথমতঃ আমাকে নমস্কার করিল, তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় পীড়িত হইয়াছিলেন বটে? আমি উত্তর করিলাম হাঁ, হইয়াছিলাম। ইহাতে ঐ ব্যক্তি কহিল পরমেশ্বর আপনাকে নীরোগ করিয়া রাখুন, সতত যেন তাঁহার অনুগ্রহ আপনার প্রতি থাকে। আমি বলিলাম আমার হিতাকাঙ্ক্ষা জন্য তোমার প্রতি যথেষ্ট তুষ্ট হইলাম। নাপিত পুনর্ব্বার কহিল পরমেশ্বর আপনার বাঞ্ছাসিদ্ধি করুন, আপনার রোগ মুক্ত হইয়াছে, আহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা হউক, ক্ষুর বেলকার প্রভৃতি সকল অস্ত্র আনিয়াছি, আপনি কি ক্ষৌরী হইবেন, না, ফস্ত খুলিবেন। আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম এই ক্ষণে শুনিলে আমার পীড়ার শেষ হইয়াছে, অতএব ক্ষৌর করণ বিনা তোমাকে ডাকাইবার অন্য হেতু কেন অনুমান কর, লও বিলম্ব করিও না, শীঘ্র কামাইয়া দাও, ঠিক দুই প্রহরের সময় আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। এই কথাতে নাপিত ক্ষুর বাহির করিয়া শাণিত করিতে লাগিল। ইহাতে অনেক বিলম্ব হইল। তৎপরে ঝুলি হইতে একখান উত্তম সূর্য্যদর্পণ লইয়া প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে গিয়া গম্ভীরভাবে সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল, কতকক্ষণ পরে সেই ভাবে আমার নিকট আসিয়া কহিল অদ্য শুক্রবার, সফর মাসের অষ্টাদশাহ, মহম্মদের মক্কা যাত্রার ৬৫৩ সাল, ও সেকন্দরের ৭৩২০ শক, [illegible]

যোগ আছে, অতএব অদ্য ক্ষৌরী হইবার উত্তম দিন বটে, কিন্তু আপনার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে, কেননা ইহাতে যদিও প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এমন কোন বিপদ ঘটনার আশঙ্কা আছে তাহাতে যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইতে পারেন, অতএব আমি আপনাকে অদ্য ক্ষৌরী হইতে নিষেধ করি।

নাপিতের এইরূপ কথাতে আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। আমি বলিলাম অহে নাপিত, তোমাকে আমি ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়াদিবার জন্য ডাকাইয়াছি, তুমি যদি পার ক্ষৌর আরম্ভ কর, নতুবা চলিয়া যাও। নাপিত কহিল মহাশয় কেন ক্রোধ করিতেছেন, অন্য কোন্ নাপিতকে আমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পাইবেন, আপনি জ্ঞাত নহেন আমার তুল্য নাপিত বোগ্‌দাদ নগরে নাই, আমি বৈদ্যশাস্ত্র জানি, ধাতু পরীক্ষা করিতে পারি, এবং আমার জ্যোতিষের গণনা অব্যর্থ, তদ্ভিন্ন ব্যাকরণাদি বিদ্যায় আমার উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, আমি উত্তম বক্তৃতা করিতে পারি, এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের ইতিহাস আমার কণ্ঠস্থ, ন্যায়দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে আমার বিলক্ষণ বিচক্ষণতা আছে, এবং আমি শিল্পাদি সকল কর্ম্মই করিতে পারি। নাপিতের এই সকল কথা শুনিয়া যদিও আমার রাগ বৃদ্ধি হইল তথাপি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমি কহিলাম অহে নরসুন্দর তুমি অকারণ বাক্যব্যয় কেন করিতেছ, কামাইতে আসিয়াছ কামাইবে কি না বল। নাপিত কহিল আমি অকারণ বাক্যব্যয় করি ঈদৃশ অসম্মানের কথা কেন বলিলেন। আমি কখন ব্যর্থ বাক্য কহি না, এবং এপ্রকার অল্প কথা কহা আমার অভ্যাস যে পৃথিবীর তাবৎ লোক আমাকে মৌনী বলিয়া খ্যাতি দিয়াছেন। আমার আর ছয় সহোদর ছিলেন তাঁহাদিগকে অনর্থক বক্তা বলিলেও সম্ভব পাইত, কেননা তাঁহারা সকলেই অনর্থক কথা কহিতেন। নাপিতের এই প্রকার অনর্থক বাক্‌চাতুরীতে আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল, তাহাকে কতগুলা তিরস্কার করিলাম, এবং বলিলাম আমার এক স্থানে নিমন্ত্রণ আছে, শীঘ্র ক্ষৌর করিয়া দাও। তখন নাপিত

ক্ষৌর করিয়া বলিল আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আমি তাহাকে নিষেধ করিয়া বিদায় করিয়া দিলাম এবং ত্বরায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বাহির হইলাম, মনে মনে কহিলাম এই বার নাপিতকে ফাঁকি দিয়াছি। কিন্তু হিংস্রক নাপিতবেটা বাটী না যাইয়া চতুষ্পথে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল আমি কখন গমন করি, অতএব আমি যেমন বাহির হইয়াছি অমনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আমি কাজির দ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলাম নাপিত পাছে পাছে গিয়াছে, ইহাতে অন্তঃকরণে অতি উদ্বেগ জন্মিল।

কাজির বাটীর দ্বার ভেজান মাত্র ছিল, আমি বাটীপ্রবেশ করিলেই এক প্রচীনা দাসী দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আমাকে কাজির কন্যার গৃহে লইয়া গেল। পরে তাহার সঙ্গে সন্দর্শনমাত্র হইয়াছে এমন সময় পথিমধ্যে একটা কলরব উঠিল। কাজিকন্যা গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা নমাজ করিয়া গৃহে আসিতেছেন। আমিও মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম এই নচ্ছার নাপিতবেটা দ্বারে বসিয়া আছে। তখন আমার মনে দুই ভয় জন্মিল, প্রথমতঃ এই যে, কাজি আসিতেছেন, দ্বিতীয়তঃ কাল নাপিত রহিয়াছে, কি বিপদ উপস্থিত হয়। প্রথমোক্ত বিষয়ের ভয় নারীর কথাদ্বারা দূর হইল, তিনি বলিলেন পিতা আমার গৃহে প্রায় আইসেন না, তবে যদি আইসেন তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছি, তোমাকে এক গোপন পথ দিয়া বাহির করিয়া দিব। কিন্তু নাপিতের জন্য আমি বড়ই শঙ্কিত থাকিলাম।

দৈবাৎ সে দিবস কাজির ভৃত্য কোন কুকর্ম্ম করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত কাজি আলয়ে আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভৃত্য অতিশয় চীৎকার শব্দে রোদন করাতে, নাপিত মনে করিল কাজি আমাকেই প্রহার করিতেছেন, এই বোধে চীৎকারপূর্ব্বক দোহাই পাড়িতে ও প্রতিবাসি সকলকে ডাকিতে লাগিল। প্রতিবাসিগণ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল তোমার কি হইয়াছে। নাপিত কহিল সর্ব্বনাশ হইল, ইহারা আমার প্রভুকে বাটীতে পুরিয়া হত্যা করিতেছে। নাপিতবেটা এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে আমার বাটীতে

যাইয়া আমার ভৃত্যগণকে লইয়া আসিল। তাহারা বাঁটুল হস্তে উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া কাজির দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। কাজি কলরব শুনিয়া এই কথা বলিয়া এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন যে দেখিয়া আইস কিসের গোল উঠিয়াছে। ভৃত্য দ্বারের নিকট আসিয়া গোল দৃষ্টে ভীত হইয়া কাজির সমীপে গিয়া কহিল প্রায় দুই সহস্র লোক কপাট ভাঙ্গিয়া বাটী প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহাতে কাজি স্বয়ং দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বাপু তোমরা কি চাহ। উন্মত্ত ভৃত্যগণ কাজিকে সম্মান না করিয়া অসম্মান বাক্যে বলিল অরে পাপিষ্ঠ তুই আমাদের প্রভুকে বাটীতে পুরিয়া কি জন্য হত্যা করিতেছিস, আমাদের প্রভু তোর কি করিয়াছেন। কাজি বলিলেন হে বাপু সকল তোমাদের প্রভুকে আমি কি জন্য হত্যা করিব, তিনি কখন আমার মন্দ করেন নাই এবং তাঁহার সঙ্গে আমার কখন পরিচয় নাই। নাপিত বলিল তুমি এখনি তাঁহাকে প্রহার করিতেছিলে আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কাজি কহিলেন চক্ষুঃসত্ত্বে কর্ণের প্রয়োজন কি, গোল কেন করিতেছ, যদি মনে সন্দেহ হয় দ্বার মুক্ত আছে প্রবেশ করিয়া দেখ।

ইহাতে নাপিত ও তৎসঙ্গিগণ ব্যস্ত হইয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি যখন উপর হইতে দেখিলাম তাহারা প্রবেশ করিতেছে তখন লুকাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া একটা খালি সিন্দুকের মধ্যে বসিয়া থাকিলাম। নাপিত বেটা সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরে আসিয়া সিন্দুকের ডালা খুলিয়া আমাকে তন্মধ্যে দেখিতে পাইল, তাহাতে সিন্দুক সহিত আমাকে মস্তকোপরি লইয়া সিড়ি দিয়া নামিয়া প্রাঙ্গন পার হইয়া একবারে গলির মধ্যে গিয়া দৌড়িতে লাগিল। এই প্রকারে ধাবমান হইলে অকস্মাৎ সিন্দুকের ডালাখান খুলিয়া যাওয়াতে আমি লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলাম, তাহাতে একটি পদ ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তখন সে আঘাতে কে মনোযোগ করে, পলাইতে পারিলে লজ্জা নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া

আমি ত্বরায় উঠিয়া পলাইলাম, ইহাতে সকল লোক হাসিতে লাগিল কিন্তু পাপিষ্ঠ নাপিত অমনি সিন্দুক ফেলিয়া আমার পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিল এবং আমাকে ডাকিয়া বলিল মহাশয় দৌড়িবেন না, ধীরে ধীরে চলুন, আমি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম আমার সঙ্গ ব্যতীত কোথাও যাইবেন না, এখন দেখিলেন কি হইল। এই প্রকার চীৎকার করিতে করিতে, আমার পাছে পাছে চলিল। আমি যেখানে যাই নাপিতও সেইখানে আমাকে কোন প্রকারে ছাড়ে না। ইহাতে আমি এক সরাইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সরাই অধ্যক্ষের সহিত আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল, আমি নাপিতকে দেখাইয়া তাহাকে বলিলাম ঐ একটা পাগল আসিতেছে উহাকে বাটীর মধ্যে আসিতে দিও না। সরাইকর্ত্তা আমার কথা শুনিয়া নাপিতকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না, তাহাতে সে দ্বারে থাকিয়া, আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছে ইহাই পথিকদিগকে আড়ম্বর করিয়া বলিতে লাগিল।

যাহা হউক, আমি তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, সরাই অধ্যক্ষকে বলিলাম আমার পায়ে আঘাত লাগিয়াছে, যে পর্য্যন্ত আরাম না হই সে পর্য্যন্ত সরাইতে থাকিবার জন্য আমাকে কিঞ্চিৎ স্থান দাও। তাহাতে তিনি একটা ঘর ছাড়িয়া দিলেন। আমি তথায় থাকিয়া আরোগ্য হইলাম, তৎপরে নাপিতের ভয়ে বোগদাদ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিলাম, মনে করিলাম এই দূর দেশে তাহার মুখ আর অবলোকন করিতে হইবে না, কিন্তু এখানেও দেখি সেই নরাধম বসিয়া আছে, এজন্য এখান হইতে যাইতেছি, হইাতে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না।

দরজী বলিল ঐ যুবা গমন করিলে আমরা সকলে নাপিতকে বলিলাম যাহা শ্রুত হইলাম যদি সত্য হয় তবে তুমি নিন্দার ভাজন বট। নাপিত কহিল আমার সম্পূর্ণ মানস ছিল ঐ ব্যক্তির উপকার করি, কিন্তু কৃতঘ্ন লোকের উপকার করিলে শেষে এই ফল হয়। ঐ যুবা কহিয়া গেল আমি অনর্থকবাদী, ইহা অতি আরোপিত কথা,

আমরা সাত সহোদর ছিলাম তন্মধ্যে আমিই বুদ্ধিজীবী, ইহার প্রমাণার্থ আমি আপনার ও আপন ভ্রাতৃবর্গের বৃত্তান্ত বলিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

নরসুন্দরের বিবরণ।

মানষ্টনসরবিলা নামক রাজার রাজ্যশাসন কালে বোগ্দাদ নগর-মধ্যে দশ জন প্রসিদ্ধ দস্যু অতিশয় উপদ্রব করিত, এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হইয়াছিল। রাজা এই কথা শুনিয়া সেনাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন দস্যুগণকে ত্বরায় ধৃত করিয়া আনয়ন কর, নতুবা তোমার প্রাণ দণ্ড করিব। সেনাপতি দস্যু ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিলেন। চরেরা অনেক কৌশলে দস্যু ধৃত করিল। পরে বইরামের ভোজের দিবস যখন তাহারা তাহাদিগকে লইয়া তিগ্রিস্ নদীতে নৌকারোহণ করে, তখন আমি ঐ স্রোতস্বতী তীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগের উত্তম পরিচ্ছদ দৃষ্টে মনে করিলাম ইহারা ভদ্র লোক হইবে, পর্ব্বের দিবস নৌকারোহণ করিয়া সায়ের করিতে যাইতেছে। ইহা দৃঢ় বুঝিয়া আমি তাহাদিগের নৌকায় আরোহণ করিলাম, অভিপ্রায় তাহাদের সঙ্গে সে দিবস সুখে যাপন করিব। কিন্তু নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া রাজবাটীর সম্মুখে আসিলে, পদাতিকেরা পূর্ব্বোক্ত দশ জন দস্যুকে ও আমাকে বন্ধন করিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। বন্ধন কালে আমি কোন কথা বলিলাম না, কেননা চোরের সঙ্গে আছি সাধু বলিলে কে বিশ্বাস করিবে।

আমাদিগকে রাজার সভাতে উপস্থিত করিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ সকলের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। তদনুসারে ঘাতক পুরুষ আমাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইল, আমি শ্রেণীর সর্ব্বশেষে দাঁড়াইলাম, ক্রমেং দশ জনের শিরশ্ছেদ হইলে

ঘাতক পুরুষ আমার নিকট আসিয়া ক্ষান্ত হইয়া দাঁড়াইল। রাজা তদ্দৃষ্টে ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন অরে জল্লাদ তোকে দশ জনের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে বলিলাম, তুই নয় জনের মাথা কাটিয়া কেন দাঁড়াইলি। জল্লাদ কহিল ধর্ম্মাবতার আমি দশ জনের মুণ্ড চ্ছেদন করিয়াছি, আপনি গণিয়া দেখুন, দশটা শব ভূমিতে পড়িয়া আছে। রাজা দেখিলেন যথার্থ দশটা মনুষ্য পড়িয়া আছে, তাহাতে চমৎকৃত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন ওহে বৃদ্ধ তোমাকে ভদ্রের ন্যায় দেখিতেছি, তুমি চোরের মধ্যে কি প্রকারে আসিলে। আমি উত্তর করিলাম হে ধরণীপতে আমি পূর্ব্বে ইহাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিতাম না, অদ্য প্রাতে ইহারা তরি আরোহণ করাতে বিবেচনা করিলাম মহাপর্ব্বের দিন আমোদ করিবার জন্য নৌকারোহী হইতেছে। এই বিবেচনায় ইহাদের নৌকাতে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহাতে সঙ্গদোষে বদ্ধ হইয়া আনীত হইয়াছি।

রাজা এই কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবং আমি সে পর্য্যন্ত কোন কথা না বলিয়া মৌনী ছিলাম তাহাতে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। আমি কহিলাম মহারাজ বিস্তর কথা কহা আমার অভ্যাস নহে, আমার যে ছয় সহোদর আছেন তাঁহাদের মধ্যে আমি এই গুণে অধিক বিখ্যাত, এই জন্য সকলে আমাকে মৌনী খ্যাতি দিয়াছেন। রাজা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিলেন তুমি এই খ্যাতির উপযুক্ত পাত্র বট, কিন্তু তোমার সহোদরেরা কি প্রকার মনুষ্য বল দেখি, তাহারা কি সকলে তোমার ন্যায় পরিমিতভাষী নহে। আমি কহিলাম মহারাজ তাঁহারা আমার ন্যায় স্বল্পভাষী নহেন, তাঁহারা অনেক অনর্থক বকিয়া থাকেন, এবং আমার ও তাহাদের অবয়বে অনেক প্রভেদ আছে। জ্যেষ্ঠ সহোদর কুব্জ, দ্বিতীয় অদন্ত, তৃতীয় এক চক্ষু অন্ধ, চতুর্থ জন্মান্ধ, পঞ্চমের কর্ণ কাটা, এবং ষষ্ঠের খরগোসের ন্যায় ওষ্ঠাধর। ইহাদের কাহিনী অতি চমৎকার। অনন্তর আমি সহোদরগণের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

নরসুন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা।

আমি বলিলাম মহারাজ, আমার অগ্রজ সহোদর কুব্জ, তাঁহার নাম বাকবৌক, তিনি দরজির ব্যবসায় করিতেন। প্রথম কর্ম্ম-শিক্ষার পর তিনি একখানি দোকান করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্ম কার্য্য এমন অধিক ছিল না যে তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হয়। অগ্রজের কর্ম্মালয়ের সম্মুখে ময়দা প্রস্তুত করিবার এক কল ছিল, তদধ্যক্ষ অতিশয় ধনবান্ ছিলেন, তাঁহার পরমসুন্দরী এক স্ত্রী ছিল। এক দিবস বাকবৌক দোকানে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছেন ইতিমধ্যে যন্ত্রাধ্যক্ষের ভার্য্যা গবাক্ষের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। ভায়া হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া একবারে চঞ্চল-চিত্ত হইলেন। যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, না দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। ভায়া সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস গবাক্ষ লক্ষ্যে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, পর দিনও পুনর্দ্দর্শন হইল না। তৃতীয় দিবস যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা গবাক্ষের নিকট আসিয়া ভায়ার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিল। ভায়া বারম্বার তাহার প্রতি দৃষ্টি করাতে, নারী তাহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিল, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, তাহাকে লইয়া কৌতুক করে এই অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি চাহিয়া হাস্য করিল, ভায়াও হাস্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অধ্যক্ষের ভার্য্যা গবাক্ষ হইতে যাইয়া আপনার পোশাকের নমুনা ও একখান জরির বুটাদার বস্ত্র এক রুমালে জড়াইয়া পরিচারিণীর দ্বারা তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিল। দাসী তাহা ভায়াকে দিয়া বলিল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর এই আদর্শের ন্যায় এক প্রস্থ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণের প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি যদি এই পোশাক সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে পার তবে তিনি সর্ব্বদা তোমাকে আপন কর্ম্ম কার্য্য দিবেন, তাহাতে তোমার অনেক লভ্য হইবে। এই কথাতে বাকবৌক বিবেচনা করিলেন তাহার প্রতি যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতার অনুরাগ হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া দাসীকে

বলিলেন আমি সকল কর্ম্ম রাখিয়া এই কর্ম্মে লাগিলাম, কল্য প্রাতে পোশাক প্রস্তুত হইবে।

অনন্তর ভ্রাতা সমস্ত রাত্রি শ্রম করিয়া পোশাক প্রস্তুত করিলেন। প্রত্যুষে দাসী আসিলে ঐ বস্ত্র উত্তমরূপে ভাঁজ করিয়া তাহার হস্তে দিলেন। দাসী তাহা লইয়া গেল, কিন্তু যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল একটা কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে তুমি কেমন ছিলে, তিনি সমস্ত নিশি নিদ্রা যান নাই। ভায়া কহিলেন তোমার ঠাকুরাণী কেবল কল্য রাত্রি নিদ্রা যান নাই, আমি গত চারি রাত্রির মধ্যে একবার চক্ষু মুদিত করি নাই, এ কথা তাঁহাকে অবশ্য বলিও।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধাত্রী আর একখান শাটিন বস্ত্র আনিয়া ভায়ার হস্তে দিয়া কহিল তুমি যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ তাহা ঠাকু- রাণীর অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পোশাকের ভিতরে পরি- বার কামিজ নাই, তজ্জন্য এই শাটীন পাঠাইয়া দিলেন, অতএব শীঘ্র একটা কামিজ প্রস্তুত করিয়া দাও। বাকবৌক কহিলেন আমি ইহা এখনি আরম্ভ করিতেছি, দোকান বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিব। অনন্তর অনবরত শ্রম করিয়া ঐ কামিজ প্রস্তুত করিলেন। দিবাবসানে দাসী তাহা লইতে আসিল, কিন্তু তাহার পরিশ্রমের পারিতোষিক অথবা পোশাকের মগজির কাপ- ড়ের জন্য ভায়া যে ঋণ করিয়াছিলেন তাহার কড়িপাতি কিছুই দিল না। ভায়া বেগার খাটিয়া রাত্রে পুনর্ব্বার কর্জ্জ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিলেন।

পর দিবস ভায়া দোকানে আসিলে, দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল তুমি যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলে, ঠাকুরাণী কর্ত্তা মহাশয়কে তাহা দেখাইয়া তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কর্ত্তা মহা- শয় ইহা শুনিয়া তোমাকে ডাকিতে বলিলেন, তাঁহার কাজকর্ম্মও তোমাকে করিতে হইবে। এই কথায় বাকবৌক যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকটে

থান বস্ত্র দিয়া বলিলেন তুমি দিব্য কারিকর, এই কাপড় লইয়া আমাকে কুড়িটা কামিজ প্রস্তুত করিয়া দাও। এই কামিজ প্রস্তুত করিতে ভায়ার পাঁচ ছয় দিবস পরিশ্রম হইল। তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলে যন্ত্রাধ্যক্ষ আর এক থান বস্ত্র দিয়া বলিলেন ইহাতে কুড়িটা পাজামা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা প্রস্তুত হইলে পর যন্ত্রাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার শ্রমের পারিতোষিক কি দিব। বাকবৌক বলিলেন কুড়িটী মুদ্রা পাইলে আমি সন্তুষ্ট হই। যন্ত্রাধ্যক্ষ তখনি দাসীকে ডাকাইয়া টাকা তৌল করিবার নিক্তি আনয়ন করিতে বলিলেন। দাসী পূর্ব্বে শিক্ষিতা হইয়াছিল, ভায়ার প্রতি সকোপে বলিল, একবারে এত টাকাতে তোমার কি প্রয়োজন আছে, সকল টাকা একবারে লইয়া উড়াইয়া দিবে, টাকা এখানে থাকিলে কি জলে পড়িবে, কর্ত্তার স্থানে জমা থাকুক। ভায়া এই কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একটি টাকাও লইলেন না, অথচ টাকার এমন প্রয়োজন যে সেলাই করিবার সূতার জন্য অন্যের নিকটে ভিক্ষা করিতে হয়। ভ্রাতা রুক্ষহস্তে অধ্যক্ষের নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া, জঠর জ্বালা নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া আমার সমীপে আসিলেন। আমি কয়েকটী পয়সা দিলাম, তাহাতে কয়েক দিবস আহারাদি চলিল। যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা ভ্রাতাকে কেবল এই প্রকার বঞ্চনা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না। ভ্রাতা তাহার সঙ্গে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এই অপরাধের জন্য স্বামিকে বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রতিফল প্রদান করিল। তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ এক দিবস ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাদৃচ্ছিক রূপে আহারাদি করাইয়া বলিলেন ওহে মিত্র রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন কোথায় যাইবে, অদ্য এইখানে থাক। ইহা বলিয়া কলঘরে একটা সামান্য শয্যাতে শয়ন করিতে দিয়া, আপনি স্বীয় শয়নাগারে গিয়া পল্যঙ্কে শয়ন করিলেন। কতক রাত্রি গতে উঠিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন ওহে ভাই তুমি কি নিদ্রা যাইতেছ, অদ্য আমার ... ময়দা চাই, অদ্য রাত্রে তাহা

প্রস্তুত না করিলে নয়, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যদি কলটা ঘুরাও তবে চরিতার্থ হই। বাকবৌক বলিলেন তাহার বাধা কি, কিন্তু কি রূপে কল ঘুরাইতে হয় আমি তাহা জানি না, আমাকে দেখাইয়া দেউন। অধ্যক্ষ বলদকে যে প্রকারে বন্ধন করিত সেই প্রকারে তাহার কটিদেশে রজ্জু বন্ধন করিলেন, পরে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়া বলিলেন টান ভাই। দরজি কহিলেন মহাশয় প্রহার কেন করিতেছেন। অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন বলদের পৃষ্ঠে বাড়ি না পড়িলে বলদ বেগে চলে না, এজন্য মারিতেছি। এই কথা শুনিয়া বাকবৌক অবাক। কিন্তু কি করেন, কোন কথা না বলিয়া পাঁচ সাত পাক ঘুরাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অধ্যক্ষ আর দশ বারো ঘা চাবুক মারিয়া বলিলেন সাবাস ভাই সাবাস, জোর করিয়া টান, থামিও না থামিও না, থামিলে কল নষ্ট হইবে। এই প্রকারে যন্ত্রাধ্যক্ষ সমস্ত রাত্রি ভ্রাতাকে কল টানাইলেন। প্রভাতে তাহাকে সেই প্রকার কলে বদ্ধ রাখিয়া, স্বীয় বনিতার নিকটে গেলেন, ভ্রাতা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তদবস্থায় রহিলেন, পরে দাসী আসিয়া তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল আহা কর্ত্তা মহাশয় কি নিষ্ঠুর, তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী কি পর্য্যন্ত বিলাপ করিতেছেন তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। দুর্ভগা দরজি সমস্ত রাত্রি ভ্রমণে ও প্রহারে কাতর হইয়াছিলেন, কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে আপন আবাসে আসিলেন, এবং শপথ করিলেন যে কখন যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতার নামটীও করিব না।

নরসুন্দর কহিল এই গল্প শুনিয়া রাজা সহাস্য বদনে আমাকে বলিলেন তোমার অন্য সহোদরগণের বিবরণ কি। আমি কহিতে লাগিলাম।

নরসুন্দরের দ্বিতীয় ভ্রাতার কথা।

নরসুন্দর বলিল আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা বাকবারা দন্তহীন ছিলেন। এক দিবস তিনি একটা গলি দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ এক প্রাচীন স্ত্রীলোক তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল ওহে পথিক তুমি একবার দাঁড়াও, কোন কথা আছে। ভ্রাতা জিজ্ঞাসিলেন কি কথা। বর্ষীয়সী বলিল তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে এক দিব্য অট্টালিকাতে লইয়া যাইতেছি, তথায় এক যুবতী আছেন, তাঁহার রূপ লাবণ্যের কথা কি কহিব, রূপের আভা প্রভাকরের প্রভাপেক্ষা দেদীপ্যমান, তিনি তোমাকে পাইলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন, তুমিও তাহার সহিত আহার বিহারে পরিতুষ্ট হইবে। সোদর বলিলেন তুমি বিদ্রূপ করিতেছ, কি সত্য। প্রাচীনা উত্তর করিল বিদ্রূপের প্রয়োজন কি, তোমাকে যাহা কহিলাম যথার্থ, তুমি আমার সঙ্গে আইস, কিন্তু তোমাকে অগ্রে বলিয়া রাখি, ঠাকুরাণীর সম্মুখে বিস্তর কথা কহিও না, তিনি যাহা বলেন তাহা তৎক্ষণাৎ করিও, তাহার অন্যথা করিও না। সোদর তাহা অঙ্গীকার করিয়া, প্রাচীনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কতক দূর যাইয়া বৃদ্ধা এক সুন্দর অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারে অনেক প্রহরী ছিল, তাহারা ভ্রাতাকে আটক করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু বৃদ্ধার কথাতে দ্বার ছাড়িয়া দিল। প্রাচীনা প্রাঙ্গন দিয়া যাইতে যাইতে ভায়াকে কহিল, দেখিও, তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহা যেন স্মরণ থাকে, ঠাকুরাণী সুশীলতা ও নম্র স্বভাবের বশীভূতা, যদি এই গুণে তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পার তবে যাহা বাঞ্ছা করিবে তাহা হইবে। ভায়া বুড়ির পরামর্শ শুনিয়া বলিলেন তাহার অন্যথা হইবে না।

বৃদ্ধা বাটীর ভিতর একটা অপূর্ব্ব গৃহে ভ্রাতাকে বসাইয়া, আপন ঠাকুরাণীকে সম্বাদ কহিতে গেল। ভ্রাতা জন্মাবধি কখন তদ্রূপ অট্টালিকাতে পদার্পণ করেন নাই, ঘরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া এক দৃষ্টে দৃষ্টি করিতে২ মনে মনে সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া আহ্লাদে ... পরম লাবণ্যবতী এক কামিনী

কয়েক জন বন্দিনী সমভিব্যাহারে হাস্য করিতে করিতে তথায় আসিল। ভ্রাতা মনে করিয়াছিলেন নারীর সঙ্গে নির্জ্জনে বাক্যালাপ হইবে, অতএব জনতা দেখিয়া বিপরীত বোধ করিলেন। কামিনী আসিয়া উপবেশন করিলে ভ্রাতা গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন। যুবতী তাহাকে আপন আসনের এক পার্শ্বে বসাইয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিল তোমাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, ইচ্ছা করি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক। ভ্রাতা বলিলেন আপনার সংসর্গে বাস করি, ইহাই আমার অভিলাষ। নারী কহিল তুমি রসিক পুরুষ বট, এবং তোমার বাক্যের আভাসে বোধ হইতেছে তোমার সঙ্গে আমরা সুখে কাল যাপন করিতে পারিব। ইহা বলিয়া তাহারা আহারীয় দ্রব্য আনিয়া ভ্রাতাকে উত্তমরূপে ভোজন পান করাইল। তদনন্তর বাদ্যযন্ত্রাদি আনাইয়া সঙ্গিনীগণকে সঙ্গীত করিতে ইঙ্গিত করিল। সখীগণ উত্তমরূপে গান বাদ্য করিল। তৎপরে নৃত্যারম্ভ হইল, এবং যুবতীও তাহাদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য সমাপনানন্তর যুবতী ভ্রাতাকে পুনর্ব্বার পার্শ্বে বসাইয়া তাহার সঙ্গে পরিহাস আরম্ভ করিলেন, ক্রমে ক্রমে চিমটি চড় চাপড় চলিল, পরে তাঁহার কর্ণমূলে এমত একটা মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে তাহাতে ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যুবতী তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। অনন্তর সকলে গোলাব ও চন্দনের দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সৌরভযুক্ত করিতে নিযুক্ত হইল। তাহাতে ভায়া আনন্দে অজ্ঞানপ্রায় হইলেন। পরে ঐ কামিনী এক জন বন্দিনীকে ডাকিয়া বলিলেন ইহাকে লইয়া গিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। ঐ বন্দিনীর সহিত বৃদ্ধাও আসিল। ভ্রাতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁগো ইহারা আমাকে লইয়া গিয়া কি করিবে। বৃদ্ধা মৃদুস্বরে বলিল তোমাকে স্ত্রীবেশে কেমন দেখায় ঠাকুরাণী তাহা দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন, অতএব এই দাসীর প্রতি আদেশ হইল তোমার গোপ কামাইয়া ভ্রূতে রঙ্গ দিয়া স্ত্রীবেশে এইখানে আনিবে।

তাহা ধুইয়া ফেলিলে উঠিয়া যাইবে, কিন্তু গোঁপ কামান হইবে না। প্রাচীন কহিল ইহাতে কোন কথা কহিও না, একটা তুচ্ছ গোঁপের নিমিত্ত তাবৎ সুখ নষ্ট করিবে, গোঁপ কাটাতে সুখের কি হানি হইবে। বাকবারা একথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। বন্দিনী তাহাকে কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া ভ্রূতে নীল রঙ্গ দিয়া গোঁপ কামাইয়া দিল, এবং দাড়িও কাটিতে উদ্যত হইল। তখন ভায়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন আমি দাড়ি কাটিতে দিব না। বন্দিনী বলিল দাড়ি না ফেলিলে গোঁপ কাটা ব্যর্থ, দাড়ি থাকিতে স্ত্রীমূর্ত্তি হইবে না। বর্ষীয়সী বলিল ইহা না করিলে কামিনীর কামনায় বঞ্চিত হইবে। সুতরাং ভায়া দাড়ি কাটিতে দিলেন। পরে রমণীবেশে তাহাকে সভায় আনিলে কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। সখীরাও হাসিতে হাসিতে কে কাহার গায়ে পড়িতে লাগিল। ইহাতে ভায়া অভব্য হইয়া রহিলেন। পরে কামিনী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল তুমি আমাকে সর্ব্বমতে তুষ্ট করিয়াছ, ইহাতে যদি তোমাকে ভাল না বাসি তবে আমি অতি অধমের মধ্যে গণনীয়া হইব, কিন্তু আর একটা কর্ম্ম আছে তাহাও তোমাকে করিতে হইবে, আমাদের সঙ্গে তুমি নৃত্য কর। ভায়া তাহা শুনিয়া নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নারীগণ তাঁহার নৃত্য দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হাসিতে লাগিল, এবং কৌতুকাভাসে কেহ চড় কেহ চাপড় মারিয়া তাঁহাকে একবারে বিমুগ্ধ করিল। বৃদ্ধা সেই সময়ে আসিয়া তাঁহাকে কাণে কাণে বলিল তোমার দুঃখের শেষ হইয়া আসিয়াছে, তুমি এ সব যন্ত্রণার পুরস্কার শীঘ্র পাইবে, কিন্তু তোমাকে আর একটি কর্ম্ম করিতে হইবে, ঠাকুরাণীর নিয়ম আছে যাহাদিগের সহিত প্রেমালাপ করেন তাহারা সকল বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল এক কামিজ মাত্র অঙ্গে রাখিয়া তাঁহার নিকটে যায়, ঠাকুরাণী কৌতুকভাবে তাহাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ঘরের মধ্যে দৌড়িয়া বেড়ান, যে পর্য্যন্ত তাহারা ধরিতে না পারে সে পর্য্যন্ত ধরা দেন না, ধরিলেই কামনা সিদ্ধি হয়, অতএব

নির্ব্বোধ ভ্রাতা যখন গোঁপ দাড়ি মুণ্ডন করিতে পারিলেন তখন একর্ম্ম করিবেন, আশ্চর্য্য কি। তৎক্ষণাৎ বিবস্ত্র হইয়া কেবল কামিজটা অঙ্গে রাখিলেন। যুবতীও তাবৎ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাজামা ও কাঁচুলি মাত্র অঙ্গে রাখিল। তৎপরে বিংশতি হস্ত অগ্র হইতে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। বাকবারা তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। নারী দৌড়িতে দৌড়িতে একটা অন্ধকার শুড়ি পথ দিয়া আর এক ঘরে গেল। বাকবারা অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে গিয়া একটা আলো দেখিয়া যেমন বাহির হইয়া পড়িলেন অমনি পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ হইল। ভায়া এই রূপে হতাশ্বাস হইয়া অতি কদাকার বেশে গৃহে আসিলেন।

নরসুন্দর কহিল হে মেদিনীপতে, এক্ষণে তৃতীয় ভ্রাতার কথা শুনুন।

নরসুন্দরের তৃতীয় সহোদরের কথা।

আমি কহিলাম মহারাজ আমার তৃতীয় সহোদরের নাম বাকবাক, তিনি জন্মান্ধ এবং তাঁহার এমন দুরবস্থা ছিল যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরান্ন করিতেন। অপর তাঁহার এই স্বভাব ছিল ভিক্ষার্থে যাইয়া দাতাগণের দ্বারে আঘাত করিতেন, দ্বার মুক্ত না করিয়া বাটীর ভিতর হইতে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন না। এক দিবস ভ্রাতা এক ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারাঘাত করিতেছেন, ইহাতে গৃহী বাটীর মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিল কে দ্বার ঠেলিতেছে। ভ্রাতা উত্তর না করিয়া অবিশ্রান্ত দ্বারাঘাত করিতে থাকিলেন। গৃহস্থ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতেও উত্তর দিলেন না। পরে বাটীর কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া উপর হইতে নীচে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাহ। বাকবাক বলিলেন আমি অন্ধ ভিক্ষুক। গৃহস্থ বলিল তবে তুমি আমার হস্ত

চলিলেন, মনে ভাবিলেন অবশ্য কিছু পাইব। কিন্তু গৃহী তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া তথায় হস্ত ছাডিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাহ। অন্ধ বলিলেন মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি ভিক্ষুক, কিঞ্চিৎ যাচঞা করি। গৃহপতি বলিল হে অন্ধ তোমাকে আমি কি দিব, পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তোমার দিব্য চক্ষু হউক। বাকবাক বলিলেন এই কথা দ্বার হইতে বলিয়া বিদায় করিলে ভাল ছিল, উপরে আনিয়া আমাকে কেন অনর্থক ক্লেশ দিলেন। গৃহাধ্যক্ষ সকোপে কহিল অরে পাপিষ্ঠ আমি উপর হইতে নীচে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম তাহাতে আমার ক্লেশ হইল না, তোর উপরে আসাতে ক্লেশ বোধ হইল। এখন এখান হইতে প্রস্থান কর। অন্ধ বলিলেন আমার যেমন কর্ম্ম তেমন প্রতিফল হইল, এখন আমাকে নীচে নামাইয়া দেউন আমি যাইতেছি। গৃহস্থ বলিল নীচে নামিবার সোপান রহিয়াছে আপনি নামিয়া যাও। ভ্রাতা কি করেন সিড়ি ধরিয়া নামিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হঠাৎ পদস্খলন হওয়াতে পড়িয়া গেলেন এবং সিড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে আসিয়া পড়িলেন, তাহাতে মস্তক ও পৃষ্ঠদেশে অতিশয় আঘাত লাগিল। গৃহপতি তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। পরে ভ্রাতা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া মন্থ্য করিতে করিতে বাটীর বাহিরে আসিলেন। এবং দুই জন অন্ধ সঙ্গীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

যে ব্যক্তির বাটীতে ভায়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন সে এক জন দস্যু। সে, তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া অন্ধদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অন্ধেরা কতক দূরে যাইয়া একটা বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবে এমত সময়ে দস্যুও সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে বাটীপ্রবেশ করিল, অন্ধগণ তাহা জানিতে পারিল না। তৎপরে তাহারা বাটীর ভিতরে একত্র বসিলে পর, দস্যু নিঃশব্দ হইয়া তাহাদের নিকটে বসিল। অন্ধেরা জানে তথায় আর কেহ নাই, অতএব আপনাদের ধনের বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিল। বাকবাক বলিলেন হে ভ্রাতৃগণ

বিশ্বাস করিয়া আমার নিকট রাখিতে দিয়াছ, আমিও তেমনি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি, বিশ্বাসের ব্যত্যয় হয় নাই। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, শেষবার যখন মুদ্রা গণনা করা যায় তখন সর্ব্বসমেত দশ সহস্র মুদ্রা হইয়াছিল, ঐ দশ সহস্র মুদ্রা তোড়াবন্দি করিয়া রাখিয়াছি, তাহার একটা তোড়াও কখন স্পর্শ করি নাই। ইহা বলিয়া হাতড়াইয়া২ কতগুলা জঞ্জালের ভিতর হইতে দশটা তোড়া একে একে অন্য দুই অন্ধের সম্মুখে আনিয়া, বলিল এই দেখ সেই দশসহস্র মুদ্রা তোড়াবন্দি রহিয়াছে, তোমরা হস্তে করিয়া ভারদ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ এক এক তোড়াতে সম্পূর্ণ সহস্র মুদ্রা আছে, যদি সন্দেহ হয় প্রত্যেক তোডা খুলিয়া মুদ্রা গণিয়া দেখ। তাঁহার অন্ধ সঙ্গিদ্বয় বলিল গণিবার আবশ্যক নাই, তোমার কথাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তদনন্তর একটা তোডা খুলিয়া আমার সহোদর দশটী মুদ্রা বাহির করিয়া লইলেন, এবং অন্য দুই অন্ধও স্ব স্ব অংশ দশ দশ মুদ্রা করিয়া লইল। তৎপরে তোড়া গুলিন যে স্থানে ছিল তথায় রাখিল। পরে এক জন অন্ধ বলিল অন্য খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই, আমি ভিক্ষা করিয়া যে সকল সামগ্রী আনিয়াছি তাহাতে তিন জনের যথেষ্ট আহার হইবে।

ইহা বলিয়া ঝুলি হইতে রুটি ও পনির ও ফল মূল বাহির করিয়া তিন জনে ভোজন করিতে লাগিল। দস্যু লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তন্মধ্য হইতে উত্তম উত্তম খাদ্য তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু আহার কালে মুখের শব্দ হইতে লাগিল। ঐ শব্দ শুনিয়া আমার সহোদর চীৎকারপূর্ব্বক অন্য দুই অন্ধকে বলিলেন ভাই আমাদিগের মধ্যে আর কে আসিয়াছে। এই কথা বলিয়াই অবিলম্বে বাহু বিস্তারপূর্ব্বক দস্যুকে ধরিয়া, চোর চোর বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অন্য দুই অন্ধও তাহার সহায়তা করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। দস্যু যথাসাধ্য আপনাকে রক্ষা করিল, কিন্তু সেও চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বাটীর মধ্যে এই গোল

দেখিল, চারি জনে জড়াজড়ি ও মারামারি করিতেছে। তাহাতে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তায়া বলিলেন এই যে বেটাকে ধরিয়া আছি এ বেটা চোর, আমাদের সঙ্গে গোপনভাবে বাটী প্রবেশ করিয়া, অনেক কষ্টে আমরা যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা অপহরণ করিবার মানস করিয়াছে।

দস্যু ইহার পূর্ব্বে চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল, প্রতিবাসিগণ আসিবা মাত্র চক্ষু মুদিত করিয়া অন্ধের ন্যায় হইয়া, বলিল হে প্রতিবাসিগণ এই বেটা বড় মিথ্যাবাদী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমিও ইহাদিগের এক জন সঙ্গী, আমার অংশের ধন বঞ্চনা করিয়া লইবার মানসে ইহারা প্রহার করিতেছে, তোমরা ইহার বিচার কর। প্রতিবাসিগণ তাহাদিগকে বিচারপতির নিকটে লইয়া গেল।

দস্যু বিচারালয়ে আনীত হইয়া বিচারকের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া, অন্ধের ন্যায় চক্ষুঃ মুদিত করিয়া বলিতে লাগিল হে বিচারপতে আপনি রাজপ্রতিনিধি, আপনাকে রাজ্যাধিপতি বিচারের ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা বলিতে পারিব না। আমরা চারি জনেই তুল্য পাপিষ্ঠ, আমরা পরস্পর সত্য করিয়াছি যে আমাদিগের কর্ম্ম কাণ্ড কাহার স্থানে প্রকাশ করিব না। অনন্তর বিচারক পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কথা বলিল না। তখন বিচারক তাহাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। দস্যু বিশ ত্রিশ ঘা বেত অনায়াসে সহ্য করিল, তৎপরে আর সহ্য করিতে পারে না এই ভঙ্গি করিয়া, অল্পে অল্পে চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া, দোহাই আর মারিও না, আর মারিও না, এই কথা বলিল। বিচারক দেখিলেন অন্ধ দুই চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। ইহাতে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন ওরে পাপিষ্ঠ এই অদ্ভুত ব্যাপারের ভাব কি। দস্যু বলিল ধর্ম্মাবতার যদি আপনি আঙ্গীকার করেন আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তাহা হইলে আমি আপনকার স্থানে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলি। বিচারক স্বীকার করিলেন,

দস্যুকে ক্ষমা করিবেন। তখন দস্যু কহিল মহাশয় আমরা কেহ বাস্তবিক অন্ধ নহি, সকলেরি দিব্য চক্ষু আছে, কিন্তু ছলান্ধ হইয়া বেড়াই, তাহার কারণ এই যে, ভদ্র লোক ও কুলকামিনীগণের গৃহে যাইয়া অনায়াসে অপহরণ করি। এই প্রকারে আমরা দশ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছি। অদ্য আমি সঙ্গিগণের নিকট আপন অংশের ২৫০০ মুদ্রা চাহিয়াছিলাম, ইহাতে, কি জানি তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া যদি আমি তাহাদের দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া দেই, এই ত্রাসে, ইহারা আমাকে মুদ্রা দিলেক না, এবং পুনঃ পুনঃ চাহাতে তিন জনে পড়িয়া নিগ্রহ করিয়া আমার অস্থি চূর্ণ করিয়াছে, প্রতিবাসিগণ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অতএব আপনি এইক্ষণে আমার যথার্থ প্রাপ্য ২৫০০ মুদ্রা ইহাদের নিকট হইতে দেওয়াইয়া দেউন। এবং ইহারা যথার্থ অন্ধ কি না যদি জানিতে চাহেন তবে, প্রহার করিতে আজ্ঞা দেউন।

নাপিত বলিতেছে, আমার ভ্রাতা এবং তাহার দুই অন্ধ সঙ্গী বিচারককে বিস্তর বুঝাইয়া কহিলেন যে, ঐ ব্যক্তি প্রতারক। কিন্ত বিচারক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া প্রহার আরম্ভ করাইলেন। তাহারা প্রকৃত অন্ধ, কি প্রকারে চক্ষুঃ মুক্ত করিবে, কিন্তু বিচারক ইহা বিবেচনা না করিয়া ভাবিলেন তাহারা দুষ্টতাপ্রযুক্ত চক্ষুঃ খুলিতেছে না, ইহাতে এক এক জনকে প্রায় দুই শত বেত্রাঘাত করাইলেন। প্রহার কালে দস্যু তাহাদিগকে বলিতে লাগিল ওরে মূর্খেরা তোরা চক্ষুঃ খোল্, কেন প্রহারিত হইয়া মরিতেছিস্, তাহার পরে বিচারকর্ত্তাকে বলিল মহাশয় ইহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে চক্ষুঃ প্রকাশ করিবে না; অতএব আর প্রহার করণ বিফল। যদি কোন ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন তবে যে স্থানে দশ সহস্র মুদ্রা লুক্কায়িত আছে তাহা আমি দেখাইয়া দেই। এই কথা শুনিয়া বিচারক তাহার সঙ্গে এক জন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। দস্যু ঐ ভৃত্যকে লইয়া অন্ধগণের আলয় হইতে দশ সহস্র মুদ্রা আন-

সাৎ করিলেন, এবং আমার সহোদরকে ও তাঁহার দুই সঙ্গিকে দেশান্তরিত করিয়া দিলেন।

অনন্তর আমি চতুর্থ সহোদরের বিবরণ আরম্ভ করিলাম।

নরসুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার কথা।

আমি কহিলাম মহারাজ আমার চতুর্থ সহোদরের নাম আলকৌজ, তাহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল। ঐ চক্ষু অন্ধ হইবার কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব। আমার ঐ ভ্রাতা মাংস বিক্রয় করিতেন। এক দিবস তাহার পণ্যালয়ে শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট এক প্রাচীন মনুষ্য আসিয়া তিন সের মাংস লইয়া কয়েকটি উত্তম উজ্জ্বল মুদ্রা দিল। ভায়া ঐ কয়েকটি মুদ্রা পাইয়া পরমানন্দ পূর্ব্বক সিন্দুক মধ্যে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। বৃদ্ধ ক্রমাগত পাঁচ মাস নিত্য নিত্য মাংস লইয়া সেই প্রকার মুদ্রা দিতে লাগিল এবং ভায়াও মুদ্রাগুলিন সেইরূপে স্বতন্ত্র করিয়া সিন্ধুকে রাখিতে লাগিলেন। পাঁচ মাস অতীত হইলে ভায়া কতকগুলা মেষ ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দিবার নিমিত্ত, বৃদ্ধের দত্ত মুদ্রা যে সিন্দুকে রাখিয়াছিলেন তাহা খুলিয়া দেখিলেন কতকগুলা পাতা পড়িয়া রহিয়াছে, মুদ্রা নাই। ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন, আর ক্রোধভাবে এই কথা বলিলেন সেই বুড়াবেটা কি আর কখন আসিবে না, একবার আসিলে হয়, তবে তাহাকে দেখি। এই কথা বলিতেছেন ইতিমধ্যে দেখিলেন প্রাচীন আসিতেছে। বৃদ্ধকে দর্শন করিবামাত্র ভায়া ধাবমান হইয়া তাহার কর ধারণপূর্ব্বক, দোহাই দোহাই এ বেটা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার চীৎকার ধ্বনিতে অনেক লোক একত্র হইল। ভায়া তাহাদিগকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন। বৃদ্ধ বলিল আমাকে ছাড়িয়া

অপমান করিব। আলকৌজ বলিলেন তুই কি অপমান করিবি, আমি তোর কি করিয়াছি। বৃদ্ধ কহিল তবে দেখিবে, ইহা বলিয়া পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে বিশিষ্টগণ এই ব্যক্তি মেষমাংস বলিয়া নরমাংস বিক্রয় করে, যদি এ কথায় প্রত্যয় না হয় তবে ইহার দোকানে চল, তথায় দেখিবে একটা মনুষ্য কাটিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে।

আলকৌজ ভায়া সিন্দুক খুলিবার পূর্ব্বে একটা মেষ ছেদনপূর্ব্বক নিশ্চর্ম্ম করিয়া বিক্রয় নিমিত্ত দোকানে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছিলেন। পথিকেরা বৃদ্ধের কথায় সন্দিহান হইয়া ভ্রাতাকে লইয়া তাহার বিপণিতে গেল, সেখানে গিয়া দেখিল বাস্তবিক একটা মস্তকহীন মনুষ্য ঝুলান রহিয়াছে, তাহার কারণ, ঐ প্রাচীন ব্যক্তি যাদুবিদ্যা জানিত। অনন্তর ঐ নরাঙ্গ দৃষ্টে এক জন পথিক ভায়ার কর্ণমূলে মুষ্ট্যাঘাত করিল, এবং বৃদ্ধও এমন এক চাপড় মারিল যে তাহাতে তাহার একটি চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। আর সকলেই চড় চাপড় কীল মারিতে লাগিল। তৎপরে মনুষ্যাকার শব সহিত তাহাকে বিচারস্থলীতে লইয়া গেল, এবং কাজিকে যে যাহা বলিল তিনি সমুদায়ই বিশ্বাস করিলেন। ভায়া বৃদ্ধদত্ত কৃত্রিম মুদ্রার কথা বলিলেন, কিন্তু কাজি তাহা প্রত্যয় করিলেন না, বরঞ্চ তাহাকেই প্রতারক বিবেচনা করিয়া, পাঁচ শত বেত্রাঘাতের আজ্ঞা দিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া দিলেন।

আলকৌজ এইরূপ দুরবস্থ হইয়া কিছু দিন নগরের প্রান্ত ভাগে থাকিলেন। তথায় পৃষ্ঠের ক্ষত সকল ঔষধদ্বারা শুষ্ক হইলে, অন্য এক অপরিচিত নগরে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। এক দিন নগর ভ্রমণে যাইয়া দেখিলেন কতকগুলা অশ্বারোহী মনুষ্য তাঁহার দিকে বেগে আসিতেছে। তাহাতে মনে ভাবিলেন বুঝি আমাকে ধরিতে আসিতেছে, সেই ভয়ে সম্মুখবর্ত্তী একটা বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাঙ্গনে গিয়াছেন, এমন সময়ে বাটীর দুই জন ভৃত্য তাহার গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক বলিল, পরমেশ্বর ধন্য, তুই বেটা

আপনি আসিয়া ধরা দিলি, ইহা বড় মঙ্গলের বিষয়, তোর দৌরাত্ম্যে আমাদের তিন দিবস নিদ্রা হয় নাই। আলকৌজ বলিলেন হে ভ্রাতৃগণ তোমরা কি বলিতেছ, যাহাকে মনে করিয়া আমাকে ধরিয়াছ আমি সে ব্যক্তি নহি, তোমাদের ভ্রম হইয়াছে। ভৃত্যেরা কহিল হাঁরে বেটা তাই বটে, তুই আর তোর সঙ্গী বেটারা আমাদের প্রভুর যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, কেবল তাঁহাকে ভিক্ষুক করিয়াছিস্ এমত নহে তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে মনন করিয়াছিলি, দেখি দেখি যে শস্ত্র লইয়া তুই কল্য রাত্রে আমাদিগকে সংহার করিতে আসিয়াছিলি সে অস্ত্র তোর বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত আছে কি না। ইহা বলিয়া তাঁহার বস্ত্র অন্বেষণ করিতে করিতে, এক খান ছুরিকা দেখিয়া, চিৎকারপূর্ব্বক কহিল ওরে বেটা তুই না কি চোর নয়। ইহা কহিয়া তাহাকে যথোচিত প্রহার করিতে লাগিল, পরে বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইতে লইতে তাহার পৃষ্ঠদেশে বেত্রের চিহ্ন দেখিয়া, আরো প্রহার আরম্ভ করিল, আর বলিল ওরে কুকুর তোর পৃষ্ঠ চোরের পৃষ্ঠের ন্যায়, ইহা দেখিয়া তোরে কে ভদ্র লোক জ্ঞান করিবে।

অনন্তর ঐ দুই ভৃত্য তাহাকে কাজির নিকটে লইয়া গেল। কাজি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন ওরে নরাধম, তুই ইহাদিগের বাটীপ্রবেশ করিয়া ছুরিকাঘাতে ইহাদিগকে নষ্ট করিতে গিয়াছিলি, তোর কি সাহস। আলকৌজ কহিলেন ধর্ম্মাবতার আমি কোন প্রকারে দোষী নহি, কিন্তু আমা অপেক্ষা দুর্ভাগা এ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এক জন ভৃত্য কহিল হে বিচারপতে যে ব্যক্তি অপরের বাটী প্রবেশ করিয়া লোকের শিরশ্ছেদ করিতে যায় তাহার কথা কি গ্রাহ্য হইতে পারে, যদি আমাদিগের কথায় বিশ্বাস না হয় তবে ইহার পৃষ্ঠ খুলিয়া দেখুন। ইহা বলিয়া পৃষ্ঠের বস্ত্র তুলিয়া দিল। কাজি দেখিলেন তাহার পৃষ্ঠে বেত্রের চিহ্ন আছে, অতএব অন্য প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার স্কন্ধ দ্বয়ে এক শত বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে নগর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

নরসুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার কথা।

আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আলনস্কর, তিনি পিতার জীবদ্দশাবধি অতিশয় অলস ছিলেন, আপন দিনপাতের জন্যও কোন কর্ম্ম কার্য্য করিতেন না। এক এক দিন সন্ধ্যার সময় ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ভিক্ষা করিয়া যে কিছু পাইতেন পর দিন ঘরে বসিয়া খাইতেন। আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সাত শত মুদ্রা আমরা প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকে এক এক শত টাকা পাইলাম।

আলনস্কর জন্মাবধি এক শত মুদ্রা কখন চক্ষে দেখেন নাই, তাহাতে ঐ মুদ্রা পাইয়া কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। পরে কাচের সামগ্রীর ব্যবসায় করিতে মানস করিয়া, এক মহাজনের নিকট গ্লাস বোতল ইত্যাদি নানাবিধ কাচের দ্রব্য ক্রয় করিলেন। পরে একখান ক্ষুদ্র দোকান লইয়া ঐ সকল দ্রব্য এক চাঙ্গারিতে সাজাইলেন, এবং ঐ চাঙ্গারি সম্মুখে রাখিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া ক্রেতার অপেক্ষায় থাকিলেন। আর মনে মনে লভ্যের বিষয় কল্পনা করিয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন "এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে অবশ্যই দুই শত টাকা হইবে, তাহাতে পুনর্ব্বার এই প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিব। এইরূপ পাঁচ সাত বার ক্রয় বিক্রয় করিলে, দশ সহস্র মুদ্রা হইতে পারিবে। তাহা হইলে জওহরের ব্যবসায় করিব, আর ভূমি ক্রয় করিব, তাহাতে ক্রমে ক্রমে এক লক্ষ টাকা হইবে। লক্ষপতি হইলে মন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিব, তখন মন্ত্রী অবশ্য যত্নপূর্ব্বক বিবাহ দিবেন। তৎপরে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া বহুমূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত করিব। এবং মন্ত্রীও তাঁহার কন্যাকে যথোচিত বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য যৌতুক দিবেন। কিন্তু বিবাহ হইলে পর আমি মন্ত্রীর কন্যাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিব, তাহাতে মন্ত্রি-সুতা কতাঞ্জলিপূর্ব্বক আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিবে, আমি

করিব।” আলনস্কর এই প্রকার মনে মনে তন্ময় হইয়া, মন্ত্রিকন্যা যেন সম্মুখে আছে এই অনুমানে তাহাকে পদাঘাত করিলেন, অমনি চাঙ্গারির উপরে আঘাত লাগাতে, চাঙ্গারিখান একবারে রাস্তায় গিয়া পড়িল এবং তাবৎ কাচের দ্রব্য চূর্ণ হইয়া গেল।

এক জন দরজি ঐ দোকানের নিকটে বসিয়াছিল, সে ভ্রাতার এই মনোবিলসিতের কথা শুনিয়া, চাঙ্গারি পড়িবামাত্র মহাহাস্যপূর্ব্বক বলিল, হায় হায়, তুমি কি নির্দ্দয় পুরুষ, কামিনী কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে কি এরূপে পদাঘাত করিতে হয়, আর এমন সুন্দরী ও পরমলাবণ্যবতীর অশ্রুপাতে তোমার কি কিছুমাত্র দয়া হইল না! আমি যদি মন্ত্রী হইতাম তবে তোমাকে এক শত কোড়া মারিতাম।

এই অচিন্তনীয় ঘটনার পর ভ্রাতার জ্ঞানোদয় হইলে, যখন দেখিলেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তখন আপন গণ্ডে অসংখ্য করাঘাত করিয়া, আর্ত্তস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া পথিকগণ পণ্যালয়ের সম্মুখে জনতা করিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে এক সম্ভ্রান্ত রমণী উত্তম বেশভূষা করিয়া অশ্বতরী আরোহণে ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, ভায়ার ক্রন্দন শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন এ ব্যক্তি কে, ইহার কি হইয়াছে। পথিকেরা কহিল এ ব্যক্তি নির্ধন পুরুষ, কতক গুলি কাচের বাসন ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থ দোকানে রাখিয়াছিল, দৈবাৎ চাঙ্গারি পড়িয়া তাবৎ বাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ঐ নারী আপনার সমভিব্যাহারি নপুংসককে ইঙ্গিত করাতে, সে আমার ভ্রাতাকে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা দিল। আলনস্কর ঐ ধনপ্রাপ্তে মহানন্দে রমণীকে ধন্যবাদ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে আসিলেন।

আলনস্কর গৃহে বসিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বিবিধ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাটীর মধ্যে আসিয়া ভায়াকে কহিল পুত্র, তোমার নিকট আমার এক যাচ্ঞা আছে, নমাজের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি যদি আমাকে কিঞ্চিৎ জল দাও তবে হস্তাদি প্রক্ষা-

আনিয়া জল দিলেন। নারী হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া নমাজারম্ভ করিল। ভ্রাতা ধনচিন্তাতেই মগ্ন, যে মোহরগুলি পাইয়াছিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে থাকে এজন্য একটী গাঁজিয়াতে রাখিলেন। প্রাচীনা নমাজ করিতে করিতে তাহা দেখিল। নমাজ সমাপন হইলে বর্ষীয়সী ভায়ার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ভায়া তাহার দরিদ্র-বেশ দেখিয়া একটি মুদ্রা দিতে গেলেন, কিন্তু বৃদ্ধা তাহাতে ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক বলিল তুমি কি আমাকে নিতান্ত ভিক্ষুক জানিয়াছ, আমি যে যুবতীর কাছে থাকি তিনি যেমন রূপবতী তেমনি ধনবতী, তাঁহার নিকটে থাকিয়া আমার কোন বিষয়ের অভাব নাই। আলনস্কর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সেই কামিনীকে আমায় দেখাইতে পার কি না। বৃদ্ধা বলিল তাহার আশ্চর্য্য কি, তিনি তোমাকে পাইলে পরম সমাদর করিবেন, এবং, বোধ হয়, তোমাকে বিবাহ করিয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব তোমার হস্তে অর্পণপূর্ব্বক আজ্ঞাকারিণী হইয়া থাকিবেন। যদি এমন সৌভাগ্য বাঞ্ছা কর তবে আমার সঙ্গে আইস। ভ্রাতা বর্ষীয়সীর কথায় আহ্লাদে পুলকিত হইয়া স্বর্ণমুদ্রার থলি কটিদেশে বান্ধিয়া প্রাচীনার সঙ্গে চলিলেন।

কতক দূর গিয়া বৃদ্ধা একটা বৃহৎ বাটী প্রবেশ করিয়া, ভায়াকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইল। গৃহের শোভা দেখিয়া ভায়ার বোধ হইল তাঁহার ভাবি ভার্য্যা সামান্য হইবে না। ক্ষণেক পরে দেখিলেন নানা অলঙ্কারে ভূষিতা এক নবীনা তরুণী তথায় আসিতেছে, তদ্দৃষ্টে ভায়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নারী ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক ভায়ার কর ধরিয়া বসাইয়া, আপনি তাঁহার পার্শ্বে বসিল, বলিল তোমাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রফুল্লা হইলাম। আমাকে পাণি প্রদান কর। ইহা বলিয়া তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক অন্য এক আগারে লইয়া গেল। সেখানে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া বলিল তুমি ক্ষণেককাল বিশ্রাম কর, আমি এখনি আসিতেছি। ইহা বলিয়া তথা-হইতে প্রস্থান করিল।

আলনস্কর যুবতীর আসার আশায় বসিয়া থাকিলেন, কিন্তু সে

কামিনী না আসিয়া, খড়্গহস্ত দীর্ঘাকার এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আসিয়া, তাঁহাকে বিবস্ত্রকরণ পূর্ব্বক স্বর্ণমুদ্রা হরণ করিয়া, খড়্গ দ্বারা আঘাত করিল, ভ্রাতা খড়্গাঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, জীবনাবসান হইয়াছে এই অনুমানে ঐ ব্যক্তি তাঁহার আহত স্থান লবণ দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল। ইহাতে যদিও বিজাতীয় যাতনা হইল তথাপি ভায়া শবের ন্যায় পড়িয়া থাকিলেন। তাহা দেখিয়া সে ব্যক্তি তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহার একটা পা ধরিয়া টানিয়া অন্তঃপুরস্থ দ্বার খুলিয়া, মনুষ্যের শবে পরিপূর্ণ এক গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। ভ্রাতা তখন পর্য্যন্ত কাল প্রাপ্ত হন নাই, বিশেষতঃ তাঁহার আহত স্থান লবণ দ্বারা মর্দ্দিত হওয়াতে হঠাৎ মৃত্যুর প্রতিরোধ হইয়াছিল, এবং তাহাই তাঁহার জীবনরক্ষার কারণ হইল। অতএব ক্রমে ক্রমে বল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা, দুই দিবসের পর খড়কির দ্বার খুলিয়া রাত্রিযোগে সেই বাটী হইতে বাহির হইয়া, প্রত্যুষে আমার নিকটে আসিয়া তাবদ্বিবরণ কহিলেন।

আমি ঔষধ দ্বারা তাঁহার ক্ষত স্থান সকল আরাম করিয়া দিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলাম ঐ পাপিষ্ঠদিগের শাস্তি দিতে হইবে। অতএব পাঁচ শত টাকা ধরে এমন একটী থলিয়া প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ভাঙ্গা কাচ পুরিয়া, ভায়াকে দিলাম। ভায়া আমার পরামর্শানুসারে ঐ থলিয়া কটিদেশে বন্ধন করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক, বস্ত্রের ভিতর একখান তীক্ষ্ণ অস্ত্র গোপনভাবে লইয়া, গলি গলি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস সেই প্রাচীনা শিকার অনুসন্ধানে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া ভ্রাতা বামাস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ গো জননি তোমার স্থানে নিক্তি আছে, আমাকে একবার দিতে পার, আমি পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছি, আমার নিকট পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাহা ওজন করিয়া দেখিব, ঠিক আছে কি না। প্রাচীনা কহিল তাহার চিন্তা কি, আমার সঙ্গে আইস, আমার এক পুত্র বনিকের ব্যবসায় করে, তাহার নিকটে তোমাকে লইয়া যাই, সে আপন হস্তে তোমার টাকা তৌল করিয়া দিবে। এই

কথা শুনিয়া ভ্রাতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বুড়ী তাঁহাকে সেই বাটীতে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইয়া বলিল, তুমি ক্ষণকাল এই স্থানে থাক, আমি পুত্রকে ডাকিয়া আনিতেছি, ইহা বলিয়া চলিয়া গেল। পরে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাহার পুত্রচ্ছলে আসিয়া বলিল ওগো বিদেশিনী তুমি উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস। আলনস্কর উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে, ধীরে ধীরে অস্ত্র নিষ্কোষ করিয়া তাহার গলদেশে এমত আঘাত করিলেন যে তাহার মস্তক ও শরীর একবারে দুই খণ্ড হইয়া পড়িল। ভ্রাতা তাহার কাটামুণ্ড এক হস্তে ও শবটা অন্য হস্তে করিয়া খিড়কির দ্বার খুলিয়া সেই গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর সেই প্রাচীনা ও গ্রীশদেশীয় দাসীকে সেই রূপে যমপুরী প্রেরণ করিলেন। তখন নারী একাকিনী মাত্র রহিল। সে এ সকল ব্যাপার কতক অবগত হইয়াছিল, অতএব ভ্রাতা অস্ত্র হস্তে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রমণী ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া ভায়ার পদানত হইল। ভায়া তাহাকে অভয় দানে নির্ভয় করিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে সুন্দরি তুমি এমত অসৎ সংসর্গে বাস কর, ইহার কারণ কি।

নারী বলিল আমি এক ভদ্র বণিকের বনিতা ছিলাম, সতীত্ব-নাশিনী ব্যভিচারিণী প্রাচীনা কখন২ প্রতিবাসিনীর ন্যায় আমার নিকট যাইত, আমি তাহার অসদভিপ্রায় কিছুই জানিতে পারি নাই। এক দিবস সে আমাকে বলিল অদ্য আমাদিগের আলয়ে মহাসমা-রোহে বিবাহ হইবে, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া অধিষ্ঠাত্রী হন তবে কৃতার্থ হই। আমি ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া, যৌতুকার্থ কতক গুলি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাহার সঙ্গে এই বাটীতে আসিলাম। তদবধি তিন বৎসর ঐ কাফরী বলপূর্ব্বক আমাকে এখানে রাখিয়াছে। আমি অবলা দুর্ব্বলা, কি করি, নিরুপায় হইয়া এখানে আছি। আল-নস্কর কহিলেন বোধ হয় কাফরী দস্যুবৃত্তি দ্বারা অনেক ধনোপা-র্জ্জন করিয়া থাকিবে। রমণী বলিল হাঁ করিয়াছে, তুমি যদি ঐ সকল ধন লইয়া যাইতে পার তবে অতিশয় ধনবান হইবে, আইস,

সেই সকল ধন তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি। ইহা বলিয়া আল-নস্করকে একটা কুঠরিতে লইলা গেল। সেখানে ভায়া কতকগুলা সিন্দুক স্বর্ণে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নারী কহিল আর বিলম্ব করিও না, বাহক আনিয়া শীঘ্র এই সমস্ত ধন লইয়া যাও, এই কথা আর ভায়াকে দ্বিতীয় বার বলিতে হইল না, তিনি ধনলোভে লোলুপ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহকান্বেষণে গেলেন, এবং অধিক বাহকের অপেক্ষায় বিলম্ব না করিয়া দশ জন মাত্র বাহক আনিলেন। কিন্তু আসিয়া দেখেন দ্বার উদ্‌ঘাটিত, নারী ও স্বর্ণের সিন্দুক কিছুই নাই। ইহাতে ভায়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। যাহা হউক, রুক্ষহস্তে যাইব না, এই মনে করিয়া, বাটীর মধ্যে যে সকল তৈজসাদি ছিল তাহাই বাহকদিগের মস্তকে দিয়া আপন বাটীতে লইয়া আসিতে লাগিলেন। বাটীর মধ্যে বাহকদিগের গতিবিধি দেখিয়া প্রতিবাসিদিগের সন্দেহ হইল, তাহাতে তাহারা কাজির নিকটে সংবাদ দিল।

আলনস্কর সে রাত্রি অতি আনন্দে নিদ্রা গেলেন, কিন্তু পর দিন যখন গৃহ হইতে বাহির হন, তখন বিংশতি জন পদাতিক তাঁহাকে ধরিয়া কাজির নিকট লইয়া গেল। আলনস্কর বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কল্য রাত্রে যে সকল দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছ তাহা কোথায়। ভায়া বলিলেন সে সকল দ্রব্য আমার আলয়ে আছে। অনন্তর তিনি ঐ সকল কথা বিচারপতির স্থানে অবিকল নিবেদন করিলেন। বিচারক ভৃত্যগণদ্বারা যাবৎ দ্রব্যাদি আনাইয়া গৃহযাত করিলেন, এবং ভায়াকে দূর করিয়া দিলেন।

নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার কথা।

আমি বলিলাম মহারাজ! আমার ষষ্ঠ ভ্রাতা সাকাবাকের খরগোশের ন্যায় ওষ্ঠ ছিল। তিনি প্রথমাবস্থায় বৈষয়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে

হইয়াছিল। শেষাবস্থায় কতকগুলিন মক্কাযাত্রির সমভিব্যাহারে তীর্থে গমন করিলেন। কিন্তু পথি মধ্যে দস্যুগণ যাত্রিদিগকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদের ধনাপহরণ বাসনায় বিধিমত যন্ত্রণা দিল। ভায়া ঐ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, দস্যুদিগকে বলিলেন তোমরা আমাকে কেন অনর্থক যন্ত্রণা দিতেছ, আমার নিকট এক কপর্দ্দকও নাই যে তাহা তোমাদিগকে দিয়া মুক্ত হই, তবে আমি তোমাদের আজ্ঞাধীন, যদি বাঞ্ছা হয় আমাকে বিক্রয় কর। দস্যু-দলপতি ধনাশায় নিরাশ হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক একখান ছোরা লইয়া ভ্রাতার ওষ্ঠ চ্ছেদ করিল, তাহাতেই তাহার ওষ্ঠাধর খরগোশের ন্যায় হইল। তদনন্তর তাহাকে চিরদাস করিয়া বাটীতে রাখিল। দস্যুপতির এক পরম সুন্দরী ভার্য্যা ছিল, সে পতির স্থানান্তর গমন কালে ভায়াকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিত এবং পাকে প্রকারে জানাইত সে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু ভায়া তাহাতে বিপদ আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত থাকিতেন, তথাপি দস্যুজায়া তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করিত। এক দিন দস্যুকামিনী স্বামীর সাক্ষাতেই সেইরূপ বিদ্রূপ করিল। ভায়া তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। দস্যুপতি তাহা দেখিয়া খড়্গদ্বারা ভায়ার সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত করিয়া, উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইয়া, এক অরণ্যস্থ পর্ব্বতে রাখিয়া আসিল। ঐ পর্ব্বত বোগ্দাদে আসিবার পথের নিকটস্থ, অতএব পথিক লোকেরা তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়া আমাকে তাবৎ বিবরণ বলিল, আমি যাইয়া দুর্ভাগ্য ভ্রাতাকে তদবস্থায় গৃহে আনিয়া রাখিলাম।

এই গল্প সমাপন করিয়া নরসুন্দর বলিল, মানষ্টনসরবিলা ভূপতি এই সকল বিবরণ শুনিয়া, অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমাকে বলিলেন তোমাকে যে মৌনীখ্যাতি দিয়াছে, তুমি তাহার যোগ্য পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি তুমি এই দেশ একবারে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান কর, এস্থানে কদাচ আসিও না। আমি কি করি, রাজাজ্ঞায় এক বৎসর দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিলাম, পরে ভূপতির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া

বোগদাদে পুনরাগত হইয়া দেখিলাম আমার সকল সহোদর লোকান্তর গত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই যুবা পুরুষের যে উপকারের কথা শুনিলেন, বোগদাদে আমার পুনরাগমনের পর তাহা ঘটিয়াছিল। আমি ঐ কর্ম্ম কেবল ইহারি উপকারার্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইনি তাহাতে বিরুদ্ধ বোধ করিয়া, আমার প্রতি অনর্থক কটূক্তি করিয়া থাকেন।

শাহারজাদী কহিতেছে হে ধরণীশ্বর! দরজী কাশ্‌গরদেশীয় রাজার নিকটে খঞ্জ যুবক ও বোগদাদদেশীয় নাপিতের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বলিল, আমি ভোজন পানে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমোদ করিয়া সভা ভঙ্গের পর আপন পণ্যালয়ে আসিলাম। পরে দোকান বন্ধ করিয়া বাটী যাইব এমত কালে, ঐ কুব্‌জ তবলার বাঁয়া বাজাইয়া গান করিতে করিতে আমার দোকানের সম্মুখে আসিল, আমি মনে করিলাম তাহাকে দেখিলে আমার ভার্য্যা তুষ্টা হইবে, এই অভিপ্রায়ে তাহাকে বাটী লইয়া গেলাম। আমার বনিতা ঐ দিবস একটা বৃহৎ মৎস্য রন্ধন করিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ কুব্‌জকে ভোজন করিতে দিলাম। কিন্তু কুব্‌জের গলায় কণ্টক লাগিয়া একবারে প্রাণত্যাগ হইল। আমি এই অচিন্তনীয় ঘটনায় মহা শঙ্কিত হইয়া, ইহুদী বৈদ্যের আলয়ে কুব্‌জের শব নিক্ষেপ করিয়া আসিলাম।

এই গল্প সমাপন করিয়া শাহারজাদী কহিল মহারাজ! আর একটী মনোরম্য কাহিনী জানি, যদি অনুমতি করেন আগামি রজনীতে কহিব। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন, সুতরাং তাহাতে সম্মতি বিবেচনায়, পর দিবস নিশাভাগে সেই কাহিনী বলিতে লাগিল।

হারুনঅলরশীদের প্রিয়তমা সমসেলনেহার এবং আওবল হোসেন আলী এবনেবেকারের প্রেমপ্রসঙ্গ।

হারুনঅলরশীদ ভূপতির রাজত্ব কালে, বোগদাদ নগরে ইবনেতাহের নামে এক জন গন্ধবণিক্ ছিলেন। তিনি অতি ধনবান্ ও সুপুরুষ এবং স্বশ্রেণির সমুদায় লোকাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ও নম্র-

স্বভাব এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। বোগ্দাদাধিপতি তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহার প্রতি এই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, রাজরমণীগণের যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা আনিয়া দিবেন। ইবনেতাহের রাজার ঐ কর্ম্ম অতি বিচক্ষণতাপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতেন। তদ্দেশস্থ রাজসভ্য ও ধনী এবং ভদ্র মনুষ্যেরা সকলেই তাঁহার সদ্গুণ ও তাঁহার প্রতি রাজানুগ্রহ প্রযুক্ত তাঁহার সহিত সংপ্রীতি করণাকাঙ্ক্ষায়, সর্ব্বদা তাঁহার ভবনে গমনাগমন করিতেন। তাহাতে বোগ্দাদবাসি পারস্য দেশের প্রাচীন রাজবংশোদ্ভব আওবল হোসেন আলী এবনেবেকার নামক রাজকুমারের সহিত বণিকের বিশেষ প্রণয় হইয়াছিল। ঐ রাজনন্দন রূপে গুণে এবং সুশীলতা ও ধীরতায় অতি বিখ্যাত ছিলেন।

এক দিবস ঐ রাজকুমার তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন ইত্যবসরে ছয় জন বন্দিনীপরিবৃতা এক রমণী বিচিত্র অশ্বতরীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বণিকের পণ্যালয়ে আসিলেন। যদিও অবগুণ্ঠন দ্বারা ঐ সকল অঙ্গনাদের বদন আবৃত ছিল তথাপি আকার প্রকারে তাহাদিগকে পরম সুন্দরী বোধ হইল। অশ্বতরীর পৃষ্ঠারোহিণী রমণী বণিকের বিপণিসম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, বণিক সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোহণ করাইয়া দোকানের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন। রাজনন্দন স্বীয় সুশিক্ষা ও সভ্যতা প্রকাশ মানসে রমণীর বিশ্রাম নিমিত্ত একটা বালিশ চাপড়াইয়া তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দিলেন, পরে তাঁহার পদের নিকটস্থ বস্ত্র চুম্বনপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হইলেন। কামিনী মুখাবরণ মুক্ত করিয়া বণিকের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ভূপালতনয় তাহার রূপ লাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার চলচিত্ততা দর্শনে রমণীরও মদনানল প্রবল হইল। কিন্তু কামিনী তাহা প্রকাশ না করিয়া তড়িতের ন্যায় ত্বরিত উঠিয়া বণিককে অন্তরে লইয়া গিয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন এই যুবার কি নাম ও কোথায় নিবাস। ইবনেতাহের, রাজপুত্রের নাম নিবাস ও গুণের সকল পরিচয় কহি-

লেন। তৎসমুদায় শুনিয়া যুবতীর প্রমত্ত চিত্ত আরো চঞ্চল হইল, কেননা প্রথমে কেবল রূপের প্রতি দৃষ্টি ছিল, যখন সদ্বংশ ও সদ্‌গুণের কথা শুনিলেন তখন তাহাকে প্রেমের সুপাত্র জ্ঞান করিলেন। গমন কালে ইবনেতাহেরকে বলিলেন এ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ করিয়া দিতে হইবে, আমার দাসী তোমার নিকট আসিলে তুমি ইহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদীয় ভবনে যাইবে, আমার মানস রাজপুত্র আমার আলয়ের সজ্জা ও শোভা সন্দর্শন করেন। ইবনেতাহের অতি বুদ্ধিমান, এই সকল কথায় রমণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! পরমেশ্বর এমন না করুন যে আমাকে কখন আপনকার আজ্ঞা অবহেলন করিতে হয়, আপনি যে আজ্ঞা করিলেন তাহা আমার শিরোধার্য্য। রাজরমণী এই কথা শুনিয়া, যুবরাজের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া অশ্বতরী আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ ঐ সুন্দরীর লাবণ্য দর্শনে এতাদৃশ মোহিত হইলেন যে তাঁহার গমনের পরও তাঁহার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, দৃষ্টির অগোচর হইলেও সেই দিকে কিয়ৎকাল স্থিরনেত্র হইয়া থাকিলেন, তৎপরে ইবনেতাহেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ রমণী কে। বণিক্ বলিলেন ইহার নাম সমসেলনেহার, ইনি আমাদিগের রাজাধিরাজ হারুনঅলরশীদের প্রধান প্রিয়তমা, ভূপতি ইহাঁকে বড় ভাল বাসেন, এবং ইহাঁর পূজা করেন বলিলেও বলা যায়। আমার প্রতি রাজার আজ্ঞা আছে ইহাঁকে যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে তাহা দিব। রাজপুত্র রাজকামিনীর কামনায় মত্ত হইয়া ইবনেতাহেরকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক রাজপুত্রের মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে রাজপ্রিয়ার প্রেমহইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাহাদিগের কথোপকথন কালে, রাজরমণীর বিশ্বাসের পাত্র এক পরিচারিণী আসিয়া কহিল ঠাকুরাণী আপনাদিগকে ডাকিতেছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র বণিক গাত্রোত্থান করিলেন, এবং যুবরাজও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দাসী অগ্রে গিয়া রাজপ্রিয়াকে সম্বাদ কহিয়া

দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। বণিক ও রাজপুত্র দুই জনে রাজালয় প্রবেশ করিয়া সমসেলনেহারের অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলে, দাসী তাঁহাদিগকে গৃহের মধ্যে উপবেশন করাইল। গৃহ নানাদ্রব্যে সুসজ্জিত এবং স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্নে মণ্ডিত, রাজকুমার তদবলোকনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া মনে মনে বিস্তর প্রশংসা করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের জলযোগের আয়োজন হইল, উভয়ে নানাবিধ অপূর্ব্ব ও উপাদেয় দ্রব্য আহার করিলেন। আহারান্তে পরিচারিণী তাঁহাদিগকে নাট্যশালায় লইয়া গিয়া বসাইল। তথায় সুবেশা রমণীগণের অপূর্ব্ব সংগীতে তাঁহাদিগের অননুভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু সমসেলনেহারকে দেখিবার জন্য যুবরাজ চলচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সংগীতের বিরতি হইলে, নানা বেশ ভূষাতে ভূষিতা কতিপয় যুবতী এক রৌপ্যসিংহাসন আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিয়া তাহার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আর বিংশতি পরম রূপবতী রমণী নানা বাদ্যযন্ত্র হস্তে গান করিতে২ আসিল। তৎপশ্চাৎ দশ জন অতি রূপবতী যুবতী বেষ্টিতা হইয়া অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় ভূষিতা সেই সৌভাগ্যবতী রাজপ্রেয়সী সমসেলনেহার আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে দেখিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইবনেতাহেরকে ধীরেধীরে কহিলেন বন্ধো আমরা যে বস্তুর অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহা দেখিলাম এবং দর্শনমাত্রে একবারে মনের মালিন্য দূর হইল। কিন্তু ইনিই আমার ক্লেশের মূল, ইহার লাবণ্য দর্শনে আমি হতজ্ঞান হইয়াছি, এবং আমার প্রাণ পক্ষী এখনি দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহা বলিয়া আপন আত্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে আত্মা! যদি যাইবে যাও আমি অনুমতি দিলাম, কিন্তু যেন এই ক্ষীণাঙ্গীর মঙ্গল হয়। পরে বণিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অচেতনপ্রায় হইয়া বলিলেন, ইবনেতাহের তুমিই আমার এই ক্লেশের কারণ হইয়াছ, তুমি বোধ করিয়াছিলে

আমাকে এখানে আনিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিবে, কিন্তু এখানে আসিয়া বুঝি আমার প্রাণনাশ হইল। পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া কহিলেন, ইবনেতাহের, তোমার অপরাধ নাই, আমি আপন ইচ্ছাতে আসিয়াছি, তোমাকে নিন্দা করিতে পারি না। ইহা কহিয়া রাজনন্দন রোদন করিতে লাগিলেন। ইবনেতাহের কহিলেন আপনি যে আমার দোষ দিলেন না ইহা পরমাহ্লাদের বিষয়, আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম সমসেলনেহার রাজার প্রিয়তমা, তাহা শুনিয়া দুর্দ্দান্ত রিপু মদনকে দমন করাই উচিত ছিল, তাহা না করিয়া আপনি রিপুর বশীভূত হইলেন। যাহা হউক, এক্ষণে ইহাতে অনামোদ বোধ না করিয়া, এই বোধ করুন আপনার সম্মানার্থ সমসেলনেহার আপনাকে আনয়ন করিয়াছেন, আপনি ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া জ্ঞানকে পুনরাহ্বান করুন। আপনি জানিবেন প্রেম অনর্থের মূল। তাহাতে লোককে কেবল বিপদগামী করে।

যখন বণিক্ এবং যুবরাজ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন তখন রাজরমণী সমসেলনেহার তাঁহাদের প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি রাজকুমারের চক্ষুর ভঙ্গিতে বুঝিলেন যুবরাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্তাসক্ত হইয়াছেন, অতএব মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া, আপনাকে কৃতার্থা জ্ঞান করিলেন। এবং গান বাদ্য কারিণী নারীগণকে ইঙ্গিত করিলেন তাহারা সঙ্গীত আরম্ভ করে। নারীগণ সিংহাসনের সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধা হইয়া বসিল, এবং তাহাদিগের মধ্যে এক নবীনা নারী বীণা মিলাইয়া একটী গান গাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ভাব এই, এক নায়ক ও নায়িকা ছিল, তাহাদের পরস্পর এমন প্রণয় যে শরীরমাত্র প্রভেদ, মন এক ছিল, কদাচিৎ তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা হইলে, তাহারা সজল নয়নে কহিত আমরা পরস্পর পরস্পরের মনোহর এই হেতু প্রেম করিয়াছি ইহাতে যদি কোন নিন্দা থাকে সে নিন্দা অদৃষ্টের। গায়িকা যখন এই গান করিতে লাগিল তখন রাজপ্রিয়া অঙ্গভঙ্গির দ্বারা রাজকুমারের প্রতি প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। রাজকুমার তাহা বুঝিয়া আপ

মনের ভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া, নিকটস্থ এক নারীকে কহিলেন আমি একটী গান করি তুমি তাহার সঙ্গে বীণা বাদন কর। ইহা বলিয়া অতি সুস্বরে অঙ্গভঙ্গির সহিত এক গান করিলেন, তাহাতে প্রেমের প্রাবল্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল। সমসেলনেহার শুনিয়া মোহিতা হইলেন। পরে তিনিও অন্য এক সখীকে বীণা বাদন করিতে বলিয়া অতি সুমধুর স্বরে এক গান করিলেন। ঐ গানে রাজকুমারের অন্তঃকরণ গলিত হইয়া গেল, তিনি পুনরায় আপন অনুরাগসূচক আর এক গান করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন।

এইরূপে নায়ক নায়িকা উভয়ে গানদ্বারা প্রেম প্রকাশ করিলে, সমসেলনেহার সিংহাসন হইতে উঠিয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজনন্দন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। তথায় উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া, এরূপ পুলকিতচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন যে তাহাতে উভয়েই অজ্ঞানপ্রায় হইলেন। তাহা দেখিয়া বন্দিনীগণ উভয়কে লইয়া এক পর্য্যঙ্কের উপর বসাইয়া মুখে সুগন্ধি বারি প্রক্ষেপ করিল, এবং সুগন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। কিয়ৎ কাল পরে চৈতন্য হইলে, রাজপ্রিয়া যুবরাজকে কহিলেন হে ভূপালতনয় তুমি আমাকে ভালবাস, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না, এবং আমিও তোমাকে ততোধিক ভালবাসি। কিন্তু এইক্ষণে তাহাতে কেবল ক্লেশ ও যন্ত্রণা মাত্র সার হইবে, সম্প্রতি উভয়ের সংমিলন-সুখের আশা নাই। অতএব যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে একত্র না করেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া কোন প্রকারে দিন যাপন হইবে। কুমার কহিলেন প্রিয়ে আমার মন তোমার প্রেমপাশে এমন বদ্ধ হইয়াছে যে মরণান্তেও তাহা বিমোচন হইবে না, অতএব শারীরিক ক্লেশ বা অন্য কোন হেতুতে, এই জীবন ধারণে তাহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা নাই। ইহা বলিতে বলিতে রাজপুত্রের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সমসেলনেহার তদবলোকনে আপন চক্ষুর ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

পরে রাজপ্রিয়া সখীহস্ত হইতে এক বীণা লইয়া, তাল মান শুদ্ধ

করিয়া এক গানারম্ভ করিলেন, ঐ গান গাইতে গাইতে তিনি বিহ্বল
হইয়া পড়িলেন। যুবরাজ তাহা শুনিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির
হইয়া রাজপ্রিয়ার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল
পরে এক পরিচারিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া, সমসেলনেহারকে
কহিল মিসরোর খোজাধ্যক্ষ ও অন্য দুই জন রাজকর্ম্মচারী অন্যান্য
পরিচারক সমভিব্যাহারে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত, রাজা তাহাদিগকে
কোন প্রয়োজনে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই কথা
শ্রবণমাত্র ইবনেতাহের ও যুবরাজ একবারে বিবর্ণ ও কম্পিতকলেবর
হইয়া, ভাবিলেন বুঝি এইবার প্রাণ হারাইলাম। রাজরমণী ঈষদ্ধাস্য
করিয়া দাসীকে বলিলেন তুমি খোজাধ্যক্ষ ও দুই কর্ম্মচারিকে লইয়া
বসাও, আমি সাবধান হই, ইহা বলিয়া নাট্যশালার তাবৎ দ্বার ও
গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া, উদ্যানের দিকের বিচিত্র যবনিকা নিক্ষেপ করিতে
আজ্ঞা করিলেন। এবং যুবরাজ ও ইবনেতাহেরকে তথায় রাখিয়া,
আপনি দালানে আসিয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক, প্রধান খোজা
ও তৎসমভিব্যাহারী কর্ম্মচারিদিগকে ডাকিতে বলিলেন। মিসরোর
বিংশতি জন কৃষ্ণবর্ণ নপুংসক সমভিব্যাহারে রাণীর সম্মুখে আসিয়া
নমস্কার করিল। রাজপ্রিয়তমা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক খোজাধ্যক্ষকে
সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। খোজাধ্যক্ষ কহিল আপনকার অদর্শনে
মহারাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, অতএব অদ্য রাত্রে এই স্থানে
আগমন করিবেন, এই কথা বলিতে আমাকে প্রেরণ করিলেন। সমসেল-
নেহার রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া খোজাকে কহিলেন রাজাকে
বলিও তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই আমার গুরুতর কর্ম্ম, অতএব
তাঁহার সন্তোষের জন্য বিশেষ যত্ন করিব। ইহা বলিয়া বিশ্বস্ত পরি-
চারিণীকে গৃহসজ্জা করিতে আজ্ঞা দিয়া, খোজাকে বলিলেন ভূপতিকে
কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিতে কহিও, ইহা শুনিয়া প্রধান যণ্ড ও তৎসঙ্গী
গণ প্রস্থান করিল।

রাজরমণী চিন্তা করিতে লাগিলেন যুবরাজ এবং ইবনেতাহেরকে
কিরূপে গৃহ হইতে অন্তর করি, এই চিন্তা করিতেং তাঁহাদের নিকট

সজল নয়নে গমন করিলেন। রাজপুত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমাকে এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, অনুমান করি, এই কথা বলিতে তোমার আগমন হইতেছে, তাহা না হইলে নেত্র-ধারা বহিত না। যাহা হউক, পরমেশ্বর যেন এই করেন তোমার বিরহে আমার প্রাণাবশেষ না হয়। সমসেলনেহার কহিলেন হে প্রাণপ্রিয়তম তোমার ও আমার ভাবি অবস্থা চিন্তা করিয়া, আমার মনে কিপ্রকার দুঃখের উদয় হইতেছে বলিতে পারি না। তুমি আমার অদর্শনে কাতর থাকিয়াও পুনর্ম্মিলনের আশায় আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে। কিন্তু আমি তাহা পারিব না। তোমার সহিত প্রণয় হওয়াতে, যে ব্যক্তি বিষবৎ হইয়াছে তাহার সহিত এক্ষণে আমার কালক্ষেপ করিতে হইল। এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার বিচ্ছেদ দুঃখে বচনশক্তি রহিত হইয়া নীরব থাকিলেন।

ইবনেতাহের ভাবিতেছিলেন কোন প্রকারে এস্থান হইতে ত্বরায় পলায়ন করিতে পারিলেই মঙ্গল, অতএব তাহাদের উভয়কে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজপ্রিয়ার বিশ্বাসিনী পরিচারিণী আসিয়া কহিল, ঠাকুরাণি আর বিলম্বের কাল নাই, নপুংসকদিগের আগমন আরম্ভ হইয়াছে, রাজা শীঘ্র আসি-বেন। সমসেলনেহার এই বার্ত্তা শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন হা পরমেশ্বর! বিচ্ছেদ কি কঠিন। ইহা বলিয়া দাসীকে কহিলেন সম্প্রতি ইহাদিগকে কুঠরির মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখ, অধিক রাত্রি হইলে অন্ধকারে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিও। ইহা বলিয়া রাজকুমারকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, ভূপতিকে আনয়ন করিতে অগ্রসর হইলেন, আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। দাসী রাজরমণীর আজ্ঞানুসারে রাজপুত্র ও বণিককে উদ্যানের কুঠরিতে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কিঞ্চিৎকাল পরে অকস্মাৎ তাবৎ উদ্যান আলোকময় হইল। রাজপুত্র ও বণিক কুঠরীর গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখি-

লেন এক শত কৃষ্ণবর্ণ খোজা এক এক মসাল ধরিয়া আসিতেছে, তৎপরে রাজা আসিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মিসরোর, বাম পার্শ্বে আর এক রাজকর্ম্মচারী।

সমসেলনেহার রাজার আগমনাপেক্ষায়, নানা ভূষণে ভূষিতা পরম রূপবতী সখীগণ সমভিব্যারে দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন, এবং সখীগণ যন্ত্র বাদন পূর্ব্বক মনোহর গান করিতেছিল। রাজা আসিবামাত্র রমণী তাঁহার পদানত হইলেন। রাজা প্রিয়ার সন্দর্শনে মোহিতান্তঃকরণ হইয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া, কহিলেন প্রিয়তমে এতদিন তোমার দর্শনের আমোদে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ দুঃখিত ছিলাম তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। ইহা কহিয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রৌপ্যসিংহাসনে অধ্যাসীন হইলেন। রাজরমণী তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। সহচরীগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিল। মসালধারী খোজারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাহিরে দাঁড়াইল। মসালের আলোকে তাবৎ প্রাঙ্গন আলোকময় হইল।

রাজা গৃহের শোভা ও উত্তম আলোক দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু নাট্যশালা বদ্ধ থাকাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন এই ঘর কিজন্য বদ্ধ রহিয়াছে। ফলতঃ তাঁহাকে প্রতারণা করিবার জন্যই ঐ গৃহ বদ্ধ ছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র দাসীগণ সেই গৃহের তাবৎ দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। রাজা দেখিলেন বাহিরে যেমন উত্তম আলোক ভিতরেও সেইরূপ, তদ্রূপ শোভা আর কখন তথায় দেখেন নাই। ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে প্রিয়ে তুমি রাত্রিকে দিবস করিতে পার এবং দিবাকে নিশা করিতে পার, ইহা আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম।

এইরূপ আলাপাদির পর রাজা এক সখীকে বীণাবাদন পূর্ব্বক গান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সখী প্রেম বিষয়ক সংগীতারম্ভ করিল। রাজা বিবেচনা করিলেন, সমসেলনেহার আপন প্রেম পরিচয়ার্থ যে সকল গীত রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন, ঐ গীতও তাঁহার প্রেমপরিচায়ক হইবে। কিন্তু ইহা রাজার নিতান্ত ভ্রান্তি, কেননা তৎ-

কালে তাহার মনে সে ভাব ছিল না। তিনি এবনেবেকারকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই অন্তঃকরণে ধ্যান করিতে ছিলেন। রাজাকে কণ্টক জ্ঞান করিয়া শোকে মূৰ্চ্ছাপন্না হইলেন, তাহা দেখিয়া বন্দিনীগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নাট্যশালায় লইয়া গেল।

ইবনেতাহের গবাক্ষদ্বারা এই ঘটনা দেখিয়া, যুবরাজের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, তিনিও রাজরমণীর মূৰ্চ্ছা দর্শনে একবারে স্পন্দরহিত হইয়া ভূতলে পড়িয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ বিপদ ভাবিয়া মহা ব্যাকুল হইলেন। ঐ সময়ে বিশ্বস্ত দাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া কহিল আইস আইস শীঘ্র করিয়া আইস, আমি তোমাদিগকে এই সময় বাহির করিয়া দেই, ওখানে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দেখ অদ্যই বুঝি আমাদিগের জীবন শেষ হয়। বণিক কহিলেন এখন আমাদিগকে তুমি কি প্রকারে লইয়া যাইবে, ভিতরে আসিয়া দেখ যুবরাজ কি অবস্থায় আছেন। পরিচারিণী দেখিল যুবরাজ মূৰ্চ্ছাপন্ন, স্পন্দ জ্ঞান কিছুই নাই, অতএব ত্বরায় বারি আনিয়া তাঁহার মুখে দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবরাজের চৈতন্য হইলে, বণিক তাঁহাকে কহিলেন যদি আমরা এখানে আর অধিক কাল থাকি তবে নিশ্চয় প্রাণ হারাইব, অতএব আইস শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষার পন্থা দেখি। রাজনন্দন তখনও উত্থানশক্তি রহিত, কিন্তু কি করেন, বণিক এবং দাসীর হস্ত অবলম্বন করিয়া চলিলেন। দাসী উদ্যানের এক ক্ষুদ্র লৌহদ্বার মুক্ত করিয়া, উদ্যানসংলগ্ন তিগ্রিস নদীর এক খালের কূলে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া করতালি দিল। করতালি দিবামাত্র এক পুরুষ একখান ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া দাঁড় বাহিতে বাহিতে আসিল। যুবরাজ ও বণিক সেই তরি আরোহণ করিলেন। তদনন্তর ভূপালতনয় এক হস্ত রাজবাটীর দিকে প্রসারিত করিয়া হে প্রেয়সি তুমি আমার বিশ্বস্ততা এই হস্তে গ্রহণ কর, পরে অন্য হস্ত বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া কহিলেন হে প্রেয়সি তুমি যে এই হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ তাহা চিরকাল উদ্দীপ্ত থাকিবে। রাজপুত্র এই কথা বলিতে থাকিলেন, নাবিক নৌকা বাহিয়া চলিল,

দাসীও খালের ধার দিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, নৌকা তিগ্রিস নদীতে পড়িলে দাসী বিদায় হইয়া আসিল।

রাজকুমার অত্যন্ত হতাশ হইয়া থাকিলেন। ইবনেতাহের তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া সাহস দিতে লাগিলেন। নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে উভয়ে তটে উঠিলেন। কিন্তু যুবরাজ তখনও এমন দুর্ব্বল ছিলেন যে কোন রূপেই চলিতে পারিলেন না। ইবনেতাহের কোন উপায় না দেখিয়া, অতি কষ্টে নিকটস্থ এক বন্ধুর গৃহে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এত রাত্রে কোথা হইতে আসিলে। বণিক বলিলেন আমি এক ব্যক্তির নিকট টাকা পাইব, সে কোন দূরদেশে গমন করিবে এই সংবাদ পাইয়া তাহার নিকট গমন করিয়াছিলাম, এবং এই ব্যক্তিও আমার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন কালে ইহার অকস্মাৎ পীড়া হইল, তাহাতে আপনকার আলয়ে আসিলাম, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে অদ্য রাত্রে বাসের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন। এই কথা শুনিয়া তাহার বন্ধু তাহাদিগের বাসো-পযুক্ত এক কুঠরী দিলেন, সেইখানে রাজপুত্র ও বণিক্ শয়ন করিলেন। যুবরাজের নিদ্রা হইল বটে, কিন্তু প্রিয়তমা সমসেলনেহারকে নিয়ত স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, তাহাতে সমস্ত রাত্রি ক্লেশে গেল। ইবনে-তাহেরও কখন অন্যত্র রাত্রি বাস করিতেন না, তাহার অনাগমনে পরিজনগণ দুর্ভাবনা করিতেছে, এই ভাবনায় অতিশয় কাতর হইয়া, সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবার চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেন না। পর দিন অতি প্রত্যুষে বন্ধুর নিকট বিদায় হইয়া, রাজনন্দন-সহিত বাটী গমন করিলেন। যুবরাজ একে কাতর, তাহাতে পদব্রজে গমন করিয়া আরও কাতর হইলেন, অতএব সে দিবস বণিকের ভবনে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

যুবরাজের পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সে দিন তিনি তদবস্থাতেই থাকিলেন, কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে ইবনেতাহের পর দিন

তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে তাঁহাকে নির্জ্জনে বলিলেন শেষে এই প্রেমে তোমার এবং তোমার প্রিয়ার মঙ্গল ঘটিবে না, অতএব ক্ষান্ত থাকাই পরামর্শ। রাজকিশোর কহিলেন হে প্রিয় ইবনেতাহের তুমি যে পরামর্শ কহিতেছ তাহা উত্তম বটে, কিন্তু পরামর্শ দেওয়া কঠিন নহে, তদনুরূপ চলাই কঠিন। তুমি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিও, যদি প্রাণপ্রিয়া সমসেলনেহারের কোন সংবাদ পাও তবে আমাকে জানাইও, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব, তাঁহার মূর্চ্ছা দেখিয়া আসিয়াছি. তাহাতেই আমার এই দুরবস্থা। ইবনেতাহের কহিলেন আপনি চিন্তা করিবেন না, সংবাদ পাইলেই মহাশয়কে বিস্তারিতরূপে বিদিত করিব।

বণিক্ রাজকুমারকে এবম্প্রকারে প্রবোধ দিয়া স্ববাসে আগমন পূর্ব্বক, সমসেলনেহারের দাসীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু সে দিবস কোন সংবাদ পাইলেন না, তৎপর দিনেও রাজপ্রিয়ার পরিচারিণী আসিল না। ইহাতে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, যুবরাজ কি অবস্থায় আছেন তাহা দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন তিনি অত্যন্ত কাতর, তাঁহার আত্মীয় অমাত্য সকলে চিকিৎসক আনাইয়া তাঁহার রোগের নিদান অনুসন্ধান করিতেছেন। ক্রমে সকলে তথাহইতে প্রস্থান করিলে, বণিক রাজকুমারের শয্যার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাকে যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলাম তদপেক্ষা এইক্ষণে ভাল আছেন কি না। যুবরাজ কহিলেন আমার রিপু ক্রমেই বলবান্ হইয়া উঠিতেছে, বন্ধুগণের ব্যকুলতায় বৈদ্যেরা কিছুই করিতে পারিতেছে না। আর বলিলেন, প্রিয়তমার দাসীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না। বণিক্ কহিলেন তাঁহার দাসীর সহিত এপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। এই কথা শ্রবণমাত্রে যুবরাজের দুই চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তৎপরে তিনি বণিককে বলিলেন হে জ্ঞানি ইবনেতাহের যদি সেই প্রেয়সী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে মুহূর্ত্তেক কালও আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। বণিক্

কহিলেন আপনি এরূপ ক্লেশকর চিন্তা ত্যাগ করুন, সমসেলনেহার জীবিত আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, বোধ হয় অদ্য তাঁহার সমাচার পাইতে পারিব।

বণিক্ এবম্বিধ বিবিধ সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া গৃহে আগমন করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরেই সমসেলনেহারের বিশ্বাসিনী দাসী বিমর্শ বদনে উপস্থিত হইল। বণিক্ তাহাকে দেখিবামাত্র রাজপ্রেয়সীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী কহিল অগ্রে যুবরাজের সম্বাদ কহ, তিনি কিরূপ অবস্থায় আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ইবনেতাহের যুবরাজের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। দাসী বলিল যুবরাজ ঠাকুরাণীর জন্য যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ পাইতেছেন, আমাদিগের ঠাকুরাণীও তাঁহার নিমিত্তে সেইরূপ ক্লেশ পাইতেছেন। আমি তিগ্রিস নদীতীরে আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া গিয়া, দেখিলাম রাজপ্রিয়া সেই প্রকার মূর্চ্ছাবস্থায় আছেন, কোন প্রকারে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নাই, এবং রাজা অত্যন্ত শোকাকুলচিত্তে তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। দুই প্রহর রজনী পর্য্যন্ত এইরূপে অতীত হইল, পরে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে, রাজা পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাকে পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সমসেলনেহার রাজার চরণ চুম্বন করিয়া কহিলেন হে রাজেন্দ্র, আমার প্রতি আপনি যেরূপ কৃপা করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার চরণতলে এক্ষণেই যে আমার মরণ হইল না, এই আমার আক্ষেপ। রাজা বিবেচনা করিলেন সমসেলনেহার তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে এই জন্য এ ঘটনা হইল, অতএব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন হে প্রেয়সি তুমি অত্যন্ত প্রেমোন্মত্তা হইও না, ইহাতে প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা, প্রাণ থাকিলে প্রেমাভাব হইবে না। তোমাকে পুনর্ব্বার সুস্থাবস্থায় দেখিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম, তুমি অদ্য রাত্রিতে এই স্থানে শয়ন করিয়া থাক, অন্যত্র উঠিয়া যাইও না, শরীর চালনে পুনর্ব্বার পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ইহা বলিয়া তাঁহার বলাধান জন্য কিঞ্চিৎ মদ্য পান করাইতে আজ্ঞা দিয়া, নৃপতি নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার গমনের

পর রাজরমণী আমাকে নিকটে ডাকিয়া আপনাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সকল বিবরণ কহিলাম। আপনারা নির্ব্বিঘ্নে গমন করিয়াছেন ইহা শুনিয়া তাঁহার কতক পীড়োপশম হইল। পর দিন রাজাজ্ঞানুসারে রাজচিকিৎসক সকল আসিল। তৎপরে রাজাও স্বয়ং আসিলেন, বৈদ্যগণ ব্যাধির নিরূপণ করিতে না পারিয়া যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে রাজপ্রিয়ার কোন উপকার হইল না, বরঞ্চ রাজাকে দেখিয়া অধিক কাতর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গত রাত্রিতে কিঞ্চিৎ সুস্থা ছিলেন, এবং অদ্য সুপ্তোত্থিতা হইয়াই, যুবরাজের সম্বাদ জানিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিলেন। বণিক কহিলেন তাঁহার তাবৎ বৃত্তান্ত আমি তোমাকে অগ্রেই কহিয়াছি, অতএব তুমি গিয়া ঠাকুরাণীকে বল তিনি যুবরাজের সম্বাদ প্রাপ্ত্যর্থ যেমন উদ্বিগ্না, রাজপুত্রও তাঁহার সম্বাদ জন্য তদ্রূপ।

এই কথা শুনিয়া দাসী বিদায় হইল। বণিক তখনি যুবরাজের আবাস হইতে আসিয়াছিলেন, কোন কর্ম্মানুরোধে তৎক্ষণাৎ যাইতে না পারিয়া অপরাহ্নে গেলেন। রাজপুত্র প্রাতঃকালাপেক্ষা তৎকালে কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন, বণিককে দেখিবামাত্র কহিলেন হে ইবনেতাহের আমার এই দুরবস্থায় তুমি আমার হিতার্থে যে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছ তাহাতে আমি তোমার নিতান্ত বশীভূত হইয়াছি। তোমার নিকটে কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারি নাই। বণিক কহিলেন মহাশয় এরূপ কহিবেন না, আপনকার প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণ দান করিতে উদ্যত আছি। কিন্তু এক্ষণে সে কথায় প্রয়োজন নাই, অদ্য রাজরমণীর পরিচারিণী আমার নিকট আসিয়াছিল, সে যে কথা কহিল তাহা শ্রবণ করুন, ইহা বলিয়া দাসীর সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল সমুদায় কহিলেন। রাজপুত্র তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন, এবং কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইবাতে সে রাত্রি বণিককে নিকটে রাখিলেন।

পরদিবস প্রাতে ইবনেতাহের স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলে, সমসেলনেহারের দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া একখানি পত্র দিয়া

কহিল ঠাকুরাণী আপনাকে নমস্কার জানাইয়া কহিয়াছেন এই পত্র-খানি আপনি যুবরাজকে দিবেন। এই কথা শ্রবণমাত্রে বণিক লিপি সহিত দাসীকে লইয়া যুবরাজের আলয়ে গমন করিলেন এবং দাসীকে বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং রাজপুত্রের আগারে প্রবেশ করিলেন। রাজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন বন্ধু কি সম্বাদ আনিয়াছ। ইবনে-তাহের কহিলেন অত্যুত্তম সমাচার আনিয়াছি, তাঁহার দাসী এক পত্র লইয়া আসিয়াছে, আজ্ঞা হইলে তাহাকে এখানে আনি। রাজপুত্র হর্ষে পুলকিত হইয়া বলিলেন তাহাকে এখনি আমার সম্মুখে আহ্বান কর। এই কথা বলিয়া শয্যাতে উঠিয়া বসিলেন। পরে ভৃত্যগণ তথাহইতে প্রস্থান করিলে, বণিক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাসীকে অভ্যন্তরে আনিল। রাজপুত্র দাসীর যথেষ্ট সমাদর করিলেন। পরিচারিণী আসিয়া প্রণামান্তর কহিল মহাশয় আপনি সেই নিশাভাগে নৌকা-রোহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া অবধি অনেক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন ইহা আমি জানিলাম, অনুমান করি এই লিপিপাঠে এক্ষণে সুস্থির-চিত্ত হইতে পারিবেন। ইহা বলিয়া রাজপ্রিয়ার পত্র তাঁহার হস্তে দিল। রাজপুত্র পত্র গ্রহণ পুরঃসর কয়েকবার চুম্বন করিলেন, তৎ-পরে, পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন, পাঠ করিতে করিতে কখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, কখন রোদন, ও কখন অত্যন্ত হর্ষে হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়তমার হস্তাক্ষর দর্শনে নেত্রকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পত্রখানি আর একবার পাঠ করিলেন। দ্বিতীয়বার পাঠ হইলে পর, ইবনেতাহের কহিলেন অনেকক্ষণ হইল দাসী আসিয়াছে, যে উত্তর দিবেন তাহা দিয়া ইহাকে শীঘ্র বিদায় করুন। রাজনন্দন কহিলেন আমি এই অনুগ্রহ-পত্রীর প্রত্যুত্তর হঠাৎ কি প্রকারে দেই, এবং কি কথা লিখিয়া সম্যকপ্রকারে মনের দুঃখ প্রকাশ করি। যাহা হউক, লিখিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ইহা বলিয়া লিখিতে লাগিলেন। পত্র লিখিতে লিখিতে রাজকুমারের বারম্বার অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার লেখনীও স্থগিত হইতে লাগিল। অনন্তর লিপি সমাপন করিয়া ইবনেতাহেরের হস্তে দিয়া

কহিলেন দেখদেখি হইয়াছে কি না, আমার চিত্ত অতিশয় অস্থির, কি লিখিতে কি লিখিয়াছি বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। বণিক পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন উত্তম হইয়াছে, ইহাই পাঠাইয়া দেউন। রাজপুত্র তখন পত্রে মোহর করিয়া দাসীর হস্তে দিলেন। দাসী পত্র লইয়া গমন করিল, ইবনেতাহেরও সেই সঙ্গে বিদায় হইলেন।

বণিক স্বভবনে আসিয়া, রাজকুমারের প্রণয়সঞ্চারের পরিণামে কি বিপদ ঘটিবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন ইহারা এক্ষণে অতি সংগোপনে পত্রাদি প্রেরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু উত্তরকালে এ সকল অব্যক্ত থাকিবে না। রাজা এসমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলে, কেবল রাজরমণী তাঁহার কোপে পড়িবেন এমন নহে, যুবরাজের প্রাণরক্ষাও দুর্ঘট হইবে, মধ্যে মধ্যে আমিও মারা পড়িব। অতএব ইহার মধ্যে থাকিয়া আমি কেন প্রাণ হারাই, আমার ধন প্রাণ যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

বণিক্ এইরূপ চিন্তাতে সমস্ত দিন চিন্তিত থাকিয়া, পরদিন প্রাতে রাজপুত্রের গৃহে গিয়া, তাঁহাকে সমসেলনেহারের প্রেমে বিরত করণাভিপ্রায়ে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। রাজকিশোর তাঁহাকে কহিলেন, হে সখে সমসেলনেহার আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, আমি তাঁহাকে ভালবাসিব না, ইহা কি কখন হইতে পারে, তিনি যখন আমার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত, তখন আমার কি এই উচিত হয় যে আমি আপন প্রাণের মমতা করি, অতএব আমি তাঁহার প্রেমে বিরত হইতে পারিব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।

রাজকুমারের এই সকল বাক্যে বণিক মনে মনে চিন্তিত হইয়া গৃহে আসিলেন, এমন সময়ে রত্নব্যবসায়ী তাঁহার পরম প্রিয়তম এক বন্ধু তাঁহার নিকটে আসিলেন। সমসেলনেহারের দাসী তাঁহার বাটীতে পূর্ব্বাপেক্ষা তখন অধিক যাতায়াত করিত এবং ইবনেতাহেরও রাজপুত্রের আবাসে সর্ব্বদা যাইতেন, ঐ রত্নবণিক্ তাহা দেখিয়াছিলেন এবং যুবরাজের পীড়ার কথাও জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অতএব

ইবনেতাহেরকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া সন্দেহপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাকে কেন্ এত চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি, সমসেলনেহারের দাসী তোমার নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করে, ইহার মধ্যে কোন গুরুতর ব্যাপার আছে না কি? বণিক্ এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু স্পষ্ট উত্তর না করিয়া বলিলেন যে কোন সামান্য কর্ম্মের জন্য আসিয়া থাকে। রত্নবণিক্ কহিলেন, তুমি আমাকে প্রকৃত কথা বলিলে না, তোমার কথার আভাসে বুঝিলাম যে বড় সামান্য কর্ম্ম নহে, কোন গুরুতর ব্যাপার হইবে, কিন্তু আমাকে বলিতে হানি কি। বণিক্ তখন সে কথা গোপন রাখিতে না পারিয়া বন্ধুর অনুরোধে কহিলেন, তাহা যথার্থই গুরুতর বটে, কিন্তু তোমাকে বলিতেছি ব্যক্ত করিও না। ইহা বলিয়া সমসেলনেহার এবং পারস্যযুবরাজের প্রেমের আমূল সমস্ত বিবরণ কহিয়া, তাঁহাকে বলিলেন এই নগরস্থ ধনী গুণী সকল লোকে আমার কি প্রকার সম্ভ্রম করেন তাহা তুমি অবগত আছ, একথা প্রচার হইলে আমার কেবল অপমান সম্ভাবনা নহে, আমি সপরিবারে মারা যাইব, একারণ আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। এক্ষণে মনে মনে এই স্থির করিয়াছি শীঘ্রই মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ এবং প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, বালসোরা দেশে গমন করিব।

রত্নব্যবসায়ী এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, সমসেলনেহার এবং যুবরাজ কেন এমন প্রেমে বদ্ধ হইলেন, এ-কর্ম্ম ভাল হয় নাই, ইহাতে তাঁহাদিগের অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইহাতে শেষে অনর্থোৎপত্তি হইবে, অতএব তুমি এ বিপদজাল হইতে উদ্ধারের যে কল্পনা করিয়াছ তাহা সৎকল্পনা বটে। এইরূপ বলিয়া রত্নবণিক বিদায় হইলেন। গমনকালে বলিয়া গেলেন একথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করিব না।

অনন্তর দুই দিবস পরে ঐ রত্নবণিক পুনর্ব্বার ইবনেতাহেরের দোকানে গেলেন, কিন্তু গিয়া দেখিলেন দোকান বন্ধ, ইহাতে তত্রস্থ এক জন প্রতিবাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইবনেতাহের কোথায় গিয়াছেন। সে প্রতিবাসী বৃত্তান্ত জানিত না, অনুমানে কহিল তিনি

বাণিজ্যার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকিবেন। ইহা শুনিয়া রত্ন-বণিক রাজপুত্রের আলয়ে গমন করিলেন। যুবরাজের সহিত রত্ন-বণিকের বিশেষ আলাপাদি ছিল না, কেবল কখন কখন দ্রব্যাদি বিক্রয় করাতে পরিচয়মাত্র ছিল। রত্নবণিক যুবরাজের আলয়ে উপস্থিত হইলে, যুবরাজ তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্নবণিক বলিলেন আপনকার সহিত আমার বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই, কিন্তু আমি কোন গুরুতর সম্বাদ আনিয়াছি এবং আপনকার নিকটে কৃতকার্য্য হই ইহা আমার বাঞ্ছা, ইবনেতাহের আমার পরমবন্ধু, তাঁহাতে আমাতে অভেদ অন্তর, তাঁহার প্রমুখাৎ আপনকার যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনিয়াছি। অদ্য তাঁহার দোকানে গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ আছে, প্রতিবাসীরা কহিল দুই দিবস হইল তিনি স্থানান্তর গমন করিয়াছেন। কিন্তু সে কথায় আমার প্রত্যয় হইল না, অতএব মহাশয়ের সমীপে আসিলাম, বোধ করি তাঁহার হঠাৎ গমনের কারণ আপনি অবগত আছেন। রত্ন-বণিক আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এই সকল কথা বলিলেন, কিন্তু রাজকিশোর তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমর্শ হইয়া কহিলেন, কি! ইবনেতাহের এখান হইতে গিয়াছেন, এই কথা বলিয়া যুবরাজ ক্ষণেক কাল অধোবদনে থাকিলেন, তৎপরে এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন ইবনেতাহেরের বাটীতে গিয়া শীঘ্র জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি কোথায় গেলেন। কিঙ্কর কিঞ্চিৎ কাল পরে আসিয়া যুবরাজকে কহিল ইবনেতাহেরের গৃহে যাইয়া শুনিলাম দুই দিবস হইল তিনি বালসোরায় গমন করিয়াছেন, প্রত্যাগমনকালে অতি সুবেশা এক দাসীর সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি রাজপুত্রের কিঙ্কর কি না। ঐ দাসী আমার সঙ্গে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ইচ্ছা আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহার হস্তে, একখান লিপি দেখিলাম। যুবরাজ বিবেচনা করিলেন সে সমসেলনেহারের দাসী না হইয়া যায় না, অতএব তখনি

যথেষ্ট সমাদর করিলেন। রত্নবণিক তাহাকে দেখিয়া তথা হইতে উঠিয়া অন্য এক গৃহে গিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাসীর সঙ্গে যুবরাজের কথোপকথন হইল। দাসী বিদায় হইয়া গেলে, রত্নবণিক পুনর্ব্বার রাজপুত্রের নিকট আসিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলেন রাজবাটীতে বুঝি আপনকার কোন গুরুতর ব্যাপার চলিতেছে। রাজকুমার অকস্মাৎ রত্নব্যবসায়ীর এই কথায় চমৎকৃত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ কথা তুমি কি জন্য বলিলে। রত্নবণিক বলিলেন রাজবাটীর দাসীকে এখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে দেখি, ইহাতেই এই কথা বলিলাম। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন সে কাহার দাসী। বণিক্ কহিলেন সে রাজপ্রিয়ার দাসী, তাহাকে কত বার ইবনেতাহেরের নিকট আসিতে দেখিয়াছি, এবং তাহাকে রাজমহিষী অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তাহাও জ্ঞাত আছি। বণিকের এই কথাতে যুবরাজ স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। কতক ক্ষণ পরে কহিলেন তুমি যাহা বলিলে ইহাতে বোধ হইতেছে তুমি এবিষয়ের অধিক সন্ধান রাখ, অতএব আমাকে বিস্তারিত প্রকাশ করিয়া বল। এই কথা শুনিয়া জহরী যাহা জানিতেন সমুদয় রাজপুত্রকে বলিলেন, এবং ইবনেতাহেরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন। যুবরাজ মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া পরিশেষে তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। পরে রত্নবণিক, বিদায় হইলেন, গমনকালে বলিলেন মহাশয়! আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবেন কোন চিন্তা নাই।

রত্নব্যবসায়ী গমন কালে দেখিলেন কোন ব্যক্তির প্রক্ষিপ্ত এক খানি পত্র পথিমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ লিপিতে মুদ্রাঙ্কন ছিল না, অতএব পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। রত্নজীবী ও রাজকিশোর যখন কথোপকথন করিতেছিলেন তৎকালে, সমসেলনেহারের দাসী আপন কর্ত্রীর নিকটে গিয়া ইবনেতাহেরের দেশান্তরগমনসংবাদ কহাতে, রাজপ্রেয়সী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ত্রাস্তেব্যস্তে একখানি পত্র লিখিয়া রাজপুত্রের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে তাহাতে

মধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিল। পত্রপাঠ হইলে রত্নবণিক্ দেখিলেন সেই দাসী অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তা হইয়া ইতস্ততঃ পত্র অন্বেষণ করিতে২ আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া পত্রখানি আপনার বক্ষঃস্থলের বস্ত্রমধ্যে রাখিলেন। দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল মহাশয় আমি একখানি লিপি ভ্রমপ্রযুক্ত পথে ফেলিয়া গিয়াছি, দেখিলাম আপনি তাহা পাইয়া বক্ষঃস্থলস্থ বস্ত্রমধ্যে রাখিলেন, অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে দেউন। বণিক তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন এইপত্র সমসেলনেহার পারস্যযুবরাজকে লিখিয়াছেন কি না। দাসী এই প্রশ্নে সশঙ্কিত হইল। রত্নজীবী কহিলেন আমার প্রশ্নে তুমি শঙ্কিত ও লজ্জিত হইও না, ইবনেতাহের বোগদাদ নগর হইতে গমন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া তৎসংবাদ জ্ঞাপনার্থে, ও তৎস্থলাভিষিক্ত হইবার অভিলাষে, আমি যুবরাজের নিকটে গমন করিয়াছিলাম, তথায় তুমিও আমাকে দেখিয়া থাকিবে। তুমি যদি আমাকে ইবনেতাহেরের ন্যায় প্রত্যয় কর, তবে আমার দ্বারা সকল কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, এক্ষণে এরূপ নায়ক নায়িকার প্রণয়োদ্যোগে যদি আমার প্রাণ পণ করিতে হয় তাহাও স্বীকার। এই কথা শুনিয়া দাসী পরমাহ্লাদিত হইয়া রত্নজীবির গুণানুবাদ করিতে লাগিল।

তখন রত্নজীবী বক্ষঃস্থলের আচ্ছাদন হইতে লিপি নিঃসারণ করিয়া দাসীর হস্তে দিয়া কহিলেন এই পত্র লইয়া তুমি শীঘ্র রাজপুত্রের নিকট যাও, তিনি যে উত্তর দেন প্রত্যাগমনকালে তাহা আমাকে দেখাইয়া যাইও। দাসী লিপি লইয়া রাজপুত্রের নিকট গমন করিল। এবং প্রত্যুত্তর লইয়া রত্নবণিকের নিকট আসিলে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া দাসীকে দিলেন। দাসী কহিল, আমি গিয়া ঠাকুরাণীকে এই সমস্ত বিবরণ কহিতেছি, যাহাতে তিনি তোমাকে ইবনেতাহেরের ন্যায় বিশ্বাস করেন তাহা করিব, এবং ইহার সংবাদ কল্য তুমি পাইবে, ইহা বলিয়া দাসী বিদায় হইল।

পর দিন দাসী প্রফুল্লবদনা উপস্থিত হইয়া, রত্নবণিককে কহিল

তোমার অভিপ্রেত বিষয়ে যেরূপে তাঁহার মত করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। গত কল্য এখানহইতে গিয়া দেখিলাম ঠাকুরাণী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া আছেন, যুবরাজের পত্র পাঠ করিয়া আরো বিমর্শ হইলেন। আমি তাঁহাকে কহিলাম ইবনেতাহেরের স্থানান্তরগমনে কেন চিন্তিতা হইতেছেন, আমি আর এক ব্যক্তিকে পাইয়াছি, তিনি আপনাদের প্রেমসিদ্ধির উত্তরসাধক হইবেন, এই সদভিপ্রায়ে তিনি যুবরাজের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণ পণে আপনাদের গুপ্ত বিষয় গোপনে রাখিবেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রেম কার্য্যের সাহায্য করিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া ঠাকুরাণী পরমাহ্লাদিতা হইয়া, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন।

ইহা বলিয়া দাসী বিদায় হইল এবং মগমেলনেহারের নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ কহিল। রাজপ্রিয়া স্বয়ং রত্নবণিকের নিকট আসিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু ঐ সময়ে যুবরাজের সহিত একবার সাক্ষাৎ হয় তাহার কোন উপায়ের জন্য দাসীকে পূর্ব্বে রত্নবণিকের নিকট পাঠাইলেন। দাসী রত্নজীবির নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাপন করিল। রত্নব্যবসায়ী কহিলেন আমার আলয়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎ করা ভাল নয়, আমার আর এক বাটী আছে সংপ্রতি তাহাতে জনপ্রাণী নাই, সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, অতএব আমি সেই বাটী অবিলম্বে সুসজ্জিত করাইতেছি। ইহা শুনিয়া দাসী রাজপ্রিয়াকে ঐ সংবাদ কহিতে গেল। কিয়ৎকাল পরে আসিয়া কহিল ঠাকুরাণী সন্ধ্যাকালে ঐ স্থানে আসিবেন। পরে রত্নবণিক্‌কে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিল আপনি কিঞ্চিৎ আহারের আয়োজন করিয়া রাখিবেন, তজ্জন্য ঠাকুরাণী স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অনন্তর যে বাটীতে সংমিলন হইবে তাহা পূর্ব্বে জানিয়া থাকে এজন্য রত্নবণিক্, দাসীকে সেই বাটী দেখিতে পাঠাইয়া দিলেন, তৎপরে বিবিধ রজত ও স্বর্ণপাত্র ও উত্তমোত্তম বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ও আস্ত-

রণ ও উপাধান এবং অন্য সুসজ্জার দ্রব্যাদি দ্বারা সেই গৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত করিলেন, তৎপরে যুবরাজের নিকট যাইয়া সকল সংবাদ কহিলেন। প্রেয়সীর সঙ্গে এত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে যুবরাজ তাহা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই, অতএব আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তম বেশচ্ছটা করিয়া প্রস্তুত হইলেন। গোপন কার্য্য গোপনে সমাধা জন্য. রত্নবণিক্ তাঁহাকে গুপ্ত পথ দিয়া লইয়া গেলেন এবং বাটীতে উপস্থিত হইয়া উভয়ে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে বিশ্বস্তা পরিচারিণী ও অন্য দুই জন বন্দিনী সমভিব্যাহারে রাজরমণী তথায় আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। নায়ক নায়িকার পরস্পর সন্দর্শন মাত্রে পরস্পরের যেরূপ সুখোৎপত্তি হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে বাক্যরহিত হইয়া, পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে সকরুণ প্রেমালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা শুনিয়া রত্নবণিক্ ও পরিচারিণীগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। অনন্তর উভয়ে একত্র বসিয়া আহার পান করিলেন। তৎপরে সমসেলনেহার বীণার সুর শুদ্ধ করিয়া আপনার প্রেমপরিচায়ক এক গান রচনা পূর্ব্বক রাগালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বণিক্ ও দাসীগণ অন্য ঘরে গিয়া বসিল।

কিয়ৎকাল পরে বাহিরে হঠাৎ একটা কোলাহল উঠিল। পরক্ষণেই কয়েক জন অস্ত্রধারী পুরুষ বাটী প্রবেশ করিল। রত্নবণিক্ বিবেচনা করিলেন এক্ষণে আমার দ্বারা যুবরাজ ও সমসেলনেহারের কোন সাহায্য হইতে পারিবে না, অতএব ছাদের উপর দিয়া এক প্রতিবাসির গৃহে পলাইয়া থাকিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাজকিশোরের সঙ্গে রাজপ্রেয়সীর প্রেম সংঘটনের সংবাদ বুঝি রাজা জানিতে পারিয়াছেন, এই জন্য অস্ত্রধারী পুরুষ প্রেরিত করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঐ সকল লোকেরা সেই বাটীতে কলরব করিল। জহরী প্রতিবাসির গৃহ হইতে তাহা সকলই শুনিতে পাইলেন। যখন বাটী নিঃশব্দ হইল তখন রত্নবণিক

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বাটীতে কিছুই নাই। এবং রাজ-রাণী ও পারস যুবরাজকেও দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া, স্বগৃহে গমন করিলেন এবং নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পর দিন মধ্যাহ্নকালে তাঁহার এক ভৃত্য আসিয়া কহিল কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। ইহা শুনিয়া রত্নবণিক্ পুরদ্বারে আসিলেন। বণিক্ আসিবামাত্রেই, আগন্তুক ব্যক্তি কহিল আপনি আমাকে চিনেন না, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ জানি, আমি আপনাকে কোন বিশেষ কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সহিত আসুন, আমি আপনাকে কোন উত্তম সম্বাদ দিব। ইহা বলিয়া বণিক্কে সঙ্গে করিয়া কতক দূর লইয়া গেল, এবং এমন গলি দিয়া চলিল যে রত্নবণিক্ তাহা কস্মিন কালে চক্ষেও দেখেন নাই। পরে তিগ্রিস নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া এক ক্ষুদ্র তরি আরোহণে দুই জনে নদী পার হইলেন। তাহার পরে কতক দূর গিয়া সেই ব্যক্তি জহরীকে একটা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, বৃহৎ লৌহময় অর্গলদ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে এক ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে আর দশ জন মনুষ্য বসিয়াছিল, তাহারা বণিককে নিকটে বসাইল। এবং ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল, বণিকের সহিত ভোজন করিতে বসিল। আহারান্তে তাহারা বণিককে জিজ্ঞাসা করিল গত রাত্রিতে তোমার বাটীতে কি হইয়াছিল তাহা আমাদিগকে যথার্থ করিয়া বল। এ কথা শুনিয়া জহরী অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন তোমাদের কথার দ্বারা বোধ হইতেছে তোমরা তাহার বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত আছ। তাহারা কহিল হাঁ, যে যুবক যুবতী তোমার বাটীতে ছিলেন তাঁহাদের নিকট স্থূল বিবরণ শুনিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রমুখাৎ বিস্তারিত রূপে শুনিতে বাঞ্ছা করি। ইহাতে বণিক স্পষ্ট বুঝিলেন তাহারাই দস্যু, এবং তাহারাই পূর্ব্ব রাত্রে তাঁহার বাটী আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন আমি ঐ যুবক যুবতীর নিমিত্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি, আপনারা তাঁহাদিগের সংবাদ

বলুন। দস্যুগণ বলিল তাঁহাদিগের নিমিত্ত তুমি চিন্তা করিও না, তাঁহারা উভয়েই সুস্থাবস্থায় আছেন।

তখন রত্নবণিকের বিশ্বাস হইল সমসেলনেহার এবং পারশ্যরাজকিশোর নিরাপদে আছেন, তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, যুবরাজের সহিত সমসেলনেহারের প্রীতির আদ্যন্ত সকল বিবরণ কহিলেন। দস্যুগণ তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল এই যুবরাজ কি সেই পারশ্যরাজকিশোর যশস্বী আলি ইবনেবেকার, এবং এই যুবতী কি সেই বিখ্যাতা সমসেলনেহার! বণিক কহিলেন হাঁ ইহাঁরাই সেই যুবক যুবতী। তস্করগণ এই কথা শুনিয়া যুবরাজ ও রাজরমণীর নিকট গিয়া তাঁহাদের পদানত হইয়া বলিল, যদি আমরা অগ্রে আপনাদিগের পরিচয় পাইতাম তাহা হইলে কদাচ এরূপ দৌরাত্ম্য করিতাম না। আমরা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অপরাধ করিয়াছি, আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, ভবিষ্যতে আমাদিগের দ্বারা আপনাদের যে উপকার হয় আমরা তাহা সাধ্যানুসারে করিব। তদনন্তর বণিককে কহিল আপনার গৃহ হইতে যে দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছি তাহা এখনি পুনঃপ্রদান করিতেছি। ইহা বলিয়া সেই সকল তৈজস পুনঃপ্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের তিন জনকে বলিল আপনারা যদি সত্য করেন আমাদিগের কোন দণ্ড বিধান করিবেন না, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে এমন কোন স্থানে রাখিয়া আসি তথা হইতে আপনারা অনায়াসে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতে পারেন। সমসেলনেহার এবং যুবরাজ ও রত্নবণিক তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়া কহিলেন তোমাদের কোন অনিষ্ট করিব না।

তস্করগণ এই অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নদীতীরে লইয়া একখান নৌকায় আরোহণ করাইয়া পর পারে পহুছিয়া দিল। সমসেলনেহার ও যুবরাজ এবং রত্নবণিক তটে উঠিলেন। তখন প্রহরী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে, তোমাদিগের নিবাস কোথায়। এই কথায় তাঁহারা

রাজপ্রিয়া কোন উপায় না দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে নির্জ্জনে আপন পরিচয় দিলেন। প্রহরী তাঁহার পরিচয় প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ আপনার অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলের উচিত সম্মান করিল, এবং অবিলম্বে দুইখান নৌকা আনাইয়া এক নৌকায় সমসেলনেহারকে এবং অন্য নৌকায় রত্নবণিক ও যুবরাজকে আরোহণ করাইয়া, দুই জন মাঝিকে বলিয়াদিল ইহাঁরা যে স্থানে গমন করিতে চাহেন তথায় রাখিয়া আইস। তদনন্তর দুই খান নৌকা দুই দিকে গেল। রাজপুত্র বহু ক্লেশে গৃহে আসিলেন, তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, কথা কহেন এমন সাধ্য ছিল না। তাঁহার আত্মীয় অমাত্য বন্ধুগণ যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল তিনি কেবল ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার উত্তর করিলেন। ইহা দেখিয়া রত্নবণিক সেই রাত্রে তাঁহার নিকট থাকিলেন। প্রাতঃকালে বিদায় হইবার সময়েও রাজপুত্র তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না, কিন্তু দস্যুগণ যে সকল তৈজসাদি প্রতিপ্রদান করিয়াছিল ভৃত্যগণকে ইঙ্গিতদ্বারা সেই সকল দ্রব্যাদি তাঁহার বাটীতে পহুছিয়া দিতে কহিলেন।

বণিক সমস্ত রাত্রি বাটী আইসেন নাই, কোন্ অপরিচিত লোকের সঙ্গে গিয়াছেন, ইহাতে কি বিপদ হইল, এই ভাবিয়া তাঁহার পরিবার সকলে অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বণিক বাটীতে আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া সুস্থির হইল। পরদিন বণিক বাটী হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময় দেখিলেন সমসেলনেহারের দাসী আসিতেছে, তাহাতে দ্রুতগতি যাইয়া এক দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। দাসীও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ দেবালয়ে প্রবেশ করিল। পরে দাসীকে রাজপ্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী বলিল অগ্রে তোমাদিগের সংবাদ বল, তৎপরে সে সকল কথা বলিতেছি। ইহাতে বণিক আপনাদিগের বিবরণ কহিলেন। অনন্তর পরিচারিণী কহিল রাজমহিষী ও যুবরাজকে লইয়া দস্যুগণ গমন করিলে পর, আমি কাঁদিতে২ গৃহে গমন করিলাম, সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলে,

প্রান্তভাগে নদীতীরে বসিয়া নানাবিধ ভাবিতেছি, কতক রাত্রি হইলে এক নৌকা তটে আসিয়া লাগিল, দেখিলাম তাহাতে সমসেলনেহার রহিয়াছেন, ইহাতে অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলাম। কিন্তু তৎকালে রাজপ্রিয়ার উত্থানশক্তি ছিল না, অতএব কোলে করিয়া তাঁহাকে নৌকা হইতে নামাইলাম। পরে তিনি আমাকে কাণে কাণে মৃদুস্বরে কহিলেন, দুই জন মাঝিকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় কর। আমি আজ্ঞামাত্রে তাহাদিগকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, রাজপ্রিয়াকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম এবং বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইয়া, পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলে, তিনি সমস্ত রাত্রি অচেতন হইয়া থাকিলেন, প্রভাতে অন্যান্য পরিচারিণীগণ তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কিন্তু আমি তাহাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলাম না, কহিলাম ঠাকুরাণী অত্যন্ত অসুস্থা আছেন গোলমাল সহ্য করিতে পারিবেন না। অনন্তর আমি এবং সেই দুই দাসী তাঁহার নানা প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম, এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আহার করাইলাম। আহারান্তে বাক্যশক্তি হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি দস্যুগণের হস্ত হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইলেন। রাজপ্রেয়সী কহিলেন তোমরা সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আমার শোকাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত কর, দস্যুগণ যদি আমার প্রাণ নষ্ট করিত তবে একবারে আমার দুঃখের শেষ হইত, বাঁচিয়া কেবল দুঃখানল প্রবল হইতেছে। এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে কহিয়া, আমাকে বলিলেন রত্নবণিক আমাদের বিস্তর উপকার করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য দস্যুগণদ্বারা তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছে, অতএব কল্য প্রাতে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাঁহাকে দিও, আর যুবরাজের কুশল জানিয়া আসিও। রাজরমণী এ সকল কথা বলিলে পর আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কহিলাম আপনি রাজপুত্রের জন্য সম্প্রতি মহা আপদে পড়িয়াছিলেন, ইহাতে আরো বিপদের সম্ভাবনা আছে

বেন না। কিন্তু ঠাকুরাণী আমার কথা শুনিলেন না, আমি কি করি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলাম। পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আসিয়াছি। বণিক দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া, রাজপ্রেয়সীকে কোটি কোটি নমস্কার দিয়া পাঠাইলেন।

রত্নবণিক পর দিন প্রভাতে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলেন রাজপুত্র বাটীতে প্রত্যাগমনাবধি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যাতে পড়িয়া আছেন, আহারের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। ইহা শুনিয়া বণিক্ উদ্বেগান্বিত হইয়া রাজকিশোরের শয়নাগারে গিয়া দেখিলেন তিনি শয্যাগত এবং চেতন রহিত। তদ্দৃষ্টে বণিকের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখোদয় হইল। পরে তিনি যুবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক নমস্কার করাতে, রাজপুত্র তাহার স্বর শুনিয়া এমন ভাবে চক্ষু উন্মীলন করিলেন যে তাহা দেখিয়া বণিকের আরো দুঃখ বোধ হইল। রাজনন্দন কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিয়া, বণিকের হস্তধারণপূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন তুমি আমার জন্য অনেক ক্লেশ পাইয়াছ এবং পরেও এ দুর্ভাগার তত্ত্ব করিতে আসিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। রত্নবণিক তাঁহাকে বিবিধপ্রকার হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন। যুবরাজ অনেক খেদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন সমসেলনেহারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওনের পর তাঁহার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?। রত্নবণিক দাসীর প্রমুখাৎ যে যে বিবরণ শুনিয়াছিলেন তাহা সমুদয় কহিলেন। তাহা শুনিয়া যুবরাজের অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপে খেদ করিয়া রাজপুত্র উঠিয়া বসিতে চাহিলেন, বণিক তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। পরে যুবরাজ রত্নবণিকের সহিত প্রণয়িনীর বিষয়ে অনেক কথা কহিলেন, তৎপরে বণিক বিদায় হইলেন।

পর দিন প্রাতে সমসেলনেহারের দাসী রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিল। বণিক রোদনের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, দাসী কহিল আর কেন জিজ্ঞাসা কর, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আপ-

ছিল কোন অপরাধ প্রযুক্ত তাহাদের এক জনকে প্রহার করাতে, সে প্রতিহিংসার মানসে প্রহরী খোজার নিকট গিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, এবং অন্য দাসীও পলায়ন করিয়া রাজবাটীতে গিয়াছিল, বোধ করি, সেও তাবদ্ব্যাপার রাজার নিকট প্রকাশ করিয়া থাকিবেক। কেননা এখনি বিংশতি জন রাজসেনা আসিয়া সমসেলনেহারকে রাজবাটীতে লইয়া গেল। আমি ব্যস্ত হইয়া আপনাকে এই সংবাদ কহিতে আসিলাম, আপনি এখনি যুবরাজকে গিয়া এই সংবাদ বলুন। এবং এই সঙ্কটে তিনি আমাদের পরিত্রাণের যে উপায় করিতে পারেন করুন, নতুবা প্রাণ রক্ষা ভার। এই কথা বলিয়া দাসী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, উত্তরের অপেক্ষা করিল না। রত্নবণিক এই সংবাদে বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। কিন্তু কালবিলম্ব করিলে কালহস্তে পড়িতে হইবে ইহা ভাবিয়া, ত্বরায় যুবরাজের নিকট গিয়া বলিলেন মহারাজ! বিষম সঙ্কট উপস্থিত, এ সঙ্কটে সাহস ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইহা বলিয়া দাসী যাহা কহিয়াছিল তাহা সমুদায় নিবেদন করিলেন।

রাজকুমার এই ব্যাপার শুনিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন। তিনি রত্নজীবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন কি কর্ত্তব্য। রত্নবণিক কহিলেন অবিলম্বে অশ্বারোহণ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না। ইহা শুনিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ অশ্বসজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং যাহা স্বচ্ছন্দে লইয়া যাওয়াযায় এমত দ্রব্য ও কতকগুলি বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া, আপন মাতার নিকট বিদায় হইয়া, রত্নবণিক ও কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দুইদিন অবিশ্রান্ত গমন করিয়া, তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, অশ্বহইতে অবরোহণ পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। এমত সময়ে একদল দস্যু আসিয়া রাজপুত্রের সঙ্গিদিগকে আক্রমণ করিল। দুই দলে মহা যুদ্ধ হইয়া রাজপুত্রের তাবৎ সঙ্গি হত হইল। যুবরাজ ও রত্নবণিক অনেক বিবেচনা করিয়া, প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত দস্যুগণের নিকট বহু

বিনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তস্করেরা তাঁহাদের জীবন মাত্র ত্যাগ করিয়া, অশ্ব ও পাথেয় এবং তাবৎ দ্রব্যাদি অপহরণ-পূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া, তাঁহাদিগকে নগ্ন রাখিয়া চলিয়া গেল। দস্যুরা প্রস্থান করিলে, যুবরাজ রত্নবণিককে কহিলেন বন্ধু এখন কি কর্ত্তব্য। বণিক কহিলেন চলুন, অন্য কোন স্থানে গিয়া গুপ্ত ভাবে থাকি। রাজকিশোর কহিলেন এখানে থাকিলেও মরিতে হইবে অন্যত্র গমন করিলেও মৃত্যু হইবে, তবে স্থানান্তরে গমনে কি ফল, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ ভাল। বণিক তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া তথাহইতে লইয়া চলিলেন, এবং কতক দূর গিয়া এক মসজিদের দ্বার মুক্ত দেখিয়া তন্মধ্যে নিশা যাপন করিলেন।

অতি প্রত্যুষে এক ব্যক্তি ঐস্থানে ভজনা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি রত্নবণিক এবং যুবরাজকে লুক্কায়িত দেখিয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্নবণিক কহিলেন আমরা বোগ্‌দাদ নগর হইতে আসিতেছিলাম, গত রাত্রে দস্যুকর্ত্তৃক আমাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, তাহার পরে এই অবস্থায় আমরা এস্থানে আসিয়াছি, এখানে আমাদের পরিচিত কোন মনুষ্য নাই যে তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা করি, যদি মহাশয় এ বিপদ কালে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেন তবে রক্ষা পাই। ঐ ব্যক্তি কহিলেন যদি তোমরা আমার গৃহে আইস তবে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারি। রত্নব্যবসায়ী কহিলেন আপনি যেখানে বলিবেন আমরা সেইখানে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বিবস্ত্র অবস্থায় কিরূপে বাহির হইব। ঐ ব্যক্তি কহিল তজ্জন্য চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাদিগকে পরিধেয় বস্ত্র দিতেছি। ইহা বলিয়া যুবরাজ ও রত্নবণিককে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি দিয়া আহারের উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন। রত্নবণিক আহার করিলেন, কিন্তু রাজকুমার ক্ষুধার্ত্ত থাকিয়াও কিছুই আহার করিতে পারিলেন না এবং নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই মৃত্যুলক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন রাজকুমার কহিলেন বন্ধু আর কি দেখিতেছ আমি চলিলাম;

মৃত্যুকালে তুমি আমার নিকটে আছ ইহা পরমাহ্লাদের বিষয়, আমি সন্তোষপূর্ব্বক আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি। কিন্তু আমার এই আক্ষেপ থাকিল যে, জননীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে এই প্রার্থনা, আমার মৃত দেহ বোগ্দাদ নগরে লইয়া গিয়া জননীর নিকট সমর্পণ করিও, এবং তিনিই যেন আমার গতি-ক্রিয়া করেন। পরে রাজপুত্র গৃহস্বামির নিকট নানাপ্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক, মানবদেহ ত্যাগ করিলেন।

যুবরাজের মরণের পর দিবস কতিপয় মহাজন বোগ্দাদে যাইতেছিল, রত্নবণিক তাহাদের সাহায্যে রাজকুমারের মৃতদেহ লইয়া বোগ্দাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার জননীর নিকট ঐ দেহ সমর্পণ করিয়া, সমস্ত বিবরণ কহিলেন। রাজমাতা মৃত পুত্র দর্শনে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গিনীগণ নানাবিধ শুশ্রূষা করাতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। বণিকও যুবরাজের জন্য শোক করিতে২ আপন বাটীর নিকটে গিয়া, চক্ষুঃ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন সমসেলনেহারের দাসী বিষণ্ণ বদনে দ্বারে দণ্ডায়মানা আছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি রাজনন্দনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছ কি না। দাসী চমৎকৃত হইয়া কহিল কি বলিলে, সেই নিরুপম পরম সুন্দর রাজকিশোর মরিয়াছেন, পরে বিলাপ করিতে করিতে কহিল তাঁহার প্রিয়তমা সমসেলনেহারও লোকান্তরগত হইয়াছেন। আরও বলিল হে শুদ্ধাত্মারা, তোমরা যে অবস্থায় থাক তোমাদের প্রেমের যেন ব্যাঘাত না হয়। জীবদ্দশার মায়াময় দেহ তোমাদের প্রণয়ের প্রতিবাদী ছিল, এইক্ষণে সে মায়া মুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সুখ ভোগ কর।

অনন্তর দাসী রাজরমণীর বৃত্তান্ত এইরূপে বলিতে লাগিল। অনুমান হইয়াছিল দুই জন বন্দিনী রাজার নিকট গুপ্ত কথা প্রকাশ করাতে, তিনি সমসেলনেহারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, এবং রাজকুমারের প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড বিধান করিবেন। কিন্তু তাহা কিছুই করেন নাই। আমি গিয়া দেখিলাম রাজপ্রেয়সী আপন ঘরেই আছেন।

আমার শব্দ পাইয়া তিনি বাহিরে আসিয়া আমার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মৃদুভাবে বলিলেন তোমার কর্ম্ম তুমি উত্তম রূপে করিয়াছ, কিন্তু তাহার এই শেষ হইল। রজনীযোগে রাজা তথায় আগমন করিয়া প্রেয়সীকে হস্তে ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। সমসেলনেহার পূর্ব্বাবধি অত্যন্ত ক্ষুব্ধা ও শোকান্বিতা ছিলেন, রাজার নিকট কিঞ্চিৎ কাল বসিয়াই ভূমিতে টলিয়া পড়িলেন। রাজা প্রথমতঃ বোধ করিলেন তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে, এবং আমরাও তাহাই অনুমান করিলাম, কিন্তু পরে চৈতন্য করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি একবারে জন্মের মত অচৈতন্য হইয়াছেন। রাজা তখন নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি সমস্ত রাত্রি শবের নিকট প্রহরী হইয়া থাকিলাম, প্রভাতে আপন চক্ষুর বারিতে ঐ শবকে ধৌত করিয়া, গোর দেওনের বস্ত্রাদি পরাইলাম। রাজরমণী জীবদ্দশায় থাকিতে, স্বকীয় শব রক্ষার নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, রাজা সেই স্থলে তাঁহাকে স্বহস্তে মৃত্তিকা দিলেন। পরন্তু তুমি এখনি বলিলে যুবরাজেরও গোর বোগদাদ নগরে হইবে। আমি অনুমান করি, মৃত নায়ক নায়িকার এক স্থানে গোর হইলে তাঁহাদের মৃতাত্মার পরিতোষ হইতে পারে, অতএব তদ্বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। বণিক বলিলেন এই দুঃসাধ্য সাধন কি প্রকারে হইবে, রাজা ইহাতে কোন মতে সম্মত হইবেন না। পরিচারিণী কহিল তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না, ঠাকুরাণীর লোকান্তর গমনে রাজা আমাকে তাঁহার গোর স্থান রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব আমি তাহাতে সহায়তা করিতে পারিব। বোধ হইতেছে রাজা যখন যুবরাজের সহিত সমসেলনেহারের প্রেমের কথা শুনিয়া কিছু বলেন নাই, তখন মরণান্তে তাঁহাদের মৃত শরীর এক স্থানে থাকিলে এক তিলও দুঃখিত হইবেন না।

রত্নবণিক এই কথায় আর কিছু না বলিয়া, দাসীর সঙ্গে সমসেলনেহারের মৃত দেহের ভজনার্থ গোরস্থানে গেলেন। সেখানে দেখিলেন গোরস্থানে মহা সমারোহ হইয়াছে। বোগদাদবাসী ও অন্যান্য

নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা নানা লোকে গোরের চতুষ্পার্শ্বে মহা জনতা করিয়া বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া বণিকের আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি দাসীকে কহিলেন এখন আমার বোধ হইতেছে তুমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিবে। বোধ হইতেছে সকলেই সমসেলনেহারের শুভাকাঙ্ক্ষী, ইহাদের নিকট, উভয়ের প্রেমের বিবরণ এবং উভয়ের এক সময়ে মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিয়া কহিলে, যাহাতে উভয়ের গোর এক স্থানে হয় ইহারা তাহা করিবে। ইহা কহিয়া, তিনি যুবরাজ এবং সমসেলনেহারের প্রেমের ও মরণের বিবরণ উচ্চৈঃস্বরে সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া কহিলেন। তাহা শুনিবা মাত্র সমস্ত লোক যুবরাজের মাতার নিকট গিয়া, নিবেদন করিল, নায়ক নায়িকার জীবদ্দশায় এক আত্মা ছিল, মরণান্তেও তাঁহাদের এক স্থানে গোর দেওয়া উচিত। অতএব যেখানে সমসেলনেহারের গোর হইয়াছে সেই খানেই যুবরাজের শব রক্ষার আজ্ঞা দেউন। রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতা হইলেন। তাহাতে নগরবাসী উত্তম মধ্যম অধম তাবৎ লোক যুবরাজের শব আনয়ন করিয়া সমসেলনেহারের পার্শ্বে গোর দিল। সেই অবধি বোগদাদ নগরবাসী এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী নানাদেশীয় প্রবাসী লোক ঐ গোরের অতিশয় ভক্তি করে।

এই গল্প সমাপন করিয়া শাহারজাদী কহিলেন মহারাজ আগামি রাত্রিতে অন্য এক আশ্চর্য্য উপন্যাস কহিব।

কামারলজমান রাজপুত্র এবং চীন দেশীয় রাজকন্যা বেদৌরার প্রেমের কথা।

শাহারজাদী কহিলেন পারস্য দেশ হইতে বিংশতি দিবসের পথ অন্তরে মহাসমুদ্রমধ্যস্থিত খালেদান নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। তথায় শাহজমান নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিয়া অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু ও বিখ্যাত হইয়াছি-

লেন। কিন্তু তাঁহার চারি ধর্ম্মপত্নী থাকিলেও, অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই। তাহাতে তিনি, সন্তানাভাবে স্বমরণানন্তর উত্তরাধিকারি বিরহে রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায়, সতত ভাবিত থাকিতেন। এক দিবস প্রধান মন্ত্রিকে নিজ মনস্তাপের বিবরণ কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মন্ত্রি তুমি ইহার কোন উপায় বলিতে পার?। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ এই বিষয়ের উপায় মনুষ্যের জ্ঞানগম্য নহে। পরমেশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানান্ধ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে পরমেশ্বরকেই স্মরণ করুন। এবং মহারাজের এই বৃহৎ সাম্রাজ্যমধ্যে ঈশ্বরপরায়ণ ভূরি ভূরি ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনায় অবশ্য মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা, অতএব অর্থদ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া মহারাজের অভীষ্ট চিন্তায় নিযুক্ত করুন।

শাহজমান ভূপতি, মন্ত্রির এই পরামর্শে রাজ্যস্থ দেবালয় ও মন্দিরে প্রচুর ধন বিতরণ করিয়া, তদধ্যক্ষগণকে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর ঈশ্বরেচ্ছায় রাজমহিষীর গর্ভে এক অতি রূপবান্ পুত্র জন্মিল। মহীপাল তাহাতে আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া পুত্রের নাম কামারলজমান রাখিলেন। কামারলজমান শব্দের অর্থ তৎকালের চন্দ্র।

রাজকুমার চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে প্রবর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিবিধ বিদ্যাবিশারদ বহু বহুদর্শী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষকেরা রাজকুমারকে নানাবিদ্যার উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজপুত্রও তাঁহাদের উপদেশ পাইয়া, আপন স্বাভাবিক প্রখরতর বুদ্ধিযোগে অল্পকালের মধ্যে নানা বিদ্যায় এবং রাজনীতিতে বিশারদ হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতেও অতিশয় পারগ হইলেন। রাজপুত্রের এই সকল গুণ দেখিয়া রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজা ও রাজা পরমানন্দিত হইলেন। রাজতনয়ের পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করণাভিলাষ করিয়া, মন্ত্রিকে তদভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন

হে রাজেন্দ্র আপনি অগ্রে রাজকুমারের বিবাহ দেউন, এবং তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা হউক, তাহাতে রাজ্যশাসনের রীতি নীতি দেখিয়া তিনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিতেপারিবেন।

রাজা মন্ত্রির পরামর্শানুসারে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে স্বনিকটে আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলেন। রাজকুমার, অসময়ে আহূত হওয়াতে চমৎকৃত হইলেন। যাহাহউক রাজসভায় গিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস আমি তোমাকে কি জন্য ডাকিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ কি না। কুমার মৃদু ভাবে কহিলেন আমি অবগত হই নাই, কি কারণ আহ্বান হইয়াছে আজ্ঞা করুন। রাজা কহিলেন আমি তোমার বিবাহ দিবার মানস করিয়াছি, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি। রাজকুমার পিতার এই বাক্যে স্তব্ধপ্রায় হইয়া, কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে রহিলেন, পরে কহিলেন হে জনক, আমি এমত বোধ করি নাই আমার তুল্য অল্পবয়স্ক বালকের প্রতি এমন অসম্ভব অনুমতি হইবে। কিন্তু স্ত্রীলোক হইতে পুরুষদিগের যেরূপ ক্লেশ হয় তাহা শ্রুত হইয়াছি, এবং ললনাদিগের ছলনা এবং শঠতার বিবরণ নানা পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, ইহাতে আমার দারপরিগ্রহ করিতে কোন মতে বাসনা হয় না।

রাজা পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া তখন তাহাকে আর কোন কথা বলিলেন না। এক বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার পুত্রকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৎস আমি গত বৎসর তোমার বিবাহের বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহার কি সদ্বিবেচনা করিয়াছ, তুমি কি নিতান্তই বিবাহ করিবে না, নৃপনন্দন উত্তর করিলেন পিতঃ অনেক বিবেচনা করিয়া আমি পরিশেষে এই স্থির করিয়াছি পানিগ্রহণ অকর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতি হইতে পুরুষদের যে প্রকার অনিষ্ট ঘটে তাহা অনেক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, এবং এক্ষণেও কত কত অঙ্গনার কুক্রিয়া কর্ণে শুনিতেছি ও চক্ষে দেখিতেছি। অতএব মহারাজ এ বিষয়ে আর কোন প্রসঙ্গ করিবেন না। রাজপুত্র এই কথা বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পিতাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শাহজমান ভূপতি পুত্রের এবম্প্রকার ঔদাস্য বাক্য শ্রবণ করিয়া
মন্ত্রিকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন মন্ত্রি কামারলজমান আমার ইচ্ছা-
নুযায়ি কর্ম্মে কোন মতে সম্মত হইল না। পিতা মাতা সন্তানদিগকে
যে বিষয়ে আজ্ঞা করেন, যদি তাহাতে অপত্যেরা অনঙ্গীকার করে
তবে তাঁহাদিগের অতিশয় অপমান ও খেদের বিষয় হয়। বল দেখি
এই দুর্ম্মদ যুবরাজকে কি রূপে শুধরান যাইবে। মন্ত্রী কহিলেন মহা-
রাজ, যুবরাজ আর এক বৎসর এই বিষয় বিবেচনা করুন, তাহার পর
যদি বিবাহ করিতে না চাহেন তবে, সম্পূর্ণ রাজসভায় তাঁহাকে ঐ বিষ-
য়ের প্রস্তাব করিবেন, বোধ হয়, তাহাহইলে তিনি মহারাজের
অভিপ্রায়ে সম্মত হইবেন।

এই পরামর্শের পর মহীপাল, রাণীর সদনে গমন করিলেন। রাজা
সজল নয়নে মহিষীকে কহিলেন হে প্রিয়ে, মন্ত্রির পরামর্শানুসারে
আমি এ পর্য্যন্ত পুত্রের সম্মতি পাইবার অপেক্ষা করিয়াছিলাম।
কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার অনঙ্গীকার করিলেন। আমি বোধ করি
যুবরাজ আমা অপেক্ষা তোমার অধিক বাধ্য, অতএব তুমি তাহাকে
এই কথা বুঝাইয়া কহিও। অনন্তর রাণী এক দিন যুবরাজকে কহিলেন
ওরে বাছা তুমি বিবাহ করিতে দ্বিতীয়বার অস্বীকার করিয়াছ,
তাহাতে রাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, তুমি কেন বিবাহ করিতে
চাহ না। যুবরাজ কহিলেন জননি সে বিষয়ে আমাকে কোন কথা
কহিবেন না। এই কথা শুনিয়া রাণী পুনর্ব্বার কহিলেন হে নন্দন
দার পরিগ্রহের প্রতি তোমার এত দ্বেষ কেন। কামারলজমান
কহিলেন মাতঃ পিতা আমার দারপরিগ্রহের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র
হইয়াছেন, যদি আমি বিবাহ করিতে সম্মত হই; তবে কোন্ নারী
আমার ভাগ্যে পড়িবে বলিতে পারি না। যদিও কোন রাজকন্যা
পরম সুন্দরী হন, কিন্তু তাহার দোষ গুণ কিছুই অবগত নহি,
যদি সে প্রণয়িনী না হয় এবং আমার মতের বিরুদ্ধাচারিণী হয়
তাহা হইলে, বিবাহ সুখের জন্য হইবে না, অতএব আপনি বিবেচনা
করিয়া দেখুন বিবাহে অশ্রদ্ধা হইতে পারে কি না। এই কথা

শুনিয়া রাণী যাহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি রাজপুত্রের শ্রদ্ধা জন্মে তাহার অনেক প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যুবরাজের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর রহিল।

এই প্রকারে সে বৎসর গত হইলে, রাজা এক দিবস, রাজসভাতে কুমারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎস অনেক দিবস অবধি আমি তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, এত দিন পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলাম তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না, কিন্তু সে আশায় তুমি আমাকে নিরাশ করিয়াছ। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না, অতএব এক্ষণে সভাস্থ সকলের সমক্ষে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, দারপরিগ্রহ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, বিবাহ করিলে কেবল আমিই যে তুষ্ট হইব এমত নহে, দেশহিতৈষী প্রজাগণও তাহাতে যথেষ্ট আহ্লাদিত হইবেন। রাজপুত্র বলিলেন পিতঃ আমাকে বিবাহের জন্য পুনঃপুনঃ কেন অনুরোধ করেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিবাহ করিব না। রাজা অত্যন্ত কুপিত হইলেন, বলিলেন কি রে কুসন্তান! তোর এত আস্পর্দ্ধা, তুই পুনঃ পুনঃ আমার বাক্য অমান্য করিস্, প্রহরিরা কে আছিস্ রে, ইহাকে লইয়া যা। এই কথা বলিবা মাত্র নপুংসকগণ রাজনন্দনকে ধরিয়া, তখনি লোকালয়ের বাহিরে এক নির্জন পুরাতন শিবিরে লইয়া গেল, এবং তথায় এক শয্যা ও কয়েকখান পুস্তক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং সেবার জন্য এক জন দাস মাত্র দিয়া যুবরাজকে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই প্রকারে কামারলজমান স্বাধীনত্ব বর্জ্জিত হইয়া শিবিরে থাকিলেন, কিন্তু পুস্তকগুলি সঙ্গে থাকাতে একাকী থাকিয়াও বড় ক্লেশ বোধ করিলেন না। সন্ধ্যাকালে স্নান ও ভোজন করিয়া কোরান পাঠ করিলেন। তদনন্তর বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নিদ্রা গেলেন। ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল, দাস দ্বারে শয়ন করিয়া থাকিল।

শিবিরমধ্যে এক কূপ ছিল, দৈত্যরাজের কন্যা মহীমোহিনী নাম্নী এক পরী তন্মধ্যে থাকিত। সে প্রতিদিন দুই প্রহর রাত্রির সময় কূপ-হইতে বহির্গত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন [illegible] কূপ হইতে

উঠিয়া গৃহে আলোক দেখিয়া বিস্ময়যুক্তা হইল এবং দ্বারস্থ নিদ্রিত দাসকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল রাজনন্দন অর্দ্ধেক বদন বসনে আচ্ছাদন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার সুগঠন ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরী মনে মনে কহিল আহা! কি সুন্দর পুরুষ দেখিলাম, তাবৎ ধরণী পরিভ্রমণ করিয়া এমন রূপবান্ পুরুষকে কুত্রাপি দেখি নাই। হায়, ইহার এমত কি অপরাধ হইয়াছিল যে, রাজা ইহাকে এমন নির্ব্বান্ধব স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পরী সুকুমার রাজকুমারের রূপের এরূপ প্রশংসা করিয়া আকাশ-পথে উড্ডীয়মানা হইল। কতক দূরে গিয়া দেখিল ঈশ্বরবিদ্রোহী এক দৈত্য যাইতেছে। তাহার নাম দানহাস। মহীমোহিনী পরী সোলেমানের দলভুক্তা ছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি জানিয়া ঐ দৈত্য তাহাকে ভয় করিত। অতএব তাহাকে দেখিয়া কহিল হে বরণীয়া মহীমোহিনী তোমাকে অভিবাদন করি। মহী-মোহিনী কহিল অরে দৈত্যাধম, তুই বল্ দেখি কোথাহইতে আসি-তেছিস্, ও কোথায় কি কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছিস্। দানহাস কহিল হে সুন্দরি উত্তম সময়ে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল, অতএব এক অদ্ভুত কথা বলি শ্রবণ কর।

—0000—

চীন দেশের রাজকন্যার কথা।

দানহাস কহিল, আমি চীন দেশ হইতে আসিতেছি। ঐ রাজ্যের রাজার বেদৌরা নাম্নী এক কন্যা আছে, তাহার এমত অপরূপ রূপ, বুঝি, দিবাকরও তদ্রূপ রূপ ধরণীমণ্ডলে কখন দেখেন নাই। রাজা কন্যার বাসস্থানের নিমিত্ত সাত মহল এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য ও অদ্বিতীয়। প্রথম মহল স্ফটিক-নির্ম্মিত, দ্বিতীয় পিত্তলের, তৃতীয় উত্তম লোহার, চতুর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য পিত্তলের, পঞ্চম পরশ মণির, ষষ্ঠ রূপার, সপ্তম স্বর্ণের।

রাজকন্যার সৌন্দর্য্যসৌরভে চীন রাজ্যের নিকটস্থ ভূপতিগণ

তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে দূত প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু চীনাধিপতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তনয়ার অনভিমতে কাহার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন না, কন্যাও বিবাহে অসম্মতা, সুতরাং রাজদূতগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে এক রাজপুত্র দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীনাধিপতি ঐ রাজপুত্রের সহিত বিবাহার্থে স্বীয় নন্দিনীকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজবালা তাহাতে সম্মতা হইলেন না, এবং বলিলেন বিবাহের কথা বলিয়া আপনি আমাকে বিরক্তা করিবেন না, আমি বিবাহ করিব না।

চীনেশ্বর দুহিতার এইপ্রকার বাক্যে উষ্মান্বিত হইয়া বলিলেন কন্যে তুমি উন্মত্তা হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি উন্মত্তের ন্যায় তোমার প্রতি ব্যবহার করিতে হইল। রাজা ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে পূর্ব্বকথিত সাত মহল বাটীর মধ্যে, এক মহলে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তাঁহার সেবার্থ দশ জন প্রাচীনা পরিচারিণী মাত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজকন্যার ধাত্রীও আছে।

অনন্তর যে সকল রাজা রাজকন্যাকে বিবাহ করণাভিলাষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষুণ্ণ না হয়েন এজন্য, চীনাধিপতি দূতদ্বারা সর্ব্বত্র এই কথা প্রচার করিলেন যে আমার কন্যা ক্ষিপ্তা হইয়াছে। এবং নগরে এই ঘোষণা করাইলেন, যে ব্যক্তি কন্যাকে রোগমুক্ত করিবে তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ কন্যাদান করিবেন।

দানহাস এই কথা সমাপন করিয়া কহিল হে অপরূপা মহীমোহিনী আমি ঐ কন্যা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পৃথিবীতে তেমন রূপবতী আর নাই। মহীমোহিনী হাস্য করিয়া কহিল আমি অনুমান করিয়াছিলাম তুই কোন আশ্চর্য্য কথা বলিবি, কিন্তু কেবল একটা উন্মত্তা বালিকার বিবরণ বলিলি, আমি যে এক পরম সুন্দর সুকুমার রাজকুমারকে দেখিয়া আসিলাম, ঐ রাজকুমারের সহিত তোর রাজকন্যার তুলনা করিলে, তুই এক্ষণেই পরাভব মানিবি। দানহাস জিজ্ঞাসা করিল হে সুন্দরী [illegible]

রেরও তদ্রূপ ঘটনা হইয়াছে। এ রাজপুত্র বিবাহ করিতে চাহেন
নাই, তাহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, আমি যে পুরাতন দুর্গে বাস
করি তথায় তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এই মুহূর্ত্তে
তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া আসিতেছি। তুই যদি
এমত মনে করিস যে তোর রাজকন্যা আমার রাজপুত্র অপেক্ষা সুরূপা,
তবে তাহাকে আনিয়া আমার রাজনন্দনের নিকট শয্যাতে রাখ,
তাহা হইলে উভয়ে উভয়কে প্রত্যক্ষে দেখিলে আমাদের বিবাদ
ভঞ্জন হইবে।

দানহাস দানব, পরীর এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ চীনদেশে গমন করিল,
এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে রাজকুমারীকে নিদ্রাবস্থায় আনিয়া, কামারল্-
জমানের শয়নাগারে লইয়া গিয়া, তৎপার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিল।
তদনন্তর পরী বলিল রাজপুত্র অধিক সুন্দর, দৈত্য কহিল তাহা নহে
রাজকন্যা অধিক সুন্দরী। এই বিবাদের মীমাংসা কোনরূপে হইল
না, মধ্যস্থের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইবে এই স্থির করিয়া, মহীমোহিনী
ধরণীতে পদাঘাত করিল। তাহাতে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া, খঞ্জ কুব্জ
মস্তকে ছয় শৃঙ্গ ও হস্তপদে দীর্ঘ নখবিশিষ্ট প্রকাণ্ডশরীর এক
দৈত্য নির্গত হইল এবং ঐ পরীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক
পাতিতজানু হইয়া করপুটে জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরাণি আমাকে কি
জন্য স্মরণ করিলেন আজ্ঞা করুন। মহীমোহিনী বলিল ওরে কাশ-
কাশ, দানহাসের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে,
তন্নিষ্পত্তির নিমিত্ত আমি তোকে ডাকিয়াছি, তুই এই শয্যাস্থিত
যুবক যুবতীকে দৃষ্টি করিয়া, ইহাদের মধ্যে কে অধিক সুন্দর তাহা
অপক্ষপাতে বল্। কাশকাশ যুবরাজ ও রাজকুমারীকে অনেক ক্ষণ
পর্য্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক দেখিল, কিন্তু উভয়ের তুল্য আকার প্রকার
দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মহীমোহিনীকে বলিল, ঠাকু-
রাণী এই দুই ব্যক্তির রূপ, কিছুই প্রভেদ বোধ হয় না। যদি ইহা-
দিগের রূপের ন্যূনাধিক্য জানা আবশ্যক হয় তবে এক পরামর্শ বলি,
করুন, তখন এক জন আ

এক জনকে দেখিবে, তাহাতে যে জন অধিক ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতা ও আসক্তির প্রাবল্য প্রকাশ করিবে তাহাকেই কোন অংশে কিঞ্চিৎ ন্যূন সুন্দর বলা যাইবে।

কাশকাশের এই পরামর্শে মহীমোহিনী ও দানহাস উভয়ে সম্মত হইল। পরে পরী এক মক্ষিকা-রূপ ধারণ করিয়া যুবরাজের স্কন্ধে হুল ফুটাইল। যুবরাজ চমকিয়া উঠিয়া নিদ্রাবেশে দংশিত স্থানে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এবং যেমন হস্ত টানিয়া লইবেন তেমনি রাজকন্যার হস্তের উপর তাঁহার হস্ত পড়াতে, মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন অত্যন্ত মনোহরা নিরুপমা পরম সুন্দরী ষোড়শী এক যুবতী তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে কামারল্‌জমান তৎকাল পর্য্যন্ত যে কামাগ্নির পরাক্রম হইতে আপনাকে তাদৃক যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই কামাগ্নি একবারে তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যুবরাজ উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন আহা কি সুন্দরী! কি অপরূপ রূপলাবণ্য! এবম্প্রকার প্রেমোক্তির পর রাজকন্যার গণ্ডদেশে ও কপোলে এবং মুখে দৃঢ়তর চুম্বন করিলেন। রাজকন্যা দানহাসের মায়াতে প্রগাঢ় সুষুপ্তা হইয়াছিলেন, এজন্য নিদ্রাভঙ্গ হইল না। রাজনন্দন তাহা দেখিয়া কহিলেন হে ললনে কামারলজমান তোমার প্রেমদাস, তোমার প্রেম অভিলাষ করিতেছে, তথাপি কেন তোমার চৈতন্য হইতেছে না। তুমি যে হও, কোন মতে আমি তোমার প্রেমের আশা ত্যাগ করিব না। পিতা কি এই রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, হায় হায় যদি ইহাই তাঁহার মনস্থ ছিল তবে তিনি আমাকে পূর্ব্বে কেন ইহাকে দেখান নাই। এরূপ বিলাপ করিয়া যুবরাজ পুনরায় মহীপালবালার চৈতন্য করিতে উদ্যত হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন বিবাহে আমার যথার্থ ঘৃণা আছে কি না তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত বুঝি, পিতা এই সুন্দরীকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাই হউক, এই কামিনীর স্মরণার্থ আমি ইহার অঙ্গুরীয় লইয়া রাখি। অনন্তর কামিনীর অঙ্গুলী হইতে

হস্তে দিলেন। তৎপরেই দৈত্যমায়াতে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রাজপুত্র নিদ্রাগত হইবামাত্র, দানহাস মক্ষিকারূপ ধারণ করিয়া রাজকন্যার ওষ্ঠে দংশন করিল। তাহাতে রাজবালার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি একবারে উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন ঐ শয্যায় তাঁহার নিকটে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন। ইহাতে প্রথমতঃ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্না হইলেন। পরে যুবরাজের অপরূপ রূপ দর্শনে প্রফুল্ল চিত্তে বলিতে লাগিলেন, ইহার সঙ্গেই কি পিতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, হায়, আমি কি দুর্ভাগা, ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য কদাচ হেলন করিতাম না, এবং এমত স্বামির আলিঙ্গনে কখনও বঞ্চিত থাকিতাম না। পরে রাজকুমারের অঙ্গে হস্ত দিয়া কহিলেন হে কান্ত উঠ উঠ, কিন্তু, রাজপুত্র মায়ানিদ্রায় মোহিত, এজন্য নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। পরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া চুম্বন কালে দেখিলেন তাঁহার হস্তে আপনার অঙ্গুরী তুল্য এক অঙ্গুরী রহিয়াছে, তাহাতে আপন হস্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অন্য অঙ্গুরী দেখিয়া অনুমান করিলেন এই অঙ্গুরী আমারই হইবে। অনন্তর তাঁহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল।

যখন মহীমোহিনী দেখিল, রাজকন্যা রাজপুত্রকে জাগাইবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, তখন সাহঙ্কার বাক্যে দানহাসকে বলিল দেখ্ রে পাপিষ্ঠ, দেখ্, তুই কি বলিয়াছিলি, তোর রাজনন্দিনী আমার রাজকুমারের অপেক্ষা অধম, এখন ইহা প্রত্যয় হইল কি না। ইহা বলিয়া কাশকাশকে বলিল তোমার পরিশ্রমে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম, এবং দানহাসকে বলিল রাজকুমারীকে যেখান হইতে আনিয়াছিলি সেইখানে লইয়া যা। এই কথায় দৈত্যদ্বয় রাজনন্দিনীকে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং মহীমোহিনীও কূপে প্রবেশিল।

কামারলজমান প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর যখন দেখিলেন সেই কামিনী তাঁহার নিকটে নাই, তখন ভাবিলেন পিতা আমার সহিত চাতুরী করিয়াছেন। পরে রাজপুত্র মুখপ্রক্ষালনানন্তর ভজনাদি ... কথা জিজ্ঞাসা করি, তই

সত্য কহিস্, গত রাত্রে যে নারী আমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিল, বল্ দেখি, সে কি প্রকারে এখানে আসিল, ও তাহাকে কে আনিয়াছিল। ভৃত্য এই বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আপনি কোন্ স্ত্রীর কথা বলিতেছেন। যুবরাজ বলিলেন যে স্ত্রী গত রাত্রিতে আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল। দাস কহিল ধর্ম্মাবতার, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি তাহার কিছুই জানিনা, বিশেষ, আমি দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম, আমার অজ্ঞাতসারে এখানে কে আসিতে পারিবে। ভূপালতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে মিথ্যাবাদি, তুই বেটাও ঐ মন্ত্রণায় সংশ্লিষ্ট হইয়াছিস্। ইহা বলিয়া দাসকে এক চপেটাঘাত করিলেন, তাহাতে কিঙ্কর ধরাবলুণ্ঠিত হইল, সেই অবস্থাতেই যুবরাজ তাহাকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন অরে বেটা সেই রূপবতী কোথায়, কোন্ ব্যক্তি তাহাকে আনিয়াছিল, শীঘ্র বল্, নতুবা তোকে মারিয়া ফেলিব। ভৃত্য হতজ্ঞান ও মৃতপ্রায় হইয়া বিবেচনা করিল রাজকুমার প্রবল দুঃখের আবেশে হতবুদ্ধি হইয়াছেন, অতএব ইহাকে প্রতারণা না করিলে কোন মতে পরিত্রাণের পন্থা নাই। মনে২ ইহা স্থির করিয়া মৃদুস্বরে বলিল প্রভু আমাকে নষ্ট করিবেন না, আমি ইহার তথ্য জানিয়া শীঘ্র আসিয়া বলিতেছি। রাজনন্দন কহিলেন তবে যা, শীঘ্র আসিয়া আমাকে তাবৎ বিবরণ বল্। পরিচারক এই ছলে রাজপুত্রের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহিরে যাইয়া, দ্বারে শিকল লাগাইল এবং তদবস্থায় ক্রন্দন করিতে করিতে রাজসদনে গমন করিল। রাজা মন্ত্রির সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, দাস রোদন করিতে করিতে তাঁহার পদানত হইল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া করপুটে নিবেদন করিল মহারাজ আমি বড় কুসম্বাদ লইয়া আসিয়াছি, রাজকিশোর উন্মত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে কোন্ নারী গত রাত্রে তাঁহার নিকটে গিয়া শয়ন করিয়া ছিল। পরে যুবরাজ যে যেরূপে তাহার দুর্গতি করিয়াছিলেন সমস্ত বলিল।

আবার কি বিপদ উপস্থিত হইল, তুমি শীঘ্র গিয়া ইহার তথ্য জানিয়া আইস। মন্ত্রী আজ্ঞামাত্র রাজপুত্রের বন্ধনশালায় গিয়া, দেখিলেন যুবরাজ পল্যঙ্কে বসিয়া শান্তস্বভাবে পুস্তক পাঠ করিতেছেন। পরে রাজপুত্রসমীপে গিয়া কহিলেন হে ভূপালতনয় আপনকার কিঙ্কর রাজসমীপে গিয়া যে কথা কহিল, পরমেশ্বর করুন, তাহা যেন সত্য না হয়, আপনাকে আমি স্বচক্ষে সুস্থ দেখিতেছি। রাজপুত্র কহিলেন অনুমান করি, কিঙ্কর সকল কথা উত্তম রূপে কহিতে পারে নাই, তুমি আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, গত রাত্রে আমার নিকট কোন্ সুন্দরী আসিয়া শয়ন করিয়া ছিল। মন্ত্রী এই প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিলেন। পরে কহিলেন আপনকার এই কথায় আমি যে চমৎকৃত হইলাম, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না। কেননা এই দুর্গের দ্বার সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে এবং আপনকার শয়নাগারের দ্বারে দাস শয়ন করিয়াছিল, অতএব কোন স্ত্রী অথবা কোন মনুষ্য এখানে আসিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। রাজপুত্র কহিলেন তর্কে প্রয়োজন নাই, তুমি আমাকে বল সে স্ত্রী কোথায়, যদি সহমানে না বল, তবে অপমান করিয়া বলাইব। এই কটু কথায় মন্ত্রী অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং আপনি কি রূপে পরিত্রাণ পাইবেন তাহা মনে মনে চিন্তা করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ঐ নারীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি না। রাজকিশোর বলিলেন হাঁ আমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং নিশ্চয় বোধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে প্রলোভ দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলে। মন্ত্রী বলিলেন ধর্ম্মাবতার আমার দ্বারা এমন কর্ম্ম হয় নাই, এবং রাজা অথবা আমি ঐ সুন্দরীর বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহি। অতএব বোধ হইতেছে আপনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। এই কথায় যুবরাজ একবারে রাগান্ধ হইয়া কহিলেন, কি! তুই আমার সহিত কৌতুক করিতে আসিয়াছিস্। মন্ত্রী আর কোন তর্ক না করিয়া, কহিলেন আপনি যে স্ত্রীলোকের কথা কহিতেছেন ইহাতে

রাজাজ্ঞা পালন করা মন্ত্রির কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব রাজাকে যে কথা বলিতে হয় আজ্ঞা করুন আমি গিয়া বলিতেছি। রাজকুমার বলিলেন তবে যা, তাঁহাকে গিয়া বল্, গত রাত্রে আমার নিকটে তিনি যে রমণীকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাকে আমি বিবাহ করিব, ইহাতে তিনি যাহা বলেন তাহা আসিয়া আমাকে শীঘ্র বল্। মন্ত্রী যুবরাজকে প্রণাম পূর্ব্বক দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, বিরস বদনে রাজসদনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কামারলজমানের সহিত তাঁহার যে যে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সমুদায় কহিলেন।

শাহজমান রাজা পুত্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, অতএব এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের নিকটে গমন করিলেন। কামারলজমান পিতাকে দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে রাজা পুত্রকে নিকটে বসাইয়া, তাঁহাকে বলিলেন বৎস আমি শুনিতেছি, গত রাত্রিতে কোন নারী আসিয়া তোমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিল, তুমি জান সে কে। কামারলজমান কহিলেন মহাশয় সে কথা বলিয়া আর কেন খেদ বৃদ্ধি করেন, যদি সেই মনোহারিণী কামিনীর সহিত আমার বিবাহ দেন তবে আমি সজীব হই, এ পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির প্রতি আমার যে দ্বেষ ছিল তাহা সেই ললনা-দর্শনে দূর হইয়াছে, তাহার রূপে আমি এরূপ মোহিত হইয়াছি যে অবশেষে আমাকে স্বয়ং হীনতা স্বীকার করিতে হইল। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া একবারে চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন বৎস, তোমার এ সকল কথা আমাকে কেমন কেমন লাগিতেছে। এই যে রাজমুকুট আমার অবর্ত্তমানে তোমার শিরঃশোভা করিবে তাহা স্পর্শ করিয়া, আমি কহিতেছি, আমি সেই কামিনীর কোন প্রসঙ্গ জানি না, যদি কোন রমণী তোমার নিকট আসিয়া থাকে সে আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া থাকিবে। রাজপুত্র কহিলেন হে পিতঃ আমি যাহা নিবেদন করি তাহা শ্রবণ করুন। এই বলিয়া, রাত্রির সমস্ত কাহিনী কহিলেন, এবং কামিনীর অঙ্গুরী দেখাইয়া বলিলেন

অতএব এই অঙ্গুরী দেখিয়া বিবেচনা করুন, আমি অজ্ঞান কি সজ্ঞান। রাজা ঐ অঙ্গুরী দর্শনে নিরুত্তর হইলেন। যুবরাজ কহিলেন হে পিতঃ ঐ মনোহরা কামিনীকে দর্শন করিয়া, আমার মন কেবল তাহার প্রতিই ধাবমান হইতেছে, অতএব আপনি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহ দেউন। রাজা কহিলেন হে নন্দন এই অঙ্গুরী দেখিয়া বুঝিলাম তুমি সকলি স্বরূপ কহিলে, অতএব যদি আমি ঐ কামিনীর সহিত তোমার বিবাহ দিয়া মুহূর্ত্তেকের জন্যও সুখী হই ইহা আমার নিতান্ত বাসনা, কিন্তু তাহার নাম নিবাস কিছুই জানি না, অতএব কি প্রকারে তাহার অন্বেষণ করিব, ও কোথায় তাহাকে পাইব, যদি পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন তবেই ইহার উপায় হইতে পারে।

শাহজমান রাজা ইহা বলিয়া দুর্গ হইতে পুত্রকে রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। রাজপুত্র অজ্ঞাতা রমণীকে পাইবার নৈরাশ্যে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন। রাজা পুত্রের দুরবস্থা দেখিয়া সকল রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহরহঃ তাঁহার নিকট বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহার যাইবার অনুমতি রহিল না।

কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইলে মন্ত্রী এক দিন রাজার নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন, সভাস্থ পাত্র মিত্র অমাত্যগণ বহু দিবসাবধি মহারাজের অদর্শনে দুঃখিত হইয়াছেন, এবং বিচারের নিয়ম ভঙ্গ হেতু প্রজাগণও অসন্তুষ্ট হইতেছে। অতএব মহারাজকে এক সৎপরামর্শ কহি। মহারাজ সমুদ্রতীরস্থ দুর্গে রাজকুমারকে লইয়া থাকুন, এবং প্রতি সপ্তাহে দুই দিন মাত্র প্রজাগণকে দর্শন দেউন, তাহা হইলে ঐ স্থানের শোভা ও উত্তম বায়ুতে যুবরাজের পীড়া উপশম হইলেও হইতে পারিবে। শাহজমান, মন্ত্রির পরামর্শানুসারে উক্ত দুর্গ সুসজ্জিত করাইয়া, যুবরাজকে লইয়া তথায় রহিলেন, এবং সপ্তাহে দিনদ্বয় ভিন্ন, অহরহঃ তনয়ের নিকট বসিয়া তদ্দুঃখে [illegible] লাগিলেন।

শাহজমান রাজার রাজধানীতে এই সকল ঘটনা হইতে লাগিল। এদিকে দানহাস দৈত্য চীন দেশের রাজকন্যাকে তাহার শয্যাতে শয়ন করাইয়া প্রস্থান করিলে, নৃপতিসুতা সমস্ত রাত্রি নিদ্রাবস্থাতে থাকিলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থানানন্তর, নিকটে কামারলজমানকে না দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে পরিচারিণীগণকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহারা আসিলে রাজকন্যা কহিলেন, গত রজনীতে আমার পার্শ্বে যে যুবা পুরুষ শয়ন করিয়াছিলেন তিনি কোথায়?। ধাত্রী বলিল ঠাকুরাণি কোন্ যুবকের কথা কহিতেছেন। রাজনন্দিনী বলিলেন মনোহর পরম সুন্দর এক যুবক পুরুষ গত যামিনীতে আমার শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারি নাই, সেই সুপুরুষ কোথায়, বল। ধাত্রী কহিল হে রাজকুমারি আপনি কি আমাদিগের সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ মাত্রে রাজকন্যা ধাত্রীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দুই তিন মুষ্টিকাঘাত করিয়া বলিলেন, সে যুবা কোথায় বল্, নতুবা তোর মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া মজ্জা বাহির করিব। ধাত্রী কোনরূপে রাজকন্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, রোদন করিতে২ রাণীর সদনে দৌড়িয়া গেল, এবং রাজকন্যার প্রচণ্ড রাগের সমুদায় কারণ কহিল। নৃপজায়া তাহা শুনিয়া চমৎকৃতা হইলেন, এবং ভাবিলেন কন্যা স্বপ্নকে যথার্থ জ্ঞান করিয়া এরূপ উন্মত্তা হইয়া থাকিবে। যাহাহউক তিনি ধাত্রীকে সঙ্গে করিয়া কন্যার নিকটে গেলেন, এবং তাহার শয্যাতে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, হে তনয়ে তুমি ধাত্রীর প্রতি কুপিতা হইয়াছ, কারণ কি। বেদৌরা বলিলেন গত রাত্রে আমার পর্য্যঙ্কে যে যুবক শয়ন করিয়াছিলেন্ তাঁহাকে আনিয়া আমার সহিত বিবাহ দেউন। রাণী বলিলেন ও মা, তুমি কোন্ যুবকের কথা বলিতেছ? ভূপতিবালা দুঃখিত হইয়া বলিলেন ঐ যুবা ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব। রাজমহিষী দুহিতাকে বিধিমতে বুঝাইলেন, এবং বলিলেন তুমি এ বাটীতে একাকিনী আছ, কোন দিকে বায়ু নিঃসরণের পথ নাই

অন্য মনুষ্য কি প্রকারে আসিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি।

রাজতনয়া জননীর প্রবোধ বাক্য না শুনিয়া, ক্রমে আরো উন্মাদিতা হইতে লাগিলেন। তাহাতে রাণী ভীত হইয়া রাজার নিকটে যাইয়া সকল সম্বাদ কহিলেন। মহীপাল তাহা শুনিয়া মহা বিস্ময়যুক্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কন্যার অন্তঃপুরে গিয়া কন্যাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদৌরা কহিলেন মহাশয় সে কথায় প্রয়োজন নাই, যে যুবক গত নিশায় আমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিলেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দেউন। চীনেশ্বর কহিলেন কন্যে এ কি কথা বলিতেছ, তোমার নিকট গত রাত্রে কোন্ পুরুষ শয়ন করিয়াছিল। রাজকন্যা বলিলেন তাহা কি আপনি জানেন না? ঐ পুরুষ অতি রূপবান। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি কি না তাহার প্রমাণ আমার অঙ্গুলীতে এই অঙ্গুরী আছে দৃষ্টি করুন। ইহা বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক করশাখায় রাজপুত্রের অঙ্গুরী দেখাইলেন। রাজা তাহা দৃষ্টি করিয়া আরো বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন দুহিতাকে যাদৃশ উন্মাদাবস্থায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম তদপেক্ষা অধিক উন্মত্তা হইয়াছে। অতএব এখন ইহাকে কোন কথা কহিলে, হিতে বিপরীত হইবে, এই আশঙ্কায় আর কিছু না কহিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, সেবার জন্য কেবল ধাত্রী রহিল। রাজকুমারীর রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজা কোন উপায় না দেখিয়া সভাসদগণকে দুহিতার অবস্থা জানাইয়া, বলিলেন যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ রাজকন্যার রোগোপশম করিতে পার তবে তাহাকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিব এবং আমার অবর্ত্তমানে তাহাকেই রাজ্যাধিকার দিব।

এই কথা শুনিয়া কুহক বিদ্যায় নিপুণ এক সভাসদ পরম সুন্দরী রাজকন্যার ও রাজ্যের লোভে লোলুপ হইয়া, রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব বলিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাতে মহা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাকে বলিলেন যদি রোগোপশম করিতে না পার, তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। সভাসদ তাহাতে স্বীকৃত হইল।

পরে চীনেশ্বর তাহাকে কন্যার নিকট লইয়া গেলেন। বেদৌরা রাজসভ্যকে দেখিবামাত্র বস্ত্রে মুখাচ্ছাদন করিয়া, রাজাকে বলিলেন আপনি কোন্ অপরিচিত পুরুষকে এখানে আনিয়াছেন, ইহার মুখাবলোকন করা আমার ধর্ম্মসম্মত নহে। ভূপতি কহিলেন ইহাতে লজ্জা কি, ইনি আমার সভাস্থ, ইনি তোমাকে বিবাহ করিবেন। নরেন্দ্রবালা কহিলেন পিতঃ আপনি আমাকে এক ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার অঙ্গুরী আমার হস্তে আছে, তাহাকে না আনিয়া এ কোন্ ব্যক্তিকে আনিয়াছেন, আমি ইহাকে বিবাহ করিব না।

রাজসভ্য অনুমান করিয়াছিল রাজনন্দিনী উন্মত্তা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথোপকথন দ্বারা বুঝিল, প্রচণ্ড প্রেমপীড়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পীড়া নহে, ইহাতে অপ্রতিভ হইয়া রাজাকে বলিল, হে নরেন্দ্র রাজকুমারীর যে পীড়া দেখিতেছি ইহার ঔষধ আমার নিকট নাই। অনন্তর ভূপাল তাহার শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

তৎপরে রাজা নগরমধ্যে এই ঘোষণা করিলেন, যদি কোন চিকিৎসক অথবা জ্যোতিষী কিম্বা মায়াবী রাজকুমারীর পীড়া শান্তি করিতে পারে তবে আসিয়া চিকিৎসা করুক, তাহার যথোচিত পুরস্কার করিব, কিন্তু যদি রোগ শান্তি করিতে না পারে তাহার মস্তকচ্ছেদ হইবে। এই কথা রাজ্য মধ্যে প্রচার হইলে, মায়াবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় নিপুণ এক দৈবজ্ঞ আসিয়া বলিল আমি রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব। ইহাতে ভূপাল অন্তঃপুররক্ষকদিগকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে রাজকন্যার আগারে প্রেরণ করিলেন। দৈবজ্ঞ ঐ স্থানে গিয়া স্কন্ধ হইতে ঝুলি নামাইয়া তাহার ভিতর হইতে গ্রহাদিদর্শনের এক যন্ত্র ও এক ক্ষুদ্র চক্র এবং অগ্নি জ্বালিবার এক আঙ্টা ও আর আর নানা প্রকার দ্রব্য এবং পিত্তলের এক পাত্র বাহির করিয়া অগ্নি জ্বালিতে কহিল। বেদৌরা জিজ্ঞাসা করিলেন এই সকল আড়ম্বরী কি জন্য হইতেছে। দৈবজ্ঞ কহিল আপনাকে যে প্রেতে পাইয়াছে তাহাকে ছাড়াইয়া এই পাত্রে পুরিয়া সমুদ্রে ফেলাব

করা যাইবে, তাহার নিমিত্ত এই আয়োজন হইতেছে। রাজকন্যা কহিলেন ওরে নির্ব্বোধ দৈবজ্ঞ, আমার জ্ঞানের ব্যতিক্রম হয় নাই, তোর বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, আমি যাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা করি যদি তাহাকে বিদ্যার দ্বারা আনিয়া দিতে পারিস্ তবে যাহা ইচ্ছা কর, নতুবা চলিয়া যা। দৈবজ্ঞ কহিল যদি এমন ঘটনা হইয়া থাকে তবে আপনকার পিতাই তাহার প্রতীকার করিবেন, আমি ক্ষান্ত হইলাম। ইহা বলিয়া সমুদয় পাত্রাদি পুনর্ব্বার ঝুলিতে পুরিল, এবং রাজাকে আসিয়া বলিল মহারাজ দেখিলাম রাজকন্যা প্রেমজ্বরে পীড়িতা, অতএব তাহাতে আমার কোন গুণ জ্ঞান খাটিবে না। রাজা দৈবজ্ঞের মিথ্যা দম্ভে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐ স্থানেই তাহার মস্তক ছেদাজ্ঞা করিলেন। এই প্রকারে বহু লোকের প্রাণ বিনাশ হইল, কেহ রোগ মোচন করিতে পারিল না।

মার্জ্জমান কর্ত্তৃক কামারলজমানের সহিত বেদোরার সংমিলন ও তৎপরে তাহাদের বিচ্ছেদ।

শাহারজাদী বলিলেন মহারাজ, চীনরাজকন্যার ধাত্রীর মার্জ্জমান নামে এক পুত্র ছিল। সে বাল্যকালাবধি রাজকন্যার সহিত একত্র বাস করিত, তাহাতে পরস্পরের অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল, এবং উভয়ের সহোদরবৎ ব্যবহার ছিল। ক্রমে তাহাদের বয়োবৃদ্ধি প্রযুক্ত পার্থক্য হইলেও, সেই স্নেহের কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই।

মার্জ্জমান বাল্যকালাবধি জ্যোতিষ ও গণনা বিদ্যার আলোচনা করিত। কিন্তু স্বদেশে ঐ বিদ্যার উত্তমরূপ শিক্ষা না হওয়াতে, অধিক ব্যুৎপত্তির প্রত্যাশায় দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। অনেক দিবস পর্য্যন্ত নানাদেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রচুর জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় জন্মস্থান চীনদেশে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর মাতার নিকট বেদোরার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মাতাকে বলিল, রাজার অজ্ঞাতসারে

রাজকুমারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ করিয়া দিতে পার কি না। ধাত্রী কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল তুমি যদি স্ত্রীবেশে আমার কন্যা পরিচয় দিয়া আমার সঙ্গে যাইতে স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজকন্যার নিকট লইয়া যাইতে পারি। মার্জমান তাহাতে সম্মত হইল। পরে নিশাভাগে ধাত্রী তাহাকে রমণীবেশে রাজকন্যার অন্তঃপুরে লইয়া গেল। প্রহরীগণ তাহাকে ধাত্রীকন্যা বোধ করিয়া আটক করিল না। রাজদুহিতা বহু কালের পর মার্জমানকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। ধাত্রীকুমার মাতার নিকট রাজতনয়ার পীড়ার বিবরণ শ্রবণ করিয়া, কয়েক খান পুস্তক ও আর আর দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর সে সকল বাহির করিল। বেদোরা তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভ্রাতঃ তুমিও কি অপরাপর লোকের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়া, আমাকে উন্মত্তা জ্ঞান করিতেছ, আমি ক্ষিপ্ত নহি। ইহা বলিয়া আপনার তাবদ্বিবরণ কহিয়া অঙ্গুরী দেখাইলেন। মার্জমান তাহা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল পুস্তক পাঠ করিল, তৎপরে রাজকন্যাকে বলিল আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করণে আমি কদাপি অনুৎসাহী হইব না। আমি যে সকল দেশ দর্শন করি নাই, সেই সকল দেশ দর্শন করিতে যাইব, যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। পরে আমি যখন প্রত্যাগমন করিব তখন জানিবেন আপনার বাঞ্ছিত ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন।

ধাত্রীতনয় ইহা বলিয়া রাজকন্যার নিকট বিদায় হইয়া, পর দিন চীনদেশ হইতে যাত্রা করিল, যে নগরে যে প্রদেশে বা যে উপদ্বীপে গমন করিল, সর্ব্বত্রই চীনরাজার কন্যা বেদোরার নাম ও তাহার পিতার কথা লোকমুখে শুনিতে লাগিল। চারি মাস পর্য্যন্ত এইরূপ ভ্রমণ করিয়া, সমুদ্রতীরস্থ তোর্ক নামক বহুপ্রজ এক নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় চীনেশ্বরের কন্যার কথা আর শুনিতে পাইল না। কামারজলমান রাজপুত্রের নাম সকলেরই মুখে শুনিতে লাগিল এবং তাঁহার যে পীড়ার কথা ...

বিবরণের ন্যায়, ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদাভিষিক্ত হইল, এবং ঐ রাজকুমারের বাসস্থান ও যে স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে তাহার সন্ধান লইয়া, সমুদ্রপথে গমন সহজ বিবেচনা করিয়া, এক মহাজনের সাগরযানারোহণ পূর্ব্বক দুই মাস মধ্যে, শাহজমান রাজার দুর্গসম্মুখে গিয়া অবতীর্ণ হইল।

তৎকালে শাহজমান ভূপতি ও তন্মন্ত্রী তথায় ছিলেন। দূর হইতে মার্জমানের মুখশ্রী দর্শনে ভদ্র বিবেচনা করিয়া, যথোচিত সমাদর করিলেন। পরে বিবিধ বিষয়ের আলাপ হইতে হইতে, মন্ত্রী তাঁহাকে কামারলজমানের পীড়ার কথা বলিলেন। মার্জমান, রাজকিশোরের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিল। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করিয়া দিলেন। মার্জমান রাজনন্দনের আকৃতি চীনরাজকন্যার অবয়বের অনুরূপ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, মনে মনে করিল এই যুবক নায়কের প্রতিই বেদৌরা প্রেমার্ত্তা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইহা ভাবিয়া মার্জমান, রাজতনয়ের সম্মুখে পতিতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বলিল রাজনন্দন আপনি পরিতাপ পরিত্যাগ করুন, যে কামিনীর কামনায় দুঃখ-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন তাঁহার নাম বেদৌরা, তিনি চীনাধিপতি গায়ুর মহারাজের দুহিতা। তাঁহার যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছি আপনারও সেই প্রকার বৃত্তান্ত শুনিলাম, এবং আপনাদের উভয়ের অভেদাকার দেখিলাম। ইহা বলিয়া চীনরাজকন্যার তাবদ্বৃত্তান্ত কহিল, তৎপরে ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিল আপনাকে চীনদেশে গমন করিতে হইবে, তাহা হইলে আপনার দর্শনেই নৃপতিনন্দিনী নিঃসন্দেহ নীরোগ হইবেন, এবং তাহাতে আপনারও ক্লেশের শেষ হইবে, কিন্তু গমনের পূর্ব্বে আপনি সুস্থ হইবার চেষ্টা করুন।

মার্জমানের এই কথা রাজপুত্রের পক্ষে মহৌষধির ন্যায় হইল মনস্কামনার অবিলম্বিত সিদ্ধির আশায় বিশ্বাস প্রযুক্ত, তাঁহার শরীরে তৎক্ষণাৎ প্রচুর বলোদয় হইল। তিনি তখনি স্বয়ং উঠিয়া বস্ত্র পরি

সুস্থ দেখিয়া, অত্যন্তানন্দে নগরবাসিগণকে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর রাজনন্দন উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া চীনদেশে গমন নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু পিতার নিকট কি প্রকারে বিদায় লইবেন এই চিন্তা বলবতী হইল। মার্জমান বুঝিয়াছিল রাজা পুত্রকে চীনরাজ্যে যাইতে কখন অনুজ্ঞা দিবেন না, অতএব রাজপুত্রকে পরামর্শ দিল মৃগয়াচ্ছলে দুই তিন দিবসের বিদায় লউন। রাজকুমার মার্জমানের পরামর্শ ক্রমে রাজসাক্ষাতে যাইয়া মৃগয়ায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি তাহাতে আপত্তি না করিয়া, অশ্বশালা হইতে উত্তম ঘোটক এবং মৃগয়ার যোগ্য আর আর সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করাইলেন এবং পুত্রের তত্ত্বাবধারণার্থে মার্জমানকে নানা উপদেশ দিয়া, কুমারকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

কামরলজমান এবং মার্জমান অশ্বারোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং সমস্ত দিবসের মধ্যে একবারও বিশ্রাম করিলেন না, দিবাবসানে এক পথিকপান্থে ভোজনাদি করিয়া নিদ্রা গেলেন। অর্দ্ধরাত্র সময়ে যখন সঙ্গিগণ নিদ্রায় অচেতন, তখন মার্জমান ধীরে ধীরে রাজকুমারকে জাগাইয়া, অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক উভয়ে দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কখন পদব্রজে, কখন জলপথে, ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক দিবসের পর চীন রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। মার্জমান হঠাৎ আপন আবাসে না যাইয়া, যুবরাজকে লইয়া তিন দিবস গুপ্তভাবে এক পণ্যালয়ে থাকিয়া, রাজপুত্রের নিমিত্ত এক প্রস্থ দৈবজ্ঞের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইল। তৎপরে রাজপুত্রকে বলিল, তিনি পর দিবস দৈবজ্ঞবেশে রাজবাটীর সম্মুখে যান, এবং যাহা যাহা বলিতে ও করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিয়া, আপন বাটীতে চলিয়া গেল।

রাজপুত্র সেই পরামর্শানুসারে পর দিবস প্রাতে দৈবজ্ঞের বেশে রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া, প্রহরীগণের সম্মুখে অত্যুচ্চস্বরে

গায়ুর চীনাধিপতির পরম সুন্দরী তনয়ার পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি, যদি তাঁহার রোগ শান্তি করিতে পারি তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব, নতুবা অনর্থক সাহঙ্কার বাগাড়ম্বরের নিমিত্ত প্রাণ দণ্ড দিব। কামারলজমানের পরম সুন্দর রূপ ও গঠন এবং নবীন বয়স দেখিয়া প্রহরীগণের অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে ঐ দুশ্চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল। কিন্তু রাজকুমার তাহাদের বাক্য না শুনিয়া, ঐ কথা বারত্রয় বলিলেন। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন।

যুবরাজ ভুপালের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। চীনেশ্বর কহিলেন ওহে বিদেশী তোমাকে নবকিশোর দেখিতেছি, তুমি এই নবীন বয়সে আমার কন্যার রোগ মুক্ত করণক্ষম হইবে ইহা আমার মনে লয় না, অথচ তুমি কৃতকার্য্য হও ইহা আমার নিতান্ত প্রার্থনা। কিন্তু তোমাকে বলিয়া রাখি রোগ মোচনে অক্ষম হইলে তোমার মস্তক ছেদন হইবে। রাজপুত্র কহিলেন যদিস্যাৎ রাজনন্দিনীকে আরোগ্য করিতে না পারি তবে আমার মরণই মঙ্গল। এই কথা শ্রবণে চীনাধিপতি খোজাকে ডাকিয়া কামারলজমানকে রাজকন্যার নিকটে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজপুত্র দাসসমভিব্যাহারে রাজকন্যার অন্তঃপুরে গেলেন। কিন্তু দ্বারে থাকিয়া দাসকে বলিলেন যদি নৃপবালাকে না দেখিয়াই মন্ত্রবলে সুস্থ করিতে পারি তবে বিদ্যার অধিক গৌরব, অতএব যদিও নিরুপমা সুন্দরীর অপরূপ রূপ দর্শনে আমার মন ধাবমান হইতেছে তথাপি কিয়ৎ কাল তাঁহার দর্শনসুখে বঞ্চিত থাকিলাম। ইহা বলিয়া ঝুলিহইতে দোয়াত কলম কাগজ বাহির করিয়া, রাজনন্দিনীকে এক পত্র লিখিলেন, তাহা এইরূপ।

"হে পূজনীয়ে রাজকন্যে, যুবরাজ কামারলজমান তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া, সেই রাত্রি হইতে একবারে তোমার বশীভূত হইয়াছেন, এবং জন্মের মত আত্মস্বাধীনতা তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন। ঐ রাজপুত্র তোমার জন্য আপনাকে যে যে ক্লেশ দিয়াছেন,

এইক্ষণে তাহা বর্ণন নিরর্থক। সম্প্রতি তিনি তোমাকে এই মাত্র জানাইতেছেন যে, তোমার নিদ্রাবস্থায় তিনি তোমাকে আত্ম মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তদবস্থায় তোমার চক্ষুরুন্মীলনের জন্য বিবিধ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল নিদ্রাতে তজ্জ্যোতি দর্শনের সুখে বঞ্চিত করিয়াছিল। তাহাতে তিনি স্বীয় প্রেম জ্ঞাপনার্থ তোমার অঙ্গুলী হইতে যে অঙ্গুরী লইয়াছিলেন তাহা এই পত্রমধ্যে প্রেরণ করিলেন। যদি তুমি সম্মতা হইয়া, পরস্পর প্রেমপ্রবাহের প্রতিভূ স্বরূপ এই অঙ্গুরী প্রতি প্রেরণ কর তবে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবেন, নতুবা প্রাণ দণ্ডের নির্দ্ধারিত যে আজ্ঞা আছে তাহাই স্বীকার করিবেন, যেহেতু তোমার প্রেম বিনা তাঁহার তনু ধারণ বৃথা। তিনি এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকিলেন ইতি।”

লিপি সমাপন হইলে, যুবরাজ তন্মধ্যে রাজকন্যার অঙ্গুরী দিয়া পত্র বন্ধ করিয়া, নপুংসকের হস্তে দিয়া বলিলেন, তুমি এই পত্র রাজকন্যাকে দাও, ইহাতে যদি তাঁহার পীড়া শান্তি না হয় তবে সকল লোককে কহিও আমার তুল্য মূর্খ ও নির্ব্বোধ ও অবিবেচক দৈবজ্ঞ পৃথিবীতে আর নাই। খোজা চমৎকৃত হইয়া পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকন্যাকে দিল। বেদৌরা হতশ্রদ্ধা হইয়া পত্র খুলিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে আপনার অঙ্গুরী দেখিবামাত্র, পত্র পাঠ না করিয়াই উল্লাসে পুলকিত হইয়া, তড়িতের ন্যায় উঠিয়া, যুবরাজকে দেখিবার জন্য দ্বারে আসিলেন, এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া, জানিলেন তিনিই সেই শয্যাতে শয়ন করিয়াছিলেন। রাজনন্দনও তাঁহাকে দেখিয়া জানিলেন, তিনিই তাঁহার শয্যাতে ছিলেন। অতএব উভয়ে একবারে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং আহ্লাদে বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া, কেবল পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ধাত্রী রাজকন্যার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে উভয়কে আনন্দে অত্যন্ত উন্মত্ত দেখিয়া, তাহাদিগকে গৃহমধ্যে লইয়া উত্তম পর্য্যঙ্কে বসাইল। রাজকুমারী অঙ্গুরী [illegible] অঙ্গুরী পুনঃ-

কর হইবে না, এবং আমার অঙ্গুরী তোমার হস্তেই উত্তম শোভা
পাইবে।

রাজপুত্র এবং রাজকন্যার এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে, নপুংসক
চীনাধিপতির নিকট গমন করিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা
তনয়ার রোগমুক্তির সংবাদে আনন্দিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কন্যার সদনে
আসিলেন, এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে দুহিতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক
তাঁহার হস্তে কুমারের হস্ত সমর্পণ করিয়া, রাজপুত্রকে বলিলেন হে
বিদেশীয়, তুমি ধন্য, তুমি যে হও, আমি প্রতিজ্ঞা পালনার্থ তোমাকে
কন্যা সম্প্রদান করিলাম, কিন্তু তোমার মনোহর রূপ সন্দর্শনে
তোমার বর্ত্তমান বেশকে ছদ্মবেশ অনুভব হইতেছে, অতএব তুমি
কে আমাকে যথার্থ করিয়া বল। যুবরাজ রাজাকে প্রণাম করিয়া
বিনীত বচনে কহিলেন, হে ধরণীশ্বর আপনি যাহা অনুভব করিতে-
ছেন তাহা সত্য, আমি দৈবজ্ঞ নহি, কেবল মহারাজের কৃপাকাঙ্ক্ষায়
এই বেশ ধারণ করিয়াছি, আমি খালেদান উপদ্বীপাধিপতি শাহ-
জমান রাজার পুত্র, আমার নাম কামারলজমান।

এবম্প্রকারে রাজকুমার আত্ম পরিচয় দিয়া, রাজকন্যার প্রেমে
যে প্রকারে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।
ভূপতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, ঐ দিবসেই কন্যার বিবাহ দিলেন,
এবং তদুপলক্ষে চীন রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজার গৃহে আনন্দোৎসব হইল।
তদনন্তর রাজা, মার্জমানের যথোচিত পুরস্কার করিলেন।

যুবরাজ কামারলজমান অসীম আনন্দে কিয়ৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া,
এক দিবস স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার পিতা শাহজমান অত্যুৎকট পীড়ায়
আক্রান্ত হইয়া মরণকালে অমাত্যগণকে কহিতেছেন "হায়! আমি
যে পুত্রকে এত স্নেহ করিতাম এবং যাহাকে এত যত্নে সুশিক্ষিত
করিলাম, সেই তনয়ই আমার মৃত্যুর মূল হইল।" রাজপুত্র সুপ্তো-
থিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহাতে রাজকন্যার নিদ্রা-
ভঙ্গ হইল, তিনি স্বামিকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ-
[illegible] বোধ করি এক্ষণে আমার পিতা

জীবদ্দশায় নাই। ইহা বলিয়া দুঃস্বপ্নের বিবরণ তাঁহাকে কহিলেন। রাজবালা তাঁহার চিন্তা দূর করণার্থ নানাপ্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে চিন্তা দূর হইল না। তাহাতে, স্বামিকে কোন কথা না বলিয়া, পরদিন পিতার সমীপে গিয়া, পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি, দুহিতার এবম্বিধ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কন্যে তোমার গমনে, যদিও তোমাকে না দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত থাকিব, কিন্তু ইহাতে কোন মতে অন্য মত করিতে পারি না। তুমি পতিসমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন কর, কিন্তু এক বৎসর তথায় থাকিয়া পুনর্ব্বার এখানে আসিও, ইহাতে উভয়েরই সন্তোষ হইবে, শাহজমান ভূপতি আপন পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিবেন, এবং আমিও কন্যা ও জামাতাকে দেখিব। রাজকন্যা পিতার এই সকল কথা স্বামিকে জ্ঞাপন করিলে, যুবরাজ পত্নীর আচরণে অতিশয় তুষ্ট হইলেন। পরে চীনাধিপতি তাঁহাদিগের গমনের আয়োজন করাইয়া, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া, কন্যা জামাতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আসিলেন।

কামারলজমান জায়া-সমভিব্যাহারে অতি আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। এক মাসের পর এক দিবস এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তিনি অত্যন্ত গ্রীষ্মার্ত্ত হইয়াছিলেন, অতএব তথায় শাখাপল্লবযুক্ত বহু বৃক্ষের মনোহর ছায়া দেখিয়া, বিশ্রামেচ্ছা করিলেন, রাজকন্যাও সেই মানসে বৃক্ষমূলে বসিলেন। তৎপরে বস্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ হইলে, রাজকন্যা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজ অমাত্য ভৃত্যগণের অবস্থিতির নিমিত্ত শিবির নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। রাজকুমারী বস্ত্রাবাসের মধ্যে গিয়া, পরিচারিণীগণকে তাঁহার কটিবন্ধ খুলিতে বলিলেন। দাসীগণ তাহা খুলিয়া শয্যার উপর রাখিল। রাজকন্যা শয়ন করিলে, তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরে যুবরাজ শয়ন ইচ্ছায়, শিবির মধ্যে গিয়া, পর্য্যঙ্কোপরি রাজকন্যার কটিবন্ধ দেখিয়া, তৎসংলগ্ন হীরা ও মাণিক্য সকল মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং তন্মধ্যে উত্তম শিলাই করা ও

কিতায় মুখবান্ধা এক ক্ষুদ্র থলিয়া দৃষ্টি করিলেন, ঐ থলিয়া দৃঢ় বোধ হওয়াতে তাহার মধ্যে কি দ্রব্য আছে দেখিতে ইচ্ছা হইল। অতএব থলিয়া খুলিয়া দেখিলেন এক মণির উপর অপরিচিত অক্ষর ও অঙ্ক লিখিত আছে। তিনি মনে করিলেন এই মণি বহুমূল্য হইবে, নতুবা রাজকন্যা এত যত্নপূর্ব্বক সংগোপনে কেন আনিবেন। ফলতঃ তাহা বেদোরার কবচ, চীনরাণী কন্যাকে তাহা এই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যত দিন তাহা তাঁহার নিকটে থাকিবে তত দিন তাঁহার কোন বিপদ ঘটিবে না। ঐ কবচ শিবিরমধ্যে উত্তমরূপে দেখা গেল না, অতএব বাহিরে লইয়া আলোকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে একটা পক্ষী আসিয়া, কবচখান তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া কতক দূরে গিয়া বসিল। যুবরাজ তখনি বিহঙ্গমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন, কিন্তু নিকটে যাইবামাত্র পক্ষী পুনরায় উড়িয়া আরো দূরে গেল। কামারলজমানও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করাতে পক্ষী কবচ গ্রাস করিয়া অনেক দূরে উড়িয়া গেল। রাজনন্দন মহা ক্ষোভে, প্রস্তরাঘাতে তাহাকে নষ্ট করিয়া কবচ লইবেন এই প্রতিজ্ঞায়, তদনুসরণক্রমে যত যাইতে লাগিলেন পক্ষীও পলায়ন ইচ্ছায় ততোধিক বেগগামী হইতে লাগিল। এই রূপে রাজকুমার অনেক দূর পর্য্যন্ত বিহঙ্গমের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, এক নগরের নিকট উপনীত হইলেন, পক্ষী নগরের প্রাচীরের উপর দিয়া কোথায় উড়িয়া গেল রাজনন্দন তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং বেদোরার কবচ পুনঃপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া, অতিশয় শোকাকুলমনে নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া কতদূর আসিলেন এবং কোথায় থাকিবেন, এবং প্রাণতুল্যা প্রিয়তমাকে কোন্ প্রান্তরে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তিনি কিরূপে কোথায় গমন করিবেন, এই সকল চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন এক উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে. তন্মধ্যে এক জন বৃদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে। উদ্যানপাল রাজ-

পুত্রকে বিশিষ্টসন্তান দেখিয়া উদ্যানমধ্যে আহ্বান করিয়া, শীঘ্র দ্বার রুদ্ধ করিতে কহিল। কামারলজমান উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করণানন্তর, উদ্যানপালকে দ্বাররোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্যানপাল কহিল এই নগরবাসী প্রায় তাবৎ লোকেই পৌত্তলিক, তাহারা মুসলমানদিগের প্রতি আত্যন্তিক দ্বেষ করে এবং আমরা যে কয়েক জন মুসলমান এখানে বাস করি, আমাদিগের প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব ও অত্যাচার করিয়া থাকে, সুতরাং সাবধানে থাকিতে হয়, এই জন্য দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিলাম।

কামারলজমান উদ্যানপালের গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। উদ্যানপাল তাঁহাকে আপন কুঠরীতে লইয়া গেল, এবং সেখানে যে খাদ্য দ্রব্যাদি ছিল তাহা আহার করিতে দিল। যুবরাজ তাহার সৌজন্যে অহ্লাদযুক্ত হইয়া আহার করিলেন। আহারান্তে উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল, হে ভদ্র, তুমি কিরূপে এখানে আসিলে বল। কামারলজমান অকপটে সকল বিবরণ কহিলেন, পরে তথা হইতে স্বদেশ গমনের কোন পথ আছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্যানপাল কহিল, স্থলপথ অতি দুর্গম, অনেক অসভ্য লোকের দেশ দিয়া যাইতে হয়, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা আছে, এবং ন্যূন সংখ্যায় এক বৎসর গমন না করিলে মুসলমানের রাজ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি জলপথ দ্বারা এই স্থান হইতে এবনি উপদ্বীপে গিয়া, তথা হইতে খালেদান উপদ্বীপে গমন কর, তবে শীঘ্র যাওয়া সম্ভব। উদ্যানপাল আরো কহিল, এই স্থান হইতে প্রতিবৎসর এক এক জাহাজ ঐ উপদ্বীপে গিয়া থাকে, সম্প্রতিও এক খান জাহাজ তথায় গমন করিয়াছে। অতএব যদি এক বৎসর অপেক্ষা করিতে পার তবে সেই জাহাজ ফিরিয়া আসিলে, তাহাতে গমন করিতে পারিবে, সেই কাল পর্য্যন্ত আমার এই স্থানে বাস কর, আমি যেমন এক মুষ্টি আহার করিব তোমাকেও সেই মত দিব।

যুবরাজ, অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে অন্য উপায় না দেখিয়া, জাহাজ আগমনের অপেক্ষায় [illegible] দিবসে

উদ্যানপালের বাগানের কর্ম্ম করিতেন, রাত্রিতে প্রিয়তমা বেদৌরার বিরহে রোদন করিয়া নিশা যাপন করিতেন।

শাহারজাদী বলিলেন মহারাজ ইহার বিবরণ এই স্থানে এই পর্য্যন্তই থাকুক। ওদিকে রাজকুমারী নিদ্রা ভঙ্গের পর কি করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

কামারলজমানের বিচ্ছেদের পর বেদৌরার বিবরণ।

নরেন্দ্রবালা নিদ্রা ভঙ্গের পর কামারলজমানকে নিকটে না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, পরিচারিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যুবরাজ কোথায়? তাহারা কোন তত্ত্ব বলিতে পারিল না, কেবল এই মাত্র কহিল, আমরা তাঁহাকে বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ সময়ে কোথায় বহির্গমন করিয়াছেন তাহা কিছুই জানি না। তদনন্তর রাজকন্যা কটিবন্ধ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র থলিয়ার মুখ খোলা, ও তন্মধ্যে তাঁহার যে কবচ ছিল তাহা নাই। তাহাতে এই অনুমান করিলেন, কামারলজমান তাহা লইয়া গিয়া থাকিবেন, তিনি আসিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন তিনি আসিলেন না, এবং তাঁহার অনাগমনের হেতু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন এই বৃত্তান্ত, কেবল রাজনন্দিনী ও তাঁহার পরিচারিণীগণ জানিত। সঙ্গী লোকেরা কেহ কিছুই জানিত না। অতএব, তাহারা এতদ্বিষয় শুনিলে, কি অচিন্তনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে ভূপতিতনয়া তাহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ না করিয়া, মনোদুঃখ মনেতেই রাখিলেন, এবং পরিচারিণীগণকে নিষেধ করিলেন যে, রাজপুত্রের অনুদ্দেশ বিষয়ক কোন কথা কাহারও সাক্ষাতে না কহে। তৎপরে আপনি স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কামারলজমানের বেশ ধারণ করিলেন। ... পর দিন প্রাতে ঐ বেশে বস্ত্রাবাস হইতে

বাহিরে আসিলেন। রাজকন্যা ও রাজপুত্র উভয়েরি অভেদাকার ছিল, এ প্রযুক্ত অমাত্য ভৃত্য সকলেই তাঁহাকে রাজপুত্রই বোধ করিল। তৎপরে বেদৌরা তাহাদিগকে তাম্বু ভাঙ্গিয়া গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং আপনার একজন পরিচারিণীকে আপন শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া, স্বয়ং অশ্বারোহণপূর্ব্বক, যেমত যুবরাজ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন সেইরূপে, শিবিকার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিলেন।

এই প্রকারে কয়েক মাস গমন করিয়া, এবনি উপদ্বীপের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে আর্ম্মানস নামে রাজা রাজ্য করিতেন। রাজকন্যার সমভিব্যাহারী লোক সকল ঐ রাজ্যে এই কথা প্রচার করিল যে,—যুবরাজ কামারলজমান অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন। এই কথা আর্ম্মানস রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি সভাসদ্‌গণ সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, এবং কোন আত্মীয় রাজার প্রতি যেরূপ সদ্ভাব ও সম্মান করিতে হয়, ছদ্মবেশি রাজকন্যাকে সেইরূপে আপন গৃহে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার রূপ লাবণ্যে ও গুণে অত্যন্ত মোহিত হইয়া, তাঁহার অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র অট্টালিকা দিয়া, নানা প্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি স্বরাজ্যে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, ইহা শুনিয়া, সেই রাজা এক সময়ে তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিলেন হে রাজকুমার, তুমি দেখ, আমি প্রাচীন হইয়াছি, অধিক দিন আমার জীবনাশা নাই, আরও খেদের বিষয় এই আমার পুত্র নাই যে তাহাকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিব। পরমেশ্বর আমাকে একটী কন্যা দিয়াছেন, সে রূপে তোমার ন্যায় রাজকুমারের অযোগ্যা নহে। অতএব কেন আর দেশে গমন করিবে, আমি তোমাকে কন্যা ও রাজ্য সমর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে এই

পড়িলেন, যে হেতু আপনি নারী হইয়া কিরূপে অন্য নারী বিবাহ করিবেন, এবং পুরুষ বলিয়া অগ্রে পরিচয় দিয়াছেন, এক্ষণেই বা তাহার বিপরীত কিরূপে কহিবেন। পশ্চাৎ এই বিবেচনা করিলেন যে, শ্বশুরালয়ে গমন করিলে যদি কখন পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তিনিই এই নারী-নায়ক ও রাজ্যপালক হইবেন, এই সকল বিবেচনায়, রাজ্য আশা পরিত্যাগ না করিয়া, আর্ম্মানস ভূপের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু হঠাৎ সম্মতি প্রকাশ না করিয়া, কিয়ৎ কাল মৌন ভাবে থাকিলেন, তৎপরে রাজাকে কহিলেন মহারাজ আপনি আমাকে যেরূপ মর্য্যাদা প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন আমি তাহাতে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। এ কথায় রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। রাজকন্যা বেদৌরা আপন পরিচারিণী-গণকে ঐ সম্বাদ জ্ঞাপন করিয়া, গুপ্ত কথা গোপনেই রাখিতে বলিলেন।

পর দিবস এবনি উপদ্বীপাধিপতি ছদ্মবেশি জামাতাকে সিংহাসনে আপন পার্শ্বে বসাইয়া, সভাস্থ গণের সাক্ষাতে তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদানের মানস ব্যক্ত করিয়া, তাহাদিগকে তাঁহার পরিচয় দিলেন। পরে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট দিয়া, তাঁহাকে রাজা বলিয়া মান্য, ও তন্নিকটে অধীনতা স্বীকার, করণার্থ সভাস্থগণকে আদেশ করিয়া, আপনি সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিলেন। রাজ-কুমারী বেদৌরা তদনুজ্ঞানুসারে সিংহাসনারূঢ়া হইলেন। নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকের সম্বাদ নগরে প্রচার হইল, তদুপলক্ষে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র উৎসবের আজ্ঞা হইল। রাত্রিতে রাজবাটীতে মহা ভোজের মহা সমারোহ হইল। বেদৌরা বরের বেশ ধারণ করিলেন, এবং রাজকন্যা হায়তনিফাশ তন্নিকটে আনীতা হইলে, শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হইল। তৎপরে বর কন্যা একত্র শয়ন করিলেন।

বেদৌরা বিবেচনা করিলেন, যে, এবনি অধিপতির দুহিতার নিকট গুপ্ত কথা ব্যক্ত না করিলে কোন রূপে সুশৃঙ্খলে থাকিবার উপায়

রণ প্রকাশপূর্ব্বক, আপন বক্ষঃস্থল মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। রাজকন্যা হায়তননিফাশ তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন, এবং বেদৌরার প্রতি তাঁহার দয়া জন্মিল। বেদৌরা এই প্রার্থনা করিলেন, যে পর্য্যন্ত কামারলজমানের কোন সম্বাদ না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত এই কাণ্ড সংগোপনে থাকে। হায়তননিফাশ তাহাতে সম্মতা হইলেন, এবং যথাসাধ্য তাঁহার উপকার করিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই প্রকারে দুই রাজকন্যা একবাক্য হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন, এবং দেশের রীতানুসারে বিবাহান্তে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতেও এমন কৌশলে উত্তীর্ণ হইলেন যে, রাণী ও পরিচারিণী ও সভাস্থ কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না, এইরূপে বেদৌরা, রাজা আর্ম্মানসের প্রিয়পাত্র হইয়া, নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

যৎকালে এবনি উপদ্বীপে এই ব্যাপার হইতে লাগিল, তৎকালে যুবরাজ কামারলজমান, পৌত্তলিকদিগের দেশে উদ্যানপালের নিকটে, জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষায় বাস করিতেছিলেন। এক দিবস যুবরাজ প্রত্যূষে উঠিয়া, নিত্য যেরূপ উদ্যানের কর্ম্মে যাইতেন সেইরূপ যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে উদ্যানপাল তাঁহাকে বলিল অদ্য পৌত্তলিকদিগের মহাপর্ব্বের দিবস, এই দিনে তাহারা কোন কর্ম্ম করে না, কেবল আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে, এবং মুসলমানদিগকেও কোন কর্ম্ম করিতে দেয় না, অতএব তুমি কোন কর্ম্ম করিও না, আমি তাহাদের আমোদ দেখিতে চলিলাম। এই কথা বলিয়া উদ্যানপাল উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া গমন করিল।

কামারলজমান একাকী হইয়া ভার্য্যার বিরহে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও পরিতাপ করিতে করিতে, উদ্যানের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে উদ্যানের এক বৃক্ষোপরি দুইটা পক্ষিতে মহা কলরব আরম্ভ করিল। রাজনন্দন তথায় দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন। পক্ষিদ্বয় চঞ্চু ও পক্ষের দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে একটা পক্ষী, মরিয়া মহীরুহমূলে পতিত হইল। তদনন্তর সংহারকারী জয়যুক্ত পক্ষী বৃক্ষ হইতে

উড়িয়া গেল। কিঞ্চিৎকাল পরে অন্য দুই বৃহৎ পক্ষী ঐ উদ্যানে আসিয়া, একটা ঐ মৃত বিহঙ্গমের মস্তকের দিকে, আর একটা তাহার পুচ্ছের দিকে বসিয়া, কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে অবলোকন পূর্ব্বক মস্তকাদি লাড়িয়া শোক প্রকাশ করিল। তৎপরে পদ ও নখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে মৃত পক্ষিকে প্রোথিত করিয়া তথাহইতে উড়িয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে ঐ দুইটা পক্ষী চঞ্চু দ্বারা, অপঘাতক পক্ষির পাখা ও পা ধরিয়া তাহাকে তথায় লইয়া আসিল। অপ-রাধী পক্ষী পলাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা ও বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ পক্ষীদ্বয় তাহার প্রতি দয়া না করিয়া, মৃত পক্ষীর প্রতিহিংসার্থ তাহাকে বধ করিল, এবং তাহার পেট চিরিয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া, তদ্দেহ মৃত্তিকায় ফেলিয়া উড়িয়া গেল।

যুবরাজ এই সকল চমৎকার ব্যাপার অবলোকনে বিস্মিতচিত্ত হইয়া, মৃত পক্ষীর নিকটে গিয়া তাহার নাড়ী ভুঁড়ি নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন, তন্মধ্যে লাল রঙ্গের মণির মত এক বস্তু রহিয়াছে, অতএব তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, বেদৌরার যে পরশ মণি তাঁহার হস্ত হইতে পক্ষী লইয়া গ্রাস করিয়াছিল, তাহা সেই প্রস্তর। তৎপ্রাপ্তে যুবরাজ যে প্রকার আনন্দিত হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। নৃপনন্দন ঐ প্রস্তর পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া, অতিশয় যত্নপূর্ব্বক ফিতায় জড়াইয়া, স্বীয় ভুজে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। এবং সেই দিবস রাত্রে উত্তমরূপে নিদ্রা গেলেন। মণির ভাবনায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। পর দিন প্রাতে উদ্যানপাল তাঁহাকে একটা পুরাতন নিষ্ফল বৃক্ষ সমূলোন্মূলন করিতে বলিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। কিন্তু কামারলজমান কুঠার লইয়া বৃক্ষ চ্ছেদন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বৃক্ষমূল কাটিতে কাটিতে কুঠারখান কোন কঠিন বস্তুতে লাগিয়া ঠিক-রিয়া পড়িল। তাহাতে রাজকুমার মৃত্তিকা তুলিয়া দেখিলেন এক-খান পিত্তলের পাত্র রহিয়াছে, তাহা উত্তোলন করাতে তন্নিম্নে দশটা ধাপ যুক্ত এক সোপান দৃষ্ট হইল। যুবরাজ ঐ সোপানদ্বারা, এক সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দেখিলেন তন্মধ্যস্থান, দীর্ঘ প্রস্থে দ্বাদশ-

হস্ত পরিমিত, তথায় পঞ্চাশটা পিত্তলের কলস রহিয়াছে, তাহা স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। রাজতনয় এতদবলোকনে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির দ্বার সেইরূপ আচ্ছাদিত করিলেন, এবং উদ্যানপাল আসিবার পূর্ব্বেই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া রাখিলেন।

উদ্যানপাল পূর্ব্ব দিবস শুনিয়াছিল এবনি উপদ্বীপে ত্বরায় এক জাহাজ গমন করিবে, এবং তাহার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাহাকে কহিয়াছিল, জাহাজগমনের দিবস ধার্য্য হইলে তাহাকে সমাচার দিবে, এ নিমিত্ত সে তদ্দিবসপ্রাতে যুবরাজকে বৃক্ষ উৎপাটন করিতে বলিয়া জাহাজ গমনের সম্বাদ জানিতে গিয়াছিল। যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিল তখন কামারলজমান তাহার প্রফুল্ল বদন দেখিলেন। উদ্যানপাল কহিল বাপুহে অদ্য বড় সুসম্বাদ আনিয়াছি, তিন দিবসের মধ্যে এখান হইতে একখান জাহাজ খুলিয়া যাইবে, আমি ঐ জাহাজাধ্যক্ষের সহিত তোমার গমনের কথা স্থির করিয়া আসিলাম। যুবরাজ কহিলেন, আমার এ অবস্থায় ইহা অপেক্ষা অধিক সুখজনক সংবাদ আর কি হইতে পারে, কিন্তু আমিও তোমাকে কোন সুসংবাদ কহিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস। ইহা বলিয়া উদ্যানস্থ সুড়ঙ্গমধ্যে যে প্রচুর ধন পাইয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন এত দিনের পর পরমেশ্বর তোমার পরিশ্রমের ফল ও সাধুতার পুরস্কার প্রদান করিলেন। উদ্যানপাল কহিল তুমি এমন বোধ করিও না, আমি এই ধন গ্রহণ করিব, এ ধন তুমি পাইয়াছ, আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই, পরমেশ্বর তোমাকে এই ধন দিয়াছেন, তুমি ইহা দেশে লইয়া গিয়া সদ্ব্যয় কর। কামারলজমান উদ্যানপালের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ করিলেন। উদ্যানপাল কোন মতে গ্রহণে সম্মত হইল না। রাজপুত্র অনেকবার কহিলেন তুমি ইহার অন্যূন অর্দ্ধাংশ গ্রহণ না করিলে, আমি কিছুই লইব না। উদ্যানপাল কি করে রাজপুত্রের তুষ্টির নিমিত্ত অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিল।

কলস-বন্টনের পর উদ্যানপাল যুবরাজকে কহিল, তুমি যে ধন পাইলে তাহা সংগোপনে জাহাজে লইয়া যাইতে হইবে, নতুবা

সমূলে বিনাশ সম্ভব। আমি ইহার এক উপায় বলিতেছি, এবনি উপদ্বীপে জলপাই জন্মে না, এজন্য ব্যবসায়ি লোকেরা এখান হইতে ঐ ফল লইয়া গিয়া, তথায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। আমার উদ্যানে জলপাই যথেষ্ট আছে, অতএব তুমি পঞ্চাশটা কলস আনিয়া, প্রত্যেক কলসের প্রথমার্দ্ধে সুবর্ণ পরিপূর্ণ কর. অপরার্দ্ধে অর্থাৎ উপরিভাগে জলপাই সাজাইয়া রাখ। যখন তুমি জাহাজে আরোহণ করিবে তখন, জলপাইর কলস বলিয়া আমি ঐ সকল কলস জাহাজে উঠাইয়া দিব, তাহাতে নাবিকেরা কেহ কিছু জানিতে পারিবে না. অথচ তোমার ধন তোমার সঙ্গে যাইবে। কামারলজমান ঐ সদুপদেশানুসারে ৫০ টা কলস আনিয়া, তাহাতে কথিত প্রকারে স্বর্ণ ও জলপাই পূর্ণ করিলেন, আর তাঁহার ভুজবন্ধ কবচ পুনর্ব্বার না হারায় এজন্য তাহা একটা কলসের মধ্যে রাখিয়া, ঐ কলসে চিহ্ন দিয়া রাখিলেন।

তদনন্তর. বয়ঃক্রমের স্বধর্ম্মেই হউক, কিম্বা ঐ দিন অধিক পরিশ্রম করিয়াছিল তজ্জন্যই হউক, সেই দিবস রাত্রিতে উদ্যানপাল পীড়িত হইল, এবং পরদিন অবধি তাহার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিহইতে লাগিল, তৃতীয় দিবস অর্থাৎ যে দিবসে যুবরাজ যাত্রা করিবেন তৎপূর্ব্ব দিবস, সে এমন কাতর হইল যে সেই রাত্রি রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। রজনী প্রভাত হইলে. জাহাজাধ্যক্ষ, কয়েক জন নাবিক সমভিব্যাহারে উদ্যানপালের বহির্দ্বারে আসিয়া, দ্বার ঠেলিতে লাগিল। যুবরাজ দ্বার মুক্ত করিলে, জাহাজাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল আমার জাহাজে এই বাটীর কোন্ ব্যক্তি গমন করিবে, তাহাকে আসিতে বল। কামারলজমান বলিলেন আমিই তোমার সঙ্গে যাইব, তোমার লোকদিগকে আমার দ্রব্যাদি ও জলপাইর ৫০টা কলস জাহাজে লইয়া যাইতে বল, আমি উদ্যানপালের নিকট বিদায় হইয়া জাহাজে যাইতেছি। এই কথায় দাঁড়িরা তাঁহার দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল. এবং নাবিক, যুবরাজকে বলিয়া গেল তুমি শীঘ্র আইস, সুবাতাস উঠিয়াছে, আমরা এখনি জাহাজ খুলিয়া যাইব। কামারলজমান উদ্যানপালের নিকট বিদায় হইতে গিয়া দেখিলেন

তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার কিছুকাল পরেই উদ্যানপাল প্রাণ ত্যাগ করিল। যুবরাজ শীঘ্র গমন করিতে পারিলে ভালহইত, কিন্তু উদ্যানপালের আত্মীয় কুটুম্ব তথায় কেহ ছিল না, তাহাতে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে না পারিয়া, তিনি সত্বরতা পূর্ব্বক তাহার মৃত দেহ ধৌত করিয়া, উদ্যানে গোর দিলেন, কিন্তু একাকী সকল কর্ম্ম করাতে প্রায় দিবাবসান হইল। সন্ধ্যার সময় রাজতনয় নদীতটে গিয়া শুনিলেন, জাহাজ তাঁহার নিমিত্ত তিন ঘন্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারপর সুবাতাস পাইয়া খুলিয়া গিয়াছে।

রাজকুমার কামারলজ্মান এমত উত্তম সুবিধায় গমন করিতে না পারিয়া, সেই বন্ধুহীন স্থানে আর এক বৎসর থাকিতে হইবে এই দুঃখে, যেরূপ ব্যাকুল হইলেন তাহা সহজেই অনুভব হইতে পারে। অধিকন্তু রাজকুমারী বেদোরার কবচ জলপাইর কলসের সঙ্গে জাহাজে চলিয়াগেল, তজ্জন্য আরও শোকাকুল হইলেন। সেই কবচ পুনঃপ্রাপ্তির আশায় এইবার একবারে নিরাশ হইলেন। কি করেন, অন্য উপায় অভাবে উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন, এবং উদ্যান-স্বামির নিকট স্বনামে পাট্টা লইয়া, একটী বালক চাকর রাখিয়া, উদ্যানের কর্ম্ম কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরন্তু, তিনি উদ্যানপালের পঞ্চবিংশতি কলস স্বর্ণমুদ্রার অধিকারী হইলেন, এবং তাহাতে বঞ্চিত না হয়েন ও সময়ান্তরে তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন, এই অভি-প্রায়ে পঞ্চাশটা কলস আনিয়া তাহাতে ঐ স্বর্ণ পূর্ণ করিয়া, তদুপরি জলপাই সাজাইয়া রাখিলেন।

যুবরাজ কামারলজ্মানের যখন এইরূপ ক্লেশ ও শ্রম এবং অস-হিষ্ণুতার আর এক বৎসর আরম্ভ হইল, তখন ঐ জাহাজ সুবাতাস পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে, এবনি উপদ্বীপের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দ্বীপের নূতন রাজা (রাজকিশোরী বেদোরা) তখন অট্টালিকার

প্রতিবৎসর পৌত্তলিকদিগের নগরে গিয়া, তথাকার উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি আনিয়া থাকে।

রাজকন্যার মনে যুবরাজের বিরহদুঃখ সর্ব্বদা দেদীপ্যমান ছিল, অতএব জাহাজ দর্শনমাত্রে মনে করিলেন, কি জানি, এই তরণীতে যুবরাজও থাকিতে পারেন, এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া, জাহাজস্থ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ছলে, স্বামির অনুসন্ধানার্থ নদীতটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নাবিককে ডাকিয়া, কোথা হইতে ও কত দিনে জাহাজ আসিল, এবং জাহাজে কোন্ কোন্ লোক এবং কি কি দ্রব্য আছে, এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নাবিক তাঁহার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিল এবং জাহাজে যে দ্রব্যাদি ছিল তাহারও বিবরণ কহিল। রাজকন্যা স্বভাবতঃ জলপাইতে অতিশয় প্রিয় ছিলেন, অতএব ঐ ফলের কথা শুনিবামাত্র, সকল জলপাই রাজবাটীতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। বাটীতে আসিয়া নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন জলপাইর কি মূল্য দিতে হইবে। নাবিক কহিল এ দ্রব্য এক ব্যাপারির, সে বলিয়াছিল এই জাহাজে আসিবে, কিন্তু তাহার কুগ্রহবশতঃ আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে ব্যক্তি অতি দুঃখী, যদি আপনি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক ইহার মূল্য সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন তবে তাহার যথেষ্ট লভ্য এবং মনঃক্ষোভ শান্তি ও দুঃখ দূর হইবে। এই কথায় রাজকিশোরী তৎক্ষণাৎ নাবিককে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। পরে কলস হইতে জলপাই বাহির করিতে আজ্ঞা দিলেন। জলপাই বাহির কালে কলসের প্রথমার্দ্ধে জলপাই, পরার্দ্ধে সুবর্ণ পরিপূর্ণ দেখিয়া, রাজকন্যার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। ক্রমে সকল কলস শূন্য করিতে করিতে একটা কলস হইতে হঠাৎ কবচখানা বাহির হইয়া পড়িল। রাজকুমারী ঐ কবচ লইয়া দৃষ্টি করিবামাত্র, একবারে মূর্চ্ছিতা হইলেন। অমাত্য ও ভৃত্যবর্গ তাঁহার বদনে বারি প্রদান করাতে, তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি পুনঃ পুনঃ ঐ কবচ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং প্রিয় স্বামী

নিফাশকে তাহা দেখাইলেন, তিনিও রাজপুত্রের শীঘ্র আসার আশাতে পরমাহ্লাদিতা হইলেন।

বেদৌরা পর দিন প্রত্যূষে নাবিককে ডাকাইয়া, আজ্ঞা করিলেন তুমি এই দণ্ডেই জাহাজ খুলিয়া যাও, এবং যে ব্যক্তির জলপাই, তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস, নতুবা তোমার দ্রব্যাদি ও জাহাজ ক্রোক হইবে। নাবিক রাজাজ্ঞা অবহেলন করিতে অক্ষম হইয়া, পুনর্ব্বার পৌত্তলিকদের দেশে যাত্রা করিল, এবং তথায় রাত্রিকালে পহুছিয়াই, ছয় জন কাণ্ডারি সমভিব্যাহারে, কামারলজমানের উদ্যানে গিয়া দ্বারাঘাত করিতে লাগিল। কামারলজমান তখন পর্য্যন্ত জাগৃত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। দ্বার খুলিবামাত্র কাণ্ডারিগণ তাঁহাকে জাহাজে লইয়া গেল, কোন কথা বলিল না, এবং অবিলম্বেই জাহাজ খুলিয়া দিল। কামারলজমান অভিপ্রায় বুঝিতে অশক্ত হইয়া মহা উদ্বেগে থাকিলেন। কিয়দ্দিবস পরে এবনি উপদ্বীপে জাহাজ উপনীত হইলে, ছদ্মবেশী রাজকন্যা বেদৌরা তৎসংবাদ প্রাপ্তে কামারলজমানকে সম্মুখে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভূপতিতনয় উদ্যানপালের বেশে ছিলেন, কিন্তু বেদৌরা দর্শনমাত্র তাঁহাকে চিনিলেন এবং তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর নাবিকের শ্রমের পুরস্কারার্থ তাহাকে যথেষ্ট ধন দিলেন।

তৎপরে তিনি হায়তননিফাশের নিকট আপন আনন্দের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, রাজকিশোরকে এইক্ষণেই রাজসিংহাসনে আরোপিত করা বিচারসম্মত, কিন্তু তাঁহার ঈদৃশ দুরবস্থা হইতে এককালে এমত অত্যুচ্চ পদাভিষেক অকর্ত্তব্য, অর্থাৎ উদ্যানপালকে হঠাৎ রাজা করিলে প্রজালোকের শ্রদ্ধা জন্মিবে না। অতএব পর দিন প্রত্যূষে রাজকুমারী দাসগণকে আজ্ঞা দিলেন উদ্যানপালের অঙ্গসৌষ্ঠব করিয়া, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া রাজসভাতে আনয়ন করে। দাসগণ আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিলে, সভাসদ সকলে তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া ... প্রতি চাহিয়া

য়াছিল, দাসগণ তাঁহাকে তথায় লইয়া গেল। রাজনন্দন দেখিলেন
সেখানে নানাপ্রকার দাস দাসী তদাজ্ঞা পালনার্থে উপস্থিত এবং
ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযুক্ত তাবৎ দ্রব্য সামগ্রীই প্রস্তুত। তাঁহার
আগমন মাত্র, দেওয়ান তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ স্বর্ণমুদ্রাপরিপূর্ণ এক
বাক্স আনিয়া দিল। রাজপুত্র এই সকল ব্যাপার দৃষ্টে অতিশয়
চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু একবারও তাঁহার মনে এমত উদয় হইল না
যে এ সমুদায় ব্যাপার তাঁহার প্রিয়া বেদৌরা কর্ত্তৃক হইতেছে।

বেদৌরার নিতান্ত বাসনা হইল কামারলজমানকে কোন উচ্চ
কর্ম্ম দিয়া সর্ব্বদা আপন নিকটে রাখেন, অতএব দৈবাৎ রাজকো-
যাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন।
রাজকুমার তৎপদাভিষিক্ত হইয়া সদ্বিবেচনা ও বিচক্ষণতা পূর্ব্বক
কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রধান পদস্থ সকল ব্যক্তি ও তাবৎ
প্রজা তাঁহার বশীভূত হইল। ইহাতে কামারলজমান আপনাকে
অত্যন্ত সুখী জ্ঞান করিলেন, কিন্তু এমত ঐশ্বর্য্য পাইয়াও তিনি আপন
প্রিয়াকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, বরঞ্চ সর্ব্বদা তাঁহার নিমিত্ত
খেদ করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা যখন তাঁহাকে কর্ম্ম কার্য্য বিষয়ে
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করি-
তেন। রাজকন্যাও আপনার মনের যন্ত্রণা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া, এক
দিবস কামারলজমানকে নির্জনে বলিলেন তোমার সহিত আমার কোন
পরামর্শ আছে, অদ্য সন্ধ্যার সময় তুমি আমার নিকট আসিও।

কামারলজমান নিরূপিত সময়ে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে, ছদ্ম-
বেশী বেদৌরা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। এবং যে গৃহে
আপনি শয়ন করিতেন সেই গৃহে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া
ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন, তদনন্তর সিন্দুক হইতে পরশমণি বাহির
করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন কিছু কাল হইল আমি এই প্রস্তর
খানি পাইয়াছি, তুমি সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ, ইহার কি গুণ আছে
বলিতে পার?

প্রস্তর দর্শি করিয়া একবারে

চমৎকৃত হইলেন। রাজকিশোরী বেদৌরা মনে মনে মহাহ্লাদিত হইলেন। কামারলজমান বলিলেন মহারাজ আপনি আমাকে ইহার গুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ইহার গুণ কি কহিব, এইমাত্র বলিতে পারি যে জগন্মোহিনী রাজনন্দিনীর এই মণি, যদি আমি শীঘ্র তাঁহার অন্বেষণ না পাই তবে তাঁহার বিরহে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে, এই ইহার গুণ। আমি ঐ প্রাণাধিকাকে হারাইয়া যে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি, যদি তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তবে অবশ্য আমার প্রতি আপনার দয়া হইবে। নরেন্দ্রসুতা উত্তর করিলেন আমি তাহা কিছু কিছু জ্ঞাত আছি, তুমি এই স্থানে কিয়ৎকাল থাক, আমি আসিয়া তাহার বিস্তারিত শুনিতেছি। বেদৌরা ইহা বলিয়া আর এক কুঠরীতে গেলেন, সেখানে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রমণীর বসন ভূষণ পরিধান করিয়া এবং পরস্পর পৃথক্ হওনের দিবস যে কটিবন্ধ কটিতে ছিল তাহা কটিতে বদ্ধ করিয়া কামারলজমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামারলজমান দৃষ্টিমাত্র আপন সহধর্ম্মচারিণীকে চিনিয়া, প্রফুল্ল নয়নে প্রেয়সীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক অকূলকাণ্ডারী পরমেশ্বরের অগণ্য ধন্যবাদ করিয়া, বলিলেন, হে প্রিয়ে! আমি এখানকার রাজার গুণে কিপর্য্যন্ত উপকৃত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। রাজকন্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুপূরিত নয়নে কহিলেন, আর সে রাজাকে দেখিবে এমত আশা করিও না, আমিই সেই রাজা। ইহা বলিয়া, তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া, রাজকন্যা, সমস্ত বিবরণ কহিলেন। এবং হায়তননিফাশেরও রূপ গুণের নানাপ্রকার প্রশংসা করিলেন। তৎপরে কামারলজমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নাথ তুমি কি নিমিত্ত কোথায় গিয়াছিলে তাহা আমাকে বল। যুবরাজ আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন হে প্রাণাধিকে! এত দিন এখানে তুমি আমার নিকটে [illegible] এই

পরদিন গাত্রোত্থানানন্তর বেদোরা রাজার বেশভূষা না পরিয়া স্ত্রীবেশে থাকিয়া, প্রধান খোজার দ্বারা আর্ম্মানস রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন। বৃদ্ধ রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া তথায় অজ্ঞাতকুলশীলা অপরিচিতা পরম সুন্দরী এক যুবতী ও রাজকোষাধ্যক্ষকে একত্র দেখিয়া, অন্তঃক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা কোথায়। রাজকন্যা উত্তর করিলেন মহারাজ, কল্য আমি রাজা ছিলাম, কিন্তু অদ্য রাজবনিতা হইয়াছি। আমি আপনাকে পূর্ব্বে প্রতারণা করিয়া ছিলাম, কিন্তু আমাদিগের বিবরণ শ্রবণ করিলে, আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। ইহা বলিয়া সমুদায় কাহিনী রাজাকে কহিলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। তদনন্তর বেদোরা কহিলেন মহারাজ, যদিও আমাদের ধর্ম্মানুসারে পুরুষে এক স্ত্রী সত্ত্বে ভার্য্যার অনুমতি বিনা অন্য দার পরিগ্রহ করিতে পারেন না, কিন্তু আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কহিতেছি আপনি কামারলজমানের সহিত আপনকার কন্যার বিবাহ দেউন, তাহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইব, এবং তিনিই রাণী হইবেন, আমি তাঁহার অধীনা হইয়া থাকিব। এবং আমি আপনকার কন্যার সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি, ইহাতে তিনিও সম্মত আছেন। রাজা আর্ম্মানস এই কথা শুনিয়া, অগ্রে কামারলজমানের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ কহিলেন যদিও আমি পিতাকে বহু দিন না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি তথাপি, আপনার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমি কোন মতে আপনার মতের বিপরীত করিতে ইচ্ছুক নহি। রাজপুত্রের অভিপ্রায় পাইয়া সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, এবং বহু সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিলেন। ঐ যুবতীর সৌন্দর্য্য ও বিচক্ষণতা এবং প্রেমেতে রাজকুমার মোহিত হইলেন। এইরূপ দুই রাজকন্যা পূর্ব্বমত প্রণয়ে থাকিয়া কামারলজমানের পরম প্রেয়সী হইলেন এবং মহা সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

প্রসব করিলেন। নব কুমার দ্বয়ের জাতকর্ম্মাদি মহা সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল। বেদৌরার গর্ভে যে প্রথম পুত্র জন্মিল, কামারলজমান তাহার নাম আমজিয়াদ (অর্থাৎ মহানন্দিত) রাখিলেন এবং হায়তননিফাশের গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র হইল তাহার নাম আসাদ (অর্থাৎ অত্যন্ত সুখী) রাখিলেন।

—০০০০—

যুবরাজ আমজিয়াদ এবং আসাদের কথা।

রাজকুমারদিগের যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, রাজা তাহাদিগের শিক্ষার জন্য বিবিধ বিদ্যা-ব্যবসায়ি শিক্ষক নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা নানাপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাহাদের বাল্য কালের প্রণয় ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

অনন্তর কুমার দ্বয় যৌবনাবস্থায় অবতীর্ণ হইয়া, দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পিতার অনুমতি দুলর্ভ জানিয়া, এক দিন গোপনে দুই জনে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। এবং দিবারাত্রি গমন করিয়া বহু দেশদেশান্তর উত্তীর্ণ হইয়া, ক্রমে ক্রমে এক বিস্তীর্ণ মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দিবসে বন্য ফল মূলাদি আহার ও পর্ব্বতের নির্ঝরোদক পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, রাত্রিতে বন্য জন্তুর ভয়ে এক জন শয়ন করিতেন আর এক জন জাগৃত থাকিতেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে, কয়েক দিন পরে এক বৃহৎ নগর দেখিয়া, তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থিতি করিয়া, আসাদ আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় জন্য নগরে গমন করিলেন, আমজিয়াদ সেইখানে থাকিলেন। নগরে যাইতে পথিমধ্যে এক বৃদ্ধের সহিত আসাদের সাক্ষাৎ হইল। সেই প্রাচীন তাঁহাকে বলিল আমার সঙ্গে আইস আমি তোমাকে উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য দিতেছি, ইহা বলিয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল।

রাজকুমার বৃদ্ধের আলয়ে আসিলে পর, প্রাচীন তাঁহাকে এক ঘরে লইয়া গেল। তথায় রাজনন্দন দেখিলেন যে, তত্তুল্য আর

চল্লিশ জন প্রাচীন পুরুষ প্রজ্বলিত অগ্নির চতুর্দ্দিকে বসিয়া অগ্নি-পূজা করিতেছে। রাজতনয় ইহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বঞ্চক বৃদ্ধ ঐ চল্লিশ জন প্রাচীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে অগ্নি-পূজানিষ্ঠ মহাশয়গণ অদ্য আমাদের শুভ দিন, গজবান কোথায় তাহাকে ডাক। এই কথা শুনিবামাত্র বাহির হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৌড়িয়া আসিল, তাহার নাম গজবান। সে আসিয়াই আসা-দকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিল। বৃদ্ধ বলিল ইহাকে নীচে লইয়া যাও, এবং আমার কন্যা বেস্তোমা ও কাবা-মাকে গিয়া বল প্রতিদিন ইহাকে লগুড়াঘাত করে এবং ইহার প্রাণ ধারণার্থ প্রাতঃকালে ও রাত্রে এক একখান রোটিকামাত্র দেয়, অন-ন্তর যখন নীল সমুদ্রে তরি গমন করিবে তখন ইহাকে লইয়া দেবতার নিকট বলি দেওয়া যাইবে। প্রাচীন এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদান করিলে, গজবান রাজকুমার আসাদকে ভূমধ্যস্থ এক গৃহে লইয়া গেল, এবং এক মোটা লৌহশৃঙ্খল তাঁহার পায়ে দিল। তাহার পর বৃদ্ধের কন্যাদের নিকট সম্বাদ দিতে গেল।

বেস্তোমা ও কাবামা জন্মাবধি মুসলমানদিগের প্রতি দ্বেষ করিত, তাহাতে পিতার আজ্ঞা পাইয়া প্রফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ পাতালপুরীতে গিয়া আসাদকে এমত নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক প্রহার করিল যে তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, রাজপুত্র মৃতপ্রায় হইয়া ধূলায় পড়িলেন। তৎপরে ঐ দুই নিষ্ঠুরা নারী এক রোটিকা ও একভাণ্ড জল তাঁহার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিল। আসাদ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় থাকিলেন, জ্ঞানোদয় হইলে আত্ম দুর্ভাগ্যে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই বলিয়া মনের সান্ত্বনা করিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা আমজিয়াদের এরূপ দুর্ঘটনা হয় নাই।

এ দিকে যুবরাজ আমজিয়াদ অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া মহাকষ্টে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন। যখন দেখি-লেন তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া

পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিলেন। নিশাবসানে নগরে গমন করিয়া দেখিলেন তথায় মুসলমানের বাস প্রায় নাই, তাহাতে তাঁহার আরো উদ্বেগ জন্মিল। পরে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ঐ স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল এ স্থানকে মায়াময় নগর কহে, এখানে অগ্নিপূজক মায়াবিদ্যাজ্ঞ লোকই অনেক, মুসলমান অত্যল্প। আমজিয়াদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন এই স্থান এবনি উপদ্বীপ হইতে কত দূর হইবে। সে কহিল সমুদ্রপথে ছয় মাস, কিন্তু পদব্রজে যাইতে হইলে এক বৎসর লাগে।

আমজিয়াদ এবনি উপদ্বীপ হইতে ঐ স্থানে ছয় সপ্তাহে আসিয়াছিলেন, অতএব এক বৎসরের পথ এত শীঘ্র কিরূপে আসিলেন তাহা বিবেচনা করিতে না পারিয়া, মনে মনে বিচার করিলেন মায়াতে আনীত হইয়া থাকিবেন, অথবা যে দুর্গম পথে মনুষ্যের গমনাগমন নাই, ঐ পথ দিয়া শীঘ্র আসিয়াছেন। যাহাহউক, নগরের মধ্যে যাইতে২ মুসলমানবেশী এক দরজিকে দেখিয়া তাহার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, পরে তাহাকে নমস্কার করিয়া, তাহার নিকট বসিয়া আত্মদুঃখের সকল বিবরণ কহিলেন। দরজি রাজপুত্রের কথা শুনিয়া বলিল যদি তোমার ভ্রাতা কোন মায়াবির হস্তে পড়িয়া থাকেন তবে তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া কঠিন, অতএব তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়া, আপনি যাহাতে ঐ মনুষ্যহিংস্রকদিগের হস্তে পতিত না হও তাহার পন্থা দেখ, বরঞ্চ যদি আমার পরামর্শ শুন তবে আমার আলয়ে থাক। আমজিয়াদ ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর, দরজির অনুগ্রহে অতিশয় উপকার স্বীকার করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিলেন।

———

আমজিয়াদ ও মায়াময় নগরের এক রমণীর কথা।

এইরূপ আমজিয়াদ দরজির গৃহে মাসাবধি থাকিয়া, এক দিন স্নানার্থ গৃহ হইতে [illegible] করিবার সময়ে

করিল তুমি কোথায় যাইতেছ। রাজপুত্র উত্তর করিলেন আমি গৃহে
যাইতেছি। ইহা শুনিয়া যুবতী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজ-
পুত্র বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু
কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে
আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল
এই কি তোমার বাটী। আমজিয়াদ ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন
না, ইহাতে যুবতী ভাবিল সে বাটী তাঁহারই হইবে। অতএব তাঁহাকে
বাটী প্রবেশ করিতে বলিল। আমজিয়াদ বলিলেন দ্বার বদ্ধ রহি-
য়াছে, আমার নিকট চাবি নাই অতএব কিরূপে প্রবেশ করিব। এই
কথায় রমণী একখান প্রস্তর লইয়া তালা ভাঙ্গিতে লাগিল। আম-
জিয়াদ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার কথা না শুনিয়া
তালা ভাঙ্গিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। ভিতরে
গিয়া দেখিল নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যে এক মেজ সজ্জিত রহিয়াছে,
তাহাতে যুবতী আমজিয়াদকে লইয়া একত্র আহারারম্ভ করিল এবং
পাত্রে মদ্য ঢালিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থ পান করিতে লাগিল। ইতি-
মধ্যে আমজিয়াদ দেখিলেন এক ব্যক্তি দ্বারে দাঁড়াইয়া উকি মারি-
তেছে। ঐ ব্যক্তির নাম বাহাদুর, তাহার এই বাটী। সে পূর্ব্বে
ভন্নগরাধিপের অশ্বাধ্যক্ষ ছিল, এবং পরে কোন অপরাধ বশতঃ
কর্ম্মচ্যুত হইয়া আর এক বাটীতে বাস করিত। যখন বন্ধু বান্ধবগণকে
ভোজন করাইবার ইচ্ছা হইত তখন এই বাটীতে ভোজের আয়োজন
করাইত। ঐ দিবসও সেইরূপ করিয়া ছিল, কিন্তু বাটীতে আসিয়া
যখন দেখিল দুই জন অপরিচিত মনুষ্য বসিয়া আহার করিতেছে,
তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। আম-
জিয়াদ তাহার নিকটে উঠিয়া আসিলে, বাহাদুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল এ সব কি হইতেছে, তোমরা কে। রাজকুমার অশ্বাধ্যক্ষকে
অকপটে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়া, আপনার উৎপত্তি অবধি দেশত্যাগ
পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে কহিলেন। বাহাদুর তাঁহার পরি-

নারীর নিকটে যাইয়া বৈস, আমি বন্ধুগণকে অদ্য ভোজনার্থ আসিতে নিষেধ করিয়া, দাসবেশে তোমার নিকট আসিব। তুমি আমার বিলম্ব অপরাধে আমাকে তিরস্কার করিবে। ইহা শুনিয়া যুবরাজ সুন্দরীর নিকট গেলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে বাহাদুর পরিচারকের বেশে আসিল। রাজকুমার বিলম্বের জন্য তাহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ স্ত্রী একগাছা বেত লইয়া এমত নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে প্রহার করিল যে তাহাতে বাহাদুরের চক্ষুর্দ্বয় জলে পূর্ণ হইল। আমজিয়াদ বাহাদুরের এই দুরবস্থা দৃষ্টে অতিশয় খেদিত হইয়া, নিষ্ঠুরা নারীর হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইলেন। অনন্তর রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত আহার আহ্লাদ করিলেন, বাহাদুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিল। তাহার পর আমজিয়াদ তাহাকে শয়ন করিতে বলিলেন। বাহাদুর আর এক কুঠরীতে গিয়া নিদ্রাগত হইল। বাহাদুরের প্রস্থানানন্তর রমণী ও যুবরাজ বসিয়া থাকিলেন। কতক্ষণ পরে নারী দেখিল ঐ ঘরে একখান খড়্গ ঝুলিতেছে, তাহা দেখিয়া নারী তখনি ঐ খড়্গ লইয়া, যথায় দাস শয়ন করিয়াছিল তথায় গিয়া দাসের মস্তক চ্ছেদনে উদ্যতা হইল। আমজিয়াদ তাহার হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ খড়্গখান লইয়া, ঐ নিষ্ঠুরা রমণীর মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, তাহার ছিন্ন মুণ্ড বাহাদুরের অঙ্গে গিয়া পড়িল, তাহাতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বাহাদুর ঐ নারীকে ছিন্নমস্তা ও যুবরাজকে খড়্গহস্ত দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল। যুবরাজ তাহাকে সংক্ষেপে তাবৎ বিবরণ কহিলেন। বাহাদুর আত্মপরিত্রাণকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, পরে ঐ নারীর মৃত দেহ সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য, তাহা এক থলিয়াতে পুরিয়া সমুদ্রতটে চলিল, কিন্তু পথিমধ্যে প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, বিচারকের নিকট নীত হইল। বিচারক হত্যাপরাধের জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, অনন্তর ঐ আজ্ঞা প্রচারার্থ নগরে ঘোষণা হইল।

উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, পরে অকস্মাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের ঘোষণা
শ্রবণে অতিশয় বিষাদিত হইয়া, মনে মনে কহিলেন যদি সে দুশ্চা-
রিণীর হত্যাপরাধে কাহারো প্রাণদণ্ড হয় তবে সে দণ্ড আমারই
হওয়া উচিত। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া, আপনি বধ্যভূমিতে
গিয়া দেখিলেন, নানা দিক্ হইতে তথায় লোকের সমাগম হইতেছে
এবং বাহাদুরকে ফাঁসি দিবার জন্য তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিকটে
আনাইয়াছে। রাজনন্দন ইহা দেখিয়া বিচারপতির নিকট গিয়া
বলিলেন হে ধর্ম্মাবতার! বাহাদুর নির্দ্দোষী, এই দুষ্টা নারীর জন্য
যদি কাহাকেও অপরাধী হইতে হয় তবে আমিই অপরাধী, ইহা
বলিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। বিচারক তাহা শুনিয়া আমজিয়া-
দকে রাজার সমীপে লইয়া গেলেন। ভূপতি আমজিয়াদকে এবং
অশ্বাধ্যক্ষকে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমজিয়াদ সকল
বৃত্তান্ত কহিয়া আপনার ও অশ্বাধ্যক্ষের নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করি-
লেন। পরে আপনি যে বংশোদ্ভব ও যেরূপে সহোদর সহিত
তদ্দেশে আসিয়াছিলেন তাহা সমুদয় বলিলেন।

ভূপাল তাঁহার প্রকৃত পরিচয় শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া কহিলেন
আমি কেবল তোমার ও অশ্বাধ্যক্ষের জীবন দান করিলাম এমত নহে,
অশ্বাধ্যক্ষের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনরায় তাহার কর্ম্ম
দিলাম এবং তোমাকে আমার প্রধান মন্ত্রির পদে নিযুক্ত করিলাম।
এইরূপে আমজিয়াদ মন্ত্রিপদাভিষিক্ত হইয়া আপন ভ্রাতা আসা-
দের অন্বেষণার্থ নগরে এই ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি যুবরাজ আসা-
দকে আনিয়া দিবে অথবা তাহার কোন সম্বাদ আনিবে তাহাকে
প্রচুর পুরস্কার দিবেন। কিন্তু কোন মতে তাঁহার অনুসন্ধান পাই-
লেন না।

আসাদের বিবরণ।

আসাদ এতাবৎ কাল সেইরূপ কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রহি-
কন্যা বেস্তোমা ও কাবামা প্রথম

দিবসে তাঁহার প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছিল, প্রত্যহ তদ্রূপ করিতে লাগিল। তৎপরে অগ্নিহোত্রিগণের মহাপর্ব্বের দিবস নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহারা আগ্নেয় পর্ব্বতে গমনার্থ এক জাহাজ প্রস্তুত করিল, এবং বহরাম নামে এক ব্যক্তিকে তাহার অধ্যক্ষতা দিল। বহরাম ঐ জাহাজে যথাযোগ্য বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া গমন কালে, অন্যান্য দ্রব্যে অর্দ্ধপূরিত একটা সিন্দুকমধ্যে আসাদকে পুরিল এবং নিশ্বাস ত্যাগ জন্য তন্মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিল।

আমজিয়াদ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন অগ্নিপূজকেরা প্রতিবৎসর এক এক জন মুসলমানকে আগ্নেয় পর্ব্বতে লইয়া বলিদান দেয়, অতএব কি জানি তাঁহার ভ্রাতাই যদি ঐ লোকদিগের হস্তে পতিত হইয়া থাকেন, মনে মনে এই সন্দেহ করিয়া, ঐ জাহাজ খুলিবার পূর্ব্বে স্বয়ং অন্বেষণ করিতে গেলেন, এবং জাহাজ হইতে নাবিক ও অন্য অন্য লোকদিগকে উপরে উঠাইয়া দিয়া, আপন ভৃত্যগণকে জাহাজে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কিন্তু অগ্নিপূজকেরা আসাদকে এমত গোপনভাবে রাখিয়াছিল যে কোন মতে তাঁহার সন্ধান হইল না।

অনন্তর বহরাম জাহাজ খুলিয়া কতক দূরে গিয়া, নাবিকগণকে বলিল আসাদকে সিন্দুক হইতে বাহির কর, এবং লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখ, যেন জীবনাশায় নিরাশ হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ না দেয়। তদনন্তর সুবায়ু পাইয়া দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত জাহাজ উত্তম রূপে চলিল। ক্রমে বিরুদ্ধ বায়ু উঠিয়া তুফান আরম্ভ হইল, এবং ঐ তুফানে জাহাজকে বিরুদ্ধ পথে লইয়া চলিল, নাবিকেরা দিক্ নিরূপণ করিতেপারিল না। জাহাজ বায়ুবেগেমার্জ্জিনা রাজ্ঞীর রাজধানীর সন্নিকটে আসিল, ঐ রাণী মহম্মদীয় ধর্ম্মে অতিশয় অনুরক্তা এবং অগ্নিপূজকগণের পরম শত্রু ছিলেন। অতএব সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, কিন্তু তখন ঐ রাজধানীর বন্দরে জাহাজ না লাগাইয়া অন্যত্র যাইবার উপায় ছিল না। এই বিপদ কালে বহরাম নাবিকগণকে কহিল এক্ষণে আমাদিগকে সমুদ্রে মরণ স্বীকার করিতে হইবে ...

হইবে। কিন্তু এখানে জাহাজ লাগাইলে, রাণী আমাদের জাহাজ কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবেন। অতএব আমি এক পরামর্শ বলি, আমাদের পোতে যে এক মুসলমান আছে তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে দাসের পোষাক পরাইয়া রাখি, পরে জাহাজ তটে লাগিলে, যখন রাণী আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি ব্যবসায় কর, তখন কহিব আমি দাস দাসী বিক্রয় করিয়া থাকি, সকল দাস বিক্রয় হইয়াছে, কেবল এক জন দাস লিখন পঠনে নিপুণ বলিয়া তাহাকে জাহাজের সরকার করিয়া রাখিয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাণী অবশ্যই তাহাকে দেখিতে চাহিবেন, এবং তাহাকে পরম সুন্দর দেখিয়া ও স্বীয় ধর্ম্মাক্রান্ত জানিয়া তাহাকে ক্রয় করিতে চাহিবেন। ইহাতে কাল গৌণ হইবে, ইতিমধ্যে সুবাতাস উঠিলে জাহাজ খুলিয়া দিব, রাণী আর কিছু করিতে পারিবেন না। নাবিকগণ বলিল এই পরামর্শ উত্তম, ইহা বলিয়া তাহারা যুবরাজ আসাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া, তাঁহাকে উত্তম বস্ত্রাদি পরাইতে লাগিল, ইতিমধ্যে জাহাজ বন্দরে লাগিল।

রাণীর বাসস্থান সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তি ছিল। জাহাজ তটে লাগিলে, তিনি প্রধান নাবিককে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন। বহরাম আজ্ঞামাত্র আসাদকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে চলিল, পরে রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক রাণীকে পূর্ব্ব-পরামর্শানুরূপ নিবেদন করিল। রাণী আসাদের মনোহর আকৃতি দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহাকে ক্রয় করিতে চাহিলেন।

বহরাম কহিল ইহা ভিন্ন আমার আর দাস নাই, অতএব ইহাকে বিক্রয় করিব না। মার্জ্জিনা তাহার এই সাহঙ্কার বাক্যে ক্রুদ্ধা হইয়া, আসাদকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং বহরামকে বলিলেন তুমি এখান হইতে এখনি প্রস্থান কর, নতুবা তোমার তাবৎ দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া জাহাজ পোড়াইয়া দিব। অতএব যদিও ঝড় নিবৃত্তি হয় নাই তথাচ বহরামকে তৎক্ষণাৎ জাহাজ খুলিয়া যাইতে হইল।

বহরাম প্রস্থান করিলে, মহারাণী নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনাইয়া

আসাদকে লইয়া আহার করিতে বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আসাদ তুমি আপন বিবরণ আমাকে বল, তোমার আকৃতি দর্শনে এবং দাসবিক্রেতার অহঙ্কারে আমার অনুমান হইতেছে ইহার মধ্যে কোন চমৎকার ব্যাপার আছে। আসাদ, রাণীর আজ্ঞা মান্য করিয়া আপনার পরিচয় দিলেন এবং কিয়ৎকালাবধি যে যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে রাণী অগ্নিপূজকদিগের প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইয়া, কহিলেন দুরন্ত হুতাশনার্চকদিগের উপর আমার অত্যন্ত দ্বেষ ছিল, কাল ক্রমে সেই দ্বেষের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ইদানীং তোমার প্রতি তাহাদের এই অত্যাচারের কথা শুনাতে আমার ক্রোধ পুনরুদিত হইল, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম এই অবধি তাহাদিগকে আর দয়া করিব না। ইহা বলিয়া তাঁহাকে লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে আসাদের বহির্গমনের ইচ্ছা হইল, অতএব রাণীর অন্যমনস্কতা কালে তিনি উপর তালা হইতে নামিয়া নীচে বেড়াইতে বেড়াইতে, উদ্যানের দ্বার মুক্ত দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি সুন্দর ও নির্ম্মল জলপূর্ণ এক সরোবর দেখিয়া তত্তীরস্থ তৃণের উপর ক্ষণকাল বসিলেন, দৈবাৎ সেখানেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তখন রাত্রি আগতপ্রায়।

এ দিকে বহরাম জাহাজে গিয়া রাণীর ভয়ে তখনি জাহাজ খুলিয়া দিবে, কিন্তু পানীয় জল ফুরাইয়াছে অতএব নাবিকদিগকে বলিল তোমরা কতগুলি পিপা লইয়া রাজবাটীর উদ্যানস্থ সরোবর হইতে জল আনয়ন কর, ইহাতে নাবিকেরা কতগুলা পিপা স্কন্ধে করিয়া উদ্যান-মধ্যস্থ সরোবরের নিকট গিয়া দেখিল, তথায় আসাদ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। অতএব কয়েকজন জলের পিপা লইল, আর কয়েকজন আসাদকে হাতাহাতি করিয়া জাহাজে লইয়া গেল। বহরাম আসাদকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ পাইল উড়াইয়া আগ্নেয় পর্ব্বতে যাত্রা করিল।

মার্জ্জিনা রাণী পুরীমধ্যে আসাদকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন এবং স্বয়ং আলোক হস্তে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে উদ্যানের দ্বার মুক্ত দেখিয়া, পরিচারিণীগণ সমভিব্যাহারে উদ্যানে গিয়া, সরোবরের তটে তাঁহার পাদুকা দেখিতে পাইলেন, আরো দেখিলেন যে পুষ্করিণীর জলে ঘাট আর্দ্র হইয়া আছে, অতএব তখনি আজ্ঞা দিলেন, দেখ বহরাম জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে কি না। ক্ষণেক পরে দূত আসিয়া কহিল বহরাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবর হইতে জল লইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে রাণীর মনে আর সন্দেহ হইল না, তিনি নিশ্চয় জানিলেন সেই পাপিষ্ঠই রাজপুত্রকে লইয়া গিয়াছে। রাণীর দশ খান যুদ্ধ-জাহাজ সর্ব্বদা ঘাটে প্রস্তুত থাকিত, অতএব তৎক্ষণাৎ রাণী অর্ণবযানে আরূঢ়া হইয়া, প্রধান নাবিককে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া আজ্ঞা দিলেন, সন্ধ্যার সময় যে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে সেই জাহাজ ধরিতে হইবে, তাহা ধরিলে জাহাজের সকল দ্রব্যাদি লইয়া তোমাকে দিব।

জাহাজাধ্যক্ষ এই আজ্ঞা শুনিয়া প্রাণপণে জাহাজ চালাইতে লাগিল, দুই দিন পর্য্যন্ত জাহাজের কোন সন্ধান পাইল না। তৃতীয় দিবস প্রাতে সেই জাহাজ দৃষ্ট হইল। বহরাম রাণীর জাহাজ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অতিশয় ভাবনান্বিত হইল। তখন আসাদকে জাহাজে রাখিলে অপরাধী হইতে হইবে, এই বিবেচনায় আসাদকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল।

যুবরাজ অতিশয় সন্তরণ জানিতেন, বাহুতরণ দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে কূলে উঠিয়া, প্রথমতঃ পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। পরে ক্রমাগত ফলমূলাদি আহার করিয়া, মনুষ্যহীন দেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মায়াবিদিগের যে নগরে তিনি অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, এবং যেখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, সেই নগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখন অধিক রাত্রি হইয়াছিল, অতএব তৎকালে নগর প্রবেশ না করিয়া তন্নিকটস্থ এক গোরস্থানে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

এদিকে রাণীর জাহাজ সকল বহরামের জাহাজের চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিল। তখন বহরাম পরিত্রাণের পন্থা না দেখিয়া, পাইল নামাইয়া অধীনতার চিহ্ন দেখাইল। রাণী তাহার জাহাজে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সেই সরকার কোথায়। বহরাম কহিল হে রাজ্ঞি আমি শপথ করিয়া বলিতেছি সে আমার জাহাজে নাই। মার্জ্জিনা রাণী এই কথায় তৎক্ষণাৎ ভৃত্যদিগকে সাগরযান অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। অতএব মহা ক্রোধে বহরামের পোত ও দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে ও তৎসঙ্গিদিগকে ক্ষুদ্র তরিযোগে কূলে যাইতে দিলেন।

বহরাম ও তৎসঙ্গিগণ কূল পাইয়া, স্থলপথ দিয়া স্বদেশে গমন করিল, এবং যে রাত্রে যুবরাজ মায়াময় নগরে আসিয়া গোরস্থানে ছিলেন, তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ রাত্রে তাহারাও তথায় আসিয়া গোলমাল করিতে লাগিল। আসাদ মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কলরবে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? বহরাম তাহার স্বরপরিচয়ে তৎক্ষণাৎ গিয়া তাহাকে ধরিল, এবং চীৎকার করিতে না পারে এ জন্য তাহার মুখে বসন দিয়া চাপিয়া রহিল এবং নিশাবসানে নগরের দ্বার মুক্ত হইলে, তাহারা যুবরাজকে লইয়া বৃদ্ধ মায়াবির বাটীতে গেল।

আসাদ ঐ প্রাচীনকে দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন, এবং আপনাকে যে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে পুনঃক্ষিপ্ত হইলেন। রাজপুত্র খেদে আর্ত্তনাদ করিতেছেন এমন সময়ে বৃদ্ধের কন্যা বেস্তোমা, তথায় আসিয়া কহিলেন হে প্রভো ইতিপূর্ব্বে আমি আপনাকে যে সকল যন্ত্রণা দিয়াছি তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করুন, তখন পিতার আজ্ঞা অবহেলনে আমার শঙ্কা ছিল, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দয়তা ও দুষ্টাচারে সম্প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে, অতএব আপনি চিন্তা করিবেন না, আপনার দুর্দ্দিন গত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত আপনি আমাকে বিরুদ্ধধর্ম্মচারিণী জানিতেন, এখন আমার সে ভাব নাই, আমি

য়াছি, এবং এক্ষণে ভরসা করি আপনকার মুক্তির উপায় করিতে পারিব। রাজকুমার তাহার এরূপ বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং তাহার সংস্বভাব নিমিত্ত তাহাকে সাধুবাদ করিয়া, আপনার সকল বিবরণ কহিলেন।

অনন্তর এক দিন বেস্তোমা দ্বারে দণ্ডায়মানা আছে এমত সময়ে দেখিল, যে রাজমন্ত্রী আমজিয়াদ পারিষদগণ সমভিব্যাহারে গমন করিতেছেন, এক ঘোষণাকারী ব্যক্তি তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে এই কথা বলিয়া যাইতেছে "এক বৎসরাবধি যশস্বী ও মহিমান্বিত প্রধান মন্ত্রির ভ্রাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, মন্ত্রী স্বয়ং তাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছেন, রাজপুত্র যুবকপুরুষ, তাঁহার আকার এই এই প্রকার, যদি কেহ তাঁহাকে রাখিয়া থাক অথবা জান, বল, তাহা হইলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে, যদি কেহ তাঁহাকে রাখিয়া না বল তবে তাহার সপরিবার বধ হইবে।"

বেস্তোমা এই কথা শুনিবামাত্র অস্তব্যস্তে কারাগারে গিয়া আসাদকে কহিল হে রাজকুমার তোমার ক্লেশের শেষ হইয়াছে, তুমি শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস। এই কথায় রাজনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে গমন করিলেন। বেস্তোমা দ্বারের বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল এই মন্ত্রির ভ্রাতা, এই মন্ত্রির ভ্রাতা। মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া বাটীর নিকটে আসিলেন। আসাদ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। আমজিয়াদ অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক ভ্রাতাকে ক্ষণকাল ভুজপাশে ধরিয়া থাকিলেন, তদনন্তর অশ্বারোহণ করাইয়া রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। ভূপতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করিলেন।

বেস্তোমা পিতৃগৃহে পুনর্গমন না করিয়া, যুবরাজ আসাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটীতে গমন করিয়াছিল, রাজা তাহাকে রাণীর নিকট প্রেরণ করিলেন। পর দিন অগ্নিপূজকের গৃহ সমভূমি করাইলেন, এবং তাহাকে ও বহরামকে সপরিবারে আনাইয়া তাহাদের প্রাণ ... হইয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা

করিলে, রাজা কহিলেন যদি তোমরা অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর তবে তোমাদের জীবন দান করিতে পারি, নতুবা তোমাদের প্রাণদণ্ড রহিত হইবে না। কি করে, প্রাণের জন্য তাহারা সকলেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এবং যুবরাজ আসাদের সহিত বেস্তোমার মিত্রতা জন্য, কাবামা প্রভৃতি অন্যান্য সকলেরও প্রাণ রক্ষা হইল।

বহরাম মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, আমজিয়াদ তাহার পূর্ব্বকার ক্ষতি বিবেচনায়, তাহাকে আপনার প্রধান কর্ম্মচারি করিয়া আপন আলয়ে রাখিলেন। কিয়ৎদিন পরে বহরাম, যুবরাজদিগের বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া, তাঁহাদিগের পিতা কামারলজমানের নিকট লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাবে দুই ভ্রাতা সম্মত হইয়া রাজাকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভূপাল সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ জাহাজ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। বহরাম পোতাধ্যক্ষ হইয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। পরে রাজকুমারদ্বয় ভূপতির নিকট বিদায় হইতে গিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে নগরমধ্যে অত্যন্ত কোলাহল উঠিল। অনতিবিলম্বে এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া কহিল, বৃহৎ এক দল সৈন্য নগরে আসিতেছে, তাহারা কে, বা কোথাহইতে আসিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এই সংবাদে রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। আমজিয়াদ কহিলেন মহারাজ আমি দেখিয়া আসি, এই সকল সেনা কোথাহইতে আসিল। অনন্তর আমজিয়াদ কতগুলি সেনা সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইলেন। আগন্তুক প্রহরিগণ তাঁহাকে মার্জ্জিনা রাণীর সমক্ষে লইয়া গেল। রাণী তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ রাণীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি শত্রু কি মিত্র, কি ভাবে আসিয়াছেন। রাজ্ঞী উত্তর করিলেন আমি মৈত্রভাবে আসিয়াছি, আসাদ নামে দাসকে লওনার্থ আমার আগমন হইয়াছে, বহরাম নামা এই নগরবাসী এক নাবিক তাহাকে আমার রাজ্যহইতে লইয়া

বিষয়ের বিচার করিবেন। আমজিয়াদ বলিলেন হে প্রতাপান্বিতে! আপনি এত ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক, যে কিঙ্করের অন্বেষণে আসিয়াছেন তিনি আমার ভ্রাতা, আমি তাঁহাকে হারাইয়াছিলাম, সম্প্রতি পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি তাহাকে স্বয়ং আপনার নিকট সমর্পণ করিব।

এই কথা শুনিয়া রাণী ঐ স্থানে সৈন্যগণকে শিবির সংস্থাপন করিতে আজ্ঞা দিয়া, রাজকুমার আমজিয়াদের সঙ্গে রাজগৃহে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। আসাদ তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও তাঁহাকে চিনিয়া অভি-বাদন করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন।

যখন তাঁহারা এইরূপ আনন্দে মগ্ন, তখন সম্বাদ হইল, আর এক দল সৈন্য নগরের অন্য দিক্ দিয়া আসিতেছে। মহীপাল, আম-জিয়াদকে কহিলেন ওহে আমজিয়াদ! এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য? আম-জিয়াদ রাজার মনোগত ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যদলাভিমুখে গমন করিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাকে আপনা-দের অধ্যক্ষের সমীপে লইয়া গেল। রাজনন্দন ঘোটকহইতে অব-রোহণ পূর্ব্বক অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরেন্দ্র আমার প্রভুর নিকট আপনি কি চাহেন। রাজা উত্তর করিলেন আমি চীনাধিপতি, আমার নাম [illegible]য়ুর, আমি বেদৌরা নাম্নী নিজ কন্যাকে, খালেদান উপদ্বীপাধিপতি শাহজমান রাজার পুত্র কামারলজমানের সহিত, বিবাহ দিয়াছিলাম। জামাতা আমার আত্মজা লইয়া বাটী গিয়াছেন, বলিয়া গিয়াছিলেন এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু তদবধি তাঁহাদিগের কোন সমাচার পাই নাই, এই জন্য তাঁহাদের অন্বেষণ করিতেছি, যদি তোমাদিগের রাজা কোন সংবাদ বলিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট অত্যন্ত উপকৃত হইব।

যুবরাজ আমজিয়াদ, আলাপাদির দ্বারা ঐ রাজাকে আপনার মাতামহ জানিয়া, অত্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া, কহি-লেন হে মহারাজ! কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রকাশার্থ মাতামহের নিকট দৌহি-

মার্জ্জনা করিবেন। আমি এবনি উপদ্বীপাধিপতি কামারলজমানের পুত্র এবং যে বেদোরার নিমিত্ত আপনি দেশত্যাগী হইয়াছেন তিনি আমার গর্ভধারিণী। মাতা পিতা স্বরাজ্যে সুস্থ শরীরে আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চীনাধিপ দৌহিত্রকে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। পরে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি নিমিত্ত এই বিদেশে আসিয়াছ। এই কথায় যুবরাজ আপনার ও আপন ভ্রাতা আসাদের সমুদয় বিবরণ কহিলেন। চীনাধিপ তাহাদের দুঃখের কথা শ্রবণে, সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন হে বৎস তোমাদের ক্লেশ ভোগ আর উচিত হয় না, আমি তোমাদের উভয়কে লইয়া তোমাদের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব, যাও, আমার আগমনসম্বাদ তোমার রাজাকে গিয়া জানাও। ইহা বলিয়া চীনাধিপতি সেই স্থানে বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়া থাকিলেন। আমজিয়াদ রাজার নিকট গিয়া তাবৎ সংবাদ কহিলেন। রাজা এই ব্যাপার শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার সম্ভাবনার্থ উচিত আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিয়া, স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

এই কালে নগরের অন্য দিকে উড্ডীন ধূলি দৃষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ সম্বাদ আসিল আর এক দল সৈন্য আসিতেছে। ইহাতে রাজা গমনে ক্ষান্ত হইয়া, যুবরাজ আমজিয়াদকে তাহাদিগের পরিচয়াদি জানিতে পাঠাইলেন। আমজিয়াদ স্বীয় ভ্রাতা আসাদ সমভিব্যাহারে, অগ্রে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের পিতা রাজা কামারলজমান সসৈন্যে তাঁহাদের অন্বেষণে আসিয়াছেন। অনন্তর, শোকার্ত্ত রাজা স্বীয় পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া মহাহ্লাদে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল।

চীনাধিপ, জামাতার আগমন সংবাদ শ্রবণে, কুমারদ্বয় পরিবেষ্টিত জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়াই; দেখিলেন আর এক দল সৈন্য অদূরে আসিতেছে। কামারলজমান কুমারদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা গিয়া দেখিয়া আইস, এই

তথায় উপনীত হইয়া, রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ কি অভিপ্রায়ে এই রাজধানীতে আগমন হইল। মন্ত্রী বলিলেন আপনারা যে রাজার সহিত আলাপ করিতেছেন ইহাঁর নাম শাহজমান, ইনি খালেদান উপদ্বীপের অধিপতি, বহুকাল হইল, ইহাঁর পুত্র কামারলজমান রাজ্য ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন, আপনি যদি তাঁহার কোন সম্বাদ বলিতে পারেন তবে রাজার যথেষ্ট উপকার হয়। মন্ত্রির প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দনেরা কহিলেন, আমরা কিঞ্চিৎকাল পরে আসিয়া এই কথার উত্তর প্রদান করিতেছি। ইহা বলিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক অতিবেগে আসিয়া আপনাদের পিতা কামারলজমানকে বলিলেন আপনার জনক স্বয়ং আগমন করিয়াছেন। শাহজমান রাজার হঠাৎ আগমন বার্ত্তা শ্রবণে কামারলজমানের মনে এমত আশ্চর্য্য ও আনন্দের উদয় হইল যে তিনি ক্ষণকাল নিস্পন্দ হইয়া থাকিলেন। তৎপরে পিতার শিবিরে গমন করিয়া, তাঁহার পদানত হইলেন। পিতা পুত্রে পরস্পর সন্দর্শন হইবামাত্র উভয়ে মহা আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর তিন রাজা, অর্থাৎ চীনাধিপতি গায়ুর, খালেদান উপদ্বীপাধিপতি রাজা শাহজমান, ও মার্জ্জিনা রাণী, মায়াবিদেশস্থ রাজার রাজধানীতে, তিন দিন মহানন্দে থাকিলেন। মায়াবি নগরের রাজা তাঁহাদিগকে অতিশয় সম্মান করিলেন। ঐ তিন দিবস মধ্যে, মার্জ্জিনা রাণীর সহিত আসাদের বিবাহ হইল, এবং আসাদের প্রতি বেস্তোমার অত্যন্ত যত্নের জন্য, আমজিয়াদ তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন, এই উপলক্ষে ঐ রাজধানী মধ্যে মহামহোৎসব হইল।

অনন্তর চীনাধিপতি, সাহজমান রাজা, এবং কমারলজমান স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। মার্জ্জিনা রাণী স্বীয় স্বামী আসাদকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্যে যাত্রা করিলেন। আমজিয়াদের গুণে, মায়াবি নগরীর রাজা অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে কোন মতে যাইতে না দিয়া, স্বীয় বৃদ্ধাবস্থাপ্রযুক্ত তাঁহাকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত

এই মনোহর উপন্যাস সমাপন করিয়া, শাহারজাদী, রাজার অনু-মতি ক্রমে, আগামি রাত্রে আর এক গল্প আরম্ভ করিলেন।

যুবরাজ আহম্মদ এবং পরী বানুর কথা।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে, এক রাজার তিন পুত্র ছিল, হোসেন, আলি, ও আহম্মদ। ইহা ভিন্ন তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল, তাহার নাম নুরন্নেহার।

নুরন্নেহার অতি শৈশব কালে পিতৃহীনা হইয়াছিলেন, এজন্য রাজা তাহাকে আপন গৃহে রাখিয়া, স্বীয় পুত্রগণের সহিত, তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন। এই কন্যা অতি রূপবতী ও গুণবতী হইয়াছিলেন। এই জন্য রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ঐ কন্যা বিবাহের যোগ্য হইলে, তাঁহার পুত্রত্রয় ঐ কন্যার প্রণয়া-কাঙ্ক্ষী হইলেন। ইহাতে রাজা মনে মনে এই আশঙ্কা করিলেন, যখন তিন পুত্র এক আমিষের অভিলাষী হইয়াছেন তখন তাহাদিগের মনোভঙ্গ হইবার আটক নাই। অতএব তাহাদিগকে ডাকাইয়া কহি-লেন, এক কন্যাকে তিন জনে বিবাহ করা অশাস্ত্র। অতএব তোমরা জ্যেষ্ঠের সম্মানার্থে তাহাকেই বিবাহ করিতে দাও, অথবা তিন জনই ক্ষান্ত হও, তোমাদিগের অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যায়। ইহাতে তাহারা অসম্মত হইলে, রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমাদিগের দুই জনকে নিরাশ করিয়া এক জনের অভিলাষ পূর্ণ করিলে, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইবে, অতএব তোমাদিগের পরস্পর সম্প্রীতি রক্ষার এক উপায় স্থির করিয়াছি। তোমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন কর, এবং গমনানন্তর কেহ কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না, পরে তোমরা এক এক জন কোন আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত সামগ্রী আনিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, যাহার দ্রব্য উৎকৃষ্ট হইবে তাহার সহিত এই কন্যার বিবাহ দিব।

রাজকুমার-ত্রয় বিবাহের ...

সম্মত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের ব্যয় ও দ্রব্য-ক্রয়োপযুক্ত অর্থ দিয়া তাঁহাদিগের গমনের আয়োজন করাইলেন। রাজপুত্রেরা পিতার স্থানে বিদায় হইয়া, বণিকবেশে অশ্বারোহণপূর্ব্বক আপন আপন বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া, প্রথম পথিকপান্থ পর্য্যন্ত একত্র গমন করিলেন। ঐ স্থানহইতে তিন দিকে তিন পথ গিয়াছিল, তাহার এক এক পথে এক এক জন যাইবেন এই স্থির করিয়া, রজনীযোগে তিন জন একত্র ভোজন করিতে বসিলেন, এবং পরস্পর এই অঙ্গীকার করিলেন যে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে এক এক বৎসর পরিভ্রমণ করিব, তাহার পর পিতার নিকটে, যেমন তিন জন একত্র বিদায় হইয়া আসিয়াছি সেই মত একত্র উপস্থিত হইব। এই পরামর্শ করিয়া, পরদিন প্রত্যূষে পরস্পর আলিঙ্গনাদি পূর্ব্বক তিন জনে তিন পথে গমন করিলেন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হোসেন, বিশ্বনগরের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের বিবরণ শুনিয়াছিলেন। অতএব তিনি ভারতবর্ষের সমুদ্রের পথে গমন করিলেন। পরে, কখন কখন যাত্রিসম্প্রদায় সমভিব্যাহারে অনেক দেশ দিয়া, কখন কখন অরণ্য গিরি লঙ্ঘন করিয়া, তিন মাসের পর বিশ্বনগরে উপনীত হইলেন, এবং, অভিনবাগত মনুষ্যেরা যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে বাসা করিলেন। পর দিবস নগর দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সকল পথেরই দুই পার্শ্বে বণিকগণের পণ্যশালা, ও প্রভাকরের প্রখর কর নিবারণার্থে সকল পথের উপর খিলান করা ছাদ রহিয়াছে, অথচ কোন পণ্যশালাতে আলোক রোধ হয় নাই। এক এক অঞ্চলে একই প্রকার দ্রব্যের দোকান এবং সকল দোকানই নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। এতদবলোকনে যুবরাজ অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন।

রাজনন্দন, ক্রমে ক্রমে নগরের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, শ্রান্তি-শান্তির জন্য এক দোকানে বসিয়াছেন এমতসময়ে দেখিলেন, এক মনুষ্য, চতুরস্রে চারি

তেছে, গালিচার মূল্য ৩০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত বলিয়াছে, তাহাতে দেই নাই। রাজকুমার এই কথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া গালিচা দর্শন করিয়া বলিলেন, এই গালিচা অতি ক্ষুদ্র, এবং ইহাতে অধিক শিল্পকার্য্যও নাই, অতএব ইহার মূল্য এত অধিক কেন, বুঝিতে পারিলাম না। বাহক উত্তর করিল এই মূল্য আপনি অধিক বোধ করিতেছেন, কিন্তু নগদ ৪০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা না পাইলে ইহা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা নাই। যুবরাজ কহিলেন তবে বুঝি ইহার কোন অসাধারণ গুন আছে, তাহাতেই ইহার এত মূল্য। বাহক কহিল মহাশয় যাহা অনুমান করিতেছেন তাহা যথার্থ, এই গালিচার গুণ অতি আশ্চর্য্য, ইহার উপর উপবিষ্ট হইয়া যে স্থানে গমনের বাসনা হয় সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ গমন করা যায়।

আশ্চর্য্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য লইয়া রাজাকে দেওয়াই যুবরাজের উদ্দেশ্য ছিল, অতএব, ইহা অপেক্ষা আর কি উত্তম দ্রব্য পাইব যে তাহাতে মহারাজ অধিক সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া রাজনন্দন বাহককে কহিলেন যদি এই গালিচার এরূপ আশ্চর্য্য গুন থাকে তবে চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাতে ইহা লইতে পারি। বাহক কহিল যদি আপনি চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাতে এই গালিচা ক্রয় করা অবধারিত করেন, তবে এই পণ্যশালার পশ্চাৎ ভাগে আমার সঙ্গে আসিয়া এই গালিচার উপর উপবেশন করুন, তাহা হইলে যে স্থানে গমন করিতে বাঞ্ছা করিবেন আমি মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় লইয়া যাইব, যদি না পারি তবে, আপনি লইবেন না।

রাজকুমার এই কথায় সম্মত হইয়া, পণ্যশালার পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন। বাহক ঐখানে গালিচা বিস্তার করিয়া আপনি তাহার উপর উপবেশন করিল, এবং রাজপুত্রকে তাহাতে বসাইয়া বলিল, আপনার যে স্থানে যাইবার মানস হয় তাহা মনে মনে করুন। রাজনন্দন মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, বাসায় যাইব। মনে করিবামাত্র দেখিলেন বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও তুষ্ট হইয়া, আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজনাভাব জ্ঞান

করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গালিচার মূল্য চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন।

এই অত্যদ্ভুত গালিচা প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, আমার আর দুই সহোদর এমন আশ্চর্য্য দ্রব্য কখনই পাইবেন না, অতএব রাজকন্যাকে আমিই প্রাপ্ত হইব। পরে বিশ্বনগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ ও রীতি নীতি অবগতি ও যে স্থানে যে আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি ছিল, তাহা দর্শন করিয়া, বৎসরের কিছু দিবস থাকিতে, তিন সহোদরে যেখানে একত্র হইবার প্রতিজ্ঞা ছিল, দাসগন সমভিব্যাহারে ঐ গালিচায় উপবেশন করিয়া, সেই স্থানে গমন করিলেন, তথায় গিয়া দেখিলেন তাঁহার অন্য দুই সহোদর তখন পর্য্যন্ত আইসেন নাই, অতএব তথায় তাঁহাদিগের অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন।

মধ্যম যুবরাজ আলি, সহোদরদ্বয়ের নিকট বিদায় হইয়া, পারশ্য দেশে যাত্রা করিলেন। কতগুলি সাধু ঐ রাজ্যে যাইতেছিল, তাহা-দের সঙ্গ পাইয়া, নানা দেশ ভ্রমণ করণানন্তর, চারি মাসের পর তিনি সিরাজ নগরে উপনীত হইলেন। সাধুগণ তথায় পহুছিয়া দোকান ভাড়া করিয়া স্বস্ব দ্রব্যাদি দোকানে তুলিতে লাগিল। রাজপুত্রের সে ভাবনা ছিল না, তিনি দেশ দর্শনে গিয়াছিলেন মাত্র, অতএব নগরে উপনীত হইয়া, আহারাদির পর উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, তথাকার বাজারে যাইয়া দেখিলেন, বড় বড় স্তম্ভের উপর খিলান করা চাঁদনি রহিয়াছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে ও মধ্যে ও বাহিরে সারি সারি ইষ্টকনির্ম্মিত পণ্যশালা, তাহাতে নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। রাজপুত্র এই সকল দ্রব্য অবলোকন করিতেছেন ইতিমধ্যে দেখিলেন, এক জন দালাল অর্দ্ধহস্ত-পরিমাণ এক গজদন্তের চোঙ্গা হস্তে করিয়া আসিতেছে, বলিতেছে এই চোঙ্গার মূল্য ত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত বলিয়াছে, আমি তাহাতে দেই নাই, যদি কেহ লইতে বাঞ্ছা কর, বল কত মূল্য দিতে পারিবে।

রাজপুত্র দালালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন এই চোঙ্গার মূল্য এত

অধিক, কারণ কি। দালাল চোঙ্গা দেখাইয়া কহিল ইহার দুই পার্শ্বে দুই খান পরকলা আছে, ইহার গুণ এই, যদি আপনি কোন বিশেষ দ্রব্য বা মনুষ্য মনে করিয়া, ইহার একখানা পরকলাতে নেত্রপাত করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পাইবেন। রাজপুত্র বলিলেন যদি ইহার এমন গুণ হয় তবে এত মূল্য হইতে পারে। ইহা বলিয়া রাজকুমার চোঙ্গা হস্তে লইয়া, স্বীয় পিতাকে দেখিবার মানস করিয়া, পরকলাতে নেত্রযোগ করিলেন। করিবামাত্রেই দেখিলেন রাজা সভাসদ্‌বেষ্টিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতেছেন। তদনন্তর, পরম প্রিয়া রাজকন্যা কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন তাহা দেখিবার মানস করিয়া, দেখিলেন তিনি সহচরীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া প্রফুল্ল বদনে আপন মন্দিরে বসিয়া আছেন।

চোঙ্গার এই চমৎকার গুণ দর্শনে রাজপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, এই দূরবীক্ষণ অতি চমৎকার, ইহার তুল্য আর কোন দ্রব্য সিরাজ নগরে অথবা অন্য কোন স্থানে প্রাপ্ত হইব এমন অনুভব হয় না, ইহা ক্রয় করিলে অবশ্য নুরন্নেহার রাজকন্যাকে পাইতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজনন্দন, দালালকে কহিলেন তুমি যথার্থ করিয়া বল, কি মূল্য পাইলে এই দূরবীন বিক্রয় করিবে। দালাল কহিল যাঁহার এই দূরবীন তিনি কহিয়া দিয়াছেন, চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ন্যূনে ইহা বিক্রয় করিবেন না। এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র, তাহাকে বাসাতে লইয়া গিয়া, চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক দূরবীন ক্রয় করিলেন।

আলি দূরবীক্ষণ ক্রয় করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন তাঁহার আর দুই সহোদর কখন এমত আশ্চর্য্য দ্রব্য আনিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনি নুরন্নেহারকে অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সঙ্গী বণিকগণের সমভিব্যাহারে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং যে স্থান হইতে ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে পৃথক হইয়াছিলেন সেইস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তজ্জ্যেষ্ঠ তথায় আসিয়াছেন, কিন্তু [illegible]

যুবরাজ আহম্মদ সমরকন্ধ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তিনিও দুই সহোদরের ন্যায় তদ্রাজ্যে উপনীত হইয়া, যে স্থানে সদাগরলোকেরা বহুমূল্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করে তথায় যাইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন এক ব্যক্তি এক ভৌতিক আতা ফল হস্তে করিয়া, এই কথা বলিয়া যাইতেছে, এই আতার মূল্য পঁইত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত বলিয়াছে, ইহার অধিক কে কি দিতে পার তাহা হইলে ইহা বিক্রয় করি। রাজপুত্র তাহার এই বাক্য শ্রবণে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন দেখি কেমন আতা, ইহার এমন কি গুণ যে ইহার মূল্য এত অধিক হইবে। এই কথায় দালাল আতাটী তাহার হস্তে দিয়া বলিল এই আতার বাহ্য আকার দৃষ্টে বোধ হয় ইহার মূল্য কিছুই নহে, কিন্তু ইহার গুণ বিবেচনা করিলে, ইহাকে অমূল্য বস্তু জ্ঞান করিতে হয়, এই আতা যে ব্যক্তির নিকটে থাকে তিনি মহা ঐশ্বর্য্যশালী, কারণ পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রোগই নাই যে ইহার আঘ্রাণদ্বারা তাহার শান্তি না হয়, রোগীর আসন্ন কাল উপস্থিত হইলেও ইহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার রোগ মুক্ত এবং পূর্ব্বমত স্বাভাবিক শরীর হয়। রাজপুত্র বলিলেন যদি ইহার এমন চমৎকার গুণ হয় তবে, যথার্থই, ইহার তুল্য আর ঐশ্বর্য্য নাই, কিন্তু সেই গুণ জানিবার উপায় কি। দালাল বলিল একথা সমরকন্ধে বিখ্যাত, এইখানের মহাজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। এই বাজারের মধ্যে অনেক ব্যক্তির মরণাপন্ন পীড়া হইয়াছিল, এই মহৌষধ দ্বারা তাহারা রোগমুক্ত হইয়াছে। এই ঔষধ এতদ্দেশীয় এক জ্ঞানিকর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি বহুকালাবধি বৃক্ষমূল ও ধাতু পরীক্ষাতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর কতিপয় দ্রব্য একত্র করিয়া এই মহৌষধ প্রস্তুত করেন এবং ইহাতে অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তির অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে এবং সম্প্রতি তাঁহার পরিবারগণ মহা দুঃখে পড়িয়াছেন। এই জন্য ইহা বিক্রয় করিবার আবশ্যক হইয়াছে।

আসিয়া বলিল তাহার কোন আত্মীয় লোকের অতি সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে, তাহার রক্ষা পাইবার উপায় নাই। রাজপুত্র কহিলেন যদি এই ফলের ঘ্রাণে ঐ ব্যক্তির আরোগ্য হয়, তাহা হইলে ৪০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া এই ফল ক্রয় করিব। দালাল তাঁহাকে লইয়া ঐ ব্যক্তির সহিত চলিল, এবং যে ব্যক্তির পীড়া হইয়াছিল তাহাকে ঐ ফলের ঘ্রাণদ্বারা আরোগ্য করিল। তাহা দেখিয়া রাজপুত্র চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আতা ক্রয় করিলেন।

এই আতা ফল ক্রয় করণানন্তর রাজপুত্র, ভ্রাতাদিগের নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে যাত্রী অন্বেষণে থাকিলেন। পরে যখন যাত্রী সম্প্রদায় চলিল তখন তাহাদের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া, তাঁহার আর দুই ভ্রাতা যে স্থানে অপেক্ষা করিতে ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর তিন ভ্রাতা অনেক দিবসের পর একত্র হইয়া আলিঙ্গনাদি করণানন্তর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন কহিলেন, আমাদিগের ভ্রমণের বিবরণ পশ্চাৎ শুনা যাইবে, সম্প্রতি আমরা যে জন্য ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম তাহাতে কে কেমন কৃতকার্য্য হইয়াছ, এবং কে কি আশ্চর্য্য দ্রব্য আনিয়াছ, তাহা বল। আমি যাহা আনিয়াছি তাহার বৃত্তান্ত অগ্রে কহিতেছি। আমি বিশ্বনগরে গমন করিয়াছিলাম, এবং যে গালিচার উপর এইক্ষণে উপবিষ্ট আছি ইহা আনয়ন করিয়াছি। এই গালিচা দৃশ্যে অতি সামান্য, কিন্তু ইহার গুণ অতি চমৎকার; ইহার উপর উপবেশন করিয়া যেখানে যাইবার বাসনা করি নিমিষের মধ্যে সেইখানে গমন করিতে পারি। এই গালিচাতে বসিয়া আমি ভৃত্য সমভিব্যাহারে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে বিশ্বনগর হইতে এখানে আসিয়াছি, ইহা ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে। ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। এই গালিচার মূল্য ৪০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

রাজপুত্র আলি বলিলেন আপনি গালিচার যে গুণের কথা বলি-

দেখাইয়া বলিলেন, ইহার মূল্যও ৪০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, কিন্তু ইহার গুণ বিবেচনা করিলে ঐ মূল্য অধিক বোধ হয় না। যে বস্তু দেখিতে মানস করিবে ইহাতে নেত্রযোগ করিলে তখনই তাহা দেখিতে পাইবে, বরং তাহা এখনি পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহা বলিয়া ঐ দূরবীন ভ্রাতার হস্তে দিলেন। হোসেন তাহা হস্তে লইয়া, এত ক্লেশের মূল যে নুরন্নেহার তাহাকে দেখিবার মানস করিয়া তাহাতে নেত্রযোগ করিলেন, কিন্তু তখনই মুখ শুষ্ক এবং বিবর্ণ হইয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, আমরা নুরন্নেহারকে পাইবার আশায় এত ক্লেশ স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহা বৃথা হইল, ঐ পরম লাবণ্যবতী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত, তাঁহার দাস দাসীগণ সকলে নেত্রনীরে ভাসিতেছে, হায় হায় কি হইল ; ইহা বলিতে বলিতে দূরবীক্ষণ মধ্যম ভ্রাতার হস্তে দিয়া বলিলেন তোমরা দেখ। আলি দূরবীন দিয়া রাজকন্যার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া শোকাকুল হইয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে দূরবীন অর্পণ করিলেন। তিনিও রাজকন্যার অবস্থা দেখিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং বলিলেন যদি আমরা অবিলম্বে রাজকন্যার সদনে যাইতে পারি তবে তিনি যমহস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ইহা বলিয়া বক্ষের বস্ত্রের ভিতর হইতে আতা বাহির করিয়া, ভ্রাতাদিগকে দেখাইয়া কহিলেন তোমরা যে গালিচা ও দূরবীন আনয়ন করিয়াছ তাহা অতি চমৎকার বটে, কিন্তু এই আতা অতি আশ্চর্য্য বস্তু, আমি ইহা ৪০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাতে ক্রয় করিয়াছি, ইহার গুণ অতি চমৎকার, অতি সঙ্কটাপন্ন রোগী ইহার ঘ্রাণে আরোগ্য হয়। আমি স্বয়ং এই গুণের পরীক্ষা করিয়াছি। এখন যদি রাজকন্যার নিকটে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে এখনি তাঁহার রোগ মুক্ত করিতে পারি। রাজপুত্র হোসেন কহিলেন যদি আতার এমন আশ্চর্য্য গুণ থাকে তবে চিন্তা কি, তোমরা গালিচার উপরে উপবেশন কর, আমি এখনি তোমাদিগকে তথায় লইয়া যাইতেছি। তদনন্তর হোসেন অনুজ-

পুরে যাইবার মানস করিলেন। মানস করিবামাত্র মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তিন জনে রাজকন্যার শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজকন্যা মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন, রাজবাটীর পুরজন তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে।

রাজকন্যার এই অবস্থা দেখিয়া, যুবরাজ আহম্মদ তখনি গালিচা হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহাকে আতার ঘ্রাণ দিলেন। ঘ্রাণমাত্রে তৎক্ষণাৎ রাজকন্যা চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক চারি দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং কিঞ্চিৎ কাল পরে শয্যাতে বসিয়া, দাসীদিগকে বলিলেন আমার বেশ বিন্যাস করিয়া দাও। তখন তাঁহাকে দেখিয়া এমত বোধ হইল যেন তাঁহার কোন পীড়া হয় নাই, কেবল নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর যখন তিনি জানিলেন রাজপুত্রেরা তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া আরাম করিলেন, তখন তিনি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট, বিশেষতঃ যুবরাজ আহম্মদের নিকট, নানারূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে রাজকুমারগণ পিতার সদনে গমন করিলেন। রাজা পুত্রগণের প্রত্যাগমনে পরমাহ্লাদিত হইলেন। এবং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রিয়তমা নুরন্নেহারের আরোগ্যের সংবাদ শুনিয়া একবারে আনন্দসাগরে ভাসিলেন। পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, তিন রাজপুত্র যে তিন অদ্ভুত সামগ্রী আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা রাজার সম্মুখে দিয়া, আপন আপন দ্রব্যের অদ্ভুত গুণের ব্যাখ্যা করিলেন। পরে দূরবীনদ্বারা যে প্রকারে রাজকন্যাকে পীড়িত দেখিয়া, গালিচা আরোহণে আসিয়া, আতার ঘ্রাণদ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত নিবেদন করিয়া, রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন এইক্ষণে আপনার বিবেচনায় আমাদের কোন্ জনের দ্রব্য অধিক চমৎকার বোধ হয়, এবং কাহাকে রাজকন্যা প্রদান করিবেন।

রাজা একে একে তিন দ্রব্যের পরীক্ষা করিয়া, কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত

সামগ্রী দ্বারা অপক্ষপাতে বিচার করিয়া, আমি তোমাদের মধ্যে এক জনকে অধিক মর্য্যাদার পাত্র স্থির করিতে পারিলাম না, ইহা তোমরা আপনারাই বুঝিয়া দেখ। আহম্মদকে বলিলেন তোমার আতার দ্বারা নুরন্নেহার প্রাণ দান পাইয়াছেন, যথার্থ। কিন্তু আলির দূরবীক্ষণ দ্বারা যদি তাহার আসন্ন বিপদ দৃষ্ট না হইত এবং হোসেনের গালিচা আরোহণ করিয়া যদি অবিলম্বে এখানে আসিতে না পারিতে, তবে তাহাকে নীরোগ করিতে পারিতে না। আলিকে বলিলেন তোমার দূরবীনদ্বারা রাজকন্যার পীড়া দৃষ্টি হইয়াছিল এজন্য ঐ দূরবীন তাহার প্রাণ রক্ষার মূল বলা যাইতে পারে, কিন্তু গালিচার দ্বারা শীঘ্র আগমন করিতে এবং আতার ঘ্রাণ দিতে না পারিলে, কেবল দূরবীক্ষণে তাহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত না। হোসেনকে বলিলেন তুমিও নুরন্নেহারের প্রাণ দাতা, কিন্তু তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আলির দূরবীন এবং আহম্মদের আতা না থাকিত তাহা হইলে, কেবল তোমার আসনদ্বারা কোন উপকার সম্ভব ছিল না। অতএব রাজকন্যার আরোগ্যবিষয়ে দূরবীন, গালিচা, আতা তিন দ্রব্যই সমান কার্য্যকারি, ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যের অধিক গৌরব করিতে পারি না। অতএব তোমাদের তিন জনের মধ্যে দুই জনের অগৌরব করিয়া, এক জনকে কন্যা দান করিতে পারিলাম না। তবে ইহার আর এক উপায় আছে, তোমরা প্রত্যেকে এক এক ধনু ও শর লইয়া আমার সঙ্গে প্রান্তরে আইস, তোমরা একে একে সকলে তীর ক্ষেপণ করিবে, যাহার তীর অধিক দূরে যাইবে, তাহার সহিত নুরন্নেহারের বিবাহ দিব।

এই প্রস্তাবে রাজপুত্রগণকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। অতএব তাঁহারা তিন জনে পিতৃসমভিব্যাহারে প্রান্তরে গমন করিলেন। তীর ক্ষেপণ দর্শনার্থ প্রান্তর, লোকে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র হোসেন প্রথমতঃ তীর ক্ষেপণ করিলেন। ঐ তীর কতক দূরে গিয়া পড়িল। তাহার পর দ্বিতীয় রাজপুত্র আলি শর ত্যাগ

পরিশেষে আহম্মদ তীর ছাড়িলেন, ঐ তীর অতি বেগে চলিল, কিন্তু কোথায় পড়িল কেহ দেখিতে পাইল না। রাজপুত্র স্বয়ং এবং আর আর লোক ঐ শরের অন্বেষণ করিলেন কিন্তু প্রাপ্ত হইলেন না। ইহাতে যদিও এমত বোধ হইল তাঁহার তীর অধিক দূরে গিয়াছে, কিন্তু অপ্রাপ্তি হেতু রাজা তদ্বিষয়ের কোন বিচার না করিয়া, হোসেন অপেক্ষা যুবরাজ আলির তীর অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এই বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে রাজকন্যা দান করিলেন।

বিবাহ উপলক্ষে মহোৎসব নৃত্য গীত হইতে লাগিল, কিন্তু যুবরাজ হোসেন ঐ ব্যাপারে সুখী হইলেন না। তিনি রাজকন্যার আশায় নিরাশ হইয়া, এক মহর্ষির আশ্রমে গিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ মহর্ষির অত্যন্ত সম্ভ্রম ও অনেক শিষ্য ছিল।

যুবরাজ আহম্মদ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার তীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর গমন করিল, তাহা পাওয়া গেল না ইহার কারণ কি। এই চিন্তা করিয়া এবং প্রাণাধিকা নুরন্নেহারের সহিত মধ্যম ভ্রাতার বিবাহ দৃষ্টি দুঃসহ বিবেচনা করিয়া, তিনি রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রান্তরে গমন করিলেন, এবং যে দিকে শর ক্ষেপণ করিয়াছিলেন সেই দিকে গমনপূর্ব্বক তীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অনেক দূর গমন করিলেন, কিন্তু তীর দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে আরো বিস্ময়যুক্ত হইয়া, প্রায় চারি পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, এক পর্ব্বতের সম্মুখে আসিলেন। ঐ পর্ব্বত অতি উচ্চ ও শৃঙ্গযুক্ত, এই জন্য তথা হইতে সোজা পথ না পাইয়া অন্য পথে যাইবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, পর্ব্বতের সম্মুখে এক শর নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা উত্তোলন করিয়া দেখিলেন সেই শর তাঁহারই। ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মনে মনে কহিলেন আমার মত নর লোকের এমন সাধ্য নাই যে এত দূরে তীর নিক্ষেপ করে, অতএব ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। অনন্তর, তীর যে ভাবে পতিত হইয়াছিল তাহাতেও এমত অনুভব হইল, তীর একেবারে আসিয়া ভূমিতে পড়ে নাই, ... পর্ব্বতে

লাগিয়া ঠিকরিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আরো চমৎকার বোধ করিয়া মনে মনে কহিলেন ইহার অবশ্য কোন বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।

রাজনন্দন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পর্ব্বতের নিম্নভাগে এক গহ্বরাকার স্থানে বসিলেন, এবং গহ্বরের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক লৌহময় দ্বার দেখিয়া আঘাত করিলেন। তাহাতে দ্বার মুক্ত হইলে রাজপুত্র শর হস্তে করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ঐ স্থান অন্ধকারময়, কিন্তু পঞ্চাশ ষাইট পদ গমন করিয়া অতি অপূর্ব্ব আলোক দৃষ্টি করিলেন, এবং ঐ আলোক পৃথিবীর আলোক অপেক্ষা অতি কোমল বোধ হইল। অনন্তর এক অতি অপূর্ব্ব অট্টালিকা দেখিতে পাইয়া, উহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করিতেছেন এমন সময়ে এক রূপবতী কামিনী নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা এবং কতিপয় যুবতী নারী পরিবৃতা হইয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিলেন এবং সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ আহম্মদ আসিতে আজ্ঞা হউক। রাজনন্দন ভূমিষ্ঠ হইয়া নারীকে প্রণাম করিয়া, সবিনয়ে কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি এই স্থানে প্রবেশ করিয়া মনে মনে অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম, তোমাকে দেখিয়া সে শঙ্কা দূর হইয়াছে, সেই জন্য আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। কিন্তু আমি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার পিতার রাজ্যের এত নিকটে বাস কর, তথাপি আমি তোমাকে কখন দেখি নাই, কিন্তু তুমি আমাকে কিরূপে জানিলে কহ। কামিনী কহিলেন হে যুবরাজ প্রথমতঃ অট্টালিকার মধ্যে আসিয়া উপবেশন কর, তাহার পর যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা করিও, আমি তাহার উত্তর করিব।

ইহা বলিয়া নারী তাহাকে অট্টালিকার মধ্যে নাট্যশালায় লইয়া গেলেন। নাট্যশালার গঠন অতি অপূর্ব্ব এবং তাহা স্বর্ণ ও রত্নে মণ্ডিত। রাজকুমার দেখিয়া কহিলেন এমন অপূর্ব্ব স্থান আমি কখন দেখি নাই। অনন্তর নারী তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং নিকটে বসিয়া বলিলেন হে নৃপনন্দন, তুমি আমাকে চিন না

হইতে পারে, কিন্তু আমার পরিচয় শুনিলে সে আশ্চর্য্য দূর হইবে। তুমি শুনিয়া থাকিবে, এই ধরণী মানব ও দানবের বাসস্থান, আমি দানবকন্যা, আমার নাম পরী বানু। নুরন্নেহারের প্রতি তোমার স্নেহ ও তজ্জন্য তোমার দেশ ভ্রমণের সকল বিবরণ আমি অবগত আছি। সমরকন্দ নগরে তুমি যে আতা ফল প্রাপ্ত হও তাহা আমিই বিক্রয়ার্থে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার সহোদরেরা যে গালিচা ও দূরবীক্ষণ আনয়ন করেন তাহাও আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। আরো এক কথা বলি, তুমি রাজকন্যা নুরন্নেহারকে বিবাহ করিবার অভিলাষ করিলে, আমি বিবেচনা করিলাম নুরন্নেহার তোমার উপযুক্ত পাত্রী নহে, এজন্য, যখন তুমি তীর ক্ষেপণ করিলে তখন আমি অদৃশ্যভাবে ঐ তীর স্বীয় বলে চালাইলাম, তাহাতে তাহা পর্ব্বতে আসিয়া লাগিল, তুমি সেই তীর পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, আমার অভিপ্রেত সুখের নিকটবর্ত্তি হইয়াছ, এক্ষণে সে সুখ ভোগ করা না করা তোমার ইচ্ছা।

এই কথা বলিয়া কামিনী লজ্জিত ভাবে রাজপুত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। রাজকুমার পরীর মনোগত ভাব বুঝিয়া, মনে মনে ভাবিলেন রাজকন্যা নুরন্নেহার হস্তবহির্ভূত হইয়াছেন, পরী বানু তদপেক্ষা অধিক রূপবতী ও বহুগুণসম্পন্না এবং ইহাঁর অসীম ঐশ্বর্য্য। অতএব ইহাঁকে কেন ত্যাগ করি। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, হে নারীশ্রেষ্ঠে, আমি তোমার কিঙ্কর হইয়া, যদি আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল তোমার রূপের গৌরবার্থে নিয়োজিত করিতে পারি, তবে আমি নরজাতির মধ্যে আপনাকে প্রধান ও অতি সুখী গণ্য করিব। পরী কহিলেন হে রাজকুমার আমার পিতা মাতার অনুমতি ক্রমে আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছি, অতএব তোমাকে আমার শরীর ও তাবৎ ঐশ্বর্য্যের প্রভুস্বরূপ করিলাম। তুমি আমার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলে। রাজকুমার এই কথা শুনিয়া অত্যন্তানন্দে মুগ্ধপ্রায় হইয়া, পরীর কর ধরিয়া চুম্বন করিলেন। পরী জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভূপালতনয় আমি তোমাকে যেমন জীবন যৌবন সমর্পণ করিতেছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ আপন মন ও শরীর সমর্পণ করিবে কি না।

ম্মদ কহিলেন তদ্ভিন্ন আমার কি কর্ত্তব্য, এবং তদপেক্ষা আমার সুখকর আর কি কর্ম্ম আছে, হে প্রিয়তমে হে প্রাণেশ্বরি, আমি আপন মন ও শরীর তোমার প্রীতিতে সমর্পণ করিলাম। পরী বলিলেন আমি তোমাকে আপন আত্মা সমর্পণ করিলাম, তুমি আমার স্বামী।

তদনন্তর ভোজ ও নৃত্যগীতের আয়োজন হইতে লাগিল। পরী রাজপুত্রকে লইয়া অট্টালিকার আর আর গৃহ দেখাইতে লাগিলেন। শোভা দ্বারা ঐ পুরী ইন্দ্রের পুরী হইয়াছে। তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজকুমার বলিলেন এমন স্থান পৃথিবীতে আর নাই। অনন্তর পরী তাঁহাকে আর এক গৃহে লইয়া গেলেন। এই গৃহে নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল, চারি দিকে সুগন্ধীয় তৈলের অনেক আলোক জ্বলিতেছে, এবং মেজের উপর স্বর্ণময় অনেক পাত্রাদি সুসজ্জিত আছে। তদনন্তর কতিপয় মনোহারিণী কামিনী, অতি অপূর্ব্ব বেশ ভূষাতে ভূষিতা হইয়া নানা বাদ্যযন্ত্র লইয়া সংগীত আরম্ভ করিল। পরী বানু রাজকুমারকে লইয়া আহারে বসিলেন, এবং যে সকল সুস্বাদ অপূর্ব্ব আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রাজকুমার তদনুরূপ দ্রব্যাদি আর কখন আহার করেন নাই। আহারান্তে পরী বানু রাজকুমারকে লইয়া এক উত্তম পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া অতি আনন্দে নিশা যাপন করিলেন।

এই প্রকার কয়েক দিবস পর্য্যন্ত আনন্দোৎসব হইল, এবং নিত্য নূতন প্রকার খাদ্য দ্রব্য ও নূতন নূতন আমোদ ও নূতন নূতন গান বাদ্য হইতে লাগিল। রাজপুত্র এইসকল দেখিয়া অবাক হইলেন, মনে মনে কহিলেন নর-লোকের মধ্যে সহস্র বৎসর বাস করিলেও এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পাইতাম না। যাহা হউক, পরী বানুর সরলতা ও প্রণয়ে যুবরাজ অত্যন্ত বাধ্য হইলেন, এবং দিন দিন তাঁহাদের প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই প্রকারে ছয় মাস অতীত হইলে পর, রাজকুমার পিতার কোন সংবাদ না পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে তন্নিকট গমনার্থে পরীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরী বিরুদ্ধ বিবেচনা

করিয়া কহিলেন, হে প্রিয়বন্ধ বিবাহকালে তুমি অঙ্গীকার করিয়াছিলে আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ। হে প্রাণাধিক তুমি আমার প্রেমের কি ত্রুটি পাইয়াছ যে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ। রাজকুমার বলিলেন হে প্রেয়সি তোমার প্রেমের কোন ত্রুটি নাই, আমি তোমার স্নেহের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি, এজন্য তোমার অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে চাহি না। পিতার নিকট যাইবার আর কোন অভিপ্রায় নাই, তিনি অনেক দিবসাবধি আমাকে না দেখিয়া অবশ্যই চিন্তিত আছেন, এজন্য তাঁহাকে একবার দেখা দিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যদি তাহাতে বিরুদ্ধ বিবেচনা কর তবে আমি যাইব না।

যুবরাজের এই কথায় পরী পরিতুষ্ট হইলেন। রাজপুত্র তখন তদ্বিষয়ক আর কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু পিতাকে দেখিবার বাসনা একবারে মন হইতে দূর হইল না, এজন্য মধ্যে মধ্যে স্বীয় পিতার সদ্গুণ ও তাঁহার প্রতি তাঁহার স্নেহের কথা সতত পরীর সাক্ষাতে কহিতেন। অভিপ্রায়, যদি তাহা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে পিতার নিকটে যাইবার অনুমতি দেন।

এদিকে তাঁহার পিতা, আহম্মদের কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং নানা স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না। এক দিবস তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন মন্ত্রী তুমি জান, সকল পুত্র হইতে আহম্মদ আমার প্রিয়, তাহাকে না দেখিয়া, আমি জীবন্মৃত হইয়াছি, অতএব আমার পরিত্রাণের কোন উপায় কর। মন্ত্রী জানিতেন এক স্ত্রীলোক মায়া-বিদ্যাদ্বারা আশ্চর্য্য গণনা করিতে পারিত, তদ্দ্বারা রাজপুত্রের উদ্দেশ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ভূপাল তাহাতে সম্মত হইলে মন্ত্রী তাহাকে আনাইয়া রাজার সমীপে লইয়া গেলেন। নৃপতি তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি বলিতে পার যুবরাজ আহম্মদ জীবদ্দশায় আছেন কি না; যদি থাকেন কোথায় ... মহা-

রাজ আমি কল্য আসিয়া বলিব। পরে পর দিবস মায়াবিনী আসিয়া রাজাকে বলিল মহারাজ আমি অনেক পরিশ্রম করিলাম কিন্তু কেবল এক বিষয়ের নির্ণয় হইল, রাজপুত্র জীবদ্দশায় আছেন, ইহা ভিন্ন আর কিছু জানিতে পারিলাম না। রাজা সুতরাং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের উদ্বেগ দূর হইল না।

এদিকে যুবরাজ আহম্মদ পরীর সহিত কথোপকথনে সর্ব্বদা পিতার গুণ গান করিতেন, তাহাতে পরী বিবেচনা করিলেন পিতৃভক্তি পুত্রের পরম ধর্ম্ম, তাহা হইতে কাহাকে নিরস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব এক দিবস রাজপুত্রকে বলিলেন, হে যুবরাজ! তোমার যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে তুমি পিতাকে দেখিতে যাও, কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিও। আহম্মদ এই বাক্যে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং কহিলেন হে প্রিয়তমে! আমি তোমার অনুমতি পাইয়া কি পর্য্যন্ত বাধ্য হইলাম তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম, আমি অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।

পরী অঙ্গীকারে তুষ্ট হইয়া বলিলেন তোমাকে এক পরামর্শ কহি তুমি পিতার স্থানে আপন বিবাহ বা আমার কোন পরিচয় দিও না, জিজ্ঞাসা করিলে কহিও সুখে আছি। অনন্তর পরী তাঁহার সমভিব্যাহারে বিংশতি জন সুসজ্জিত অস্ত্রধারী অশ্বারোহী দিলেন, এবং তাঁহার জন্য অপূর্ব্ব অশ্ব আনাইলেন। রাজকুমার ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষীয় রাজার রাজধানী বহু দূর ছিল না, অতএব রাজকিশোর শীঘ্র তথায় উপনীত হইলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। রাজা হারা নিধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন হে তনয় তুমি আমাকে কেন এত দুঃখ দিলে, আমি তোমার অদর্শনে জীবন্মৃত হইয়াছিলাম। রাজপুত্র বলিলেন হে তাত! আপনকার স্মরণ থাকিবে, আমরা তিন সহোদর শর ক্ষেপণ করিলে আমার শর কোথায় পড়িল তাহার অন্বেষণ হইল না, তথাপি আপনি মধ্যমা-

ইহাতে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া

আমি রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া, ভ্রাতাদিগের তীর যে স্থানে পড়িয়াছিল তাহার বাম দক্ষিণ অন্বেষণ করিতে২ করিতে তিন ক্রোশ মধ্যে আপন তীর দেখিতে পাইলাম না, চতুর্থ ক্রোশ গমন করিয়া দেখিলাম তীর পড়িয়া আছে। তাহা পাইয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে, এবং আমি পরম সুখে বাস করিতেছি, কিন্তু মহারাজ তদ্বৃত্তান্ত আমি প্রকাশ করিব না।

রাজা কহিলেন বৎস আমার বাসনা, তুমি আমার নিকটে বাস কর, যদি তাহা একান্ত না হয় তবে, তোমাকে প্রয়োজন হইলে কোন্ স্থানে অন্বেষণ করিব তাহা বল। রাজপুত্র বলিলেন আমি এক্ষণে এই কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু সতত আসিয়া আপনকার চরণ দর্শন করিব, আমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে না।

অনন্তর রাজপুত্র তিন দিন পিতার সভায় অবস্থিতি করিয়া, চতুর্থ দিবসে সহাস্য বদনে গমন করিলেন।

রাজপুত্র ফিরিয়া আসিয়া, পিতা পুত্রে যে সকল কথা বার্ত্তা হইয়াছিল তাহা পরীকে সমুদয় কহিলেন। অনন্তর প্রায় এক মাসের পরে পরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি পিতাকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছ। তুমি তন্নিকটে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছ মধ্যে মধ্যে তাঁহার সমীপে গমন করিবে, এজন্য স্মরণ করিয়া দিলাম, তুমি সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর। রাজনন্দন কহিলেন হে প্রাণাধিকে আমি সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু পিতৃসদনে গমন করিলে পাছে তুমি মনে মনে দুঃখিত হও এজন্য তাহা বলি নাই। পরী কহিলেন রাজপুত্র! তুমি সে জন্য আর চিন্তা করিও না। অদ্যাবধি তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মাসে মাসে একবার পিতার সদনে গমন করিবে।

এই অনুমতি পাইয়া রাজপুত্র তৎপর দিবস প্রত্যূষে পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে যে কয়েক জন অশ্বারোহী গিয়াছিল তাহারা উত্তম সজ্জাদি করিয়া গেল, রাজপুত্র স্বয়ং যে

ভারতবর্ষাধিপতি তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করিলেন। তাহার পর রাজকুমার কয়েক বার সেইরূপ গমনাগমন করিলেন। কিন্তু যখন যাইতেন তখন নূতন ও অধিক মূল্যবান্ বেশ ভূষা করিয়া যাইতেন। ইহাতে রাজার কতিপয় খল মন্ত্রী তাঁহার প্রতি দ্বেষ করিয়া রাজাকে কহিল যুবরাজ আহম্মদ কোথায় থাকেন তাহা প্রকাশ করেন না, অথচ তিনি প্রতিবার সঙ্গি সকলকে যেরূপ নূতন নূতন সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া আনেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। এবং অনুমান হয়, রাজকন্যার পাণি গ্রহণে বঞ্চিত হইয়া তিনি মনে মনে কোন অসৎ কল্পনা করিয়া থাকিবেন, ক্রমে প্রজালোককে বশীভূত করিয়া রাজ্য লইবার মানস করিয়াছেন। রাজা এই কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বলিলেন আহম্মদের যে উত্তম চরিত্র তাহাতে তৎকর্ত্তৃক রাজবিদ্রোহ সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা বলিয়াও মনে মনে ভীত হইলেন।

বারান্তরে রাজনন্দন রাজধানীতে আগমন করিলে, রাজা পূর্ব্বোক্ত কুহকিনীকে গোপন ভাবে অন্তঃপুরে আনাইয়া কহিলেন। তুমি রাজপুত্রের যে সংবাদ কহিয়াছিলে তাহা সত্য, কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন তাহা বলেন না, অতএব তোমাকে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। তুমি অগ্রে যাইয়া পথের মধ্যে লুকাইয়া থাক, পরে যুবরাজ কোন্ পথ দিয়া কোন্ স্থানে গমন করেন তাহা দেখিয়া আসিবে।

কুহকিনী শুনিয়াছিল রাজপুত্র গিরিমূলে তীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তথায় যাইয়া গিরিগহ্বরে লুকাইয়া থাকিল। রাজকুমার যখন পিত্রালয় হইতে সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন, তখন কুহকিনী গহ্বর হইতে তাঁহাকে দেখিল, যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিল সে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিল। যখন রাজকুমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, তখন কুহকিনী মনে মনে ভাবিল গিরি অতি উচ্চ তাহা উল্লঙ্ঘন করা পদাতিক অথবা অশ্বারোহী কাহারও সাধ্য নহে। অতএব, রাজপুত্র পর্ব্বতের কোন গহ্বরের মধ্যে লুকাইলেন, অথবা মৃত্তিকার মধ্যে কোন

বাহির হইয়া যে স্থান পর্য্যন্ত রাজপুত্রকে যাইতে দেখিয়াছিল সে পর্য্যন্ত যাইয়া দ্বারান্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু দ্বার অথবা গহ্বর কিছুই দেখিতে পাইল না! তাহার কারণ পরী যে লৌহদ্বার দিয়া গমনাগমন করিতেন তাহা স্ত্রীলোকের অগোচর এবং পরী বানুর ইচ্ছা ব্যতীত পুরুষেও দেখিতে পাইত না। অতএব অন্য চেষ্টা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া মায়াবিনী তথাহইতে রাজসদনে আসিয়া রাজাকে সকল সংবাদ কহিয়া বলিল মহারাজ ব্যস্ত হইবেন না, আমি রাজপুত্রের আর আর সংবাদ আপনাকে জানাইব। রাজা এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক হীরকের অঙ্গুরি প্রদান করিয়া বলিলেন ইহার পর তোমার উচিত পুরস্কার হইবে।

কুহকিনী জানিত রাজকুমার মাসে মাসে এক একবার পিতার সদনে আসিয়া থাকেন। অতএব মাসাতীত হইবার দুই দিবস পূর্ব্বে ঐ পর্ব্বতের অধোভাগে গিয়া, যেখানে রাজনন্দন লৌহদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেইখানে, অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে এই ভাবে শয়ন করিয়া থাকিল। পর দিবস ভূপতিতনয় পিত্রালয়ে গমনার্থ লৌহদ্বার মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধা নারী শয়ন করিয়া আছে। তাহাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে এবং কি জন্য এখানে শয়ন করিয়া আছ। বৃদ্ধা কহিল আমি নগর হইতে গমন করিতে ছিলাম, পথি মধ্যে অকস্মাৎ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছি। রাজকুমার কহিলেন আমি তোমাকে এক উত্তম স্থানে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইতেছি, তুমি গাত্রোত্থান কর। ইহা বলিয়া রাজপুত্র তাহাকে পুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং পরী বানুকে ডাকাইয়া বলিলেন এই বৃদ্ধা পীড়িতা হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়াছিল, অতএব ইহার শুশ্রূষা করাও। পরী রাজকুমারকে চুপে চুপে বলিলেন আমি ইহার শুশ্রূষা করাইতেছি, কিন্তু ইহার কাল্পনিক পীড়া, ছল করিয়া তোমার সন্ধান লইতে আসিয়াছে, ইহাতে কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে বলিতে পারি না, যাহাহউক তজ্জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করি[illegible] বলিলেন আমি

কখন কাহার অনিষ্ট করি নাই। অতএব আমার অনিষ্ট কে করিবে। যাহাহউক সাধ্যানুসারে পরোপকার করা উচিত। ইহা বলিয়া পিতৃসদনে গমন করিলেন।

রাজপুত্র গমন করিলে পর পরী বানুর দুই পরিচারিকা মায়াবিনীকে ধরাধরি করিয়া এক উত্তম সুসজ্জিত গৃহে পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করাইল। পরে এক পরিচারিণী তথাহইতে যাইয়া এক পাত্র জল আনয়ন করিয়া তাহাকে পান করিতে দিয়া বলিল, চারি সিংহে যে ফোয়ারা রক্ষা করে তথাহইতে এই জল আনয়ন করা গিয়াছে, ইহা জ্বরের মহৌষধ, ইহা পান করিলে এক ঘন্টার মধ্যে পীড়া শান্তি হইবে। দাসী বারংবার বলাতে কুহকিনী জল পান করিল। দাসী বস্ত্রদ্বারা তাহার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া বলিল এক্ষণে তুমি নিদ্রা যাও তাহা হইলে এক ঘন্টার মধ্যে নীরোগ হইবে। ইহা বলিয়া দাসীদ্বয় প্রস্থান করিল।

কুহকিনীর রোগ মিথ্যা, রাজপুত্রের বাসস্থান দেখা তাহার মূলাভিপ্রায়। তাহা সিদ্ধ হইলে পর, ছল রোগে তথায় পড়িয়া থাকে এমত মানস ছিল না, কিন্তু দাসীরা বলিয়া গিয়াছে এক ঘন্টা না হইলে ঔষধের গুণ দর্শিবে না, এজন্য কতকক্ষণ ছল করিয়া পড়িয়া থাকিল। কিয়ৎকাল পরে দাসীদ্বয় আসিলে তাহাদিগকে বলিল আহা কি উত্তম ঔষধ, আমার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে, আমি সবল হইয়াছি, এক্ষণে তোমাদিগের কর্ত্রীর স্থানে আমাকে লইয়া চল, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হই। এই কথা বলাতে দাসীদ্বয় তাহাকে নাট্যশালায় লইয়া গেল। পরী সেই গৃহে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াছিলেন পরিচারিণী দ্বয় তাহাকে সম্মুখে লইয়া গেলে, কুহকিনী সিংহাসনের সম্মুখে ভূমিষ্ঠা হইয়া পরীকে প্রণিপাত করিল। পরী বলিলেন তোমাকে রোগমুক্ত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। তুমি এখন গমনসমর্থ হইয়াছ, অতএব তোমাকে এখানে অনর্থক রাখিতে ইচ্ছা করি না, অনন্তর দাসীদ্বয় লৌহদ্বার মুক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কুহকিনী কিয়দ্দূর গিয়া দ্বার দেখিবার জন্য পুনর্ব্বার দ্বারের নিকট আসিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। পরে রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত বিবরণ কহিল। রাজা শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন্। কুহকিনী কহিল মহারাজ, যদিও পরীর সহিত প্রণয়ে রাজপুত্রের সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে রাজ্যের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট বৃদ্ধি হয় না, রাজপুত্র পরীর আজ্ঞাকারী, অতএব তাহার প্ররোচনাতে তিনি মহারাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হইবেন তাহার অসম্ভাবনা কি।

কুহকিনীর এই কথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন পরীর দৌরাত্ম্য নিবারণের কি উপায়। তাহারা একবাক্য হইয়া বলিল যুবরাজ আহম্মদকে বিনাশ ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না। কুহকিনী কহিল মহারাজ আমি এক উপায় বলি। রাজপুত্র যদি এখানে আর না আসেন তাহা হইলে মঙ্গল। অতএব এই বারে আসিলে আপনি রাজপুত্রকে বলুন তিনি পরীর নিকট হইতে আপনাকে এমত এক বস্ত্রগৃহ আনিয়া দেন যে তাহা হস্তের মধ্যে থাকে, এবং তাহা বিস্তার করিলে তন্মধ্যে লক্ষ দুই লক্ষ বা অধিক সেনা ও শকট উষ্ট্রাদি বাস করিতে পারে। রাজপুত্র এই প্রকার বস্ত্রাবাস আনিয়া দিলে পর, ক্রমে ক্রমে আরও উৎকট প্রার্থনা করিবেন। যদি রাজপুত্র তাহা দিতে না পারেন আপনিই লজ্জায় আসিতে ক্ষান্ত হইবেন, মহারাজের কোন উদ্বেগ থাকিবে না।

এই কথা রাজার মনোজ্ঞ হইল। পর দিবস রাজকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পর, রাজা তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, বলিলেন বৎস শুনিয়াছি, তুমি এক পরীকে বিবাহ করিয়াছ, তাহার অসাধারণ শক্তি, অতএব আমার এক প্রার্থনা আছে, যুদ্ধগমন কালে সৈন্যগণের বস্ত্রাবাস লইয়া যাইতে আমার অধিক ব্যয় হইয়া থাকে, অতএব পরীকে কহিয়া আমাকে এমন এক বস্ত্রাবাস আনিয়া দাও যে তাহা মুষ্টির মধ্যে থাকে, এবং তাহা বিস্তার করিলে

রাজকুমার কখন মনে করেন নাই পিতা তাঁহাকে এমত অসম্ভব অনুরোধ করিবেন, বিশেষতঃ পরীকে কোন প্রকারে বিরক্ত করিবার বাসনাও ছিল না, এজন্য পিতার বাক্যে বিমর্শ হইয়া, কি উত্তর করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কহিলেন হে জনক আমি পরীকে বিবাহ করিয়াছি যথার্থ এবং তাহার সহবাসে সদা সুখী আছি, কিন্তু আমি তাহাকে কখন কোন বিষয়ে অনুরোধ করি নাই, এবং করিলেও যে তাহা সিদ্ধ হইবে এমত বলিতেও পারি না, অতএব আমি অবশ্য তাহাকে আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিব, কিন্তু আপনার অভিলষিত দ্রব্য দিতে পারিব কি না তাহা অঙ্গীকার করিতে পারি না। রাজা বলিলেন আমি যে বস্ত্রাবাসের কথা বলিলাম পরী তাহা অনায়াসে দিতে পারিবে।

রাজা এই প্রকার বলাতে তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া, পিতার স্থানে বিদায় লইয়া বিমর্শভাবে পরীর পুরে গমন করিলেন। পরী তাঁহার বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া বার বার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে রাজকুমারকে পিতার প্রার্থনার কথা বলিতে হইল। তিনি বলিলেন জনক এই অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছেন, এজন্য বড়ই ভাবিত হইয়াছি। পরী বলিলেন তোমার পিতার এই প্রার্থনার মূল সেই বৃদ্ধা। তাহাকে দেখিবামাত্র আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম তদ্দ্বারা বিপদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু তজ্জন্য চিন্তা কি, আমি তোমার পিতার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।

ইহা বলিয়া পরী বানু কোষ-রক্ষিণীকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন আমার ভাণ্ডারে যে অতি বৃহৎ বস্ত্রাবাস আছে তাহা আনয়ন কর। আজ্ঞামাত্র কোষরক্ষিণী ভাণ্ডারহইতে মুষ্টির মধ্যে করিয়া এক তাম্বু আনয়ন করিল। পরী তাহা রাজপুত্রকে দিলেন। রাজপুত্র তাহা পাইয়া পরিহাস বিবেচনা করিলেন। পরী তাহা বুঝিতে পারিয়া কোষরক্ষিণীকে আজ্ঞা করিলেন তাহা বিস্তার করিয়া দেখায়। তাহাতে ভাণ্ডাররক্ষিণী তাম্বু লইয়া অট্টালিকা হইতে অনেক দূর বিস্তার করিতে

করিতে অট্টালিকার দ্বার পর্য্যন্ত আসিল। রাজকুমার দেখিলেন বস্ত্রগৃহ অতি বৃহৎ, এবং তাঁহার পিতার যত সৈন্য সামন্ত হস্তী উষ্ট্র ও শকটাদি আছে তাহার সমাবেশ হইয়াও অনেক স্থান থাকিতে পারে, অতএব বড়ই আনন্দিত হইলেন। পরে কোষরক্ষিণী তাম্বু গুটাইয়া তাহা মুষ্টির মধ্যে আনিয়া রাজপুত্রের হস্তে দিল।

রাজপুত্র কালব্যাজ না করিয়া পর দিবস পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সঙ্গে যে সকল লোক যাইত তাহারাই চলিল। রাজা মনে করিয়াছিলেন যুবরাজ তাঁহার প্রার্থনানুরূপ বস্ত্রাবাস কখনই দিতে পারিবেন না। অতএব, রাজপুত্র যখন তাঁহাকে ঐ বস্ত্রাবাস প্রদান করিলেন তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তাম্বুর অনেক প্রশংসা করিয়া পুত্রের ধন্যবাদ করিলেন। কিন্তু মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন, কেননা বুঝিতে পারিলেন পরীর অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই, পুত্র তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া সকল করিতে পারিবেন, এবং আপনাকে পুত্রের নিকট হীনবল হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব তাঁহাকে বিনাশ করণের ইচ্ছায়, পুনর্ব্বার কুহকিনীকে ডাকাইয়া তাহার সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুহকিনী কহিল মহারাজ এইবার যুবরাজকে সিংহরক্ষিত ফোহারার জল আনয়ন করিতে বলুন। রাজা পুত্রকে বলিলেন হে তনয় তুমি আমাকে যে বস্ত্রাবাস দিয়াছ তাহাতে আমি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তোমাকে আর এক উপকার করিতে হইবে, আমি শুনিয়াছি সিংহরক্ষিত ফোহারার জলে সকল ব্যাধি দূর হয়, আমাদের মনুষ্যের শরীর, কখন্ কি পীড়া হয় বলা যায় না, অতএব আমাকে ঐ জল কিঞ্চিৎ আনিয়া দাও, আমি প্রয়োজন মতে পান করিব।

রাজপুত্র মনে করিয়াছিলেন পিতা বস্ত্রাবাস পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন আর কোন প্রার্থনা করিবেন না, কিন্তু এই জলের কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে কহিলেন হে তাত আপনার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি নিমিত্ত আমাহইতে যে উপকার সম্ভব আমি তাহা করিতে

আমার বাসনা। আমি আপনকার এই প্রার্থনা পরীকে জানাইব, কিন্তু জল আনিয়া দিতে পারিব কি না বলিতে পারি না।

পর দিবস রাজপুত্র বিদায় হইয়া পরীর নিকটে গমন করিয়া, রাজসভায় যাহা যাহা হইয়াছিল সমস্ত কহিলেন, এবং রাজার অভিনব প্রার্থনার কথাও জানাইলেন। পরী বলিলেন হে যুবরাজ তুমি সে জন্য কেন চিন্তিত হইয়াছ, রাজা কোন বিষয়ে তোমার বা আমার ত্রুটি না পায়েন এজন্য তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু সিংহরক্ষিত বারির প্রার্থনা করাতে এমত বোধ হইতেছে তোমার প্রতি রাজার নিতান্ত দ্বেষ জন্মিয়াছে, যে শিবিরমধ্যে ঐ ফোহারা আছে চারিটা অতি ভয়ঙ্কর সিংহ তাহার রক্ষক। ঐ চারিটা সিংহের দুইটা সিংহ সর্ব্বদা জাগরিত থাকে এবং দুইটা নিদ্রা যায়। বারি আনয়নার্থ গমন করিলে মনুষ্য প্রায় ফিরেনা, কিন্তু ইহাতে ভীত হইও না, যাহাতে তুমি ঐ বারি আনয়ন করিতে পার তাহার উপায় করিব। পর দিন পরী রাজপুত্রকে বলিলেন তুমি একটা মেষ চারিখণ্ড করিয়া লইয়া, অশ্বারোহণপূর্ব্বক শিবির দ্বারে গমন কর, তথায় উপনীত হইয়া দেখিবে দুইটা সিংহ শয়ন করিয়া আছে এবং দুইটা সিংহ দ্বার রক্ষা করিতেছে। তোমাকে দেখিয়া এই দুই সিংহ নিদ্রিত সিংহদ্বয়কে জাগাইবে, তুমি তাহাতে ভীত না হইয়া চারিখণ্ড মেষমাংস চারিটা সিংহকে দিবে। তাহারা ঐ মাংস পাইয়া আহার করিতে থাকিবে। ঐ সময় তুমি ফোহারা হইতে পাত্র পূর্ণ করিয়া জল আনিবে।

এই পরামর্শানুসারে যুবরাজ আহম্মদ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক শিবিরে গমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া চারিটা সিংহকে চারিখণ্ড মাংস দিয়া ফোহারাহইতে জল লইয়া, অতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। কতক দূর গিয়া দেখিলেন দুইটা সিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, কিন্তু সিংহদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া তাঁহার রক্ষক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ঐ সিংহদ্বয়কে দেখিয়া নগরস্থ সমস্ত লোক মহাভীত হইয়া, কেহ দ্বারে কপাট দিতে লাগিল, কেহ বা পলায়ন করিতে লাগিল

রাজকুমার পিতার অট্টালিকার দ্বারে উপনীত হইলে, তাহারা ধীরে ধীরে শিবিরে ফিরিয়া গেল।

রাজকুমার পিতার সদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বারিপাত্র দিয়া কহিলেন, হে তাত এই সেই সিংহরক্ষিত বারি, লইতে আজ্ঞা হউক। ভূপতি পুত্রকে আপন দক্ষিণ ভাগে বসাইয়া কহিলেন হে তনয় আমি এই বারি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। রাজা এই কথা বলিলেন কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে যে দ্বেষ ছিল তাহা আরো উদ্দীপ্ত হইল। তাহাতে মায়াবিনীকে অন্তঃপুরমধ্যে ডাকাই-লেন। মায়াবিনী রাজাকে আর এক পরামর্শ দিল।

রাজা ঐ পরামর্শানুসারে পর দিবস সভাসদগণের সম্মুখে পুত্রকে বলিলেন হে পুত্র তোমার স্থানে যে দুই দ্রব্য চাহিয়াছিলাম তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু আমার আর এক প্রার্থনা আছে তাহা পূর্ণ হইলে আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। তুমি আমাকে এক হস্ত পরিমাণ এমত একটি মনুষ্য আনিয়া দাও, তাহার দাড়ি বিংশতি হস্ত হইবে, এবং সে সাড়ে সাত মোন লৌহদণ্ড অনায়াসে চালনা করিবে। রাজকুমার, এমত মনুষ্য দুষ্প্রাপ্য বিবেচনা করিয়া, পিতাকে তাহাহইতে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না, বলিলেন পরীর সাহায্যে ইহা তুমি অনায়াসেই দিতে পারিবে।

যুবরাজ কি করেন, পরীর নিকট গিয়া পিতার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, পিতা আমার বিনাশ বাসনা করেন ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অতএব এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার যদি কোন উপায় থাকে বল। পরী বলিলেন হে প্রাণাধিক তুমি এজন্য কেন চিন্তা করিতেছ, রাজা যে প্রকার মনুষ্য চাহিয়াছেন ঐ প্রকার আমার এক সহোদর আছেন। তিনি এবং আমি এক পিতার ঔরসে জন্মিয়াছি কিন্তু আমাতে তাঁহাতে [illegible] তিনি কদাকার ভয়া-

রাজপুত্র বলিলেন হে প্রাণেশ্বরি! তাঁহাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইব, তিনি তোমার সহোদর, অতএব আমার পূজনীয়।

ইহা শুনিয়া পরী এক স্বর্ণপাত্র ও এক স্বর্ণসিন্দুক আনাইলেন এবং ঐ পাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া সিন্দুকহইতে কোন সুগন্ধি দ্রব্য অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে একটা গাঢ় ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই পরী বলিলেন যুবরাজ! আমার সহোদর আসিয়াছেন। রাজকুমার দেখিলেন এক হস্ত উচ্চ এক ব্যক্তি সাড়ে সাত মোন লোহার এক দণ্ড হস্তে উপস্থিত, তাহার দাড়ি যদিও বিংশতি হস্ত লম্বা তথাপি ভূমিতে পড়ে নাই, গোপজোড়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া প্রায় তাবৎ বদন আচ্ছাদন করিয়াছে, চক্ষু দুটী শূকরের ন্যায় অদৃশ্যপ্রায় মিট মিট করিতেছে, এবং অতি প্রকা-গুাকার শিরে একটা টুপি বাঁকা করিয়া দিয়াছে। পরী, রাজপুত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, বলিলেন ভ্রাতঃ ইনি আমার স্বামী, ইহাঁর নাম আহম্মদ, আমার বিবাহকালে তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তৎকালে তুমি যুদ্ধে গমন করিয়াছিলে, সম্প্রতি শুনিলাম যুদ্ধজয়ী হইয়া আসিয়াছ, এই জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। এই কথায় সাই-বার রাজপুত্রের প্রতি কোমল ভাবে দৃষ্টি করিয়া, পরী বানুকে কহিল সহোদরে আমাকর্ত্তৃক যদি ইহাঁর কোন উপকার হয়, বল, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। পরী কহিলেন ইহাঁর পিতা তোমার দর্শনা-ভিলাষী হইয়াছেন, অতএব তোমাকে তাঁহার সমীপে যাইতে হইবে। সাইবার রাজপুত্রকে কহিল তবে আইস আমি এক্ষণই গমন করিব। পরী বলিলেন অদ্য দিবাবসান হইয়াছে, এখন যাইবার প্রয়োজন নাই, কল্য যাইবে। তদনন্তর, রাজপুত্রের সহিত তজ্জনকের যে প্রকার ব্যবহারাদি হইয়াছিল, তাহা সমুদায় কহিলেন।

পর দিবস সাইবার রাজপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে যাত্রা করিল। নগরে উপনীত হইলে, নগরস্থ সমস্ত লোক তাহার

রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, দ্বারিগণ তাহার পথ অবরোধ বা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহাকে দেখিয়াই পলায়ন করিল। সভাসদগণ এই সংবাদ পাইয়া অগ্রেই প্রস্থান করিলেন। সাইবার রাজপুত্রসমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা সিংহাসনারূঢ় হইয়া বিচার করিতেছেন। সাইবার তাঁহারসম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছ, আমি উপস্থিত, কি করিতে হইবে, বল। রাজা কি উত্তর করিবেন, তাহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয়ে হস্তদ্বারা নেত্রাচ্ছাদন করিলেন। সাইবার আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া লৌহদণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক বলিল, কি, তুমি আমার সহিত কথা কহিবে না, তুমি আমাকে ডাকিয়া আমার অপমান করিলে, অতএব তোমার শিরে এই বজ্রদণ্ড পতিত হউক, ইহা বলিয়া তাহাকে দণ্ডাঘাত করিল। তাহাতে রাজার মস্তক একবারে চূর্ণ হইয়া গেল। রাজপুত্র পিতৃবধ নিবারণ করিবার অবকাশ পাইলেন না। পরে সাইবার, সিংহাসনের পার্শ্বদ্বয়ে রাজপুত্রদ্বেষী যে সকল মন্ত্রী ও রাজপ্রিয় ছিলেন তাহাদিগকে দণ্ডাঘাতে নিপাত করিল।

তদনন্তর সাইবার লৌহদণ্ড স্কন্ধে সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল এই সকল মন্ত্রী ও রাজপ্রিয় অপেক্ষাও রাজপুত্রদ্বেষিণী এক কুহকিনী আছে সে কোথায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কুহকিনীও তথায় ছিল, সাইবার তাহাকে তৎক্ষণাৎ দণ্ডাঘাত করিয়া, বলিল কুমন্ত্রণাদায়ক ও ছলরোগীদিগের এই দণ্ড। অনন্তর সাইবার প্রজাবর্গের প্রতি কহিল তোমরা আমার ভগিনীপতি রাজপুত্রকে যদি এই রাজ্যের রাজা না কর তবে আমি নগরস্থ সমস্ত লোককে এখনি নষ্ট করিব। একথা বলাতে, উপস্থিত সভ্যগণ যুবরাজ আহম্মদকে তখনি রাজ্যাধিপতি স্বীকার করিয়া, রাজা দীর্ঘায়ু হউন বলিয়া মঙ্গলধ্বনি করিল। এবং তৎপরে সকল নগরময় ঐ ধ্বনি হইতে লাগিল। তদনন্তর সাইবার, রাজপুত্রকে রাজবেশ পরিধান করাইয়া রাজার ন্যায়

আহম্মদ রাজা হইয়া, স্বীয় সহোদর আলি ও সহোদরপত্নী নুরন্নেহারকে এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রদান করিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবেকী হইয়া ছিলেন, তাঁহাকেও ঐশ্বর্য্যাদি দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার সৌজন্য জন্য ধন্যবাদ করিলেন।

—০০০০—

নুরুদ্দীন ও পারস্যদেশীয় ক্রীত কামিনীর কথা।

বালশোরা নগর বহুকালাবধি আরবীক রাজাদিগের আধিপত্যাধীন ছিল। হারুনঅলরশীদ নৃপতির রাজ্যকালে জেনেরি নামক তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা তদ্দেশাধিপতি ছিলেন। খাকান ও শহাই নামে তাঁহার দুই মন্ত্রী ছিলেন। খাকান মন্ত্রী স্বভাবতঃ দয়ালু, মিষ্টভাষী ও সদালাপী এবং বিচারকর্ম্মে পক্ষপাতশূন্য ছিলেন, ইহাতে সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছিল। শহাই মন্ত্রীর আচরণ তদ্বিপরীত, তিনি আত্মাভিমানী ও কর্কশস্বভাব ছিলেন, লোকের মানাপমান বিবেচনা করিতেন না, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইয়াও ধন বিতরণ দ্বারা অন্যের প্রীতি বাঞ্ছা করিতেন না। অধিকন্তু খাকান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার অতিশয় দ্বেষ ছিল। এই সকল কারণে তিনি আপামর সাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

এক দিবস রাজা ঐ মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদগণকে লইয়া কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ক্রীত দাসীর ক্রয় এবং তাহার সহিত পত্নীর ন্যায় ব্যবহার করণ বিষয়ক কথা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিলেন, শাস্ত্রানুসারে দার পরিগ্রহ করিলে ভাল কুটুম্ব হয়, কিন্তু পরিবারগণের মনোরক্ষার জন্য, কখন কখন কুৎসিতা ও নির্ব্বোধ নারীকেও বিবাহ করিয়া ক্লেশভাগী হইতে হয়। ক্রীত দাসীতে সে দোষ সম্ভবে না, বরঞ্চ ক্রীতদাসী রূপবতী হইলে, ভার্য্যার সৌন্দর্য্যাভাবজন্য মনের যে মালিন্য তাহা দূর হইতে পারে। অন্য সভ্যগণ এবং খাকান মন্ত্রী কহিলেন রমণীতে কেবল রূপলাবণ্য অথবা অন্য

বুদ্ধিমতী লজ্জাশীলা ও মনোরঞ্জিকা হয় তবেই সুখের বিষয়, বিদ্যাবতী হইলে আরো ভাল। রাজাও এই মতে মত দিয়া তদ্রূপ গুণবতী নারী ক্রয় জন্য, খাকান মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন। শহাই মন্ত্রী কহিলেন হে রাজেশ্বর যে প্রকার রমণীক্রয়ের আজ্ঞা করিতেছেন তাদৃশ মহিলা ধরণীতে দুষ্প্রাপ্য, যদিও পাওয়া যায় তথাপি তাহার জন্য ন্যূনসঙ্খ্যা দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লাগিবেক। রাজা বলিলেন দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অধিক নহে, ইহা বলিয়া কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন, খাকান মন্ত্রিকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেয়।

এক দিবস প্রত্যূষে খাকান মন্ত্রী অশ্বারোহণে রাজসভায় গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে হাজি হাসন নামক এক অশ্ব-দালাল তাঁহার নিকট যাইয়া কহিল ধর্ম্মাবতার, এক বণিক পারস্যদেশীয় এক নারী বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে, ঐ নারীর যে প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিলাম তাহাতে বিবেচনা করি তাদৃশ রূপবতী নারী কদাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি বিষয়ে বণিক এই কথা বলে, এতৎকালে পুরুষ যেরূপ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে ঐ রমণী যদি তত্তুল্য না হয় তবে তাহাকে বিনামূল্যে বিক্রয় করিব। এই কথা শ্রবণে মন্ত্রী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দালালকে বলিলেন তুমি ঐ নারীকে আমার আবাসে লইয়া যাও, আমি শীঘ্র আসিতেছি। দালাল তাহাকে মন্ত্রিভবনে লইয়া গেল। মন্ত্রী রাজকীয় বাটীহইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন নারী অতিশয় রূপসী, পরে দাদালকে তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দালাল বলিল বণিক্ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ন্যূনে বিক্রয় করিবে না। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী বণিক্কে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন রাজার জন্য আমি এই নারী ক্রয় করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি, নিজের জন্য নহে, অতএব যথার্থ কি মূল্য হইবে কহ। বণিক্ উত্তর করিল, আমি নৃপতিকে এই নারী বিনামূল্যে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তিনি মূল্য না দিয়া এই নারী আমার নিকট গ্রহণ

চাহি না। মন্ত্রী এই কথাতে কোন উত্তর না করিয়া, দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দিলেন। [illegible] নারীকে গ্রহণ পূর্ব্বক, পারস্য দেশীয় বলিয়া তাহার পারস্য-রূপসী নাম রাখিলেন, এবং তাহার পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। এবং ঐ নারী রাজভোগ্য হইবে এই বিবেচনায় যেপ্রকার সম্মান কর্ত্তব্য, নিজ ভার্য্যাকে তাহা করিতে বলিলেন। কামিনীকে কহিলেন তুমি রাজরমণী হইবে, ইহাতে তোমার যে সৌভাগ্য সম্ভাবনা তাহা স্বয়ং বিবেচনা কর, এক্ষণে আমি তোমাকে এক বিষয়ে সাবধান করিয়া দিই, আমার এক পুত্র আছে, সে যদিও নির্ব্বোধ না হউক, তথাচ তাহার নব্য বয়স, অতএব সে যৎকালে তোমার সন্নিকটে আসিবে তখন তুমি সাবধানে থাকিবে। মন্ত্রী এই পরামর্শ দিয়া রাজকর্ম্মে গমন করিলেন।

মন্ত্রিকুমার নুরুদ্দীন নবীন পুরুষ, শিষ্ট, মিষ্টালাপী, অথচ অত্যন্ত সাহসী ও সুচতুর ছিলেন। তিনি সেই দিবস জননীর গৃহে ভোজন করিতে আসিয়া, পারস্যরূপসীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি শুনিয়া ছিলেন ঐ নারী নৃপতির জন্য ক্রীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অদ্ভুত রূপ লাবণ্য দর্শনে একবারে প্রবল রিপুর বশীভূত হইয়া, কৌশলে প্রণয়ানুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পারস্যরূপসীও তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে করিলেন হায়! মন্ত্রী আমাকে রাজার নিমিত্ত ক্রয় করিয়াছেন, আমি রাজরমণী হইব ইহা পরম সৌভাগ্য বটে, কিন্তু রাজাকে না দিয়া যদি তিনি আমাকে স্বকুমারকে অর্পণ করিতেন তবে অধিক সুখী হইতাম। উভয়েই এই প্রকার প্রেমে আসক্ত হইলেন।

অনেক দিবসাবধি পারস্যরূপসীর স্নান হয় নাই, এ জন্য মন্ত্রি-বনিতা বন্দিনীদিগকে আজ্ঞা দিলেন তাঁহার অঙ্গমার্জনাদি করিয়া স্নান করাইয়া দেয়। পারস্যরূপসী স্নানান্তে মহার্ঘ মণিময়ালঙ্কার দ্বারা বেশ বিন্যাস করিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার অধিক সৌন্দর্য্য

চিনিতে পারা যায় না, জল উষ্ণ থাকিলে আমিও স্নান করিতাম। পারস্যনারী কহিলেন জননি আমার অধিক [illegible] করিতেছেন, যাহাহউক, যদি স্নানের বাঞ্ছা হয় তবে বিলম্ব করিবেন না, এখন পর্য্যন্ত জল স্নানের উপযুক্ত আছে। ইহা কহিয়া পারস্যরূপসী স্বীয় মন্দিরে গেলে, মন্ত্রিমহিলা তাঁহার গৃহদ্বারে দুই নবীনা বন্দিনীকে রাখিয়া বলিলেন তোমরা এই খানে থাক, নুরুদ্দীন আসিলে তাহাকে এ গৃহে প্রবেশ করিতে দিও না, ইহা বলিয়া স্নানাগারে গেলেন।

ক্ষণেক কাল পরে নুরুদ্দীন জননী সন্নিধানে আসিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া, বন্দিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন মা কোথায়। তাহারা কহিল তিনি স্নান করিতে গিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রিনন্দন জিজ্ঞাসিলেন পারস্যরূপসী কোন্ স্থানে আছেন। দাসীরা বলিল তিনি এই কুঠরীতে আছেন, কিন্তু তুমি এ গৃহে যাইতে পাইবে না, কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। নুরুদ্দীন তাহা না শুনিয়া, গৃহ প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। দুই বন্দিনী পাশাপাশী হইয়া পথ অবরোধ করিল, কিন্তু আটক করিতে পারিল না, নুরুদ্দীন বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। বন্দিনীদ্বয় মহাভীতা হইয়া রোদন করিতে করিতে স্নানাগারে গিয়া, মন্ত্রিজায়াকে তাবদ্বিবরণ কহিল। ঐ কথা শ্রবণে মন্ত্রিমহিলার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক নেত্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে পারস্যরূপসীর মন্দিরে আসিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই নুরুদ্দীন তথাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন। পারস্যরূপসী মন্ত্রিজায়ার ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন জননি আপনাকে উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি ইহার কারণ কি, স্নানাগার হইতে কি জন্য এত শীঘ্র আসিলেন। মন্ত্রিভার্য্যা কহিলেন তোমার এ কি আশ্চর্য্য প্রশ্ন, নুরুদ্দীন তোমার গৃহে একাকী প্রবেশ করিয়াছিল, এতদপেক্ষা উৎকণ্ঠার বিষয় আর কি হইতে পারে। পারস্যরূপসী কহিল মাতঃ নুরুদ্দীন এখানে আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে হানি কি। মন্ত্রিকান্তা কহিলেন তুমি শুন নাই রাজার জন্য তুমি ক্রীত হইয়াছ, এবং

তোমাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন নুরুদ্দীনকে নিকটে আসিতে দিবে না, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই। পারস্যরূপসী কহিল হাঁ তাহা আমার স্মরণ আছে, কিন্তু নুরুদ্দীন আসিয়া আমাকে বলিলেন, মন্ত্রী তোমাকে রাজরমণী করিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না করিয়া আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। মন্ত্রিজায়া কহিলেন ইহা হইলে নিরানন্দের বিষয় কি ছিল, কিন্তু নুরুদ্দীন অতি শঠ, সে তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, কেননা রাজার জন্য তোমাকে ক্রয় করিয়া মন্ত্রী যে তাহাকে প্রদান করিবেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। ইহা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মন্ত্রী গৃহে আসিয়া ভার্য্যাকে ও পরিচারিণীগণকে শোকাকুলা এবং পারস্যকামিনীকে ম্লানবদনা দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন শোকের কারণ কি, ইহাতে সকলে রোদন করিতে লাগিল। মন্ত্রী আরো বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তজ্জায়া শিরে করাঘাত করিয়া কহিলেন ইহার কারণ আর কি কহিব, আমি স্নান করিতে গিয়াছিলাম ইতিমধ্যে নুরুদ্দীন আসিয়া পারস্যরূপসীকে বলিয়াছে যে, আপনি এ নারী তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার পরে কি হইয়াছে বলিতে পারি না।

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রির যে প্রকার ক্রোধ ও অনুতাপ হইল তাহা অবর্ণনীয়। তিনি কহিলেন ওরে কুলাঙ্গার সন্তান! তুই আমার মান সম্ভ্রম সকল নষ্ট করিলি, ইহাতে আমাকে সপরিবারে মরিতে হইবে ইহা কি তোর একবারও মনে হইল না, ওরে কুলকজ্জল! তোর জন্মধারণ বৃথা। মন্ত্রী এইরূপে অনেক খেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন কি করিবে, যাহা হইয়াছে তাহা ফিরিবেক না। এক্ষণে আমার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় আর এক নারী ক্রয় করিয়া নৃপতিকে দাও। মন্ত্রী কহিলেন তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য এত শোকাকুল হইয়াছি। ধন অপেক্ষা মান সহস্র গুণে বড়, তাহারই জন্য আমি চিন্তিত হইয়াছি, মুদ্রা অতি তুচ্ছ বিষয়, আমার যথা-

সর্ব্বস্ব দিয়া যদি মান রক্ষা হয় সেও পরম ভাগ্য। শহাই মন্ত্রী আমার পরম শত্রু, সে এই কথা শুনিলে তখনি রাজাকে বলিবে মহারাজ! আপনি খাকানকে সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখুন তাহার কি চরিত্র, মহারাজের জন্য দাসী ক্রয় করিব বলিয়া মহারাজের স্থানে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইল, এবং তাহাতে ত্রিভুবন-মোহিনী এক রমণী ক্রয় করিয়া, মহারাজকে বঞ্চনা করিয়া আপন পুত্রবধূ করিল। আমার শত্রু এরূপ কহিবে এই জন্য আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছি। মন্ত্রিভার্য্যা কহিলেন এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু শহাই এ বিষয় জানিতে পারিবে না, যদি নিতান্তই জানে তবে তুমি রাজাকে এইরূপ বলিবে ঐ নারীকে উত্তম বিবেচনা করিয়া ক্রয় করা গিয়াছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল মহাজন প্রতারণা করিয়া গিয়াছে, সে অঙ্গনা মহারাজের যোগ্যা নহে। মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন এ পরামর্শ মন্দ নহে। ইহাতে তাঁহার কতক ভাবনা নিবৃত্তি পাইল, কিন্তু পুত্রের উপর যে ক্রোধ জন্মিয়াছিল তাহার উপশম হইল না।

নুরুদ্দীন সে দিবস একবারও বাটীতে আসিলেন না, পরন্তু বন্ধুগণের আলয়ে থাকিলে কি জানি তথায় অন্বেষণ হয় এই শঙ্কায় নগরের প্রান্তভাগে এক উদ্যানে গিয়া থাকিলেন। সেখানে সমস্ত দিবস থাকিয়া, পিতা নিদ্রিত হইলে অনেক রাত্রিতে বাটীতে আসিলেন, এবং পিতার নিদ্রা ভঙ্গের পূর্ব্বেই উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মাসাবধি এই প্রকারে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিভার্য্যা দাসীগণের প্রমুখাৎ পুত্রের দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন, তাহাতে অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখোদয় হইল, কিন্তু তাহার অপরাধ মার্জ্জনার জন্য স্বামিকে সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। এক দিবস কথায় কথায় বলিলেন হে স্বামিন্ তোমার পুত্রের বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই, তাহার কি হইবে। মন্ত্রী বলিলেন এখনও তাহার কিছু শাস্তি হয় নাই, যখন শিক্ষা হইবে তখন তাহার বিষয়ে বিবেচনা করিব। মন্ত্রি-

জায়া কহিলেন তাহার শাস্তির আর অবশিষ্ট কি আছে, তুমি কি জান না, নুরুদ্দীন তোমার নিদ্রান্তে প্রত্যহ বাটীতে আসিয়া থাকে এবং তুমি না উঠিতেই প্রস্থান করে, এইরূপে বড়ই ক্লেশ পাইতেছে, ইহার অধিক আর কি শাস্তি হইবে। বরঞ্চ আমি এক পরামর্শ বলি, অদ্য রাত্রে যখন সে বাটীতে আসিবে তখন তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সংহার করিতে যাইবে, আমি গিয়া তোমাকে ধরিব। ইহাতে সে অবশ্য বুঝিবে কেবল আমার আকিঞ্চনে তাহার প্রাণরক্ষা হইল, এতএব তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া যে অঙ্গীকার করাইয়া লইতে বাঞ্ছা হয় সেই অঙ্গীকার করাইয়া, পারস্যরূপসী অর্পণ করিবে। তাহা হইলে উভয় পক্ষে উত্তম হয়, কেন না সে পারস্যরূপসীর প্রতি যেমন আসক্ত ঐ যুবতীও তাহাকে তদ্রূপ মনে মনে ভাল বাসে, ইহা আকার প্রকারে বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

মহিলার এই মন্ত্রণা মন্ত্রির মনোনীত হইল। পরে অধিক রাত্রে নুরুদ্দীন আসিয়া দ্বারাঘাত করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া দাসীরা দ্বার খুলিয়া দিতে গেল, মন্ত্রী অসি নিষ্কোষ করিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অনন্তর দাসীরা দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে, নুরুদ্দীন যেমন বাটী প্রবেশ করিলেন, মন্ত্রী অমনি তাহাকে ধরিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিলেন। নুরুদ্দীন চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেখিলেন পিতা খড়্গহস্ত হইয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই সময়ে মন্ত্রিভার্য্যা দৌড়িয়া আসিয়া স্বামির হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন কি করিতেছ। মন্ত্রী কহিলেন তুমি এখানে আসিও না, আমি এমন কুসন্তানকে রাখিব না, ইহাকে এখনি বিনাশ করিব। মন্ত্রিজায়া কহিলেন আমার জীবন থাকিতে ইহা কদাচ হইতে পারিবে না, অগ্রে আমাকে নষ্ট কর, তৎপরে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিও। জননীর এই প্রকার স্নেহ দেখিয়া নুরুদ্দীন সজলনয়নে বলিলেন হে পিতঃ আমার প্রতি করুণা করুন, আমাকে নষ্ট করিবেন না। এই সময়ে মন্ত্রিজায়া তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইলেন। তখন মন্ত্রী নুরুদ্দীনকে পরিত্যাগ

করিলেন। নুরুদ্দীন পিতার পদানত হইয়া আপনার অপরাধ জানাইলেন। মন্ত্রী কহিলেন অরে নুরুদ্দীন তোর যে প্রাণ লইলাম না ইহা কেবল তোর মাতার জন্য, এক্ষণে যদি তুই সত্য করিস্ যে পারস্যরূপসীকে বনিতাস্বরূপ জ্ঞান করিবি, কদাচ দাসী বিবেচনা করিবি না, এবং প্রাণান্তেও তাহাকে বিক্রয় অথবা পরিত্যাগ করিবি না, তবে সেই নারী তোকে অর্পণ করি। নুরুদ্দীন, পিতা যে এত কৃপা করিবেন ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এতএব জনকবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে সহস্র সহস্র প্রণাম পুরঃসর সত্য করিয়া যুবতীকে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে মন্ত্রী আপনি যেমন তুষ্ট হইলেন, নুরুদ্দীন ও পারস্যবন্দিনীও ততোধিক আহ্লাদিত হইলেন।

এই প্রকারে নুরুদ্দীন পারস্যরূপসীর পাণি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বালশোরাধিপতি দাসী ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কি জানি, তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন এজন্য মন্ত্রী অগ্রে সাবধান হইয়া, স্বয়ং ঐ কথা উপস্থিত করিয়া মধ্যে মধ্যে বলিতেন যে সর্ব্বগুণান্বিতা রূপবতী নারী পাওয়া বড় দুষ্কর, বোধ হয় এ বিষয়ে মহারাজের নিকট কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন হইবে। এই প্রকারে ঐ ব্যাপারটা এমনি করিয়া চাপা দিলেন যে রাজা ক্রমে ক্রমে তাহা একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কিয়ৎকাল পরে মন্ত্রী জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

মন্ত্রির মরণে নুরুদ্দীন ও তৎপরিবারস্থ সকলে সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। মন্ত্রী রাজহিতৈষী এবং প্রজাগণের পরম উপকারী ছিলেন এজন্য রাজা ও প্রজা সকলেই খেদিত হইলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে যেরূপ সমারোহ হইল বালশোরাতে আর কখন তদ্রূপ হয় নাই।

নুরুদ্দীন জনকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির পর, শোকে মগ্ন হইয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত গৃহের বাহির হইলেন না। এক দিবস তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, চিরকাল শোকে মগ্ন থাকা কর্ত্তব্য নহে, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া আপনার যেরূপ মান সম্ভ্রম সেইরূপে চল, আমরা তোমাকে যেরূপ সদানন্দ

দেখিতাম এক্ষণে সেইরূপ সদানন্দ হও। বন্ধুর এই প্রকার প্রবোধ বাক্যে নুরুদ্দীনের শোকশান্তি হইল। তদনন্তর যখন ঐ বন্ধু বিদায় হইয়া যান তখন তাঁহাকে বলিলেন কল্য পুনর্ব্বার আসিবেন এবং আপনকার আর তিন চারি জন পরম বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। এই প্রকারে ন্যূনাধিক দশ জন সমবয়স্ক মিত্র একত্র হইলে, মন্ত্রিপুত্র তাহাদিগের সঙ্গে অহরহঃ আহার বিহারে আসক্ত হইলেন, এবং তদবধি প্রতিদিন বন্ধুদিগকে সম্পত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে এক বৎসর নিত্যভোজ ও অর্থ দান করিতে করিতে ক্রমশঃ নিঃস্ব হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে পারস্যরূপসী তাঁহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু তাহাতে কোন রূপেই চেতনা হয় নাই। এক বৎসর গত হইলে, এক দিবস নুরুদ্দীন মিত্রদিগকে লইয়া, বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে কপাটে আঘাত শুনিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ধনরক্ষক কতকগুলা কাগজ হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান আছে। তাহাতে বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার এক বন্ধু ঘরের ভিতর হইতে ধনরক্ষককে দেখিয়াছিল, তাহাতে কি কথা বার্ত্তা হয় তাহা শুনিবার জন্য, কপাটের পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাদের গোপনীয় কথা শুনিতে লাগিল। ধনরক্ষক বলিল আমি অসময়ে আসিয়া মহাশয়ের সুখভঙ্গ করিলাম এ জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু আমি যে কথার জন্য আসিয়াছি তাহা সামান্য নহে। আমি হিসাব ঠিক দিয়া দেখিলাম যে, আপনি আমার হস্তে যে অর্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন সকল শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমার হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই। মন্ত্রিনন্দন এই কথায় হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তাঁহার যে বন্ধু কপাটের পার্শ্বে থাকিয়া এই সকল কথা শুনিল, সে তখনি অন্য বন্ধুদিগকে লইয়া বলিল, ভাই এই এই কথা শুনিলাম, এক্ষণে তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য কর, আমি কল্যাবধি এখানে আর পদার্পণ করিব না। আর আর সকলেও বলিল যে কথা শুনিলাম তাহাতে আমাদেরও আর আসিবার প্রয়োজন নাই।

নুরুদ্দীন তথায় আসিয়া পূর্ব্ববৎ আমোদ আহ্লাদের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিমর্শভাব দেখিয়া সকলে ক্রমে ক্রমে এক এক ছল করিয়া প্রস্থান করিল। দশ বন্ধুর মধ্যে এক প্রাণীও রহিল না।

নুরুদ্দীন তাহাদিগের অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সকলে প্রস্থান করিলে পর, পারস্যরমণীর সন্নিধানে যাইয়া, ধনরক্ষকের স্থানে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা কহিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পারস্যকামিনী কহিলেন আমি অগ্রে তোমাকে ইহার সৎপরামর্শ কহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা অবহেলন করিয়া ছিলে, এক্ষণে তাহার ফল দেখিতে পাইলে, দুঃখের বিষয় এই যে এক্ষণপর্য্যন্ত তোমার সে জ্ঞান হয় নাই। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন তোমার পরামর্শ শ্রবণ করি নাই ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি বলিতে হইবে, কিন্তু যদিও সর্ব্বস্ব গিয়াছে তথাচ বন্ধুগণ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাল্যকালাবধি আমার বন্ধুত্ব, এবং তাঁহাদিগকেই আমি অনেক ধন দান করিয়াছি, অতএব তাঁহারা কি আমার এই বিপদ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ করিবেন না। পারস্যরূপসী কহিলেন যদি ঐ বন্ধুগণের বন্ধুতায় তুমি নির্ভর করিয়া থাক তবে তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম, ইহা তোমার মুখেই পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

পরদিন মন্ত্রিকুমার বন্ধুগণের সদনে গমন করিলেন। প্রথমে যাহার নিকেতনে গেলেন তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল, দ্বারাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক জন ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে। নুরুদ্দীন কহিলেন আমি খাকান মন্ত্রির পুত্র। নুরুদ্দীনের এই কথা শুনিয়া ভৃত্য দ্বারমুক্ত করিয়া তাঁহাকে বাটীর মধ্যে বসিতে বলিয়া, প্রভুকে সংবাদ দিতে গেল। কর্ত্তা তখন বৈঠকখানার সংলগ্ন অন্য গৃহে ছিলেন, ভৃত্যের কথা শুনিয়া, নুরুদ্দীন শুনিতে পান এমত স্বরে, হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক কহিলেন নুরুদ্দীন আসিয়াছে, তাহাকে গিয়া বল যে আমি গৃহে নাই, আর যখন সে আসিবে তখনি তাহাকে এই কথা বলিয়া বিদায়

কহিলেন হায়! এ ব্যক্তি এমন বিশ্বাসঘাতক, গত কল্য আমাকে কহিয়াছিল আমি তোমার পরম বন্ধু, অদ্য ভুলিয়া গিয়াছে, কি চমৎকার। এই প্রকার খেদ করিতে করিতে অন্য এক বন্ধুর আবাসে গেলেন, সে বন্ধুও ভৃত্যদ্বারা সেইরূপ বলিয়া পাঠাইল। তৎপরে আর এক বন্ধুর ভবনে গমন করিলেন, সেখানেও সেইরূপে নিরাশ হইলেন। এই প্রকারে একে একে সকল বন্ধুর স্থানে নিরাশ হইয়া বলিলেন যে, সম্পদকালে যাহারা বন্ধুতা করে তাহারা মিথ্যা মিত্র, তাহাদিগের কথায় কোন প্রকারে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যত ক্ষণ ধন তত বন্ধু, অর্থ ফুরাইলে প্রত্যুপকার দূরে থাকুক বাক্যালাপও করে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শোকাকুলিত হইয়া গৃহে আসিয়া পারস্যনারীর নিকটে গেলেন। পারস্যরমণী তাঁহাকে শোকাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি যাহা কহিয়াছিলাম তাহা প্রতীত হইয়াছে কি না। নুরুদ্দীন বলিলেন প্রিয়ে, তুমি যাহা কহিয়াছিলে তাহা সকলি সত্য, ঐ বন্ধুগণ কেহ আমাকে আদর করিল না এবং বাক্যালাপ দূরে থাকুক সাক্ষাৎও করিল না। হায়! মনুষ্যের কি স্বভাব, যাহাদিগকে আমি সর্ব্বস্ব লুঠাইয়া দিলাম, তাহাদের এমন আচরণ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে, এখন কি করি, সৎপরামর্শ বল। নারী কহিল এক্ষণে তোমার দাস দাসী ও তৈজসাদি বিক্রয় ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না, ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সম্প্রতি প্রাণ ধারণ কর, পরে যদি পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন তবে দুঃখ নিবারণের কোন উপায় হইবে। দাস দাসী দ্রব্যাদি বিক্রয় করণে নুরুদ্দীনের বড় বাঞ্ছা ছিল না, কিন্তু সে অবস্থায় তাহা না করিয়া কি করেন, এজন্য অকর্ম্মণ্য দাস দাসী বিক্রয় করিয়া, সেই ধনে কিছুকাল যাপন করিলেন। তদনন্তর যে সকল বহুমূল্য সামগ্রী ছিল তাহা নিলাম করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলেন। এই ধনে অনেককাল গেল, কিন্তু তাহা শেষ হইলে, পারস্যনারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন

নুরুদ্দীন পারস্যনারীকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এমত বাসনা ছিল না যে তাহাকে ত্যাগ করেন, কিন্তু উদর-জ্বালায়, কোন উপায় না দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে বাজারে লইয়া গেলেন এবং হাজিহাসন নামক এক দালালকে ডাকিয়া বলিলেন হাজিহাসন, আমি এই নারী বিক্রয় করিব, তুমি ইহাকে বিক্রয় করিয়া দাও। দালাল এই কথা শুনিয়া তাহাকে নারী সম-ভিব্যাহারে গৃহে প্রবেশ করিতে বলিল। পরে পারস্যকামিনী মুখা-বরণ উত্তোলন করিলে, হাজিহাসন তাহাকে দেখিয়া মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা না এই রমণীকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাতে ক্রয় করিয়াছিলেন। নুরুদ্দীন কহিলেন হাঁ। এই কথা শুনিয়া হাজি-হাসন নারীকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া, ক্রেতা অন্বেষণ করিতে গেল। পরে কয়েক জন ধনবন্ত মহাজনকে দেখিয়া বলিল আপনারা অনেক রমণী ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু আমি যে এক নারী বিক্রয় জন্য আনি-য়াছি, বোধ করি তত্তুল্য রমণী কদাচ না দেখিয়া থাকিবেন। ঐ নারী স্ত্রীজাতির মধ্যে রত্নবিশেষ, আমার সঙ্গে আসিয়া তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করুন। এই কথা শুনিয়া মহাজনগণ হাজিহাসনের সমভিব্যাহারে পারস্যরূপসীকে দেখিতে গেলেন, এবং রমণীর অদ্ভুত লাবণ্যচ্ছটা দেখিয়া অত্যন্ত বিমোহিত হইলেন। শেষে সকলেই একবাক্যে এই স্থির করিলেন যে, এই নারীর মূল্য ন্যূন সংখ্যায় চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইতে পারে। অনন্তর, হাজিহাসন নিলামের ডাক আরম্ভ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল যে, পারস্যরূপসীর মূল্য ৪০০০ স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত হইয়াছে, যিনি অধিক দিবেন তাঁহাকে নারী বিক্রয় করিব। সওদাগরেরা দালালের চারি দিকে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন ইহার অধিক ডাকি কি না, এমন সময় শহাই মন্ত্রী ঐ স্থান দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তিনি ঐ কথা শুনিয়া ভাবিলেন এত ডাক হইয়াছে, বোধ হয়, রমণী বড় সুন্দরী হইবে, ইহা ভাবিয়া ঘোড়া শুদ্ধ হাজিহাসনের নিকটে যাইয়া কহিলেন, কেমন নারী দেখিব।

ণীর আশ্চর্য্য রূপ দৃষ্টে বিমোহিত হইয়া, বলিলেন হাজিহাসন চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত এই নারীর ডাক হইয়াছে? হাজিহাসন কহিল হাঁ ধর্ম্মাবতার, চারি সহস্র পর্য্যন্ত ডাক হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল্য আরো অধিক হইবেক এ জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। মন্ত্রী কহিলেন যদি ইহার অধিক আর কেহ না ডাকে তবে আমি ঐ মূল্যে লইব, ইহা বলিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বণিক্‌দিগের প্রতি চাহিলেন। তাঁহারা ত্রাসপ্রযুক্ত আর অধিক ডাকিতে পারিলেন না। ক্ষণেক কাল পরে মন্ত্রী দালালকে কহিলেন হাজিহাসন, আর বিলম্ব কর কেন, বিক্রেতাকে বলিয়া বিক্রয় স্থির কর, অথবা তাহার কি অভি-প্রায় তাহা জানিয়া আইস। নুরুদ্দীন ঐ নারীর কর্ত্তা, মন্ত্রী তখনও ইহা জানিতেন না। হাজিহাসন দ্বার রুদ্ধ করিয়া নুরুদ্দীনের নিকট যাইয়া বলিল, আপনকার রমণী বিনামূল্যে বিক্রয় হইয়া যায়। নুরু-দ্দীন জিজ্ঞাসিলেন সে কেমন। দালাল বলিল মহাজনেরা নারীকে দেখিয়া চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে দশ সহস্র পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু শহাই মন্ত্রী আসিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ভয়ে আর কেহ ডাকি-তেছে না। অতএব এ কথা আপনাকে বলিতে আসিলাম, আপ-নার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ করি, এমন পরম রূপসীকে এত কম মূল্যে বিক্রয় করা আমার পরামর্শ নহে। নুরুদ্দীন কহিলেন তোমার যে মত, আমারও সেই মত, ফলতঃ অস্মদ্ গোষ্ঠীর শত্রুকে এ নারী কদাচ বিক্রয় করা হইবে না, কিন্তু ইহা নিবারণের উপায় কি। হাজিহাসন কহিল তন্নিবারণের এক সদুপায় আছে, আপনি আসিয়া সকলের সাক্ষাতে এই কথা বলুন যে, ঐ নারীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ হওয়াতে আমি শপথ করিয়াছিলাম, ইহাকে বাজারে লইয়া অপমান করিব, ঐ শপথ রক্ষার জন্য ইহাকে এখানে আনিয়াছি, বিক্রয়ার্থ নহে। পরে যৎকালে আমি মন্ত্রিহস্তে রমণী অর্পণ করিতে যাইব, তৎকালে নারীকে দুই চারিটা চপেটাঘাত করিয়া, গৃহে লইয়া যাইবেন। এই পরামর্শের পর, হাজিহাসন গৃহমধ্যে যাইয়া নারীকে তদভিপ্রায় সং

ক্ষেপে অবগত করাইয়া, তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক মন্ত্রির নিকটে লইয়া গিয়া বলিল, মহাশয় এই সে রমণী, ইহাকে লউন। হাজিহাসন এই কথা বলিয়াছেমাত্র এমত সময়ে, নুরুদ্দীন দৌড়িয়া আসিয়া রমণীর হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক কর্ণমূলে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, চল্ অসৎ নারী ঘরে চল্, তুই যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলি তাহার যোগ্য শাস্তি হইল, এমন কর্ম্ম আর কখন করিস্ না, তুই যখন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইবি তখন তোকে বিক্রয় করিব।

এই কথায় মন্ত্রী একবারে ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া, বলপূর্ব্বক নারীকে লইবার জন্য, নুরুদ্দীনের উপর অশ্ব লইয়া গেলেন। মন্ত্রি-নন্দন তাহাতে অপমান বোধ করিয়া, মন্ত্রির অশ্বের রজ্জু ধরিয়া পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেলেন, আর বলিলেন ওরে অধম পাপিষ্ঠ! আমি এখনি তোকে সংহার করিতাম, কেবল এই সকল ভদ্র লোক আছেন এইজন্য করিলাম না। মন্ত্রী নুরুদ্দীনের হস্তহইতে অশ্বের লাগাম ছাড়াইয়া লইবার জন্য, অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে পারিলেন না। নুরুদ্দীন একে বলবান্ পুরুষ, তাহাতে দর্শক-গণের উৎসাহপাইলেন, অতএব অহঙ্কারপূর্ব্বক মন্ত্রিকে ঘোড়াহইতে টানিয়া নদীর কূলে নিক্ষেপ করিয়া, যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিলেন, এবং তদবস্থায় নদীর তীরে রাখিয়া, পারস্যনারীকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। তাহাতে তাবৎ লোক জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

মন্ত্রী উত্থানশক্তি রহিত হইয়া, কতক ক্ষণ ভূমিতে পড়িয়া থাকি-লেন, পরে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন সর্ব্বাঙ্গ শোণিতময় ও কর্দ্দম-ময় হইয়াছে। কি করেন অশ্বরক্ষক দুই দাসের বাহু অবলম্বন করিয়া তদবস্থাতেই অধোমুখে রাজসভায় গেলেন এবং সজল নয়নে রাজার দোহাই দিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এ অবস্থা কিরূপে হইল। মন্ত্রী কহিলেন ধর্ম্মাবতার আমি এক রন্ধনকারিণী নারী ক্রয়ার্থ অদ্য বাজারে গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রাতে এক নারীর ডাক হইতেছে, তাহাতে

নারীকে দেখিতে চাহিলাম। দালাল নারীকে সম্মুখে আনয়ন করিলে দেখিলাম রমণী পরম সুন্দরী, তত্তুল্য রূপবতী প্রায় দেখা যায় না। পরে বিক্রেতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম যে, মহারাজের পূর্ব্ব মন্ত্রী খাকানের পুত্র নুরুদ্দীন ঐ নারী বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। মহারাজের স্মরণ থাকিবে, দুই তিন বৎসর হইল খাকানকে এক নারী ক্রয়ার্থ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। খাকান তন্মূল্যে এই নারী ক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু মহারাজকে বঞ্চনা করিয়া তাহাকে আপন পুত্রবধূ করে। নুরুদ্দীন পিতার মরণান্তে কুকর্ম্মে সমুদয় ধন নষ্ট করিয়া, অবশেষে উদরজ্বালাতে ঐ রমণী বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকাইয়া কহিলাম নুরুদ্দীন! তোমার দাসীর মূল্য চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত হইয়াছে, আমি ভূপতির জন্য এই নারী ক্রয় করিতে চাহি, অতএব আমাকে ঐ মূল্যে নারী ক্রয় করিতে দাও, আর ডাক বৃদ্ধি করিও না। আমি এই কথা অতি নম্রভাবে কহিলাম, কিন্তু নুরুদ্দীন একবারে রাগোন্মত্ত হইয়া আমাকে কটু কথা বলিল। ইহাতে যদিও আমার অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় হইল, তথাপি কোমল বাক্যে তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলাম নুরুদ্দীন, তুমি আমাকে এরূপ দুর্ব্বাক্য কহ, ইহাতে কেবল আমার অপমান করা হইতেছে এমত নহে, যে রাজা আমাকে ও তোমার পিতাকে উচ্চ ও মন্ত্রান্ত পদ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারও অপমান করা হইতেছে, অতএব এমন কথা আর কহিও না। এ কথাতে আরো রাগান্ধ হইয়া আমাকে অশ্বহইতে নামাইয়া বিস্তর প্রহার করিল, সুতরাং আমার এই অবস্থা হইয়াছে। হে বিচারপতি! আপনি ইহার বিচার করুন।

নৃপতি খল মন্ত্রির প্রমুখাৎ এই সকল বিবরণ শুনিয়া অতিশয় কোপান্বিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে আজ্ঞা দিলেন এখনি ৪০জন পদাতিক লইয়া, পারস্যনারী সহ নুরুদ্দীনকে ধরিয়া আন, এবং তাহার গৃহের তাবৎ দ্রব্য লুঠ করিয়া গৃহ সমভূমি করিয়া দাও।

রাজা যখন এই আজ্ঞা দেন তখন শাঞ্জিয়ার নামক এক জন রাজ-

কর্ম্মকারী তথায় উপস্থিত ছিল। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে খাকান মন্ত্রির ভৃত্য ছিল, পরে তাঁহার অনুগ্রহে রাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। শাঞ্জিয়ার রাজাজ্ঞা শুনিয়া, আপন প্রতিপালক খাকান মন্ত্রির পূর্ব্বানুগ্রহ স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার পুত্র নুরুদ্দীনের উপকার বাসনায়, সেনাপতি রাজবাটীর বাহির না হইতে হইতে, গোপনে নুরুদ্দীনের ভবনে গিয়া কহিল, নুরুদ্দীন তোমার আর রক্ষা নাই, তুমি অবিলম্বে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর। নুরুদ্দীন রাজাজ্ঞা কিছুই অবগত ছিলেন না, ঐ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি। শাঞ্জিয়ার তাবৎ বিবরণ কহিয়া, আপনার বস্ত্রের মধ্যহইতে ৪০টী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া নুরুদ্দীনের হস্তে দিয়া বলিল এই ৪০ টী স্বর্ণমুদ্রা লও, ইহাতে পথে তোমার উপকার দর্শিতে পারিবে। নুরুদ্দীন স্বীয় প্রেয়সীকে তাবদ্বিবরণ অবগত করাইলে, পারস্যনারী স্থানান্তর গমনে সম্মতা হইলেন। তৎপরে উভয়ে তৎপর হইয়া আলয়হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বিনা বিঘ্নে নগর ত্যাগ করিয়া, ইউফ্রেতিস নদীর কূলে গিয়া, দেখিলেন একখান নৌকা খুলিয়া তখনি বোগ্দাদে যাইবে। তাহাতে মহা হৃষ্ট হইয়া তদারোহণপূর্ব্বক নৌকা খুলিয়া দিলেন। পবনানুকূল্যে তরণী তখনি বাল্‌শোরা নগর ছাড়াইয়া চলিল।

এদিকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদাতিক সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া মহাবেগে দ্বারাঘাত করিতে লাগিল, কেহ দ্বার মুক্ত না করাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু কাহাকে দেখিতে পাইল না। প্রতিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিল ইহারা কোথায়। প্রতিবেশিদ্বারাও কোন সন্ধান হইল না। তাহাতে রাজার নিকটে গিয়া ঐ বিবরণ কহিল। রাজা রাজধানীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি নুরুদ্দীন ও তাহার বন্দিনীকে আনিবে তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, যদি কেহ তাহাদিগকে গোপন করিয়া রাখে তবে তাহার উৎকট দণ্ড হইবে। কিন্তু কোন প্রকারেই তাহ

এ দিকে নুরুদ্দীন ও তৎপ্রেয়সী নিরাপদে বোগদাদে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। নৌকা ঘাটে লাগিলে, আর আর আরোহী সকলে আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিল। নুরু-দ্দীন নাবিককে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, পারস্যনারী সমভিব্যাহারে তটে উঠিলেন। কিন্তু সে দেশে কাহারো সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরি-চয় ছিল না, ইহাতে কোথায় যাইবেন কোথায় থাকিবেন এই একটা মহা উদ্বেগ জন্মিল। তিনি নদী তীরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেন। শেষে চতুর্দ্দিকে দীর্ঘপ্রাচীরবেষ্টিত এক উদ্যানের ধারে ধারে গিয়া, এক উত্তম সান-বান্ধা রাস্তায় পড়িলেন। ঐ রাস্তাতে উদ্যানের দ্বার ও তন্নিকটে এক মনোহর ফোহারা ছিল। উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু চাঁদনির দুই পার্শ্বে দুইখান উত্তম কাষ্ঠাসন পাতা ছিল। নুরুদ্দীন প্রেয়সীকে বলিলেন এই স্থান উত্তম দেখা যাইতেছে এবং রজনীও আগতপ্রায়, অতএব আর কোথায় যাইব এই স্থানে অদ্য রাত্রি বাস করা যাউক। ইহা বলিয়া ফোহারা হইতে এক এক অঞ্জলি জল লইয়া পান করিয়া, দ্বারস্থিত কাষ্ঠাসনে উভয়ে শয়ন করিলেন। ক্ষণেক কাল পরে তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল।

বোগদাদাধিপতি হারুনঅলরশীদের এই উদ্যান, তন্মধ্যে এক নাট্যশালা ছিল, তাহার অশীতি গবাক্ষ এবং প্রত্যেক গবাক্ষে এক একটা ঝাড় লট্‌কান ছিল। যে দিবস গ্রীষ্ম বোধ হইত সে দিবস রাজা তথায় বায়ু সেবনার্থ আসিতেন এবং ঝাড় লণ্ঠন জ্বালিয়া দিলে অপূর্ব্ব শোভা হইত। এক প্রাচীনের প্রতি এই গৃহ রক্ষার ভার ছিল, তাহার নাম শাহ এব্রাহিম। ঐ ব্যক্তি কোন উত্তম কর্ম্ম করিয়াছিল তাহাতে রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া উদ্যান রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তাহার প্রতি আজ্ঞা ছিল যে, অপর লোকে উদ্যানে না যায় এবং চাঁদনির মধ্যে কাষ্ঠাসনে কেহ বসিতেও না পায়। ঐ দিবস রক্ষক কোন কর্ম্মে গিয়াছিল, সন্ধ্যাকালে আসিয়া দেখিল যে, বসনে বদন আচ্ছাদন করিয়া চাঁদনির ভিতর কাষ্ঠাসনে দুই ব্যক্তি ... দেখিবামাত্র রক্ষক দুই জনের মুখাবরণ

তুলিল। তাহাতে দেখিল পারস্যদেশীয় এক সুন্দর পুরুষ এবং এক পরম সুন্দরী রমণী শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে নুরুদ্দীনের পদ স্পর্শ করিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিল। নুরুদ্দীন ঐ শ্বেতশ্মশ্রু প্রাচীনকে আপন চরণসান্নিধ্যে দণ্ডায়মান দেখিয়া, ব্যস্তসমস্ত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাতিত-জানু হইয়া তাহার কর চুম্বন করিয়া বলিলেন হে পিতঃ! পরমেশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। বৃদ্ধ কহিল হে নন্দন! তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ। নুরুদ্দীন কহিলেন আমরা বিদেশী, এ দেশে নূতন আসিয়াছি, অদ্য রাত্রে এখানে অবস্থিতি করিব এই বাসনা। প্রাচীন কহিল এ স্থান উত্তম নহে, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাদের শয়ন জন্য উত্তম স্থান দিতেছি। ইহার ভিতরে অতি মনোহর উদ্যান আছে। এই কথাতে নুরুদ্দীন তাহাকে নমস্কার করিয়া, প্রেয়সীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক উদ্যানমধ্যে গমন করিলেন।

নুরুদ্দীন বালশোরা নগরে অনেক অনেক উত্তম উদ্যান দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাদৃশ অপূর্ব্ব উদ্যান কোথাও দেখেন নাই। উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি। রক্ষক বলিল আমার নাম শাহ এব্রাহিম। নুরুদ্দীন কহিলেন শাহ এব্রাহিম! আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব তুমি আমাদিগের জন্য কিঞ্চিৎ আহারের দ্রব্য আনিয়া দাও, ইহা বলিয়া দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। উদ্যানপাল স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে উদ্যানে রাখিয়া আহারের উদ্যোগে গেল। নুরুদ্দীন ও পারস্যরমণী উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে নৃত্যশালার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে পাষাণময় সোপান দিয়া নাট্যশালার দ্বার পর্য্যন্ত উঠিলেন, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকাতে ভিতরে যাইতে পারিলেন না। তৎকালে শাহ এব্রাহিম খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছিল। নুরুদ্দীন কহিলেন এব্রাহিম তুমি ইহার মধ্যে আমাদিগকে লইয়া চল। প্রাচীন মনে করিল ইহার মনোরক্ষা না করিলে অতি অভদ্রতা হয়। এবং সে দিবস

সঙ্গে একত্র আহারাদি করিবে এই স্থির করিয়া, খাদ্য দ্রব্যাদি সোপানের উপরে রাখিয়া চাবি আনয়ন করিতে গেল। পরে চাবি ও একটা আলোক হস্তে করিয়া আসিয়া দ্বার খুলিল। নুরুদ্দীন ও তৎপ্রেয়সী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পাদবিহার করিতে করিতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। রক্ষক একখান পল্যঙ্কের উপর বস্ত্র বিছাইয়া আহারের স্থান করিল, তৎপরে তিন জন একত্র ভোজনে বসিলেন। আহারান্তে মন্ত্রিকুমার এব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন পানীয় দ্রব্যাদি কিছু আমাদিগকে দিতে পার কি না। এব্রাহিম কহিল অতি উৎকৃষ্ট সরবৎ আনিয়া দিতে পারি। নুরুদ্দীন কহিলেন, সরবৎ চাহি না, অন্য কোন পানীয় চাহি, বোধ করি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। শাহ এব্রাহিম কহিল বুঝি মদ্য চাহ। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন হাঁ, তাহাই চাহি, যদি এক বোতল মদ্য আনিয়া দাও তবে অত্যন্ত তৃপ্ত হই। রক্ষক কহিল সর্ব্বনাশ, আমি কখন গৃহে মদ্য রাখি না, এবং যে স্থানে মদ্য থাকে সে স্থানে পাদক্ষেপও করি না। নুরুদ্দীন কহিলেন কোন দোকান হইতে দুই বোতল মদ্য আনয়ন কর। ইহা বলিয়া মন্ত্রিতনয় আর দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। তাহা পাইয়া শাহ এব্রাহিম পরম পুলকিত হইয়া তখনি মদ্যানয়ন করিল, এবং দুইটা রৌপ্যময় পানপাত্র আনিয়া দিল। মন্ত্রিপুত্র ও পারস্যনারী সুরাপান করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনের প্রফুল্লতা জন্মিয়া, নুরুদ্দীন প্রেয়সীকে কহিলেন প্রিয়ে এখন একটী গান শুনাও দেখি। নুরুদ্দীনের বাক্যে পারস্যরূপসী এক গান গাইলেন, তাহা অত্যুত্তম ও তচ্ছ্রবণে নুরুদ্দীন অতিশয় মোহিত হইলেন। তদনন্তর পারস্যরূপসী এক পাত্রে মদ্য ঢালিয়া রক্ষককে মধুর বাক্যে পান করিতে কহিলেন, সে তাঁহার হস্তহইতে পাত্র লইয়া মদ্য পান করিল, এবং উত্তমাস্বাদ পাইয়া স্বয়ং সুরা ঢালিয়া পান করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় আর্দ্ধরাত্রি গত হইলে, পারস্যনারী তাহাকে কহিলেন হে শাহ এব্রাহিম, নাট্যশালাতে এত ঝাড় লণ্ঠন আছে, তুমি একটা দীপমাত্র আনিয়াছ, ইহাতে ভাল আলো হয় নাই, আর গোটা-

কত বাতী জ্বালিয়া দাও। উদ্যানরক্ষক তখন মদ্যপানে জ্ঞানশূন্য, নারীকে বলিল আমি উঠিতে পারি না, তুমি উঠিয়া পাঁচ ছয়টা বাতী জ্বালিয়া দাও, তাহার অধিক জ্বালিও না। পারস্যনারী তখনি গাত্রোত্থান করিয়া একে একে সকল লণ্ঠন ও ঝাড় জ্বালিয়া দিলেন। তাহাতে তাবৎ গৃহ আলোকময় হইল, শাহ এব্রাহিম বিহ্বলতা প্রযুক্ত তাহাতে বড় মনোযোগ করিল না।

হারুনঅলরশীদ নৃপতি সে দিবস তখনপর্য্যন্ত শয়ন করেন নাই, তিগ্রিস নদীর উপরে রাজপুরীর এক কুঠরীতে বসিয়াছিলেন। তথা হইতে উদ্যান ও নাট্যশালা উত্তমরূপে দৃষ্ট হইত, হঠাৎ উহার দ্বার মুক্ত করাতে দেখিলেন নৃত্যাগার আলোকময় হইয়াছে। অতএব অত্যন্তাশ্চর্য্য মানিয়া, জাফর মন্ত্রিকে ডাকিয়া বলিলেন এত রাত্রিতে বৈঠকখানা উদ্দীপ্ত হইল ইহার কারণ কি? মন্ত্রী কহিলেন আমি কিছুই জানি না। রাজা তখন মন্ত্রিকে কহিলেন চল, আমরা উভয়ে ছদ্মবেশে দেখিয়া আসি।

অতঃপর দুই জনে নগরবাসির বেশে পুরীহইতে বহির্গত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি দিয়া উদ্যানের দ্বারে গিয়া দেখিলেন, দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। অনন্তর উদ্যানে প্রবেশ করিয়া নাট্যশালার দ্বার অৰ্দ্ধমুক্ত দেখিয়া, ধীরে ধীরে সোপানে উঠিয়া দেখিলেন, এক নারী ও এক যুবা পুরুষ এবং শাহ এব্রাহিম বসিয়া আছে। শাহ এব্রাহিম মদ্যপাত্র হস্তে লইয়া নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, হে সুন্দরি বিনা সঙ্গীতে অতিপায়ির মদ্যপান সুখজনক হয় না, যদি বল, আমি এক গান করি, ইহা বলিয়া গান আরম্ভ করিল। রাজা জানিতেন ঐ ব্যক্তি অতিধর্ম্মিষ্ঠ, শুদ্ধাচারী, কদাচ মদ্যপান করে না, তাহাতে এই রঙ্গ দেখিয়া, অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন এই দুই ব্যক্তিকে পরম রূপবান দেখিলাম, এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই এমত অপরূপ রূপ আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, অতএব এই দুই ব্যক্তি কে, অগ্রে জানিতে হইয়াছে, তৎপরে

গেলেন, মন্ত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শাহ এব্রাহিম তৎকালে রমণীকে একটা বংশী আনিয়া দিল। যুবতী বাঁশীস্বরে স্বর সংযোগ করিয়া এমন উত্তম গান করিলেন যে তাহা শুনিয়া রাজা একবারে মুগ্ধ হইলেন। গান শেষ হইলে ভূপতি নীচে যাইয়া মন্ত্রিকে বলিলেন মন্ত্রী আমি এমন গান ইহ জন্মে কখন শ্রবণ করি নাই। আমার নিতান্ত বাসনা, ঐ রমণী আমার সম্মুখে গান করে, বল দেখি তাহার কি পরামর্শ। মন্ত্রী কহিলেন যদি মহারাজ ঘরের মধ্যে যান এবং শাহ এব্রাহিম আপনাকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে আতঙ্কে একবারে তাহার প্রাণত্যাগ হইবে। রাজা বলিলেন সে কথা সত্য, এই ব্যক্তি এত কাল আমার সরকারে থাকিয়া এ প্রকারে মরিবে ইহা আমার বাঞ্ছা নহে। এই বলিয়া ভূপাল তথাহইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ উদ্যান তিগ্রিস নদীর অতি নিকটস্থ, এ প্রযুক্ত রাজা এক খাল কাটাইয়া উদ্যানের মধ্যে নদী আনিয়াছিলেন, ঐ খালের মধ্যে স্রোত ছিল না, তাহাতে নদীহইতে নানাজাতীয় মৎস্য আসিয়া ঐ খালের মধ্যে থাকিত। ধীবরগণ তাহা জানিত, কিন্তু ঐ স্থানে মৎস্য ধরিবার অনুমতি ছিল না, এজন্য মৎস্য ধরিতে পারিত না। দৈবাৎ সেই রাত্রিতে, উদ্যানের দ্বার মুক্ত থাকাতে, এক ধীবর উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথায় মৎস্য ধরিতে ছিল, ইতিমধ্যে রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন। ধীবর রাজাকে দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া, আপন দরিদ্রতা জানাইয়া, স্তুতি বিনতি পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নৃপতি সকরুণ হইয়া ধীবরকে বলিলেন তোর ভয় নাই, তুই জাল উঠাইয়া দেখদেখি কি মৎস্য পড়িয়াছে। এই কথায় ধীবর নির্ভয় হইয়া, জাল উত্তোলন করিয়া দেখিল যে পাঁচ ছয়টা বৃহৎ মৎস্য পড়িয়াছে। রাজা তন্মধ্যে বড় দুইটা মৎস্য লইয়া, ধীবরকে বলিলেন তুই আমার এই বস্ত্র লইয়া আপন বস্ত্রাদি আমাকে ছাড়িয়া দে। ধীবর তখনি স্বীয় বসন ছাড়িয়া দিল।

অনন্তর রাজা ধীবরবেশে দুইটা মৎস্য হস্তে লইয়া, মন্ত্রির নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, মন্ত্রী তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, বলি-

লেন ওরে বেটা জালিয়া, তুই এখানে কিজন্য আসিয়াছিস্। এই কথা শুনিয়া রাজা হাস্য করিলেন, তাহাতে মন্ত্রী ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিয়া অপ্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর ভূপাল উপরে গিয়া দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন। নুরুদ্দীন দ্বারাঘাত শুনিয়া শাহ এব্রাহিমকে কহিলেন দেখ কে আসিয়াছে। শাহ এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিল, কেও। ইহাতে রাজা দ্বার মুক্ত করিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন আমি ধীবর, অদ্য তোমার বন্ধুগণ আসিয়াছেন শুনিয়া আমি দুইটা উত্তম মৎস্য আনিয়াছি। মৎস্য নাম শ্রবণে নুরুদ্দীন ও পারস্যনারী অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া, শাহ এব্রাহিমকে বলিলেন ধীবরকে ডাক, কেমন মৎস্য দেখা যাউক। শাহ এব্রাহিম মদ্য পানে মত্ত ছিল, দ্বারের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া, ধীবর বিবেচনাতে রাজাকে বলিল ওরে বেটা চোর, তুই এমনি করিয়া নিত্য মৎস্য চুরি করিস্, নিকটে আয় তোর কেমন মৎস্য দেখি। রাজা ধীবরভঙ্গিতে নিকটে গিয়া মৎস্য দেখাইলেন। পারস্যনারী কহিলেন আহা, কি উত্তম মৎস্য, পাক হইলে আহার করা যাইতে পারে। শাহ এব্রাহিম বলিল ধীবর! আমার রন্ধনশালায় সকল দ্রব্য প্রস্তুত আছে, সেখানে গিয়া মৎস্য ভাজিয়া আন্।

এই কথাতে রাজা উপর হইতে আসিয়া এব্রাহিমের রন্ধনাগারে গমন করিলেন, এবং নিজে তৎপর হইয়া ত্বরায় মৎস্য ভাজিলেন। তদনন্তর তিন খান পাত্রে ভাজা মৎস্য সাজাইয়া এক এক পাত্রে এক একটা লেবু দিয়া, তাহা উপরে লইয়া গেলেন। নুরুদ্দীন ও তৎপ্রেয়সী এবং শাহ এব্রাহিম অতি আহ্লাদপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করিলেন। ভোজন কালে রাজা সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন। আহারান্তে নুরুদ্দীন রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ধীবর, তুই যে মৎস্য ভাজা খাওয়াইলি তাহা বড় পরিপাটী হইয়াছে, এমত মাছ কখন খাই নাই। ইহা বলিয়া শাঞ্জিয়ারের দত্ত ৪০ স্বর্ণমুদ্রার অবশিষ্ট যে ৩০ স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাহা বাহির করিয়া, থলিয়া শুদ্ধ রাজাকে দিয়া বলিলেন এই নে, আমার নিকটে যাহা ছিল সকল তোকে দিলাম।

ধীবরবেশধারী রাজা ঐ স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া লইয়া নুরুদ্দীনকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, মহাশয় আপনার যেরূপ সৌজন্য তাহা কি বলিব, মহাশয়ের নিকটে অদ্য পরম লাভ হইল। কিন্তু আপনকার স্থানে আর একটী নিবেদন আছে, আপনার সম্মুখে একটা বাঁশী পড়িয়া আছে দেখিতেছি, অনুমান করি এই কামিনী তাহা বাজাইতে পারেন। যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার ঐ বাঁশী বাদন করেন, তবে আমি চরিতার্থ হইয়া গৃহে যাই। ইহা শুনিয়া নুরুদ্দীন তখনি প্রেয়সীকে বলিলেন প্রিয়ে একবার বাঁশীটা বাজাইয়া ধীবরকে সন্তুষ্ট কর। রমণী অমনি বাঁশী লইয়া তাহাতে স্বর সংমিলনপূর্ব্বক এমত তাল মানে গান করিলেন যে রাজা একবারে বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, আহা! কি অপূর্ব্ব গান শুনিলাম, কি চমৎকার স্বর, কি তান, এমনগান বাদ্য কখন শুনি নাই। ধীবরের প্রশংসা শুনিয়া নুরুদ্দীন বলিলেন ধীবর, তোর সঙ্গীত বোধ আছে, অতএব তুই যদি এই নারীর গুণে সন্তুষ্ট হইলি তবে তোকে এ নারী অর্পণ করিব। পারস্যনারী কহিলেন মহাশয় এ কি কথা বলিতেছেন, আমাকে কি জন্য ত্যাগ করিবেন।

রাজা নুরুদ্দীনের বাক্যে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন মহাশয় আমাকে এই নারী প্রদান করিবেন, এই বাক্য দ্বারা বোধ হইতেছে এই পরম রূপসী ও সর্ব্বগুণান্বিতা নারী আপনার ক্রীত দাসী হইবেন, আপনি ইহার সর্ব্বময় কর্ত্তা। নুরুদ্দীন কহিলেন হাঁ, এই নারী আমার ক্রীত দাসী বটে, কিন্তু ইহার জন্য আমার যে সকল বিপদ ঘটিয়াছে যদি তুই তাহা শুনিস্ তবে আশ্চর্য্য হইবি। রাজা বলিলেন কি বিপদ হইয়াছিল। এই কথায় নুরুদ্দীন, আপন পিতা কর্ত্তৃক পারস্যরূপসীর ক্রয় অবধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সমুদায় কহিলেন। রাজা তাবদ্বিবরণ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ক্ষণে আপনারা কোথায় গমন করিবেন। নুরুদ্দীন বলিলেন পরমেশ্বর যথায় লইয়া যাইবেন সেইখানে যাইব। রাজা কহিলেন আপনার আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, এখান হইতে ফিরিয়া বালশোরা নগরে পুনর্গমন

করুন, আমি রাজাকে এক পত্র লিখিয়া দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দিলে তিনি আপনার যথেষ্ট সম্মান করিবেন। নুরুদ্দীন কহিলেন ধীবর তুই যে কথা বলিলি ইহাতে বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, ধীবরের সঙ্গে রাজাদের পত্র লেখালিখি হয় এ কথা কখন শুনি নাই। রাজা বলিলেন ইহাতে কিছু চমৎকার বিবেচনা করিবেন না, ঐ রাজা ও আমি উভয়ে একত্র এক শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, তাহাতে অত্যন্ত প্রণয় আছে। এই কথা বলাতে নুরুদ্দীন আর কোন উত্তর করিলেন না। পরে রাজা তথায় বসিয়া, বালশোরাধিপতিকে পত্র লিখিয়া দিলেন। "খাকান মন্ত্রীর পুত্র নুরুদ্দীন তোমাকে এই পত্র প্রদান করিবেন, পত্রপাঠ তুমি ইহাঁকে আপন রাজপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া সিংহাসনারূঢ় করাইবে, ইহার অন্যথা না হয়।

পত্র লেখা হইলে, ভূপতি তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ না করিয়া, পত্র বন্ধ করিয়া নুরুদ্দীনের হস্তে দিয়া বলিলেন, এখানে আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই, কল্য প্রত্যুষে বালশোরাতে যাত্রা করিবেন! নুরুদ্দীন পত্র লইয়া পরদিন প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমনে পারস্যরূপসী অতিশয় কাতরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শাহ এব্রাহিম তখনও রাজাকে ধীবর বলিয়া জানে। নুরুদ্দীন ধীবরকে নারী ও অর্থ প্রদান করিলে, এব্রাহিম লোভবশতঃ রাজাকে কহিল ধীবর তুই দুইটা মৎস্য আনিয়াছিলি, তাহার মূল্য ঊর্দ্ধ সংখ্যায় বিশ পয়সা হইবে, তাহাতে এক নারী ও এক থলিয়া টাকা পাইলি, এ সকল তুই একা লইতে পারিবি না, আমাকে অংশ দিতে হইবে, নারীভোগের অংশ অর্দ্ধার্দ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু থলিয়াটা আন্ দেখি, তাহাতে কি আছে, যদি টাকা থাকে তবে একটা টাকা তোকে দিয়া অবশিষ্ট আমি লইব।

শাহ এব্রাহিমের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন থলিয়াতে কি আছে দেখ, যাহা থাকুক অর্দ্ধার্দ্ধি অংশ করিয়া দিব, কিন্তু নারীবিষয়ে অংশ হইতে পারিবে না। এই কথাতে শাহ এব্রাহিমের অত্যন্ত রাগ উপস্থিত হইল, ... করিয়া

টলিতে টলিতে উঠিয়া যষ্টি আনিতে গেল। ইত্যসরে হারুন অলরশীদ নৃপতি ধীবরবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজবেশ ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন।

শাহ এব্রাহিম ধীবরকে প্রহার করিবার জন্য বাহির হইতে একটা মোটা যষ্টি লইয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। আসিয়াই দেখিল, মহারাজাধিরাজ হারুনঅলরশীদ ভূপতি সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ইহাতে একবারে বিস্ময়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, কহিল ধরণিনাথ! এই অধম অজ্ঞানবশতঃ অতি কুকর্ম্ম করিয়াছে, কৃপা করিয়া আমার প্রাণ দান করুন। রাজা সিংহাসনহইতে অবরোহণ করিয়া শাহ এব্রাহিমকে বলিলেন, শাহ এব্রাহিম তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। তৎপরে পারস্যনারীর নিকটে যাইয়া কহিলেন সুন্দরি! তুমি গাত্রোত্থান করিয়া আমার সঙ্গে আইস। আমি এক্ষণে যে পত্র লিখিলাম তদ্দারা নুরুদ্দীনকে বালশোরার রাজা করিয়া পাঠাইয়াছি, রাজসনন্দ প্রেরণ কালে তোমাকেও তথায় প্রেরণ করিব, তুমি রাজরাণী হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয় সে পর্য্যন্ত আমার পুরীতে আসিয়া বাস কর, তথায় তোমার যথাযোগ্য সমাদর হইবে।

পারস্যনারী ঐ বাক্য শুনিয়া আনন্দসাগরে ভাসিলেন। পরে রাজা তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া, রাণীকে নুরুদ্দীনের সৌজন্যের তাবৎ কথা বলিয়া, ঐ নারী সমর্পণ করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার মান মর্য্যাদার কোন ত্রুটি না হয় তাহা করিতে বলিলেন।

এদিকে নুরুদ্দীন নির্ব্বিঘ্নে বালশোরা নগরে উপনীত হইয়া, কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, একবারে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তৎকালে বিচার করিতেছিলেন এবং রাজসভা লোকে পরিপূর্ণ ছিল। নুরুদ্দীন রাজপত্র অর্পণ করিলে রাজা পত্র খুলিয়া, যেমন পাঠ করিতে লাগিলেন তেমনি তাঁহার বর্ণ মলিন হইতে লাগিল। পরে সেই পত্রখানি শহাই মন্ত্রিকে দেখিতে দিলেন। মন্ত্রী পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিমর্শযুক্ত হইলেন, এবং চুপে চুপে জিজ্ঞাসা

লেন মহারাজাধিরাজ হারুন অলরশীদ যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা পালন ব্যতিরেকে আর কি করিতে পারি। মন্ত্রী বলিলেন যাহা করিতে হইবে বিবেচনাপূর্ব্বক করিবেন, হারুনঅলরশীদ নৃপতি স্বহস্তে এইপত্র লিখিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনুমান হইতেছে এ ব্যক্তি রাজার নিকট আমাদিগের গ্লানি করিয়াছিল, তাহাতে বিদ্রূপাভাসে এই পত্র দিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা পালন হয় এমত তাঁহার বাসনা না থাকিবেক, তাহা হইলে রাজসনন্দ প্রেরিত হইত, অতএব সনন্দ ব্যতিরেকে এ আজ্ঞা কিরূপে পালন করা যাইতে পারে।

রাজা মনে করিলেন মন্ত্রী যাহা বলিতেছেন তাহাই বা হইবে, অতএব নুরুদ্দীনকে মন্ত্রিহস্তে সমর্পণ করিলেন। পরম শত্রু শহাই মন্ত্রী তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া, সাঙ্ঘাতিক প্রহার করিয়া, আজ্ঞা দিলেন যে, তাঁহাকে কারাগারের মধ্যে অতি কুৎসিত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখে, আর আহারার্থ রুটী ও জল ভিন্ন অন্য কিছু না দেয়। নুরুদ্দীন মন্ত্রির নিষ্ঠুর প্রহারে একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, চৈতন্য হইলে, যখন দেখিলেন যে তাঁহাকে অতি কদর্য্য কারাগারে রাখিয়াছে, তখন বিলাপ করিয়া কহিলেন হে ধীবর! তোর মনে এই ছিল, তোর কথায় বিশ্বাস করাতে আমার এই দশা হইল, তোর প্রতি আমি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিলাম তাহার কি এই পুরস্কার।

নুরুদ্দীন এইরূপে ছয় দিবস পর্য্যন্ত রহিলেন, তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া সান্ত্বনা করে এমত এক প্রাণীও ছিল না। শহাই মন্ত্রী ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন এমত নহে। রাজার নিকট গিয়া বলিলেন নুরুদ্দীন মহারাজের বিস্তর গ্লানি করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া, সর্ব্বসমক্ষে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

পরে নগরে ঘোষণা হইল নুরুদ্দীনের মস্তকচ্ছেদন হইবে। এই সমাচার ব্যক্ত হইলে নগরমধ্যে মহাশোকধ্বনি পড়িল। অনন্তর মন্ত্রী নুরুদ্দীনকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া, বিনা আসনে একটা

নুরুদ্দীন জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া, মন্ত্রিকে বলিলেন অরে পাপিষ্ঠ এখন তোর বল ও জয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রে লিখিয়াছে যে ব্যক্তি যাহা করে তাহাকে সেইরূপই ফলভোগ করিতে হয়; অতএব অবিলম্বে তোরও এই দশা হইবে। মন্ত্রী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিলেন নুরুদ্দীনকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাও। এবং আপনিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দেশস্থ সমস্ত লোক মন্ত্রিপুত্রের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় খেদ করিতে লাগিল, তাহাদের এমত ক্রোধ উদয় হইল যে তখনি ইষ্টক দ্বারা শহাই মন্ত্রির মস্তক চূর্ণ করে। নুরুদ্দীন বধমঞ্চের নিকট আনীত হইলে, মন্ত্রী তাহাকে ঘাতক পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়া, রাজার নিকটে সমাচার দিতে গেলেন। রাজসেনা ও মন্ত্রির অনুচর সকলে নুরুদ্দীনকে বধমঞ্চের উপর তুলিয়া বেষ্টন করিয়া থাকিল। নগরস্থ লোকেরা, মনে মনে করিল ইহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাই, কিন্তু সেনাগণ সতর্ক থাকাতে পারিল না। অভাগা নুরুদ্দীন মরণ কালে পথিকদিগের প্রতি চাহিয়া কহিলেন হে পথিকগণ! তোমাদের কাহারো অন্তঃকরণে যদি কিছু দয়া থাকে তবে আমাকে কিঞ্চিৎ বারি দান কর, তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। ইহাতে পথিকেরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল আনিয়া দিল। মন্ত্রী ছাদের উপর হইতে সংহারকারককে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন ওরে জল্লাদ! তুই কি জন্য বিলম্ব করিতেছিস্, শীঘ্র শিরশ্ছেদ কর।

দর্শকমণ্ডলীমধ্যে মহা শোকধ্বনি উঠিল, ঘাতক পুরুষ খড়্গ হস্তে প্রস্তুত হইল। এমন সময়ে দৃষ্ট হইল, কতকগুলা অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগামী হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পুরীলক্ষ্যে আসিতেছে, তদ্দৃষ্টে রাজা সন্দিগ্ধ হইলেন, মস্তকচ্ছেদন স্থগিত রাখিলেন।

সৈন্যগণ নিকটস্থ হইলে রাজা দেখিলেন যে মহারাজাধিরাজ হারুনঅলরসীদের মন্ত্রী জাফর, সেনা সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। রাজা নুরুদ্দীনকে বাল্‌শোরায় প্রেরণ করণানন্তর, কয়েক দিবস পর্য্যন্ত

পারস্যনারীকে দেখিয়া স্মরণ হইল, নুরুদ্দীনকে রাজসিংহাসনে স্থাপনজন্য সনন্দ প্রেরিত হয় নাই। ইহাতে অনেক খেদ করিয়া মন্ত্রিকে কহিলেন মন্ত্রী! বড় একটা কুকর্ম্ম হইয়াছে, নুরুদ্দীনকে সংস্থাপনের সনন্দ প্রেরণ করি নাই, ইহাতে বাল্‌শোরার রাজা তাহাকে নষ্ট করিল কি রাখিল বুঝিতে পারি না। অতএব তুমি এই দণ্ডে সৈন্য সামন্ত লইয়া অশ্বযোগে বালশোরাতে গমন কর। যদি তথায় গিয়া দেখ নুরুদ্দীনকে বিনাশ করিয়াছে, তবে তখনি শহাই মন্ত্রিকে বধ করিবে। যদি নুরুদ্দীন জীবদ্দশায় থাকে, তবে রাজা ও তন্মন্ত্রি-সমভিব্যাহারে তাহাকে এখানে লইয়া আসিবে। এই আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রে, জাফর মন্ত্রী সসৈন্যে বেগবান্ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে বালশোরায় যাত্রা করিলেন।

মন্ত্রী উপস্থিত হইলে, নগরস্থ লোকেরা নুরুদ্দীনের মার্জ্জনা হউক এই কথা মহা কলরব পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। মন্ত্রী সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে একবারে রাজবাটীর সোপানপর্য্যন্ত গেলেন। বালশোরা-ধিপতি তাঁহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য আস্তে ব্যস্তে উপর হইতে নীচে আসিলেন। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ নুরুদ্দীনকে তথায় আনয়ন করিতে কহিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে শহাই তাঁহাকে বন্ধনাবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। জাফর মন্ত্রী, নুরুদ্দীনের বন্ধন মোচন করাইয়া, ঐ রজ্জু দ্বারা তৎক্ষণাৎ শহাই মন্ত্রিকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর বালশোরাতে এক রাত্রি মাত্র অবস্থিতি করিয়া, পর দিবস রাজা ও শহাই মন্ত্রী ও নুরুদ্দীনকে লইয়া বোগ্দাদে যাত্রা করিলেন।

মন্ত্রী বোগ্দাদে প্রত্যাগত হইয়া রাজার নিকটে নুরুদ্দীন ও তৎ-শত্রুগণকে উপস্থাপিত করিলেন, এবং শহাইর পরামর্শক্রমে বালশো-রার রাজা নুরুদ্দীনের প্রতি যেরূপে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা বিস্তার করিয়া বলিলেন। রাজা নুরুদ্দীনকে বলিলেন তুমি আপন হস্তে শহাইর মুণ্ডচ্ছেদন কর। নুরুদ্দীন বলিলেন হে ধরাধর! যদিও

আমার পিতার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিয়াছে, তথাপি ইহার শোণিতে হস্তকে কলঙ্কময় করিতে বাঞ্ছা করি না। এই কথা শুনিয়া হারুন-অলরশীদ নুরুদ্দীনের সৌজন্যের অনেক ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে ঘাতক পুরুষ দ্বারা শহাইর শিরচ্ছেদ করিয়া, নুরুদ্দীনকে বালশোরার রাজত্ব গ্রহণ করিতে বলিলেন। নুরুদ্দীন তাহাতেও অসম্মত হইলেন কহিলেন মহারাজ! আমি বালশোরা নগরে যে যন্ত্রণা পাইয়াছি তাহাতে ঐ স্থানের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়াছে, অতএব সেই স্থানে পুনর্ব্বার আমার বাস করিতে বাসনা নাই, মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া যদি প্রতিপালিত হই তাহাতেই রাজ্যলাভের অধিক জ্ঞান করিব। এই কথা শুনিয়া হারুনঅলরশীদ নৃপতি তাঁহাকে আপনার অতি বিশ্বাসী ও প্রিয় অমাত্যগণের মধ্যে গণনীয় করিলেন এবং পারস্যরূপসীকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া আপনার নিকটেই রাখিলেন। নুরুদ্দীন ও পারস্যনারী পরমানন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

বালশোরাধিপতির প্রতি রাজা কোন মন্দ আচরণ করিলেন না, কেবল কহিলেন, মন্ত্রিকার্য্যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইলে অতিশয় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহাকে বালশোরা দেশে পুনঃ প্রেরণ করিলেন।

খোদাদাদ ও তাহার সহোদরের কথা।

হারান নগরে এক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং প্রজারাও তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিত। ঐ ভূপাল সর্ব্বগুণভূষিত ও সর্ব্বসুখ সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু অসুখের বিষয় এই যে সন্তানাদি ছিল না। অতএব পুত্রকামনাতে সর্ব্বদা দৈব কর্ম্ম ও দান ধ্যান করিতেন। এক দিবস নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন এক মহর্ষি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে

তুমি গাত্রোত্থানানন্তর দুই বার পাতিতজানু হইয়া ঈশ্বরারাধনা করিও, তৎপরে উদ্যান হইতে একটী দাড়িম্ব আনিয়া তোমার যতগুলি পুত্রের বাঞ্ছা ততগুলি বীজ ভক্ষণ করিও, ইহা করিলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক। এই কথা বলিয়া মহর্ষি অন্তর্হিত হইলেন।

ভূপতি নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পরমাহ্লাদে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বারদ্বয় পাতিতজানু হইয়া পরমেশ্বরারাধনা করিলেন, তদনন্তর উদ্যান হইতে এক দাড়িম্ব আনাইয়া তাহার পঞ্চাশটি বীজ ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার পঞ্চাশ রাণী একবারেই গর্ভবতী হইলেন, কিন্তু পীরোজ নাম্নী এক রাণীর গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হইল না। রাজা তাহাতে মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিলেন, পরমেশ্বর এই রাণীর প্রতি অবশ্যই কুপিত আছেন, এইজন্য ইহাকে রাজপুত্রের জননী করিলেন না, অতএব যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের এমত ঘৃণার পাত্র, সে আমার চক্ষুর কণ্টক, আমি তাহাকে দেখিতে পারি না, অতএব সে আমার পুরীমধ্যে বাস করিতে পারিবে না, অন্য কোন স্থানে গমন করুক। এই কথায় মন্ত্রী বলিলেন সামরিয়া প্রদেশে মহারাজের পিতৃব্যপুত্র সামর ভূপতি আছেন, তাঁহার নিকট ইহাঁকে পাঠাইয়া দেউন, তথায় অবস্থিতি করিবেন। এই পরামর্শ শুনিয়া নৃপতি পীরোজ রাণীকে ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিয়া, ভ্রাতাকে আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি রাণীকে সম্মানপূর্ব্বক রাখেন এবং যদি তাহার গর্ভে সন্তান জন্মে তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রে তাঁহাকে সংবাদ লেখেন।

পীরোজ রাণী সামরিয়া দেশে সমাগতা হইলে তাঁহার গর্ভসঞ্চার প্রকাশ হইল, এবং যথাকালে পরম রূপবান এক পুত্র প্রসব করিলেন। সামর ভূপতি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার নিকট শুভ সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। হারান নগরাধিপতি আহ্লাদিত হইয়া, পিতৃব্যপুত্রকে উত্তর লিখিলেন আমার উনপঞ্চাশ রাণীর গর্ভে উনপঞ্চাশ পুত্র হইয়াছে, অতএব এখানে পুত্রের অভাব নাই। তুমি পীরোজ রাণীর পুত্রের খোদাদাদ নাম রাখিয়া তাহাকে আপনার নিকট রাখ এবং

বিদ্যা শিক্ষা করাও, যখন তাহাকে এখানে আনাইবার প্রয়োজন হইবে তখন তোমাকে পত্র লিখিব।

সামরিয়া দেশস্থ রাজা ভ্রাতৃপুত্রকে নানাপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন, এবং অশ্বারোহণ ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি রাজকুমারদিগের যাহা যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক তাহাও উত্তমরূপে অভ্যাস করাইলেন। রাজকুমার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমেই বিবিধ বিদ্যায় বিশারদ ও অতি অদ্ভুত গুণশালী হইলেন।

একদিন খোদাদাদ আপন মাতাকে বলিলেন, জননী আমাকে কি সামরিয়া দেশে চিরকাল এইরূপ আলস্যে কাল যাপন করিতে হইবে, আমার মানস হইয়াছে যুদ্ধে গমন করিব এবং সংগ্রামে জয় প্রাপ্ত হইব, শুনিয়াছি পিতার অনেক শত্রু আছে, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া থাকে, পিতা কি জন্য আমাকে আহ্বান করেন না। রাণী বলিলেন হে তনয়, তোমার যশোলাভ হয় ইহা আমার নিতান্ত বাসনা, এবং ইহাও মনে করি তোমার পিতার বৈরিগণকে পরাভব করিয়া তুমি কৃতী হও, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিনি তোমাকে স্বেচ্ছাক্রমে আহ্বান না করেন সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখ। ভূপালনন্দন কহিলেন হে মাতঃ! বিলম্বে কি ফল, আমি মনন করিয়াছি ছদ্মবেশে পিতার নিকটে গিয়া অগ্রে ক্ষমতা দর্শন করাই, তৎপরে পরিচয় দিব। এই কথাতে রাণী কোন আপত্তি করিলেন না, তৎপরে এক দিবস রাজকুমার যুদ্ধবেশে অশ্বারোহণ করিয়া হারান নগরে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পিতৃব্যকে কিছুই বলিয়া গেলেন না।

হারান নগরে উপস্থিত হইয়া রাজকুমার রাজসভায় গমন করিলেন। রাজা তাঁহার রূপ ও বেশ দেখিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্র বলিলেন আমার নাম খোদাদাদ, আমি ফেরো দেশস্থ ভদ্র লোকের সন্তান, ভ্রমণেচ্ছায় এই রাজ্য দিয়া গমন করিতেছিলাম, পথে শুনিলাম মহারাজ প্রতিবাসি রাজাদিগের অত্যাচারে বিব্রত হইয়াছেন, ইহাতে আমি মহারাজের পক্ষ হইয়া সংগ্রামে গমন করিব, এই মানস করিয়া আপনার সন্নিধানে আসি-

য়াছি। রাজা এই কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সামান্য সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। খোদাদাদ স্বীয় বল বিক্রমদ্বারা শীঘ্র আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, এবং রাজসেনা ও অন্য অন্য সেনাপতিগণের অতিশয় মান্য হইলেন। রাজা তাঁহার বিচক্ষণতা ও সাহস দেখিয়া তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন, এবং তাঁহাকে রাজানুগৃহীত দেখিয়া রাজমন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ তাঁহার অতিশয় বাধ্য হইলেন। তাহা দেখিয়া অন্য অন্য রাজকুমারদিগের মনে মনে ঈর্ষা জন্মিল। কিন্তু ভূপতি তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, খোদাদাদও অহরহ রাজার সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে খোদাদাদ রাজার সম্পূর্ণ স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্র হইলে, নৃপতি তাঁহাকে রাজকুমারদিগের রক্ষকতার ভার দিলেন। রাজকুমারেরা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া রহিলেন, তদনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার প্রতি রাজনন্দনদিগের দ্বেষ জন্মিল। এক দিবস তাঁহারা একত্র বসিয়া পরামর্শ করিলেন, পিতা এই ব্যক্তিকে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আদর করেন, ক্ষতি নাই, কিন্তু তিনি অবশেষে আমাদিগকে তাহার আজ্ঞাধীন করিলেন, কি আশ্চর্য্য, তাহার অনুমতি লইয়া আমাদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, হায়! এমন অপমান কখন সহ্য হইতে পারে না, এই ব্যক্তির হস্তহইতে আমাদিগকে কোন প্রকারে উদ্ধার হইতে হইবে। এক রাজপুত্র বলিলেন আইস আমরা ইহাকে বিনষ্ট করি। আর এক রাজপুত্র বলিলেন, না ভাই, তাহা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে কলঙ্ক হইবে, কৌশলদ্বারা তাহাকে নষ্ট করিতে হইবে, অতএব আইস আমরা মৃগয়া করিতে যাইব বলিয়া তাহার স্থানে বিদায় লই, পরে কোন স্থানে গিয়া গোপন ভাবে থাকিব, এখানে আসিব না, তাহা হইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। এই মন্ত্রণা করিয়া রাজকুমারগণ

য়াছে, অতএব আমাদিগকে অনুমতি দেউন। খোদাদাদ তাঁহাদের অভিপ্রায় কিছুই জানিতেন না, সুতরাং আপত্তি করিলেন না। রাজপুত্রগণ মৃগয়ার সজ্জা করিয়া যাত্রা করিলেন, কিন্তু প্রত্যাগমন করিলেন না।

নরেন্দ্র তিন দিবস পর্য্যন্ত স্বীয় নন্দনগণকে না দেখিয়া, চতুর্থ দিনে খোদাদাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রেরা কোথায়, তাহাদিগকে কেন দেখিতে পাই না! খোদাদাদ কহিলেন তাঁহারা উপবন ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছেন, বলিয়াছিলেন সেই দিবসেই আসিবেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত আইসেন নাই। এই কথা শুনিয়া ভূপতি অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন। কিন্তু পর দিবস পর্য্যন্ত যখন পুত্রেরা আসিল না, তখন শোকাবেগে ও ক্রোধে অধীর হইয়া খোদাদাদকে বলিলেন ওরে নির্ব্বোধ! তুই নবীন বালকদিগের সমভিব্যাহারে না গিয়া কেন তাহাদিগকে একাকী যাইতে দিয়াছিস্, তোকে বিশ্বাস করিয়া আমি তাহাদিগকে তোর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম, তোর কি এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যা, এখন গিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া আন্, নতুবা তোর প্রাণ দণ্ড হইবে।

ভুপতির এই কথায় যুবরাজ মহা শঙ্কিত হইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক গো-হারা রাখালের ন্যায়, গ্রামে গ্রামে রাজকুমারদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতে কোন উদ্দেশ পাইলেন না। ইহাতে ভাবিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েক দিবসের পর এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন। ঐ প্রান্তরের মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ পরিষ্কার প্রস্তরে নির্ম্মিত এক অট্টালিকা ছিল। তন্নিকটে গিয়া দেখিলেন তাহার এক গবাক্ষে এক যুবতী রহিয়াছে, সে পরম রূপসী, কিন্তু মুক্তকেশী ও জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এবং অত্যন্ত খিদ্যমানা। যুবরাজ গবাক্ষের নিকটস্থ হইলে যুবতী তাঁহাকে বলিলেন হে যুবক! তুমি এই যমপুরীতে কি জন্য আসিয়াছ, শীঘ্র পলায়ন কর, নতুবা যে কৃষ্ণবর্ণ কাফরী এই স্থানে বাস করে তাহার হস্তে পতিত হইবে, যাহারা দৈবদশে ক্রমে এই প্রান্তরে আইসে তাহাদিগকে সে ঘোর

অন্ধকারময় কারাগারে রাখিয়া, নিত্য নিত্য এক এক জনকে আহার করে।

যুবতী এই কথা বলিয়াছেন মাত্র এমন সময় রাজপুত্র দেখিলেন সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাতারদেশীয় বৃহৎ একটা অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। তাহার শরীর অতি বিকটাকার ও প্রকাণ্ড, এবং হস্তে একখান বৃহৎ অসি। তাহার প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দৃষ্টে যুবরাজ শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু পরমেশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক অসিকোষ হইতে স্বীয় অসি বাহির করিয়া যুদ্ধ করিবার সজ্জায় দাঁড়াইলেন।

মনুষ্যভক্ষক রাজপুত্রকে সামান্য শত্রু জ্ঞান করিয়া তাচ্ছল্যপূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিতে কহিল। রাজপুত্র তাহা না করিয়া ক্রমে নিকটস্থ হইয়া তাহার জানুদেশে এমত খড়্গাঘাত করিলেন যে তাহাতে রাক্ষস ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে তাবৎ প্রান্তর কম্পমান হইল। নরভুক ঐ আঘাতে অস্থির হইয়া মহাক্রোধে অশ্বের রেকাবের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রাজপুত্রকে সংহার করণার্থ খড়্গ উত্তোলন করিল। সেই সময় রাজতনয় এমন বেগে স্বীয় অশ্ব চালাইলেন যে ঐ খড়্গ তাঁহার অঙ্গে না লাগিয়া ভূমিতে পড়িল এবং তাহাতে ভূকম্পের ন্যায় মেদিনী কম্পমানা হইল। নরভুক বিনাশবিষয়ে নৈরাশ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধে পুনর্ব্বার অসি উত্তোলনে উদ্যত হইল। কিন্তু পুনরুত্তোলন না করিতে করিতে রাজকুমার আপন অসি লইয়া মহাবল পূর্ব্বক তাহার দক্ষিণ হস্তে এমত গুরুতর আঘাত করিলেন যে তাহাতে তাহার হস্তশুদ্ধ খড়্গখান একবারে ভূমিতে পড়িল। রাক্ষস হস্তের জ্বালায় অস্থির হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলশায়ী হইল। ভূপতিতনয় তখনি আপন অশ্বহইতে অবরোহণ করিয়া তাহার মুণ্ড ছেদন করিলেন।

সেই সময়ে গবাক্ষে দণ্ডায়মানা যুবতী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া রাক্ষসের বিনাশ বাঞ্ছা করিতেছিলেন, যখন দেখিলেন রাক্ষস নষ্ট

তুমি রাজার পুত্র হইবে সন্দেহ নাই, কেননা রাজঔরসে জন্ম না হইলে এতাদৃশ সাহস সম্ভবে না। তুমি এই রাক্ষস বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে নিষ্কন্টক করিলে, ঐ রাক্ষসের বস্ত্রের মধ্যে এই শিবিরের চাবি আছে, তদ্দ্বারা দ্বার মুক্ত করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।

যুবতীর মুখে এই কথা শুনিয়া খোদাদাদ, ধরণীপতিত রাক্ষসের বস্ত্রান্বেষণ করিয়া কতকগুলা চাবি পাইলেন, এবং তদ্দ্বারা শিবিরের দ্বার মুক্ত করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। যুবতী তখন উপরহইতে আসিয়া রাজপুত্রকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য তাঁহার পদাতন হইবার উপক্রম করিলেন, রাজনন্দন তাহা করিতে দিলেন না। যুবতী রাজপুত্রের বিস্তর সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

পরে রাজপুত্র তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে গৃহমধ্যে রোদন ও চীৎকারধ্বনি উঠিল, তাহা শুনিয়া রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল চীৎকার শব্দ কোথাহইতে আসিতেছে। যুবতী অঙ্গুলী দ্বারা প্রাঙ্গনের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দেখাইয়া বলিলেন ঐ ঘরের ভিতরহইতে এই সকল ক্রন্দনধ্বনি আসিতেছে, ঐ গৃহে যে সকল হতভাগ্য পুরুষ বদ্ধ আছে তাহারা ক্রন্দন করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ কারাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া একটা কদাকার সোপান দিয়া এক গহ্বরাকার গৃহে গেলেন। ঐ গহ্বরের একটীমাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, তাহার আলোকে দেখিলেন প্রায় এক শত মনুষ্য লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ, এক এক খুঁটিতে বান্ধা আছে।

খোদাদাদ বলিলেন হে হতভাগ্যগণ তোমরা রাক্ষসের উদরে যাইবে, অবশ্য ইহাই নিশ্চয় করিয়াছিলে, আমি সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে কারাগারহইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। এই বাক্য শ্রবণে সকলে একবারে আহ্লাদ-ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং যুবরাজের জয় হউক এই শব্দে তাবৎ কারাগার পরিপূর্ণ হইল। পরে খোদাদাদ ও যুবতী উভয়ে তাহাদের বন্ধন ছেদন করিতে লাগিলেন, এবং যে যে লোকের হস্ত পদ মুক্ত হইল তাহারাও আর আর [illegible] বন্ধন মোচনে নিযুক্ত হইল। এইরূপে

সকলে বন্ধনবিমুক্ত হইয়া, খোদাদাদের নানাপ্রকার গুণানুবাদ করিতে লাগিল। তাহারা কারাগারহইতে বাহির হইলে, রাজকুমার দেখিলেন তিনি যাহাদিগের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাঁহারা রহিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ও আহ্লাদ জন্মিল তাহা বলা যায় না। খোদাদাদ বলিলেন হে যুবরাজগণ তোমরাও কি এই কারাগারমধ্যে ছিলে, আমার এমত দিন কি হইবে, যে, পুত্রবিচ্ছেদে শোকাকুল হারানাধিপতির নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। বলদেখি তোমাদের সকলে জীবিতবান আছ কি না, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নষ্ট হইয়া থাক তাহা হইলে রাজার সকল সুখ বিনষ্ট হইবে। এই কথা শুনিয়া রাজকুমারগণ একে একে খোদাদাদের সম্মুখে আসিলেন। খোদাদাদ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহারা খোদাদাদকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর শিবির নিরীক্ষণপূর্ব্বক পাদবিহার করিতে করিতে রাজনন্দন দেখিলেন যে, শিবির অর্থে পরিপূর্ণ এবং অতি অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র ও কিংখাপ ও পারস্যদেশীয় গালিচা ও চীনদেশীয় সাটিন প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে। রাক্ষস পথিকগণের স্থানে যখন যাহা পাইয়াছে তাহা ভাণ্ডার পরিপূর্ন করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ তৎকালে যে সকল ব্যক্তি কারাবদ্ধ ছিল অধিকাংশ সামগ্রী তাহাদের, অতএব রাজপুত্র যাহার যে দ্রব্য তাহা তাহাকে তৎক্ষণাৎ দিলেন, অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা সকলকে বন্টন করিয়া দিলেন। কিন্তু ঐ স্থানে গো, অশ্ব কিছুই ছিল না, অতএব তাহারা ঐ সকল দ্রব্য কিরূপে লইয়া যাইবে এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়াতে, এক ব্যক্তি কহিল যে, এই সকল দ্রব্যাদি যে উষ্ট্র বোঝাই করিয়া আনীত হইয়াছিল তাহাও রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাহা এই শিবিরের কোন স্থানে থাকিতে পারে। অনন্তর খোদাদাদ অশ্বশালায় গিয়া দেখিলেন গো উষ্ট্র ও রাজপুত্রেরা যে সকল অশ্বে আরোহণ করিয়া

তদনন্তর খোদাদাদ নারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন্ স্থানে গমন করিবে, তুমি যে স্থানে যাইবে তথায় আমি তোমাকে রাখিয়া আসিব। রমণী বলিলেন আমি ডাইয়রবেকর দেশের রাজার কন্যা। আমার পিতার শত্রুগণ বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিলে, আমি প্রাণ রক্ষার জন্য কোন বন্ধু লোকের সহিত সাগরযানারোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে সমুদ্রতস্করগণ জাহাজ আক্রমণপূর্ব্বক আমাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিল, পরে আপনাদের মধ্যে আমাদিগকেও বিভাগ করিয়া লইল, আমি যাহার অংশে পড়িলাম সে আমাকে লইয়া এই স্থান দিয়া যাইতেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে এই মনুষ্যভক্ষকের হস্তে আমরা পতিত হইলাম, তাহাতে সে আমাদিগের তাবৎ দ্রব্য লুণ্ঠন করিল এবং আর সকলকে কারাগারে পুরিয়া আমাকে শিবিরমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

কামিনীর এই কাহিনী শুনিয়া খোদাদাদ অনেক খেদ করিয়া বলিলেন হে সুন্দরি! ভূত-ভাবনা বৃথা, এক্ষণে কি করিবে তাহা বিবেচনা কর, আমি তোমাকে হারাননগরে লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। তথায় গেলে হারানাধিপতি তোমার যথোচিত সম্মান করিবেন, এবং যে ব্যক্তি তোমাকে উদ্ধার করিলেন তাহারো স্নেহের পাত্রী হইয়া থাকিবে, বরঞ্চ যদি তাঁহাকে ঘৃণা না কর তবে তিনি তোমার পানিগ্রহণ করিতেও সম্মত আছেন। রাজকন্যা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক তাহাতে স্বীকার করিলেন। পরে সেই দিবসেই শিবির মধ্যে তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহ সমাধা হইলে খোদাদাদ নানাবিধ দ্রব্যাদি লইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে হারান নগরে যাত্রা করিলেন। এক দিবসের পথমাত্র ব্যবধান থাকিতে, সকলে উল্লাসযুক্ত হইয়া মদ্যপান করিলেন। আনন্দকালে খোদাদাদ বিবেচনা করিলেন, এখন কর্ম্ম সাধন হইল, তবে ভ্রাতৃগণের নিকট আর অপরিচিত কেন থাকি, ইহা ভাবিয়া বলিলেন হে ভ্রাতৃগণ! এ পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগকে আপন পরিচয় দেই

জন্ম, আমিও তাঁহার ঔরসে জন্মিয়াছি, পীরোজ রাণী আমার জননী, এবং আমি সামরিয়া প্রদেশে পিতৃব্যের নিকটে থাকিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছি। রাজপুত্রেরা এই কথা শুনিয়া মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে গুণশ্রেষ্ঠ দেখিয়া নৃপতি পাছে অধিক স্নেহ ও মর্য্যাদা করেন এই আশঙ্কায়, তাহাদিগের মনে মনে তাঁহার প্রতি অধিক ঈর্ষা জন্মিল। অতএব খোদাদাদ নিদ্রিত হইলে, সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে শত শত অস্ত্রাঘাত করিল। ঐ আঘাতে খোদাদাদ মৃতবৎ হইয়া থাকিলেন, তদ্দৃষ্টে কুমারেরা, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে মনে করিয়া, সত্বর স্ব স্ব শিবির উত্তোলনপূর্ব্বক বাটী গমন করিল। ডাইয়র বেকর রাজার কন্যা খোদাদাদের রক্তাক্ত দেহ ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্রেরা নগরে পুনরাগত হইলে, হারানাধিপতি হারাণ পুত্রগণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিলেন। রাজপুত্রেরা রাক্ষসপুরীর কথা অথবা খোদাদাদকর্ত্তৃক প্রাণ রক্ষার কথা না বলিয়া, অন্য কথা বলিয়া রাজাকে শুনাইলেন।

এ দিকে খোদাদাদ মৃতবৎ হইয়া শিবিরমধ্যে রহিলেন, তাঁহার ভার্য্যা শোকে অতিমাত্র কাতরা হইয়া, নেত্র-নীরে স্বামির তাবদঙ্গ আর্দ্র করিয়া রোদন দ্বারা গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা কহিলেন হে খোদাদাদ! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল, তুমি যে ভ্রাতৃগণকে রাক্ষসের উদরহইতে উদ্ধার করিলে, তাহারা তোমাকে এমন নিষ্ঠুররূপে সংহার করিল। হায়, তাহারা কখন মনুষ্য নহে, অবশ্য পিশাচ হইবে, তোমার বিনাশার্থ মনুষ্যাকার ধারণ করিয়াছিল। এই প্রকার খেদ করিতে করিতে রাজকন্যা দেখিলেন যে খোদাদাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শ্বাস বহিতেছে, তাহাতে অবিলম্বে নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়া, তথাহইতে এক জন অস্ত্রচিকিৎসক লইয়া আসিলেন, কিন্তু আসিয়া দেখিলেন খোদাদাদ তথায় নাই। তাহাতে অনুমান করিলেন ... ইতো-

হ্মানে রাজকন্যা আরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক রাজকন্যাকে নানামত সান্ত্বনা করিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন।

তথায় দুই তিন দিবস থাকিয়া রাজকন্যার শোকের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, বৈদ্য তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকন্যা কোন কথা গোপন না করিয়া, আদ্যন্ত সকল বৃত্তান্ত অবিকল কহিলেন। তৎশ্রবণে চিকিৎসক রাজকন্যাকে ভরসা দিয়া, বলিলেন তুমি শোক পরিত্যাগ কর, রাজপুত্রদিগের কুকর্ম্মের বিবরণ রাজার গোচর করিতে হইবে, তাহা হইলে রাজপুত্রদিগের অবশ্য দণ্ড হইবে। রাজকন্যা ইহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মতা হইলেন, অতঃপর দুইটা উষ্ট্রে দুই জনে আরোহণ করিয়া হারান নগরে গমন করিলেন। তথায় এক পণ্যশালায় অবস্থিতি করিয়া, দোকানিকে রাজবাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দোকানি কহিল খোদাদাদ-নামা, পীরোজ রাণীর গর্ভজাত, রাজার এক পুত্র, ছদ্মবেশে রাজসভায় আসিয়াছিলেন, রাজা তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। পরে রাজকুমারের জননী বহু দিবসাবধি পুত্রের সংবাদ না পাইয়া, সামরিয়া দেশ হইতে রাজসভায় আগতা হইয়া, সকল সংবাদ কহিয়াছেন। রাজা, যুবরাজ খোদাদাদের উদ্দেশ না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন, তাঁহার আর সকল পুত্র নির্গুণ, রাজা তাঁহাদের কাহারো প্রতি সন্তুষ্ট নহেন।

এই সকল কথা শুনিয়া, চিকিৎসক বিবেচনা করিলেন, পীরোজ রাণীর সঙ্গে রাজকন্যার সন্দর্শন হইলে ভাল হয়। অতএব রাজপুত্রবধূকে পণ্যালয়ে রাখিয়া, রাজরাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় জন নগরে গমন করিলেন। নগর প্রবেশ করিয়া, রাজপুরীর নিকটে গিয় দেখিলেন, এক উত্তম সুসজ্জিত অশ্বতরী আরোহণে এক রমণী আসিতেছেন, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কয়েক নারী অশ্বারোহণে, তদ্ভিন্ন বহুসঙ্খ্যক প্রহরী ও কাফরী ভৃত্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে আসিতেছে। ঐ নারীর আগমনে পথিকগণ পথের দুই পার্শ্বে সারি দিয়া দণ্ডায়মান হইল। নারী গমন করিলে পথিকেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। চিকিৎসকও সেই প্রকার প্রণাম করিলেন।

তদনন্তর তিনি এক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কোন রাজমহিষী হইবেন বটে? পথিক কহিল হাঁ ভাই, ইনি রাজমহিষীই বটেন, এবং সর্ব্বগুণান্বিত খোদাদাদ ইহাঁর পুত্র, এই জন্য সকল মহিষী অপেক্ষা ইনি অধিক মান্য।

চিকিৎসক এই কথা শুনিয়া, রাজমহিষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। খোদাদাদের প্রত্যাগমনের জন্য হারানাধিপতি যে স্বস্ত্যয়নাদি করাইতেছিলেন তাহার আনুকূল্যার্থে পীরোজ রাণী মঠে যাইতেছিলেন। তথায় গিয়া রাণী দান বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং রাজপুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী ভূরি ভূরি লোকের গমনাগমনে মঠ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চিকিৎসক জনতার মধ্য দিয়া রাণীর প্রহরিদিগের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। দেবার্চ্চনাদি সাঙ্গ হইলে, নৃপদারা যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন ঐ বৈদ্য এক অনুচরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভাই আমি এই রাজমহিষীকে কোন বিশেষ কথা বলিতে চাহি, তুমি আমাকে ইহাঁর নিকটে লইয়া যাইতে পার? ভৃত্য বলিল যদি খোদাদাদের কোন সংবাদ বলিতে পার, তবেই লইয়া যাইতে পারি, নতুবা সাক্ষাতের কোন উপায় নাই, খোদাদাদের কথা ভিন্ন রাণী আর কোন কথা কহেন না এবং শুনেন না। বৈদ্য বলিলেন হাঁ ভাই, আমি খোদাদাদের সংবাদ আনিয়াছি। ভৃত্য বলিল তবে আমার সঙ্গে রাজবাটীতে আইস, সেইখানে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিব।

রাজমহিষী রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিলে, ভৃত্য তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল, এক ব্যক্তি খোদাদাদের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, সে আপনার নিকটে আসিতে প্রার্থনা করে। এই কথা শ্রবণমাত্র ভূপালজায়া তাহাকে তখনি আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিঙ্কর চিকিৎসককে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, রাণী দুই বিশ্বস্ত বন্দিনী ব্যতীত আর আর অনুচর সকলকে তথাহইতে বিদায় করিয়া, বৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খোদাদাদের কি সংবাদ আনিয়াছ কহ। বৈদ্য রাজমহিষীকে প্রণিপাত করিয়া খোদাদাদ ও তাঁহার ভ্রাতগণের মধ্যে

যাহা যাহা হইয়াছিল বিস্তারপূর্ব্বক সমুদায় কহিতে লাগিলেন। রাণী মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে খোদাদাদের হত্যার বিবরণ আরম্ভ হইল, রাণী সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অজ্ঞান-প্রায় শয্যাতে পড়িলেন। তাঁহার চেতনা হইলে, চিকিৎসক অবশিষ্ট সংবাদ কহিল। তৎশ্রবণানন্তর রাণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৈদ্যকে কহিলেন তুমি আমার পুত্রবধূকে লইয়া আইস, তোমার এই পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই হইবে।

চিকিৎসক গমন করিলে পর, পীরোজ রাণী পুত্রশোকে ব্যাকুলা হইয়া পুনর্ব্বার শয্যাতে পড়িলেন, বলিলেন খোদাদাদ তোকে কি আর দেখিতে পাইব না! তুই যখন আমার নিকটে বিদায় হইয়া আইলি, তখন দূর দেশে তোর এই প্রকার মৃত্যু হইবে ইহা স্বপ্নেও জানি না। এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা তথায় আসিয়া, রাণীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বুঝি খোদাদাদের কোন অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে? রাণী মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক বলিলেন আর কি জিজ্ঞাসা করেন, সকল আশা ভরসা শেষ হইয়াছে, খোদাদাদের মৃত্যু হইয়াছে, অধিক দুঃখের বিষয় এই, তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি হয় নাই, আর হইবার প্রত্যাশাও নাই, যেহেতু বোধ হইতেছে তাহার শব শৃগাল কুক্কুরে আহার করিয়াছে। ইহা বলিয়া চিকিৎসকের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সমুদয় রাজাকে কহিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজার বিপর্য্যয় ক্রোধোদয় হইল, তিনি রাণীকে বলিলেন হে প্রেয়সি আমার যে সন্তানদিগের কুকর্ম্মে তোমার অশ্রুধারা পড়িতেছে ও যাহারা তোমার শোকের মূল হইয়াছে, তাহাদিগের যথোচিত দণ্ড করিতেছি। ইহা বলিয়া রাগে জর্জ্জরীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সভাতে গমন করিলেন। সভাসদগণ রাজার ক্রোধ দৃষ্টে মহা শঙ্কিত হইল। মহীপাল সিংহাসনোপবেশন করিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন শুন, তুমি এখনি সহস্র পদাতিক লইয়া আমার ঊনপঞ্চাশ পুত্রকে বন্ধন করিয়া আন এবং হত্যাকারিরা যে কারাগারে বদ্ধ থাকে তথায়

তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখ, ইহাতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। এই আজ্ঞা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক আরো সশঙ্কিত হইল। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখনি গমন করিলেন। মন্ত্রির গমনের পর রাজা সভাস্থ ও অমাত্যগণকে বলিলেন, এক মাস পর্য্যন্ত কোন রাজকার্য্য হইবে না। এই আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বিদায় হইল। রাজমন্ত্রী পুনরাগত হইলে ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, পাপিষ্ঠদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছ কি না। মন্ত্রী বলিলেন মহারাজের আজ্ঞা পালন করিয়াছি। ভূপতি কহিলেন মন্ত্রী তোমাকে আর এক কর্ম্ম করিতে হইবে, তুমি অমুক পণ্যালয় হইতে রাজকন্যাকে শীঘ্র আনয়ন কর। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজসভাসদগণ সমভিব্যাহারে পণ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক, রাজকন্যাকে তাবদ্বিবরণ অবগত করাইলেন এবং তাঁহাকে অপূর্ব্ব শ্বেতবর্ণ অশ্বতরীতে আরোহণ করাইয়া, রাজপুরীতে আনয়ন করিলেন। বৈদ্য তাতারদেশীয় এক অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। রাজকন্যার আগমনকালে রাজপথ লোকে পরিপূর্ণ হইল এবং নগরস্থ লোকেরা আপন আপন বাটীর ছাদ ও গবাক্ষ হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। রাজপুত্রবধূ রাজপুরীর সম্মুখে আসিলে, রাজা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে অশ্বতরী হইতে অবরোহণ করাইয়া, তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক পীরোজ রাণীর অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

নরেন্দ্রসুতা অন্তঃপুরে স্বামির জনক ও জননীকে দেখিয়া যেমন শোকাকুলা হইলেন, রাজা ও রাণী মৃত পুত্রের ভার্য্যাকে দেখিয়া তনয়স্মরণে ততোঽধিক শোকাকুল হইলেন। রাজনন্দিনী শ্বশুরচরণে প্রণাম করিয়া, পদদ্বয় চক্ষের বারিতে আর্দ্র করিলেন, এবং অত্যন্ত শোক জন্য কতক্ষণ বাক্যালাপে অসমর্থা থাকিলেন, পরে রাক্ষসপুরী ও খোদাদাদের মৃত্যুর বিবরণ কহিয়া, রাজপুত্রদিগের বিশ্বাসঘাতকতার বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন তনয়ে, তুমি তজ্জন্য চিন্তিত হইও না, আমি ঐ কুলাঙ্গারদিগের মস্তক ছেদন করিব, কিন্তু অগ্রে খোদাদাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিব

তৎপরে ইহা হইবে, নতুবা, প্রজাগণ বাদী হইবে, ইতিমধ্যে পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও করা যাউক। ইহা বলিয়া মন্ত্রিকে হারান নগরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে, শ্বেতবর্ণ চিক্কণ প্রস্তরে এক গাম্বুজ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজমন্ত্রী বহুসংখ্যক রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত করিয়া অল্পকালের মধ্যে এক গাম্বুজ প্রস্তুত করিলেন। ঐ গাম্বুজের মধ্যস্থলে খোদাদাদের প্রতিরূপ এক প্রস্তরময় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। গৃহ সমাপ্ত হইলে রাজা ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত আজ্ঞা দিলেন, এবং রাজপুত্রের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার দিন স্থির করিয়া, নিয়মিত যাগযজ্ঞাদি করাইলেন। তাহাতে অষ্ট দিবস গত হইল। নবম দিবসে বিশ্বাসঘাতক পুত্রগণের প্রাণদণ্ড হেতু বধমঞ্চ প্রস্তুত হইল, তদ্দর্শনার্থে প্রজামণ্ডলী সোল্লাসচিত্তে সমাগত হইল।

রাজপুত্রগণের মুণ্ডচ্ছেদন স্থির হইয়াছে, বিলম্ব নাই, এমন সময়ে হঠাৎ এক দূত আসিয়া কহিল যে, চতুর্দ্দিকস্থ রাজগণ অগণ্য সৈন্য লইয়া সংগ্রাম করিতে আসিতেছেন। হঠাৎ এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মহা শঙ্কিত হইলেন, এবং খেদ করিয়া বলিলেন, খোদাদাদ বর্ত্তমান থাকিলে, এই সকল শত্রুগণকে ভয় করিতে হইত না। অনন্তর অনর্থক কালগৌণ না করিয়া তখনি সংগ্রাম সজ্জা করিলেন, এবং শত্রুগণ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য সৈন্য লইয়া স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। শত্রুগণ রাজার আগমনে গমনে ক্ষান্ত দিয়া, প্রান্তরমধ্যে রণসজ্জা করিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাজা তাহা দেখিয়া আপন সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মহাবলপূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ করিলেন। শত্রুসৈন্য অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিল, তাহাতে উভয় পক্ষে অসংখ্য প্রাণী হত হইল, কিন্তু কোন পক্ষে জয় নিশ্চিত হইল না। তদনন্তর শত্রুদল সবল হইয়া রাজাকে বেষ্টন করিতে উদ্যত হইল, এমন সময় আর এক দল অশ্বারোহী সৈন্য, হঠাৎ প্রান্তরে আসিয়া, উভয় সেনার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইল, এবং হারানাধিপতির শত্রুবর্গকে এমত বেগে আক্রমণ করিল যে তাহাতে তাহারা

ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ তাহাদের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া অধিকাংশ সেনাকে সংহার করিল।

এই অশ্বারোহি সেনাগণ শত্রুজয় করিলে, রাজা রণজেতা পরম বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য, অগ্রসর হইয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন যে ঐ বীর পুরুষ তাঁহার নিকটে আসিতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে, রাজা দেখিলেন যিনি তাঁহার শত্রুগণকে পরাস্ত করিলেন, তিনি তাঁহার পুত্র খোদাদাদ। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া অসীম আনন্দ ও অলৌকিক আশ্চর্য্যে স্পন্দহীন হইলেন। খোদাদাদ বলিলেন হে রাজেশ্বর! আমাকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন চমৎকার নহে, কেননা রাষ্ট্রমধ্যে আমার মৃত্যু প্রচারিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ আমার বাঁচিবার প্রত্যাশা ছিল না, তবে তোমার শত্রুগণকে পরাভব করিয়া তোমার রাজ্য রক্ষা করিব, বুঝি, এই জন্যই পরমেশ্বর আমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজা বলিলেন, হে তনয়! অদ্য আমার কি সৌভাগ্য, তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম, তোমাকে পুনর্ব্বার দেখিবার আশা ভরসা কিছুই ছিল না। ইহা বলিয়া বাহু বিস্তার করাতে, যুবরাজ পিতার ক্রোড়মধ্যে গেলেন। রাজা সন্তানকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া বলিলেন হে নন্দন! আমি সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছি, আমার অার আর পুত্রেরা তোমার দ্বারা উদ্ধৃত হইয়া তোমার প্রতিই যে কুব্যবহার করিয়াছিল তাহা সমস্ত শুনিয়াছি, কল্য তাহাদিগের যথোচিত প্রতিফল হইবে। খোদাদাদ জিজ্ঞাসা করিলেন হে পিতঃ! এই সকল সংবাদ আপনি কোথায় শুনিলেন, বুঝি ভ্রাতারা মনস্তাপ পাইয়া তাহা বলিয়াছেন? রাজা বলিলেন তাহারা কিছুই বলে নাই, ডাইয়রবেকরের রাজার কন্যা বিস্তারিত বলিয়াছেন, তিনি বিচারাকাঙ্ক্ষায় আমার সমীপে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে আপন পুরীতে রাখিয়াছি। এই কথা শুনিয়া খোদাদাদ, অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন তবে রাজপুরে চলুন, জননী ও রাজকন্যা আমার শোকে ব্যাকুলা আছেন, শীঘ্র গিয়া তাঁ... শুনিয়া রাজা

তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া, পুত্র সমভিব্যাহারে জয়োল্লাসে নগর প্রবেশ করিলেন। নগরস্থ লোক রাজার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, ও রাজপুত্রের প্রশংসাধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইল।

রাজরাণী ও রাজকন্যা রাজাকে আনন্দাহ্বান করিবেন ইহাই ভাবিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, যখন দেখিলেন রাজার সমভিব্যাহারে খোদাদাদ আসিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের কি আনন্দোদয় হইল, বিবেচনা করিয়া দেখুন। পূর্ব্বে যে চক্ষুহইতে কেবল শোক-বারি বহির্গত হইতেছিল, এখন সেই চক্ষুহইতে অনর্গল আনন্দ বারি নির্গত হইতে লাগিল। খেদ ও প্রেম-বাচক কথা বার্ত্তা শেষ হইলে, রাণী খোদাদাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে তনয়! তুমি কিরূপে যমহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ, আমাকে বল। রাজপুত্র বলিলেন জননি! যৎকালে আমি শিবিরমধ্যে জ্ঞানশূন্য পড়িয়াছিলাম, তৎকালে এক জন কৃষক একটা গর্দ্দভারোহণ করিয়া যাইতেছিল, আমাকে মৃতবৎ দেখিয়া গর্দ্দভের উপর বন্ধন করিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল, এবং কতকগুলা পত্র চর্ব্বণ করিয়া আমার আঘাতীয় স্থানে দিল, তাহাতে আমার শরীর আরোগ্য হইল। আমি আরোগ্য হইয়া কৃষককে অর্দ্ধেক হীর-কাদি দিয়া নগরাভিমুখে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে শুনিলাম চতুর্দ্দিকস্থ নৃপতিগণ পিতার রাজ্য আক্রমণের উপক্রম করিয়াছে। ইহা শুনিয়া, গ্রামস্থলোকদের নিকট আপন পরিচয় দিয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তাহারা অঙ্গীকার করিল, রাজ্যরক্ষা করিবে, তদনন্তর কতকগুলিন বলবান্ যুবা পুরুষকে লইয়া আমি সংগ্রাম জয় করিতে আসিয়াছি।

খোদাদাদের কথা শেষ হইলে, রাজা কহিলেন, পরমেশ্বর খোদা-দাদকে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যে সকল পাপিষ্ঠেরা ইহাকে বিনাশ করণের চেষ্টা করিয়াছিল, অদ্য তাহা-দের মুণ্ডচ্ছেদ হউক। খোদাদাদ কহিলেন জননাথ! যদিও তাহারা বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন, তথাপি তাহারা আপনকার রক্তে ও মাংসে

মার্জ্জনা করিতে আপনাকে অনুরোধ করি। এই বাক্য শুনিয়া রাজার চক্ষে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেলাগিল। তিনি তখনি প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া, খোদাদাদকে আপনার উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া, লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রাজপুত্রদিগকে কারাগারহইতে রাজসভাতে আনয়ন করাইলেন। খোদাদাদ স্বহস্তে তাহাদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। খোদাদাদের এই আচরণ দেখিয়া তাবৎ লোকে তাঁহার আশ্চর্য্য গুণানুবাদ করিতে লাগিল। রাজা চিকিৎসকের পুরস্কারার্থ তাহাকে অসঙ্খ্য ধন দান করিলেন।

শাহারজাদী এই কথা সমাপন করিয়া, পর দিবস রাত্রে আর এক কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

নিদ্রোত্থিতের কথা।

শাহারজাদী কহিলেন, হারুনঅলরশীদ রাজার রাজত্ব-কালে বোগ্দাদ নগরে এক ধনবান্ বণিক ছিলেন। তিনি অধিকবয়স্কা এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার একটিমাত্র পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম আবুহোসেন। বণিক তাহাকে বাল্য কালাবধি অতিশয় শাসনে রাখিয়াছিলেন। পুত্রের ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, বণিক পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে বণিকতনয় পিতার বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন।

আবুহোসেনের রীতি প্রকৃতি পিতার ন্যায় ছিল না। তিনি বাল্যকালাবধি পিতার শাসনে ছিলেন, কখন টাকা কড়ি হস্তে পাইতেন না, এ জন্য, সমবয়স্ক যুবকগণের স্বচ্ছলভাব ও যৌবনামোদের আধিক্য দেখিয়া, মনে মনে অতিশয় দুঃখিত থাকিতেন। পিতার মরণান্তে অসঙ্খ্য অর্থ পাইয়া সুখাভিলাষী হইলেন, এবং প্রাপ্ত ধন দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, এক অংশে [illegible] ক্রয় করিয়া, এই

হইতে থাকিবে, অপরার্দ্ধ সুখোল্লাসে ব্যয় করিয়া, পূর্ব্বে ধনাভাব জন্য যে মনস্তাপ পাইয়াছি তাহার শোধ তুলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আবুহোসেন সমবয়স্ক এবং তদবস্থ কতকগুলি যুবা পুরুষ লইয়া, নিত্য নিত্য নৃত্য ও ভোজ দিতে লাগিলেন, এবং নর্ত্তক নর্ত্তকী ও গায়ক গায়িকা নিযুক্ত রাখিয়া, অহর্নিশ নৃত্য গান ও মদ্যপান ও আহার বিহারে মত্ত থাকিলেন। এইরূপ অপব্যয়ে ধন কত দিন থাকিতে পারে। এক বৎসর অতীত না হইতেই সর্ব্বস্বান্ত হইল। তখন ভোজাদির খর্ব্বতা পড়িল, এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার বাটীতে আসিতে ক্ষান্ত দিল।

আবুহোসেন বন্ধুগণের এই ব্যবহারে অতিশয় মনস্তাপ পাইলেন, তথাপি তাহাদের মনের প্রকৃত ভাব জানিবার জন্য, মনে মনে ভাবিলেন, দেখিদেখি তাহাদের নিকট গিয়া এই কথা বলি যে, আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এক্ষণে আমার দিনপাতের কোন উপায় নাই, ইহাতে তাহারা কি উত্তর করে। ইহা ভাবিয়া, যে ব্যক্তি অত্যন্ত হৃদ্যতা জানাইয়াছিল প্রথমে তাহার বাটীতে যাইয়া, আপন, দুরবস্থা জ্ঞাপনপূর্ব্বক কিছু ঋণ যাচ্ঞা করিয়া, বলিলেন, তাহাতে ব্যবসায় করিয়া কোন প্রকারে দিনপাত করিব। তাহার কপট বন্ধু ঐ কথা শুনিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকে আলয়হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আবুহোসেন অতি দুঃখিত হইয়া, আর কয়েক মিত্রের নিকট গমন করিলেন, তাহারাও দয়া প্রকাশ করিল না। তাহাতে অত্যন্ত মনোদুঃখে স্বালয়ে আসিয়া শপথ করিলেন যে, ইহার পর যত কাল জীবন ধারণ করিব তাহার মধ্যে বোগদাদ দেশীয় কোন ব্যক্তিকে কখন অন্ন দান করিব না। অধিকন্তু এই স্থির করিলেন যে প্রত্যহ রাত্রিতে এক জন ভিন্নদেশীয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই দিবস সন্ধ্যার সময় বোগদাদে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকে গৃহে আনিয়া একত্র আহারাদি করিব, এবং এক রাত্রির অধিক তাহাকে বাটীতে অবস্থিতি করিতে দিব না।

এই সঙ্কল্প করিয়া আবুহোসেন, বাটী ভাড়া ও ভূম্যাদির উপ-

একটী অতিথির আহারের নিমিত্ত যে দ্রব্যের আয়োজন আবশ্যক তাহা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে বোগ্দাদের পুলের উপরে বসিয়া থাকিতেন, এবং বিদেশস্থ লোক দেখিলে তাহাকে প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বভবনে আনিয়া, তাহার সঙ্গে একত্র আহার পান ও কথোপকথনে অনেক রাত্রি বঞ্চন করিয়া, সে রাত্রি তাহাকে গৃহে রাখিয়া প্রাতঃকালে বিদায় করিয়া দিতেন।

কতক দিন এই ভাবে অতীত হইলে পর, এক দিবস বোগ্দাদাধিপতি হারুনঅলরশীদ, এক কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত কিঙ্কর সমভিব্যাহারে, মৌজলদেশীয় সওদাগরের বেশ ধারণ করিয়া, তখনি নৌকাহইতে উঠিলেন এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ প্রাক্‌কালে, পুলের উপর যে স্থানে আবুহোসেন বসিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। আবুহোসেন তাঁহাকে প্রকৃত সাধু অনুমান করিয়া, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত দেখিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিলেন মহাশয়ের শুভাগমনে আমি আনন্দিত হইলাম, আপনি শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এজন্য আমি নিবেদন করি, অদ্য রাত্রিতে আমার আলয়ে ভোজন শয়ন করেন। আর, রাজা তাহার কথা অবহেলন না করেন এ নিমিত্ত, আপন নিয়মের কথাও জ্ঞাপন করিলেন। বোগ্দাদাধিপতি আবুহোসেনের নিয়মের কথা শুনিয়া, তাহার নিগূঢ় ভাব জানিবার জন্য আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আবুহোসেন তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া, আপনি যে ঘরে বসিতেন সেই ঘরের মধ্যে উত্তম স্থানে উপবেশন করাইলেন। আবুহোসেনের মাতা রন্ধনাদি করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিলেন, আবুহোসেন ভূপতিকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে, রাজার ভৃত্য হস্ত মুখ প্রক্ষালনার্থ জল আনিয়া দিল। ইতিমধ্যে আবুহোসেনের মাতা উচ্ছিষ্ট উঠাইয়া, উত্তম উত্তম ফল মূল ও মেওয়া দ্রব্যাদি আনিয়া দিলেন, তাহাও দুই জনে আহার করিলেন। রজনীমুখে গৃহে আলোক আনীত হইলে পর আবুহোসেন রাজভৃত্যকে আহার করিতে বলিয়া, আপনি বোতল ও পানপাত্র আনিয়া রাজার সঙ্গে একত্র বসিয়া পান করিতে লাগিলেন, এবং কথোপকথন

রহস্যাদি হইতে থাকিল। ভূপতি আবুহোসেনের কথা বার্ত্তায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া, পানানন্দ বৃদ্ধি হেতু পুনঃ পুনঃ মদ্য চাহিতে লাগিলেন, তদভিপ্রায় এই--আবুহোসেনর চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, ফলতঃ তাহাই হইল।

আবুহোসেন মদ্যপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হইলে, রাজা তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আবুহোসেন আপন নাম ও ব্যবহারের পরিচয় দিলেন, এবং পিতৃবিভবাদি পাইয়া একাংশ রাখিয়া, অপরাংশ যে প্রকারে নষ্ট করিয়াছিলেন, ও তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত যে প্রকার কুব্যবহার করিয়াছিল, ও তৎপরে তাহাদের কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তির সহিত আহার করিবেন না এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভিন্নদেশীয় একটী অতিথি ভোজন করাইবেন, ইত্যাদি যে যে নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা সমুদায় বিস্তারিত রূপে রাজাকে কহিলেন। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া আরো তুষ্ট হইলেন, এবং আবুহোসেনকে বলিলেন তোমার সুনীতির কথা শুনিয়া আমি বড় তুষ্ট হইলাম, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় যুবা পুরুষেরা যৌবনাবস্থাতে ইন্দ্রিয়াদির সুখে বিরত থাকিতে পারে না, তুমি সে রীতি ত্যাগ করিয়া, যেরূপ বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতে আরো ধন্যবাদ করি।

এইরূপ বিবিধ আলাপে ও পানে অধিক রাত্রি হইলে, বোগদাদাধিপতি আবুহোসেনকে কহিলেন আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি, এক্ষণে শয়নাভিলাষ করি, প্রত্যুষে এখানহইতে প্রস্থান করিব, তৎকালে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হয় কি না হয়, এইজন্য অগ্রে বিদায় হইয়া থাকি। রাজা আরো কহিলেন, তোমার সৌজন্যে আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা বাক্যদ্বারা কহিতে অক্ষম, ইচ্ছা করি কোন প্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাই। তুমি যে অবস্থার মনুষ্য, তাহাতে অবশ্য তোমার কোন না কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ আছে, অতএব আমাকে তাহা অকপটে কহ। আমি যদিও সওদাগর, তথাপি, আপনি হউক অথবা কোন বন্ধুর দ্বারা হউক, তোমার

প্রত্যুপকারের চেষ্টা করিব। আবুহোসেন্ কহিলেন মহাশয় আপনি মহৎ, এই সকল কথা কহিয়া কেবল যে আপনার সৌজন্য প্রকাশ করিতেছেন এমত বোধ করি না, যাহা বলিতেছেন অবশ্য তাহা করিবার মানস রাখেন। কিন্তু আমার কোন কামনা নাই, আমি অর্থাকাঙ্ক্ষা রাখি না, এবং কোন ব্যক্তির উপাসনাও করি না, পরমেশ্বর আমাকে যে অবস্থাতে রাখিয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি। অতএব আপনার সৌজন্য হেতু আপনাকে নমস্কার করি, আপনি এই অধীনের আলয়ে আহার করিয়া যে কৃপা প্রকাশ করিলেন ইহাতেই কৃতার্থ হইয়াছি। তবে এক বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ অসুখ আছে তাহা আপনাকে বলিতেছি। আপনি অবগত আছেন বোগ্দাদ নগর যে কয়েক অংশে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক অংশে এক এক মঠ আছে, ঐ সকল মঠে এক এক জন ইমান আছেন, তাঁহারা, নিয়মিত কালে সকল লোক একত্র হইলে, নমাজ পড়িয়া থাকেন। আমি যে খণ্ডে বাস করি এই খণ্ডের ইমান অতিশয় প্রাচীন ও কঠোরমূর্ত্তি, তত্তুল্য ভণ্ড পৃথিবীতে আর নাই। এই পল্লীতে ঐ আকারের আর চারি জন প্রাচীন মনুষ্য আছে, তাহারা ইমানের আলয়ে যাইয়া এই পল্লীস্থ তাবৎ ভদ্র লোকের হিংসা গ্লানি অপমান ও অপবাদ করে, কাহারও নিষেধ শুনে না, ইহাতে তাবৎ লোক অস্থির। রাজা বলিলেন এই কুরীতি নিবারণ হয় বুঝি তাহাই তোমার বাঞ্ছা। আবুহোসেন উত্তর করিলেন হাঁ, আমার তাহাই বাঞ্ছা, আমি ইচ্ছা করি যে, এক দিবসের নিমিত্ত মহারাজাধিরাজ হারুণঅলরশীদের পরিবর্ত্তে আমি রাজ্যেশ্বর হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করি। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা হইলে তুমি কি কর। আবুহোসেন বলিলেন তাহা হইলে আমি এই চারি বৃদ্ধকে এক এক শত এবং ইমানকে পাঁচ শত বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দেই, তাহা হইলে তাহাদের ভাল শিক্ষা হয়।

বোগ্দাদাধিপতি, আবুহোসেনের এমন মনস্কামনা জানিয়া মনে

করিতে, আবুহোসেনকে বলিলেন তোমার অভিপ্রায় উত্তম বটে, খল লোকে অনর্থক বিশিষ্ট জনের নিন্দা করে তুমি সহ্য করিতে পার না, ইহা অবশ্য ভাল। আমার ইচ্ছা তোমার এই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ফলতঃ ইহা পূর্ণ হইবার বাধা নাই, যদি রাজা তোমার এই সদভিপ্রায়ের কথা শুনেন তবে, বোধ করি, চারি প্রহর কালের নিমিত্ত অবশ্যই তোমাকে আপন রাজপদ ছাড়িয়া দিতে পারেন। এইক্ষণে সে আলাপের প্রয়োজন নাই, অধিক রাত্রি হইয়াছে, শয়ন করা যাউক। আবুহোসেন বলিলেন তাহার বাধা কি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বোতলটা খালি হয় নাই, আসুন যে মদ্যটুকি আছে তাহা পান করিয়া ফেলি, তাহার পর শয়ন করা যাইবে। আর একটী কথাও আপনাকে বলিয়া রাখি, যখন প্রত্যূষে আপনি উঠিয়া যাইবেন, তৎকালে যদি আমার নিদ্রা ভঙ্গ না হয় তবে, ঘরের কপাট মুক্ত রাখিয়া যাইবেন না, বন্ধ করিয়া যাইবেন। অনন্তর, রাজা বোতল লইয়া দুই পাত্র সম্মুখে রাখিয়া, প্রথমতঃ আপনার পাত্রে মদ্য পূর্ণ করিয়া, অবুহোসেনকে বলিলেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আমি এই পাত্র পান করিতেছি। তৎপরে দ্বিতীয় পাত্রে সুরা পূর্ণ করিয়া, আপনার বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত যে এক চমৎকার চূর্ণ ছিল, তাহা গোপনভাবে মদ্যে মিশ্রিত করিয়া, আবুহোসেনকে বলিলেন অবুহোসেন তুমি সমস্ত রাত্রি আমাকে মদ্য ঢালিয়া দিয়াছ, আমি একবার তোমাকে দেই, ইহা বলিয়া ঐ পাত্র তাহার হস্তে দিলেন। আবুহোসেন অতি ব্যগ্রভাবে ঐ পাত্র লইয়া তখনি পান করিলেন, তৎক্ষণেই তাঁহার ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ হইল, এবং তাঁহার মস্তক জঙ্ঘার উপরে নত হইয়া পড়িল। তখন বোগদাদাধিপতি ভৃত্যকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন এই ব্যক্তিকে লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস, আর এই বাটী স্মরণ করিয়া রাখ, এই ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে। রাজাজ্ঞায় কিঙ্কর, আবুহোসেনকে পৃষ্ঠোপরি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রাজা গমনকালে বিস্মৃতিক্রমে দ্বার রুদ্ধ করিলেন না, কপাট মুক্ত রহিল। পরে এক গোপন দ্বার দিয়া

স্বীয় পুরী প্রবিষ্ট হইয়া, রাজা আপন শয্যাগারে গেলেন। তথায় ভৃত্যেরা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল। রাজা তাহাদিগেকে আজ্ঞা করিলেন, এই নিদ্রিত ব্যক্তির বসনাদি ত্যাগ করাইয়া, ইহাকে আমার শয্যাতে শয়ন করাইয়া রাখ। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া, তৎক্ষণাৎ আবুহোসেনকে রাজার পালঙ্কে শয়ন করাইল। তদনন্তর রাজা রাজবাটীর সকল কর্ম্মকারক ও দাস দাসীগণকে ডাকাইয়া বলিলেন তোমরা যে যে ব্যক্তি আমার দরবারে উপস্থিত থাক সকলে এই নিদ্রিত ব্যক্তির নিকটে কল্য উপস্থিত হইবে, এবং আমাকে যেরূপ সম্মান কর ইহাকেও সেইরূপ সম্মান করিবে, ইনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহা পালন কবিবে, এবং কথা বার্ত্তা ও উত্তর প্রত্যুত্তরে ইহাকে বোগদাদাধিপতির ন্যায় সম্বোধন ও সম্ভ্রম করিবে।

বোগদাদেশ্বর এইরূপ আদেশ করিলে পর, সকলে বুঝিল তিনি কৌতুকাভিলাষী হইয়াছেন, অতএব নতশির হইয়া তাহারা বিদায় হইল। তদনন্তর রাজা বাহিরে গিয়া প্রধান মন্ত্রী জাফরকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমি এই এইরূপ করিয়াছি, কল্য প্রাতে ঐ ব্যক্তিকে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট দেখিয়া তুমি আশ্চর্য্য বিবেচনা করিও না, আমাকে যেরূপ সম্মান করিয়া থাক তাহাকেও সেইরূপ করিও, আর ঐ ব্যক্তি যে আজ্ঞা করে তাহা পালন করিও, কোন বিষয়ে অমান্য করিও না। মন্ত্রী যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইলেন। পরে রাজা প্রধান নপুংসক মসরুরকে আজ্ঞা করিলেন যে, আবুহোসেনের নিদ্রা ভঙ্গ না হইতে হইতে আমাকে জাগ্রৎ করিও, আমি দেখিব নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আবুহোসেন কি করে।

এইরূপ আজ্ঞা দান করিয়া হারুনঅলরশীদ ভূপতি, আবুহোসেনের শয়নাগারের পার্শ্ববর্ত্তি কুঠরিতে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

রাজকিঙ্কর ও বন্দিনীগণ আপন আপন অধিকারানুসারে শয্যাগারে যাইয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল।

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নমাজ পড়িবার সময় হইলে, আবুহোসেন

তদ্দ্বারা দেখিলেন, তিনি এক উত্তম ও অতি সুসজ্জিত গৃহে আছেন, ঘরের কড়িকাষ্ঠ ও বরগা সকল চিত্রিত, স্থানে স্থানে স্বর্ণ ও রজত দ্রব্যাদি রহিয়াছে, মেজিয়া রেসমের বিচিত্র বস্ত্রে মণ্ডিত। অধিকন্তু অনেক ষোড়শী রূপসী বাদ্যযন্ত্রাদি ধারণ করিয়া এবং বহুসংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ নপুংসক কিঙ্কর অতি উত্তম বেশ ভূষা করিয়া, সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান আছে। তদ্ভিন্ন শয্যার আচ্ছাদন বস্ত্র সুবর্ণপত্রে অঙ্কিত, এবং মশারির ঝালরে হীরা ও মুক্তা ঝুলিতেছে। আর, শয্যার নিকটেই এক মছলন্দ রহিয়াছে, তদুপরি নানারত্নে ভূষিত একপ্রস্থ রাজবেশ এবং হারুনঅলরশীদ ভূপতির এক মুকুট রহিয়াছে।

এই সকল জ্যোতির্ম্ময় বস্তু অবলোকনে আবুহোসেনের অন্তঃকরণে যে সংশয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। বণিকনন্দন বিবেচনা করিলেন এ সকল স্বপ্ন না হইয়া যায় না, বারান্তরে ভাবিলেন বুঝি আমি রাজ্যাধিপ হইয়াছি, পুনর্ব্বার পূর্ব্বরাত্রে সাধুর সঙ্গে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া মনে করিলেন, বুঝি উৎকট বাতিক জন্মিয়া এই সকল স্বপ্ন উৎপন্ন করিয়াছে। এই প্রকারে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন। ঐ সময়ে নপুংসক সবিনয়ে কহিল ধর্ম্মাবতার রজনী প্রভাতা হইয়াছে, গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা হউক, নমাজের কাল অতীত হয়। তৎপরে রাজপুরীস্থ বন্দিনীগণ আবুহোসেনের সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বংশ বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাদনপূর্ব্বক এক স্বরে সঙ্গীত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ঐ গান বাদ্যে আবুহোসেন অত্যন্ত মোহিত ও উল্লাসিত হইলেন। তিনি এই সমস্ত স্বপ্ন দেখিতেছেন কি প্রকৃত বস্তুই দৃষ্ট হইতেছে ইহা বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়া, দুই হস্ত চক্ষে দিয়া চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে নতশির হইয়া বলিলেন এ সকল কি দেখিতেছি, আমি কোথায়, এই রাজঅট্টালিকা কাহার, এই সকল নপুংসক, এই সব সুসজ্জিত কিঙ্কর, এই সমস্ত পরম রূপবতী যুবতী ও সঙ্গীতকারিণী রমণী কোথাহইতে আসিল।

অনন্তর আবুহোসেন চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক মস্তক তুলিয়া দেখিলেন যে অরুণোদয় হইয়াছে, সূর্য্যের কিরণ গবাক্ষে আসিয়া লাগিতেছে। মস্তকোত্তোলন করিবামাত্র খোজাধ্যক্ষ তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল, ধর্ম্মাবতার কিঙ্করের অপরাধ মার্জ্জনা হউক, আপনার গাত্রোত্থানের নিরূপিত কাল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেলা হইয়াছে, এবং নমাজের সময় অতীত হইয়াছে। খোজাধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া আবুহোসেনের মনে আর সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তখন কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছ এবং কাহাকে ধর্ম্মাবতার বলিতেছ তাহা তোমার বোধ আছে, বুঝি তুমি আমাকে চিন না, ভ্রম প্রযুক্ত আমাকে এরূপ সম্বোধন করিয়া বলিতেছ। অন্য কোন ভৃত্য হইলে এই কথার উত্তর দানে অশক্ত হইত। মসরুর বলিল মহারাজ আমার পরীক্ষা জন্য বুঝি এ সকল কথা বলিলেন, আপনি পুণ্যাত্মা পালক এবং তাবৎ পৃথিবীর স্বামী ও ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বরের প্রতিভূ। মসরুর মহারাজের দাস, এতকাল মহারাজের চরণসেবা করিয়া, এখন মহারাজকে চিনি না একথা কি প্রকারে আজ্ঞা করিলেন।

আবুহোসেন খোজাধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া, পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক গৃহসজ্জাদি দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং তখনও নিদ্রাবেশে আছেন কি না, তাহা নিশ্চয় করণার্থ, নিকটবর্ত্তি এক যুবতীকে স্বীয় অঙ্গুলী দংশন করিতে দিলেন। নারী আজ্ঞা পালনার্থ অঙ্গুলী দংশন করিল। আবুহোসেন তাহাতে বেদনা বোধ করিয়া হস্ত টানিয়া লইলেন, আর তখন বুঝিলেন যে নিদ্রিত নহেন জাগ্রদবস্থায় আছেন। কিন্তু এক রাত্রে কিরূপে রাজ্যেশ্বর হইলেন তাহা কোন প্রকারে বুদ্ধিতে আসিল না।

অনন্তর আবুহোসেন গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ভূমিতে পদক্ষেপ করিবামাত্র রাজকর্ম্মচারী ও বন্দিনীগণ এই কথা বলিয়া মঙ্গলধ্বনি

করুন। এই মঙ্গলধ্বনি শ্রবণে আবুহোসেন অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। তৎপরে দাসগন তাঁহাকে রাজবেশ পরিধান করাইল।

তদনন্তর ঐ ঘর অবধি রাজসভা পর্য্যন্ত ভৃত্য ও নারীগণ শ্রেণি-দিয়া দণ্ডায়মান হইল, তন্মধ্য দিয়া খোজাধ্যক্ষ তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া চলিল। সভাদ্বারে আসিবামাত্র আর এক কিঙ্কর দ্বার মুক্ত করিল, আবুহোসেন সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তৎপরে মন্ত্রী ও সভাসদগণ অভিবাদন করিল।

ইহার মধ্যে হারুনঅলরশীদ ভূপতি সভা সংলগ্ন এক কুঠরীতে গিয়া বসিলেন। তিনি দেখিলেন তিনি আপনি যেমত গম্ভীরভাবে সিংহাসনে বসিতেন আবুহোসেন সেই ভাবে বসিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মনে মনে বড় সন্তোষান্বিত হইলেন।

সভ্যগণের অভিবাদনাদি সমাপন হইলে, প্রধান মন্ত্রী সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণানন্তর, কাগজ হস্তে ধরিয়া রাজকার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলেন। ফলতঃ সে দিবস কোন গুরুতর মকদ্দমা উপস্থিত ছিল না। অনন্তর আবুহোসেন, শান্তিরক্ষককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন শান্তিরক্ষক, তুমি অমুক পল্লীতে অমুক গলিতে যাও, তথায় এক মঠ আছে, ঐ মঠে এক ইমান থাকে এবং তৎসঙ্গী শ্বেতশ্মশ্রু বিশিষ্ট আর চারি জন বৃদ্ধ আছে, তাহা-দিগকে আনিয়া, প্রত্যেককে এক এক শত ও ইমানকে চারি শত বেত্রাঘাত কর, তৎপরে তাহাদিগকে ছিন্ন বাস পরিধান এবং উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইয়া, উষ্ট্রের লাঙ্গূলের দিকে মুখ করিয়া তাবন্নগরে ভ্রমণ করাও, আর তাহাদের সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে দাও, সে এই কথা বলিতে বলিতে যায় যে, "যে সকল লোক পরনিন্দা এবং প্রতিবাসী-গণের মিথ্যা গ্লানি করিয়া তাহাদের মনোভঙ্গ করে ও বিবাদ ঘটায় সেই সকল লোকের এমন দণ্ড হয়।" এবং ইহাও আমার মানস, তুমি ঐ পাঁচ ব্যক্তিকে কহিয়া দাও, ভবিষ্যতে তাহারা ঐ পল্লীতে বাস বা পদার্পন না করে। শান্তিরক্ষক এই কথা শুনিয়া, অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

হারুনঅলরশীদ ভূপতি দুষ্ট দমনার্থ আবুহোসেনকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে আজ্ঞা প্রদান করিতে দেখিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর, শান্তিরক্ষক রাজাজ্ঞা পালনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইল, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণানন্তর, যে যে লোকের সাক্ষাতে আজ্ঞা পালন করিয়াছিল, তাহাদের নামাক্ষরযুক্ত এক কাগজ আবুহোসেনের হস্তে দিল। আবুহোসেন দেখিলেন তাঁহার পরিচিত কয়েক জন লোকের নাম স্বাক্ষরিত আছে, তদ্দৃষ্টে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর প্রধান মন্ত্রিকে বলিলেন তুমি ধনরক্ষকের নিকটহইতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, লম্পটরূপে খ্যাত আবুহোসেনের মাতাকে এই বলিয়া দিয়া আইস যে, বোগদাদাধিপতি তোমাকে এই মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে পল্লীতে শান্তিরক্ষককে এখনি প্রেরণ করিয়াছিলাম সেই পল্লীতে তাহার ঘর। রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ ধনরক্ষকের নিকটহইতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আবুহোসেনের মাতাকে দিয়া আসিলেন। পরে খোজাধ্যক্ষ মসরুর আসিয়া মন্ত্রী ও সভাসদ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে সঙ্কেত দ্বারা জানাইল যে অদ্যকার দরবার এই পর্য্যন্ত হইল। তাহাতে মন্ত্রী ও সভাসদ ও আর আর কর্ম্মচারী সকলে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তৎপরে আবুহোসেন সিংহাসনহইতে অবরোহণপূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন তথায় গমন করিলেন। মন্ত্রী অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কিঙ্করগণ তাঁহাকে আহারার্থ অন্তঃপুরস্থ এক ঘরে লইয়া গেল, তথায় কতিপয় রূপবতী নারী বাদ্যযন্ত্র ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা ছিল, আবুহোসেনের আগমনমাত্র তাহারা সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তচ্ছ্রবণে আবুহোসেন অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। ঐ গৃহের মধ্যস্থলে এক মেজের উপর, বড় বড় সুবর্ণ থাল ও রেকাবিতে পক্কান্ন ও নানা জাতীয় মাংসের ব্যঞ্জন ছিল, তাহার সৌগন্ধ্যে তাবৎ ঘর আমোদিত হইয়াছিল। এবং পরম সুন্দরী সাত যুবতী অপূর্ব্ব বেশ ভূষা করিয়া, আহারকালে আবুহোসেনকে বায়ুব্যজন করণার্থ, এক এক খান পাখা হস্তে মেজের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মানা ছিল। আবুহোসেন কিয়ৎকাল

গৃহের শোভা এবং নারীগণের লাবণ্য অবলোকনে চিত্ত সন্তোষ করিয়া, আহারে বসিলেন, এবং ব্যজনকারিণী সাত রমণীর মধ্যে এক রমণীকে বায়ু ব্যজনে নিযুক্ত রাখিয়া, ছয় নারীকে সারি দিয়া দুই পার্শ্বে বসাইয়া; তাহাদের সঙ্গে আহার ও আলাপ আরম্ভ করিয়া, তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল আমাদের এক জনের নাম শুভগ্রীবা, দ্বিতীয়ের নাম প্রবালাধরা, তৃতীয়ের নাম সুধাংশুবদনী, চতুর্থের নাম অরুণবরণী, পঞ্চমের নাম নয়নসুখা, ষষ্ঠের নাম মনোরমা, সপ্তমের নাম মধুরস্বরা। আবুহোসেন এই সকল নাম শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকের নামের গুণ সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুরী বিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। রাজা তাহা দেখিয়া মনে২ ধন্যবাদ করিলেন।

আবুহোসেনের ভোজন সমাপন হইলে, নপুংসক তাঁহাকে অন্য গৃহে লইয়া গেল। ঐ ঘর পূর্ব্বমত বড় এবং উত্তম ছবি ও স্বর্ণ রূপার পাত্রে এবং গালিচা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যে সুশোভিত ছিল। ঐ গৃহে ভিন্ন ভিন্ন সাত সম্প্রদায় সঙ্গীতকারিণী নারীও উপস্থিতা ছিল, আবুহোসেন আসিবামাত্র তাহারা গান বাদ্য আরম্ভ করিল। এইরূপ আমোদে দিবাবসান হইল।

রজনীমুখে মসরুর তাঁহাকে আর এক ঘরে লইয়া গেল। ঐ গৃহ পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উত্তমরূপে সুসজ্জিত ছিল। এই ঘরে স্বর্ণের সাতটা বড় বড় ঝাড় ছিল, তাহা জ্বালিয়া দেওয়াতে অতি সুন্দর আলোক হইল। এবং এঘরেরও গান বাদ্য কারিণী রমণী অনেক ছিল, এবং পরম লাবণ্যবতী সাত যুবতী চামরহস্তে মেজের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মানা ছিল। আর মেজের উপর সাতখান বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে পিষ্টক ও শুষ্ক মিষ্টান্ন ও অন্যান্য যে সামগ্রী দ্বারা পানশক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা সাজান ছিল। অধিকন্তু এই ঘরে অতি উৎকৃষ্ট মদ্যে পরিপূর্ণ এক মদ্যাধার ছিল, এবং তন্নিকটে অতি উত্তম গঠনের সাতটী রেলওয়ারের পানপত্র ছিল। অন্য দুই স্থানে আহারকালে মদ্যের সম্পর্ক ছিল না, এবং আবুহোসেন জল ব্যতীত আর কোন দ্রব্য পান করেন

নাই, তাহার কারণ বোগ্দাদ নগরে কি নীচ কি ধনী সকলের ঘরে এবং রাজপুরে এই রীতি ছিল, দিবসে কেহ মদ্য পান করিত না। দিবসে মদ্য পান করিলে, কেহ গৃহের বাহির হইতে পারিত না।

আবুহোসেন উপবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ সাত রমণীকে দেখিয়া আরো উল্লাসিত হইলেন, যেহেতু ইহারা পূর্ব্ব দুই ঘরের নারীগণ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী। ইহাদের নাম জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি এক নারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নারী কহিল আমার নাম মুক্তদশনা। আবুহোসেন বলিলেন হে মুক্তদশনে! তুমি আমাকে এক পাত্র মদ্য আনিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া নারী তখনি মদ্যাধারহইতে এক পাত্র মদ্য আনিয়া সহাস্য বদনে আবুহোসেনের হস্তে দিল। আবুহোসেন ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক পাত্র লইয়া বলিলেন মুক্তদশনে তোমার কুশলার্থ আমি এই মদ্য পান করিতেছি, তুমি আর এক পাত্র পূর্ণ করিয়া আমার মঙ্গলার্থ পান কর। এই কথায় নারী আর এক পাত্র মদ্য আনিল, কিন্তু পান করিবার পূর্ব্বে একটী গান করিল, সেই গানের নূতন ভাবে এবং কামিনীর সুমধুর স্বরে আবুহোসেন অত্যন্ত মোহিত হইলেন।

তদনন্তর আবুহোসেন আর আর নারীকেও সেইরূপ নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সেইরূপ মদ্য আনিতে কহিলেন। মহারাজ হারুন-অলরশীদ গুপ্ত স্থান হইতে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

পরিশেষে মুক্তদশনা মদ্যাধার হইতে এক পাত্র মদ্য তুলিয়া, তন্মধ্যে এক প্রকার গুঁড়া মিশাইয়া দিল, আবুহোসেন তাহা দেখিতে পাইলেন না। পরে ঐ পাত্র তাঁহার হস্তে দিয়া বলিল মহারাজ আমি অদ্য একটি নূতন গান রচনা করিয়াছি তাহা শুনাইতে ইচ্ছা করি। আবুহোসেন মদ্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন আমি তোমার গান অবশ্য শ্রবণ করিব, এই কথায় যুবতী বীণা বাদন পূর্ব্বক তান শুদ্ধ করিয়া গান করিতে লাগিল, আবুহোসেন শুনিয়া মোহিত হইলেন।

লেন। তৎপরে গানের প্রশংসা করিবেন এমত মানস ছিল, কিন্তু যে ঘোর নিদ্রা আসিল তাহাতে বাক্যশক্তিরহিত হইয়া একবারে মেজের উপর পড়িলেন, মদ্যপাত্রটা হস্ত হইতে নীচে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া হারুনঅলরশীদ ভূপতি মহা আনন্দে গুপ্ত স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া, এক নপুংসককে আজ্ঞা করিলেন, ইহাকে ইহার পূর্ব্ব বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া ইহার বাটীতে রাখিয়া আইস।

আজ্ঞামাত্র কিঙ্কর আবুহোসেনকে স্কন্ধে লইয়া, তাহার গৃহে পালঙ্কের উপর শয়ন করাইয়া রাখিয়া আসিল, এবং রাজাকে সংবাদ কহিল। রাজা ভাবিলেন আবুহোসেন মঠধারি ও তৎসঙ্গি নিন্দুকগণের দণ্ডার্থ এক দিবস ভূস্বামী হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, অতএব তিনি অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন।

এ দিকে আবুহোসেন চূর্ণের মাদকতা শক্তি প্রযুক্ত পর দিবস অনেক বেলা পর্য্যন্ত অচেতনে নিদ্রা গেলেন। তাহার পর নেশা ছুটিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, আপন গৃহে রহিয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে, রাজগৃহের নারীগণের নাম স্মরণ পূর্ব্বক, মুক্তদশনা, শুকতারা, সুধাংশুবদনি তোমরা কোথায়, এখানে আইস, এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার গর্ভধারিণী তাহা শুনিয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে তনয়! তুমি কাহাকে ডাকিতেছ, তোমার কি পীড়া হইয়াছে? আবুহোসেন এই কথায় মহা রাগান্বিত হইয়া মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন হাঁগো ভালমানুষের মেয়ে! তুমি কাহাকে পুত্র সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছ। তাঁহার মাতা বলিলেন তোমাকে পুত্র সম্বোধন করিতেছি, তুমি কি আবুহোসেন নহ, তুমি কি আমার পুত্র নহ? আবুহোসেন কহিলেন ওরে বুড়া মাগী, তোর পুত্র কে, আমি পুণ্যাত্মা পালক বোগদাদাধিপতি। তাঁহার মাতা কহিলেন বাছা এমন কথা কহিও না, ইহা শুনিলে লোকে তোমাকে উন্মত্ত কহিবে।

... আমি উন্মত্ত নহি, তুই মাগীই আপনি

পাগল, আমি ধর্ম্মপালক ও পরমেশ্বরের প্রতিভূ বোগদাদেশ্বর। আবু-হোসেনের মাতা কহিলেন হে নন্দন! তোমার যেসকল কথা শুনিতেছি তাহাতে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য বোধ হইতেছে। হায়! তোমার দেহে কোন্ কুগ্রহ প্রবেশ করিল যে, তুমি এমত ভ্রান্ত কথা কহিতেছ। কিন্তু বাছা আমার কথা শুন, ওরূপ বাক্য আর কহিও না, ইহাতে আপদ উপস্থিত হইবার বাধা নাই। আইস অন্যালাপ করা যাউক, তুমি শুনিয়াছ মঠধারী ও তৎসমভিব্যাহারী চারি সেখের কি হইয়াছে? কল্য শান্তিরক্ষক এই পল্লীতে আসিয়া প্রথমতঃ ঐ পঞ্চ জনকে বন্ধন করিয়া, প্রত্যেক জনকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিল, তাহার পর তাহা-দিগকে উষ্ট্রে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে লইয়া গেল। আর তাহাদের অগ্রে অগ্রে এক ব্যক্তি এই কথা উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল যে, নিন্দুকের এই দণ্ড। পরে তাহাদের প্রতি এই আদেশ হইয়াছে, তাহারা এ পল্লীতে আর কখন পদার্পণ করিতে পারিবে না।

আবুহোসেনের মাতা পুত্রকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য এই কথা বলিল, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফলোৎপত্তি হইল, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তিনি ঐ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, অতএব মাতাকে কহিলেন তুই জানিস না, আমার আজ্ঞাতে ঐ পাঁচ জনের শাস্তি হইয়াছে, অতএব ইহাতে নিশ্চয় বোধ কর, আমি পুণ্যাত্মা পালক বোগদাদেশ্বর। তাহার মাতা এই কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া, পুত্রের মতিভ্রম হইয়াছে ইহাই নিশ্চয় করিয়া, কহিলেন হে তনয় তুমি এরূপ বাক্য আর কহিও না, পরমেশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করুন। এই স্নেহ-বাক্যে আবু-হোসেন আরো ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং মাতাকে ধমকিয়া বলি-লেন, তুই জানিস না আমি ধর্ম্মাত্মা পালক, এ কথা কতবার বলিব।

আবুহোসেনের এই সকল বাক্য শ্রবণে তাঁহার গর্ভধারিণীর মনে আর সন্দেহ রহিল না, তিনি নিতান্তই মনে করিলেন পুত্র ক্ষিপ্ত হই-য়াছে। অতএব মহা শোকে ব্যাকুলা হইয়া আপন শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। আবুহোসেন পুনর্ব্বার মাতাকে বলিলেন তুই জানিস

বিস্মৃত হইও না, দেখ আমি তোমার গর্ভধারিণী জননী, তুমি আবুহোসেন, আমার পুত্র, আমাদিগের দেশাধিপতি হারুনঅলরশীদের খ্যাতি পুণ্যাত্মা পালক, সেই খ্যাতি তোমার কিরূপে হইতে পারে। দেখ, তিনি আমাদিগের প্রতি কেমন দয়ালু, তিনি গতকল্য মন্ত্রিদ্বারা আমাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, মন্ত্রী ঐ মুদ্রা আমাকে দিয়া বলিলেন এই মুদ্রা মহারাজ তোমাকে দিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ কর।

এই কথা শুনিয়া আবুহোসেন আরো ক্ষিপ্ত হইলেন, তাঁহার আরো বিশ্বাস হইল তিনিই মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভাবিয়া তিনি কহিলেন ওরে পেতিনি বুড়ি, আমার আজ্ঞাতেই মন্ত্রী তোকে ঐ টাকা দিয়া গিয়াছে, ইহাতেও তোর প্রত্যয় হয় না যে আমি ধর্ম্মাত্মা পালক বোগদাদাধিপতি, আবার বলিস্ যে আমি তোর পুত্র, র, তোকে শাস্তি দিতেছি। ইহা বলিয়া রাগান্ধতা প্রযুক্ত নির্দ্দয়রূপে মাতাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

আবুহোসেনের জননীর এমত বোধ ছিল না যে, পুত্রকে পুত্রবাক্য প্রয়োগ করিলে যষ্টি প্রহার করিবে, কিন্তু পুত্রের এ প্রকার নির্দ্দয় প্রহারে ত্রাহি শব্দে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রতিবাসিগণ আসিয়া দেখিল আবুহোসেন মাতাকে প্রহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল্ আমি পুণ্যাত্মা পালক কি না, তাহার মাতা কহিতেছে, না বাছা তুমি আমার পুত্র আবুহোসেন। বৃদ্ধার এই বাক্য শ্রবণে প্রতিবাসিগণ আবুহোসেনের হস্তহইতে যষ্টি লইয়া, তাহাকে বলিল আবুহোসেন! তোমার এ কি কর্ম্ম, তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ, মাতার গাত্রে কোন ভদ্রসন্তান কখন করোত্তোলন করেন না। তোমার জননী তোমাকে এমত স্নেহ করেন, তুমি তাঁহাকে প্রহার কর, এ কি লজ্জার কথা, এমন কর্ম্ম কখন করিও না। আবুহোসেন কহিলেন এ মাগী কে, এবং তোমরাই বা কে, আমি জানি না, আমি ধর্ম্মাত্মা পালক বোগ্দাদেশ্বর, আমি আবুহোসেন নহি।

এই কথা শুনিয়া প্রতিবাসিগণ নিশ্চয় বুঝিল আবুহোসেন উন্মত্ত

হইয়াছে। অতএব তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া, উন্মত্তরক্ষককে সম্বাদ দিল। উন্মত্তরক্ষক বেড়ি হাতকড়ি ও ছড়ি শুদ্ধ কতকগুলা পদাতিক সঙ্গে করিয়া তখনি আসিল। আবুহোসেন তাহাকে দেখিয়া বন্ধন মোচনের যত্ন করিলেন, তাহাতে উন্মত্তরক্ষক কসিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুই তিন ছড়িপ্রহার করিল। আবুহোসেন ছড়ি খাইয়া স্থির হইয়া থাকিলেন। পরে উন্মত্তরক্ষক শৃঙ্খলদ্বারা তাহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া, তাহাকে কারাগারে লইয়া গেল, এবং সে স্থানে যাইয়া তাহার পৃষ্ঠে আরো পঞ্চাশ চাবুক মারিল, তৎপরে এক লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। এবং প্রতিদিন পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশ চাবুক মারিতে লাগিল, আর প্রহারানন্তর জিজ্ঞাসা করিত, কেমন, আর বলিবে তুমি বোগদাদাধিপতি। আবু-হোসেন কোন উত্তর করিতেন না, কখন কখন এইমাত্র বলিতেন যদি উন্মত্ত হইতাম তবে এরূপ চিকিৎসা করিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমি উন্মত্ত নহি।

আবুহোসেনের মাতা প্রত্যহ আবুহোসেনকে দেখিতে যাইতেন, এবং পুত্রের যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার অশ্রুধারা নিবারণ হইত না। ফলতঃ নিত্যপ্রহারে আবুহোসেনের পৃষ্ঠদেশ এমত মলিন ও ক্ষত বিক্ষত হইল যে পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না। এইরূপ নিদারুণ প্রহার ও যন্ত্রণাতে তিন সপ্তাহ অতীত হইলে পর, আবু হোসেনের মনের ভ্রান্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিল, তিনি বুঝিলেন এ সকল প্রলাপ মাত্র, সত্য নহে।

এক দিবস তিনি এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমত সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এবং পুত্রের দুরবস্থা দর্শনে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাকে পূর্ব্বমত সম্ভাষণ করিলেন। আবু-হোসেন অন্যান্য দিবস মাতার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না, কিন্তু সে দিবস তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাহাতে তজ্জননী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া, চক্ষের জল মুছিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাপু কেমন আছ, উপদেব দ্বারা তোমার যে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়াছিল

তাহা দূর হইয়াছে কি না; আবুহোসেন বিমর্শভাবে খেদ করিতে করিতে বলিলেন জননী আমার যে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়াছিল আমি তাহা এইক্ষণে স্বীকার করি, তোমার অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিয়া আমি যে পুত্রের অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য মার্জ্জনা চাহি; আমি প্রতিবাসিগণকেও অনেক কটূক্তি করিয়াছি, অতএব তাহাদের স্থানেও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি বুঝিলাম কেবল একটা স্বপ্ন দেখিয়া আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল। ঐ স্বপ্ন কেমন অদ্ভুত তাহা কিছুই বলিতে পারি না। ঐ স্বপ্নে সকলি যথার্থ বোধ হইয়াছিল। অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এই সকল কথায় আবুহোসেনের মাতা মহানন্দে মগ্না হইয়া বলিলেন হে পুত্র তোমার ভ্রান্তি শান্তি দেখিয়া এবং তোমার এই সকল বাক্য শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ কি প্রকার প্রফুল্ল হইল তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্মরণ আছে এক দিবস সায়ংকালে তুমি এক সওদাগরকে ভোজনার্থ আনিয়াছিলে, সে ব্যক্তি যখন তোমার কুঠরী হইতে যায় তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া যায় নাই, অনুমান হয় তাহাতে কোন উপদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া তোমার স্থির বুদ্ধি অস্থির করিয়াছিল। আবুহোসেন বলিলেন মাতা তোমার অনুমান যথার্থ। আমি সেই রাত্রিতেই ঐ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আমি সাধুকে কহিয়াছিলাম গমনকালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবে, কিন্তু সে দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই কোন উপদেব আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া এই সকল যন্ত্রণা দিয়াছে। সম্প্রতি আমি উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়াছি, অতএব তোমাকে বিনতি করিতেছি আমাকে এই নরক হইতে বাটী লইয়া চল, আমি আর প্রহার সহ্য করিতে পারি না। তাঁহার মাতা এই সকল কথা শুনিয়া তখন কারাধ্যক্ষের সমীপে গেলেন। কারাধ্যক্ষ আসিয়া দেখিল তাঁহার রোগোপশম হইয়াছে, অতএব তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিল।

আবুহোসেন কারাগার হইতে আসিয়া কয়েক দিবস গৃহে থাকিয়া

ভালরূপে আহারাদি ও শরীরের শুশ্রূষা করিলেন। তাহাতে ক্রমে বলবান্ হইলে পর বাটীতে একাকী থাকা ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া, সেই পূর্ব্ব নিয়মানুসারে অতিথি অন্বেষণে গমন করিলেন। হারুন-অলরশীদ ভূপতি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সমুদয় বিবরণ শুনিয়া ছিলেন, তিনি সেই দিবস সাধুবেশে ঐ পুলের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবুহোসেন দূর হইতে তাঁহাকে তাঁহার অতুল যন্ত্রণার মূল ভাবিয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন। ধরাধর বুঝিলেন আবুহোসেন ক্রোধ করিয়াছে, অতএব তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন কহ ভাই আবুহোসেন তুমি এখানে বসিয়া কেন, আমি তোমাকে নমস্কার করি, আইস আলিঙ্গন করি। কিন্তু আবুহোসেন সেই ভাবে নতশির হইয়া কহিলেন তুমি কে হে, আমি তোমার নমস্কার লইব না, এবং তোমার সহিত আলিঙ্গন করিব না। রাজা বলিলেন এ কি কথা কহিলে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই, তোমার স্মরণ নাই, গত মাসের প্রথম দিবসে আমি তোমার অতিথি হইয়াছিলাম, এবং আমাকে লইয়া তুমি কত আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিলে। আবুহোসেন বলিলেন যাও যাও, তোমাকে কে চিনে, তুমি মিথ্যা বকিতেছ কেন, প্রস্থান কর।

ভূপতি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে কহিলেন, না ভাই তোমার লুণ খাইয়াছি অবশ্য গুণ ব্যাখ্যা করিব, তোমার সঙ্গে এত দিবসের পর পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, এখন কি রূপে অমনি ফিরিয়া যাই, আমি তোমার অতিথি হইলাম, আইস তোমার গৃহে গমন করি। আবুহোসেন বলিলেন তাহা কখন হইবে না, আমি তোমাকে একবার অতিথি করিয়া ভাল প্রতিফল পাইয়াছি, পুনরায় তোমার সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন নাই, তুমি প্রস্থান কর।

ধরণীশ্বর পুনরায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন ভাই আবুহোসেন তুমি আমার প্রতি এত রুষ্ট কেন, আমি তোমার কি

দ্বারা যদি তোমার কোন অহিত হইয়া থাকে, বল আমি তাহার যথাবিধি প্রতীকার করি। রাজা এইরূপ উপরোধ করিলে, আবুহোসেন তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। ভূপাল উপবিষ্ট হইলে আবুহোসেন তাঁহাকে স্বপ্নবিবরণ অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর রাজবাটীতে যে যে ব্যাপার হয় ও তাহার পর স্বভবনে যাহা যাহা করিয়াছিলেন তৎসমুদয় বলিলেন, বিশেষতঃ আপন গর্ভধারিণীর প্রতি অত্যাচার জন্য যথোচিত মনস্তাপ প্রকাশ করিলেন। রাজা এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে হাস্য করিলেন। আবুহোসেন কহিলেন, আমার কথাতে তুমি হাস্য করিতেছ, কি আশ্চর্য্য, তুমি কি এই সকল কথা মিথ্যা ভাবিলে, এই দেখ, আমার পৃষ্ঠে প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে, ইহা বলিয়া পৃষ্ঠের বস্ত্র মুক্ত করিয়া প্রহারের চিহ্ন দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তদ্দ্বারাই এতাদৃশ যন্ত্রণা হইয়াছে ইহা ভাবিয়া মনে মনে খেদ করিয়া, বলিলেন এখন গৃহে চল ইহার যে প্রতিকার করিতে পারি করিব।

আবুহোসেনের প্রতিজ্ঞা ছিল এক ব্যক্তিকে বারদ্বয় গৃহে স্থান দিবেন না, কিন্তু রাজার আলিঙ্গন ও উপরোধে ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অক্ষম হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন তবে আমি তোমাকে গৃহে লইয়া যাইতে পারি যদি তুমি শপথ কর, কল্য প্রস্থানকালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবে। রাজা শপথ করিলেন দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবেন। তদনন্তর নৃপতিকে লইয়া গৃহে চলিলেন। গৃহে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইল তাহাতে মাতাকে আলোক আনিতে কহিয়া রাজাকে পালঙ্কে বসাইয়া আপনি তাহার পার্শ্বে বসিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে ভোজনের সামগ্রী সকল আনীত হইলে, দুইজনে একত্র ভোজন করিলেন। তৎপরে আবুহোসেনের মাতা ফল মূল ও মদ্য আনিয়া দিলেন।

আবুহোসেন প্রথমতঃ এক পাত্র মদ্য আপনি পান করিয়া, আর এক পাত্র রাজাকে পান করিতে দিলেন। এইরূপে দুই চারি পাত্র পান করা হইলে, যখন বণিকপুত্র কিঞ্চিৎ উন্মত্তচিত্ত হইলেন, তখন

ভূপাল প্রেমবিষয়ক আলাপারম্ভ করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কখন তুমি কোন স্ত্রীলোকের জন্য প্রমুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলে কি না। আবুহোসেন কহিলেন প্রেম ও বিবাহ তুল্য, উভয়েতেই নারীর দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, আমি তাহাতে বিরত। আত্মীয় বন্ধু লইয়া পান আহার ও আলাপে যত সুখ, অন্য কিছুতেই তত সুখ বোধ করি না। তবে যে নিশিতে তুমি প্রথমে এখানে আসিয়াছিলে সেই রাত্রিতে স্বপ্নে যে ভুবনমোহিনী এ মধুরভাষিণী কামিনী দেখিয়াছিলাম, যদি সেইরূপ এক কামিনী পাই এবং ঐ কামিনী সমস্ত যামিনী আমার সহিত বসিয়া মদ্যপান ও গান বাদ্য ও মিষ্টালাপ এবং আমি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকি তাহা করে, তবে, অনুমান হয়, বিবাহ বা স্ত্রীপ্রণয়ে আমার এত অশ্রদ্ধা থাকে না। রাজা বলিলেন এ কথা ভাল বলিয়াছ, বিশিষ্ট লোক মাত্রেই এইরূপ ইচ্ছা করেন, অতএব আমি অঙ্গীকার করিতেছি এ বিষয়ে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। ভূপতি এই কথা বলিয়া একটা পাত্রে মদ্য পূর্ণ করিয়া তাহাতে চূর্ণ মিশ্রিত করিলেন, পরে ঐ পাত্র আবুহোসেনের হস্তে দিয়া বলিলেন আমি তোমাকে সেইরূপ এক নারী দেওয়াইব, কিন্তু তাহার কুশলার্থ তুমি অগ্রে এই মদ্য পান কর। আবুহোসেন ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক পাত্র লইয়া বলিলেন যখন তুমি এমত কথা বলিতেছ তখন পান না করিলে ভাল হয় না, অতএব পান করিতেছি। এই কথা বলিয়া মদ্য পান করিলেন এবং পাত্র না রাখিতে রাখিতে, ঘোর নিদ্রাকর্ষণে নতশির হইয়া পর্য্যঙ্কে পড়িলেন। রাজা তখন কিঙ্করকে আজ্ঞা করিলেন, ইহাকে তুলিয়া রাজবাটীতে লইয়া চল। আজ্ঞা মাত্রে কিঙ্কর আবুহোসেনকে স্কন্ধে করিয়া, অগ্রে অগ্রে চলিল, রাজা দ্বার রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

আবুহোসেন রাজপুরে নীত হইলে পর, রাজা তাঁহাকে রাজবেশ পরিধান করাইয়া এক পালঙ্কের উপর শয়ন করাইলেন। তৎপরে ... আজ্ঞা দিলেন

থাকিবে। এই আজ্ঞা দিয়া রাজা শয়ন করিতে গেলেন; খোজাধ্যক্ষকে বলিলেন অতি প্রত্যুষে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিবে।

খোজাধ্যক্ষ নিশাবসান না হইতে হইতে রাজার চেতনা করাইল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের পার্শ্বের এক ঘরে বসিলেন। তৎপরে খোজা ও কর্ম্মচারী ও নর্ত্তকী ও গীতবাদ্যকারিণী ও সেবিকা নারী সকলে পালঙ্কের নিকটে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

অনন্তর ঔষধের গুণ ক্রমে হ্রাস হইলে আবুহোসেন ক্রমে জাগ্রদবস্থ হইলেন। ঐ সময়ে গায়িকা নারীগণ নানাবিধ যন্ত্র বাদনপূর্ব্বক সুমধুর স্বরে সুললিত গানারম্ভ করিল। ঐ গান শ্রবণে আবুহোসেন অত্যন্ত মোহিত হইলেন। কিন্তু নেত্রোন্মীলন করিয়া যখন দেখিলেন পূর্ব্বে যে সকল নারীগণকে দেখিয়াছিলেন তাহারাই গান বাদ্য করিতেছে, তখন তাঁহার আরো আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন প্রথম নিশাতে যে ঘরে ছিলেন এবারেও সেই ঘরে আছেন এবং পূর্ব্বে যে ঝাড় ও গৃহসর্জ্জা দেখিয়াছিলেন তাহা সকলি সেইরূপ রহিয়াছে, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

আবুহোসেন এতাবদবলোকনে বিস্মিত হইয়া কি করেন, তাহা রাজা দেখিবেন বলিয়া, সঙ্গীতকারিণী রমণী সকলে সঙ্গীতে ক্ষান্ত দিল, এবং খোজাধ্যক্ষ ও রমণী এবং দাস দাসী সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সসম্ভ্রমে মৌনভাবে দাঁড়াইল।

আবুহোসেন প্রথমতঃ আপন অঙ্গুলি দংশন করিলেন, তদনন্তর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন এক মাস হইল আমি এইরূপ প্রলাপ ও স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার সেইরূপ প্রলাপাদি দেখিতেছি, আমার কপালে আবার বুঝি সেইপ্রকার প্রহার ও লৌহপিঞ্জর আছে। হে জগদীশ্বর! আমি তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমার মনে যাহা আছে কর। এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎকাল ভাবনাপূরিত অন্তঃকরণে থাকিলেন। তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া, চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন হে পরমে-

শ্বর! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর, হে জগদীশ্বর আমার প্রতি অনু-কূল হও, এই সকল অবশ্য স্বপ্ন হইবে।

অরুণবরণী নামে কামিনী পালঙ্কোপরি তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিল হে ধর্ম্মাত্মা পালক গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা হউক, ঈশ্বরা-রাধনার সময় হইয়াছে। আবুহোসেন বলিলেন প্রেতিনি দূর হ, কে ধর্ম্মাবতার, আমি আবুহোসেন। আবুহোসেনের এই কথা শুনিয়া রাজা হারুনঅলরশীদ অতিশয় হাস্য করিতে লাগিলেন। আবুহোসেন ঐ কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাহাতে ঐ যুবতী পুনর্ব্বার কহিল ধর্ম্মাবতার আপনার গাত্রোত্থানের নিমিত্ত আমাদের যাহা বলা উচিত তাহা বলিলাম, এক্ষণে রাজকার্য্যের সময় হইল, যদি গাত্রোত্থান না করেন তবে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করি। ইহা বলিয়া ঐ নারী তাঁহার এক হস্ত ধারণ করিল এবং অন্য এক যুবতীকে আর এক হস্ত ধরিতে বলিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া গৃহের মধ্য স্থলে বসাইল। পরে সকল নারী হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল এবং সঙ্গীত-কারিণী রমণীসমূহে বাদ্যবাদনপূর্ব্বক সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

ইহা দেখিয়া আবুহোসেন অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কি আমি যথার্থ ভূপতি এবং ধর্ম্মাত্মা পালক। পরে মুক্তদশনা ও শুকতারা নাম্নী যে দুই রূপসী নৃত্য করিতেছিল তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন তোমরা মিথ্যা কহিও না, যথার্থ করিয়া বল, আমি কে। শুকতারা কহিল মহা-রাজ ধর্ম্মাত্মা পালক পৃথিবীর কর্ত্তা এবং পরমেশ্বরের প্রতিভূ, ইহা কি আপনি জানেন না, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে এই অনুমান হয়, মহারাজ আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন। তাহার কথা শুনিয়া আবুহোসেনের মনোমধ্যে আরো ভ্রান্তি উপস্থিত হইল, তিনি কহিলেন হে বিধাতঃ! আমি আবুহোসেন কি বোগদাদাধিপতি, হে পরমেশ্বর! আমাকে আর ভ্রান্তিতে রাখিও না, শীঘ্র জ্ঞান দান কর। তদনন্তর আপন পৃষ্ঠের বস্ত্র তুলিয়া রামাগণকে প্রহারের চিহ্ন দেখা-

ইয়া কহিলেন দেখ দেখি, স্বপ্নে কখন এমত চিহ্ন হইয়া থাকে। ইহা বলিয়া, পরিহিত রাজবেশ ছিন্ন ও মস্তক হইতে রাজমুকুট ভূমে নিক্ষেপ করিয়া, লম্ফ দিয়া উঠিলেন, এবং দুই জন সখীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে নৃত্য গীত ও লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিলেন। তদ্দৃষ্টে ধরণীধর হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া, দ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক মুখ বাহির করিয়া, বলিলেন আবুহোসেন ক্ষান্ত হও, আমি আর হাস্য করিতে পারি না, তোমার কাব্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।

বোগ্দাদাধিপতির স্বর শ্রবণে নারীগণ গান বাদ্যে ক্ষান্ত দিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকা প্রায় নিঃশব্দ দণ্ডায়মান হইল। আবুহোসেন দেখিলেন রাজা হারুন অলরশীদ, যিনি মৌজলদেশীয় বণিকের বেশে তাঁহার আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন। ইহাতে মনের ভ্রম একবারে দূর হইল, অতএব কৌতুকাভাসে ভূপতিকে বলিলেন হে সাধু! তুমি সাধু বট, তুমি বলিতেছ যে আমার কাব্য দর্শনে তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, কিন্তু তোমার জন্য আমি আপন মাতাকে প্রহার করিলাম; তোমা হইতেই আমি উন্মত্তালয়ে বাস করিলাম, এবং তোমা হইতেই আমার বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইয়া অসীম যন্ত্রণা হইল, ইহাতে তুমি দোষী না হইয়া আমি দোষী হইলাম। রাজা হাস্য করিতে করিতে বলিলেন আবুহোসেন তুমি যাহা বলিলে সকলি যথার্থ, আমিই দোষী বটে, কিন্তু পরমেশ্বর সাক্ষী, সে দোষ খণ্ডনার্থ তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিবে আমি তাহা করিব।

ইহা বলিয়া ভূপতি অত্যুত্তম পরিচ্ছদ আনাইয়া নারীগণকে আজ্ঞা দিলেন, সেই পরিচ্ছদ আবুহোসেনকে পরিধান করায়। তৎপরে তাঁহাকে আলিঙ্গন পুরঃসর কহিলেন আবুহোসেন অদ্যাবধি তুমি আমার ভ্রাতা, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা আছে প্রকাশ করিয়া বল আমি তাহা পূর্ণ করি। আবুহোসেন কহিলেন হে ধরণীপাল! আপনি কি প্রকারে আমাকে ভ্রান্তমতি করিলেন এবং তাহার কি

অভিপ্রায় তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, তাহা হইলেই আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

এই কথা শুনিয়া বোগদাদাধিপতি, ছদ্মবেশে তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক, তাঁহার রাজা হইবার ইচ্ছা জানিয়া, যে প্রকারে তাঁহাকে অজ্ঞানাভিভূত করিয়া রাজপুরে লইয়া যান, সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন। তৎপরে তাঁহার যন্ত্রণা জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়া, কহিলেন আমার এমন বাসনা ছিল না তোমার কোন দৈহিক ক্লেশ হয়, তবে যে হইয়াছে ইহা আমার ইচ্ছাধীন নহে। এক্ষণে তৎপরিহারার্থ আমি তোমার কি করিতে পারি এবং তোমার কিসে সন্তোষ হয় তাহা আমাকে নিঃশঙ্কে কহ। আবুহোসেন কহিলেন অস্মদ্ প্রভু আমার যন্ত্রণার কথা জানিলেন ইহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইল। তিনি আরো বলিলেন, মহারাজের বদান্যতা ও দয়ালুতা গুণ যথেষ্ট আছে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু মহাশয়ের নিকট আমি কোন প্রার্থনা রাখি না। কেবল এই মাত্র প্রার্থনা, যখন মহারাজের চরণদর্শনে আমার ইচ্ছা হয় তখনি তাহা করিতে পারি, কেহ বাধা না দেয়। তাহা হইলেই চিরকাল মহারাজের গুণ গান করিয়া জীবন সার্থক হইবে।

আবুহোসেনের প্রতি ভূপতির যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা এই নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যে আরো দৃঢ়তর হইল। তিনি কহিলেন আবুহোসেন আমি তোমার বাক্যে সন্তুষ্ট হইলাম, এবং অনুমতি দিলাম তোমার যখন ইচ্ছা, আমার নিকটে আসিতে পারিবে, কেহ নিষেধ করিবে না। ইহা বলিয়া রাজপুরীর মধ্যে তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র আলয় দিলেন, এবং ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই আজ্ঞা করিলেন তাঁহার যখন যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তখনি তাহা ধনরক্ষক দিবেন।

এই প্রকার রাজানুগৃহীত হইয়া আবুহোসেন, স্বীয় মাতার সমীপে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং পৈতৃক বিভবাদি সকল মাতাকে অর্পণ করিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া

রাজা আবুহোসেনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। এবং কখন কখন অন্তঃপুরে রাজমহিষীর নিকটেও লইয়া যাইতেন। রাজা দেখিলেন অন্তঃপুরে যাইয়া আবুহোসেন নিতান্ত সস্পৃহ হইয়া পূর্ণ-সুখা নাম্নী তাঁহার পরম রূপসী এক ক্রীতবন্দিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করেন, এবং ঐ যুবতীও তাঁহাকে দেখিয়া হাস্যাদি করে। এক দিবস রাজা আবুহোসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে আসিলে, রাণী কহিলেন মহারাজ আপনি দেখিয়া থাকিবেন, আবুহোসেন যখন এখানে আইসেন তখন পূর্ণসুখার প্রতি সস্পৃহ হইয়া কটাক্ষ করেন, এবং সেও ইহাঁর প্রতি অনুরাগিণী আছে, অতএব ইহাদের দুই জনের বিবাহ দেওয়া যাউক। নরেন্দ্র কহিলেন হে প্রিয়ে তোমার এই কথায় আমার এক অঙ্গীকার স্মরণ হইল। ইতিপূর্ব্বে আবুহোসেনের অভিপ্রায় শুনিয়া আমি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে ইঁহার অভি-প্রেত এক ভার্য্যা ইহাঁকে দিব। ঐ কথা আমার স্মরণ ছিল না, এক্ষণে তোমার এ কথা বলাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। সম্প্রতি উভয়ে উপ-স্থিত আছে, যদি পরস্পর উভয়ের মনোমিলন হইয়া থাকে তবে তাহা ব্যক্ত করিলে, এখনি শুভকর্ম্ম সমাধা করা যায়।

এই কথা শুনিয়া আবুহোসেন রাজা ও রাণী উভয়ের পদানত হইলেন, তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন হে নরশ্রেষ্ঠ আপ-নারা আমার দারপরিগ্রহ করাইবেন এতদপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি আছে, কিন্তু পূর্ণসুখা আমার প্রতি সদয় হইবে ইহা আমি আশা করিতে সাহস পাই না। এই কথা বলিয়া ঐ কামিনীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন, তাহাতে ঐ নারী ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক রাজাজ্ঞাপালনে সম্মতি জানাইল। তৎপরে সমারোহ পূর্ব্বক তাহাদের শুভ বিবাহ হইল, এবং তাহাতে নৃত্যগীত ও ভোজাদি হইল। অধিকন্তু রাজ-রাণী প্রিয়তমা বন্দিনীর সন্তোষার্থ তাহাকে অনেক ধন ও অলঙ্কার যৌতুক দিলেন, এবং রাজাও আবুহোসেনকে বহু অর্থ প্রদান করি-লেন। পরে ঐ নারীকে আবুহোসেনের গৃহে পাঠাইলেন। এইরূপে [illegible] পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শাহারজাদী কহিলেন মহারাজ আর এক অতি উত্তম কাহিনী আগামি রজনীতে কহিব।

আলাদিন এবং আশ্চর্য্যপ্রদীপের কথা।

শাহারজাদী কহিলেন, চীন রাজ্যান্তর্গত কোন রাজধানীতে মস্তাফা নামে এক দরজি থাকিত। তাহার এক স্ত্রী ও একটি পুত্র ছিল। দরজি এমন দরিদ্র ছিল যে, এই দুইটিমাত্র পরিজন ও আপনার উদরান্নের জন্য ব্যাকুল থাকিত। দরজির পুত্রের নাম আলাদিন, সে বাল্যকালাবধি কুস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে কর্ম্ম শিক্ষার কাল উপস্থিত হইলে, তাহার পিতা তাহাকে কর্ম্ম কার্য্য শিক্ষা করাইবার জন্য আপন দোকানে লইয়া যাইত, কিন্তু মিষ্ট বাক্য অথবা তাড়না কিছুতেই তাহার শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছা হইত না। পিতা একবার চক্ষের অগোচর হইলে কোন্ দিকে পলাইয়া যাইত, সমস্ত দিবসের মধ্যে গৃহে আসিত না। ইহাতে দরজি তাহাকে সর্ব্বদা ভৎসনা করিত, কিন্তু কোনরূপে তাহার জ্ঞানোদয় হইল না। তাহাতে দরজি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়া এমত পীড়িত হইল যে তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

দরজির মরণান্তে আলাদিনের মাতা পুত্রের ব্যবসায় কর্ম্মে অমনোযোগ দেখিয়া দোকান উঠাইয়া দিল, আর দোকানের অস্ত্রসকল বিক্রয় পূর্ব্বক একটি চরখা ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা কোন প্রকারে পুত্রটিকে লইয়া দিনপাত করিতে লাগিল। আলাদিন পিতার তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া মাতার অত্যন্ত অবাধ্য হইল, মাতার কোন কথা শুনিত না, এবং কর্ম্ম কার্য্যের কথা কহিলে তখনি গৃহহইতে বাহির হইয়া পথে পথে সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিত।

সিদ্ধির উদ্দেশে ঐ দেশে আসিয়া সেই পথ দিয়া যাইতে ছিল, হঠাৎ আলাদিনকে দেখিয়া দাঁড়াইল। পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখাবলোকন করিয়া যখন বুঝিল যে তাহার দ্বারা কর্ম্ম সাধন হইবে তখন, প্রতিবাসি লোকদিগের স্থানে তাহার পরিচয়াদি অবগত হইল। তৎপরে আলাদিনকে অন্তরে লইয়া কহিল হে কুমার তুমি না মস্তাফা দরজির পুত্র। আলাদিন কহিল হাঁ আমি তাঁহার পুত্র, কিন্তু অনেক দিবস হইল, পিতা লোকান্তর গত হইয়াছেন।

মায়াবী এই কথা শুনিয়া আলাদিনের গলদেশ ধারণ করিয়া তাহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। আলাদিন রোদনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, জাদুকর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল আমি ক্রন্দন না করিয়া কিরূপে থাকি, আমি তোমার পিতৃব্য, তোমার পিতা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। মায়াবী এইরূপ কপট শোক প্রকাশানন্তর আলাদিনকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার মাতা কোথায়। আলাদিন বাসস্থানের পরিচয় দিল, তাহা শুনিয়া মায়াবী কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিল, এই কয়েকটী মুদ্রা তোমার মাতাকে দিয়া, বলিও, যদি আমি অবকাশ পাই কল্য সন্ধ্যার পর আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। ইহা বলিয়া মায়াবী বিদায় হইল।

আলাদিন গৃহে যাইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল মা আমার কি খুড়া আছে। তাহার গর্ভধারিণী কহিল না বাছা তোমার খুড়া কোথায়, তোমার পিতৃব্যও নাই মাতুলও নাই। আলাদিন কহিল তবে এখনি এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে কহিল আমি তোমার খুড়া এবং পিতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিল, তৎপরে আমাকে চুম্বন করিয়া কয়েকটী টাকা দিল, বলিল কল্য আসিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সে দিবস মাতার সহিত আলাদিনের এইরূপ কথোপকথন হইল।

বলিল এই দুইটী মুদ্রা তোমার মাতাকে দিয়া বলিও অদ্য রাত্রে যৎকিঞ্চিৎ আহারের আয়োজন করিয়া রাখেন আমি সন্ধ্যার পর তোমাদের গৃহে যাইব। আলাদিন তখনি গৃহে যাইয়া মাতাকে ঐ সংবাদ কহিল। তাহার মাতা স্বর্ণমুদ্রায় ভ্রান্ত হইয়া আহারের আয়োজন করিল, এবং আপনাদের যে যে পাত্রাদি না ছিল তাহা প্রতিবাসিদিগের বাটী হইতে আনিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিল। কতক রাত্রে মায়াবী আসিয়া দ্বারাঘাত করাতে আলাদিন দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। জাদুগীর নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও ফলমূল ও মদ্য সঙ্গে লইয়া আনিয়াছিল, তাহা আলাদিনের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার মাতাকে নমস্কার করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মস্তাফা কোন্ স্থানে বসিতেন। আলাদিনের মাতা সেই স্থান দেখাইয়া দিলে মায়াবী ভূমিষ্ঠ হইয়া ঐ স্থান কয়েক বার চুম্বন করিল, তৎপরে সজল-নয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল হে জ্যেষ্ঠ তুমি একেবারে ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়া গেলে, আমার কি দুরদৃষ্ট, আমি তোমার মরণ কালে তোমাকে একবার দর্শন বা আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না। মায়াবী এই প্রকার শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। তদনন্তর আলা-দিনের মাতা তাহাকে আপন মৃত স্বামির আসনে উববেশন করিতে বলিল। মায়াবী কহিল এই আসনে যখন আমি জ্যেষ্ঠকে দেখিতে পাইলাম না তখন তাঁহার আসনে উপবেশন করা উচিত নহে। কিন্তু ঐ আসনের সম্মুখে বসিতেছি তাহা হইলে আসন দর্শনেও মনের মালিন্য দূর হইবেক। ইহাতে আলাদিনের মাতা আর কোন কথা বলিল না। মায়াবী আপন ইচ্ছা মত এক স্থানে বসিল।

তদনন্তর মায়াবী আলাদিনের মাতাকে কহিল আমি চল্লিশ বৎসর এতদ্দেশে ছিলাম না, ইহাতে তোমরা আমাকে চিনিতে পারিবে না, আশ্চর্য্য নহে। ইহা বলিয়া ভ্রাতার আর আর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আলাদিনের কর্ম্ম কার্য্যের কথা উত্থাপন করিল। আলাদিনের মাতা তাহার কুনীতির ও কুসংসর্গের কথা বলিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মায়াবী কপটাশ্চর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়,

কিন্তু যদিও সে কোন কর্ম্ম কার্য্য না করিতে পারে, তাহাতে চিন্তা কি। আমি তাহাকে রেশমী বস্ত্রের একখান দোকান করিয়া দিব তাহাতে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইবে। এই কথা শুনিয়া আলাদিন বড়ই আনন্দিত হইল। তৎপরে ভোজনাদি হইলে মায়াবী বিদায় হইল।

পর দিবস মায়াবী পুনর্ব্বার আসিয়া আলাদিনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল, এবং বাজার হইতে এক প্রস্থ পোশাক ক্রয় করিয়া তাহার আপাদ মস্তক ঢাকিয়া দিল। তাহাতে আলাদিন বড়ই তুষ্ট হইল। তৎপরে তাহাকে নগরের উত্তম উত্তম স্থান ও দ্রব্যাদি দেখাইয়া মিষ্টান্ন ও ফল মূলাদি হস্তে দিয়া সায়ংকালে বাটীতে লইয়া আসিল। তাহার মাতা তাহার উত্তম বেশ দেখিয়া পরমানন্দিতা হইয়া, মায়াবির নিকট বিধিমতে সন্তোষ জানাইল। জাদুগীর আলাদিনের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিল এ বালকটী নির্ব্বোধ নহে, ইহার বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে, এ উত্তমরূপে কর্ম্ম চালাইতে পারিবে, আমি বলিয়াছি ইহার জন্য একখান দোকান করিয়া দিব, তাহা কল্য হইবে না, কেন না কল্য শুক্রবার, সকল দোকান বন্ধ থাকিবে, শনিবারে তাহা হইবে, কল্য তাহাকে নগর ও উদ্যানাদি দেখাইতে লইয়া যাইব। মায়াবী ইহা বলিয়া সে দিবস বিদায় হইল।

আলাদিন পরদিন প্রত্যূষে শয্যাহইতে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিল। মায়াবী আসিবামাত্রই তাহার নিকটে দৌড়িয়া গেল। মায়াবী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল আইস বাপু, অদ্য তোমাকে উত্তমোত্তম দ্রব্য দেখাইয়া আনিব। ইহা বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নগরের গৃহাদি ও পুষ্পোদ্যান ও অন্যান্য সামগ্রী দেখাইতে দেখাইতে নগর হইতে অনেক দূর লইয়া গেল। পরে পথশ্রান্তি হেতু পথিমধ্যে বিশ্রাম জন্য এক স্থানে বসিল, এবং বস্ত্রের মধ্য হইতে ফল ও মিষ্টান্ন বাহির করিয়া আপনি ও আলাদিন উভয়ে আহার করিল। তদনন্তর পুনর্ব্বার তাহাকে লইয়া গমন করিতে লাগিল। আলাদিন পথশ্রমে কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, খুড়া আর চলিতে পারি না। জাদুকর তাহাকে

সাহস দিয়া বলিল আর বিস্তর দূর নাই, কয়েক পদ গমন করিলেই হয়। এইরূপ প্রবোধ দিয়া ক্ষুদ্র দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থ এক গহ্বরে লইয়া গেল। মায়াবী আফ্রিকা দেশ হইতে যে কামনায় চীন দেশে আইসে তাহা সিদ্ধ হইবার এই স্থান। তথায় উপনীত হইয়া মায়াবী আলাদিনকে বলিল আমাদিগকে আর যাইতে হইবে না, এইখানে তোমাকে এমত এক অদ্ভুত সামগ্রী দেখাইব যে তাহা কখন কেহ চক্ষে দেখে নাই, তাহা দেখিয়া তুমি আমাকে ধন্যবাদ করিবে, কিন্তু প্রথমে অগ্নি জ্বালিতে হইবে, অতএব আমি চকমকি হইতে অগ্নি বাহির করি, তুমি কতকগুলা তৃণ ও কাষ্ঠ একত্র কর।

ইহা বলিয়া মায়াবী চকমকি ঝাড়িতে লাগিল। আলাদিন কাষ্ঠাদি আনিয়া একত্র করিল। মায়াবী ঐ কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া তাহাতে ধুনা নিক্ষেপ করিল, তাহাতে অনল প্রজ্বলিত হইয়া মেঘবৎ বিপরীত ধূম উঠিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই ঐ স্থানমধ্যে চতুরস্রে এক হস্ত পরিমাণ একটা প্রস্তর দৃষ্ট হইল। তখন যাদুকর আলাদিনকে বলিল দেখিলে, আমার মন্ত্রবলে কি হইল, এই প্রস্তরের অধোভাগে প্রচুর অর্থ আছে, সেই অর্থ তোমার ভাগ্যে আছে, তাহা প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর মধ্যে অতি ধনবন্ত রাজারাও কেহ তোমার তুল্য হইতে পারিবে না। কিন্তু তুমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি এই প্রস্তর তুলিবার অনুমতি নাই, অতএব প্রস্তরখান অগ্রে উত্তোলন কর, তৎপরে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি।

আলাদিন প্রচুর ধনের আশায় পরমানন্দিত হইয়া প্রস্তরখান উত্তোলন করিল। প্রস্তর তুলিয়া দেখিল তাহার ভিতরে দুই তিন হস্ত পরিসর এক সুড়ঙ্গ রহিয়াছে, তন্মধ্যে গমনাগমনের নিমিত্ত এক সোপান ও সুড়ঙ্গের অন্তর্ভাগে এক দ্বার মুক্ত আছে। মায়াবী আলাদিনকে বলিল এইক্ষণে তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি, মনোযোগ করিয়া শুন। এই সুড়ঙ্গের ভিতরে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, সোপান দিয়া নামিয়া ঐ যে দ্বার দেখিতেছ উহার ভিতর দিয়া একটা বৃহৎ খিলান করা দালানে যাইতে হইবে,

দালানের মধ্যে তিনটা বড় বড় ঘর আছে, তাহার প্রত্যেক গৃহের চারি কোণে রজত কাঞ্চনে পরিপূর্ণ চারিখান বৃহৎ পিত্তলের পাত্র আছে, তাহা দেখিয়া লোভ হইবে কিন্তু লোভ সম্বরণ করিবে। এবং গৃহপ্রবেশকালে পরিধেয় বস্ত্র জড়াইয়া ধরিবে যেন উড়িয়া কিছুতে না ঠেকে। এই ভাবে প্রথম আগার দিয়া দ্বিতীয় ঘরে যাইবে, দ্বিতীয় ঘর দিয়া তৃতীয় আলয়ে যাইবে। কোন স্থানে দাঁড়াইবে না, এবং প্রাচীর স্পর্শ করিবে না, বরঞ্চ বস্ত্রাদিও তাহাতে না লাগে এমত করিবে, কেননা তাহা হইলে বিপদ সম্ভাবনা, তৃতীয় গৃহ উত্তীর্ণ হইলে এক দ্বার পাইবে, তাহা দিয়া এক উদ্যানে যাওয়া যায়, ঐ উদ্যান ফল ফুলে পরিপূর্ণ, উদ্যানের মধ্যে পথ আছে ঐ পথ দিয়া ক্রমাগত চলিয়া যাইবে। পরে পাচটা সোপান দিয়া এক ছাদে উঠিতে হইবে, ঐ ছাদে উঠিয়া দেখিতে পাইবে তাহার প্রাচীরের মধ্যে এক কুলঙ্গীতে এক প্রদীপ জ্বলিতেছে, ঐ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া তৈল ও সলিতা নিক্ষেপ করিয়া, প্রদীপটা বক্ষঃস্থলের জামার মধ্যে পুরিয়া, আমার নিকটে লইয়া আসিবে। এমন মনে করিও না প্রদী-পের তৈলে বস্ত্র নষ্ট হইবে, কেননা তাহা তৈল নহে এক প্রকার দ্রব দ্রব্য, তাহা ফেলিয়া দিলেই, প্রদীপ শুষ্ক হইয়া যাইবে। উদ্যানের ফল দেখিয়া যদি লইতে বাঞ্ছা হয় তবে প্রত্যাগমন কালে যত ইচ্ছা লইয়া আসিও। এই কথা বলিয়া জাদুকর, আপন হস্তের একটা অঙ্গুরী খুলিয়া আলাদিনের অঙ্গুলিতে দিয়া, বলিল তুমি নির্ভয়ে গমন কর। প্রদীপ আনিলে অতুল ধনের অধিকারী হইবে।

এই সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আলাদিন লম্ফ দিয়া একবারে সুড়ঙ্গ প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিল, ছদ্মবেশী খুড়া যেরূপ কহিয়াছিল সেইরূপ তিন ঘর আছে, অতএব সাবধান হইয়া উক্ত তিন গৃহ পার হইল এবং উদ্যান ছাড়াইয়া ছাদের উপর যাইয়া কুলঙ্গি হইতে প্রদীপ লইয়া, তাহার সলিতা ও তৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলের জামার মধ্যে পুরিল, এবং প্রত্যাগমন কালে যত ইচ্ছা উদ্যান হইতে ফল তুলিয়া জামার নিম্নভাগ পূর্ণ করিয়া লইল।

মায়াবী আলাদিনকে পূর্ব্বে বলিয়াছিল ঐ সকল ফল বাস্তবিক ফল নহে, বহুমূল্য রত্ন। আলাদিন রত্নে পরিপূর্ণ বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া, পিতৃব্যকে বলিল পিতৃব্য মহাশয় আপনি আমার হস্ত ধরিয়া আমাকে উপরে তুলিয়া লউন। জাদুকর বলিল তুমি অগ্রে প্রদীপটা আমার হস্তে দাও, তাহা না হইলে উঠিতে পারিবে না। আলাদিন কহিল আমার দুই হস্ত বন্ধ, আপনি অগ্রে আমাকে উপরে তুলুন পরে প্রদীপ দিতেছি। মায়াবী তাহাতে কোন মতে সম্মত হইল না। আলাদিনও বলিল উপরে না উঠিলে প্রদীপ দিতে পারিব না। এই রূপ অনেক ক্ষণ বাদানুবাদে জাদুকর মহা ক্রোধান্বিত হইয়া, অবশিষ্ট ধুনাগুলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, দুই তিনটি মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিল। তাহাতে যে প্রস্তরে পূর্ব্বে সুড়ঙ্গের মুখ আচ্ছাদিত ছিল তাহা তখনি সরিয়া সুড়ঙ্গের মুখে পড়িল, সুড়ঙ্গের কোন চিহ্ন রহিল না।

ঐ মায়াবী বাল্যকালাবধি চল্লিশ বৎসর মায়াবিদ্যা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জানিয়াছিল এই পৃথিবীমধ্যে এক চমৎকার প্রদীপ আছে, তাহা প্রাপ্ত হইলে ধরণীমণ্ডলে সকল ভূপতি অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী হওয়া যায়। এবং প্রদীপ যে স্থানে ছিল তাহা গণনাদ্বারা সন্ধান করিয়া, আফ্রিকা হইতে তথায় আগমন করিয়াছিল। কিন্তু যদিও স্থান নির্ণয় হইয়াছিল তথাপি সে আপনি তাহা গ্রহণ করে এমত আজ্ঞা ছিল না। অতএব আলাদিনের দ্বারা তৎকর্ম্ম সমাধা হইলে, প্রদীপ আনয়ন কর্ত্তাকে কেহ জানিতে না পায়, এই কারণ তাহাকে ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার মনস্থ করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল আলাদিন প্রদীপ দিল না, তখন নিরাশ হইয়া সুড়ঙ্গ বদ্ধ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিল। আলাদিন মৃত্তিকার মধ্যে জীবিতপ্রোথিত হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল, এবং পিতৃব্যকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল পিতৃব্য, প্রদীপ দিতেছি তুমি সুড়ঙ্গদ্বার মুক্ত কর।

আলাদিন ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে দুই দিবস অনাহারে থাকিয়া, মৃত্যু অবধারিত করিয়া, করপুটে পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল হে পরমেশ্বর! তোমা ব্যতীত আর কেহ নাই, আমাকে রক্ষা কর। করদ্বয় যোগ হওয়াতে, তাহার অঙ্গুলিতে মায়াবী যে অঙ্গুরী দিয়াছিল তাহার ঘর্ষণ হইবামাত্র, ধরণী বিদীর্ণ হইয়া মৃত্তিকার ভিতর হইতে এক প্রকাণ্ডাকার দৈত্য উঠিয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, প্রভু আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, যিনি এই অঙ্গুরিকা ধারণ করেন আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী। এই ভয়ানক দৈত্যকে অন্য সময় দেখিলে আলাদিন আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎকালে তাহার ভয় ছিল না, অতএব নির্ভয়ে দৈত্যকে কহিল অহে তুমি আমাকে এই স্থানহইতে উদ্ধার কর। এই কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, আলাদিন দেখিল মায়াবী তাহাকে যে সুড়ঙ্গের দ্বারে আনিয়াছিল সেই খানে আসিয়াছে। আলাদিন ইহাতে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল।

গৃহে যাইয়া জননীকে দর্শন করিয়া আলাদিনের অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিল, কিন্তু তিন দিবস আহার নিদ্রা হয় নাই তাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর মাতাকে বলিল মা আমি তিন দিবস জলস্পর্শ করি নাই, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দাও, আমি খাইয়া জঠর অগ্নি নির্ব্বাণ করি। তাহার মাতা এই কথা শুনিয়া, গৃহে যে খাদ্য ছিল তখনি আনিয়া দিল। আলাদিন আহারান্তে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিল। তাহার মাতা শুনিয়া অজ্ঞানাপ্রায় হইল, এবং প্রিয় নন্দনের দুর্দ্দশা জন্য মায়াবিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিল।

আলাদিন দুই দিবসের মধ্যে একবারও চক্ষু মুদ্রিত করে নাই, অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে সমস্ত রাত্রি অচেতনে নিদ্রা গেল। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর মাতাকে বলিল মাতঃ আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, আমাকে কিছু আহার করিতে দাও। আলাদিনের

তোমাকে খাইতে দেই, যাহা ছিল কল্য আহার করিয়াছ। আলাদিন কহিল মাতঃ তবে কল্য যে প্রদীপটা আনিয়াছি তাহা আমাকে আনিয়া দাও, আমি তাহা বিক্রয় করিয়া আসি, তাহাতে অদ্য দিবা ও নিশার আহারোপায় হইতে পারিবে। এই কথা শুনিয়া তাহার মাতা প্রদীপ বাহির করিয়া আনিল, কিন্তু তাহা অপরিষ্কার দেখিয়া বলিল প্রদীপটা বড় ময়লা হইয়াছে যদি মাজিয়া ঘষিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য হইতে পারে। ইহা বলিয়া বালুকা দ্বারা প্রদীপ মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল, করিতে করিতে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য উপস্থিত হইয়া, গম্ভীর স্বরে বলিল আমাকে কি করিতে হইবে বল, আমি উপস্থিত, আমি প্রদীপস্বামির আজ্ঞাকারী। আলাদিনের মাতা দৈত্যকে দেখিয়া, কোন কথা বলিতে না পারিয়া আতঙ্কে মূর্চ্ছাগত হইল। আলাদিন বুঝিয়া প্রদীপটা মাতার হস্তহইতে লইয়া দৈত্যকে বলিল আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল, কিঞ্চিৎ কাল পরেই এক বৃহৎ রৌপ্যময় থালের উপর বারটা রূপার বড় বড় বাটীতে নানাবিধ মাংসের ব্যঞ্জন এবং দুইখান রূপার রেকাবে ছয় ছয়খান রুটী মস্তকে করিয়া এবং দুই বোতল মদ্য ও রূপার জলপাত্র দুই হস্তে লইয়া উপস্থিত হইল এবং তাহা ঘরের মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

আলাদিনের মাতা তখন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিতাবস্থায় ছিল। দৈত্য প্রস্থান করিলে, আলাদিন জল আনিয়া মাতার মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিল। তাহাতে তাহার চেতনা হইল। তখন আলাদিন বলিল জননি যাহা দেখিলে তাহা আর মনে করিও না, তাহা কিছু নয়, উঠিয়া আহার কর, তাহা হইলে তোমার দুর্ভাবনা দূর হইবে এবং আমারও জঠরজ্বালা নিবৃত্তি পাইবে, আইস, শীঘ্র উঠিয়া আইস, নতুবা এমন মাংসের ব্যঞ্জন শীতল হইয়া যাইবে।

আলাদিনের মাতা ঐ সকল রৌপ্যময় পাত্র দেখিয়া ও মাংসের

বাছা এই সকল খাদ্য দ্রব্য কোথা হইতে আসিয়াছে। আলাদিন কহিল সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই, তুমি আসিয়া আহার কর, আমার যেরূপ ক্ষুধা হইয়াছে তোমারও সেইরূপ হইয়া থাকিবে, আহারান্তে সকল কথা বলিব। ইহা শুনিয়া আলাদিনের মাতা আহার করিতে বসিল, প্রচুর খাদ্য দ্রব্য পাইয়া, মাতা পুত্রে উদর পুরিয়া আহার করিল। আহারান্তে আলাদিন মাতাকে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইল।

যে খাদ্য দ্রব্য অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পর দিবস রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। তাহার পর আহারের কোন সঙ্গতি না থাকাতে, আলাদিন রূপার বাটী গুলি এবং থালখানি পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিয়া কিছু দিন চালাইল। তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া, আলাদিন পুনরায় প্রদীপ বাহির করিয়া, বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিল। তাহাতে সেই বিকটমূর্ত্তি দানব সম্মুখে আসিয়া বলিল, আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা কর। আলাদিন কহিল আমি ক্ষুধিত হইয়াছি, কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া দৈত্য অন্তর্দ্ধান হইল, এবং ক্ষণেক বিলম্বে সেইরূপ রজত থালে খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিল। আলাদিনের মাতা দৈত্য আসিবে জানিয়া পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া, কর্ম্মান্তরে গিয়াছিল, গৃহে আসিয়া রৌপ্যপাত্র ও খাদ্য দ্রব্য দর্শনে আশ্চর্য্য মানিয়া, প্রদীপের অনেক প্রশংসা করিল। তদনন্তর তনয়কে আহার করাইয়া অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা তুলিয়া রাখিল, তাহাতে আরো দুই তিন দিবস উত্তমরূপে চলিল। তদনন্তর আলাদিন পূর্ব্ববৎ থালা বাটী বিক্রয় করিয়া কিছুদিন কাটাইল। ফলতঃ যদিও আলাদিন জানিল প্রদীপের মধ্যে অক্ষয় ধন আছে ও তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, তথাপি তাহা না করিয়া উক্তরূপ পরিমিত ভাবেই কালযাপন করিতে লাগিল। কেবল পরিচ্ছন্ন বেশে থাকিল এইমাত্র বিশেষ। কিন্তু তাহার মাতার তাহাও ছিল না, সে পূর্ব্বে যেমন চরখা কাটিয়া আপনার বস্ত্র প্রস্তুত করিত, তখনও সেইরূপ করিতে লাগিল।

আলাদিন এক দিবস পথভ্রমণ করিতে করিতে শুনিল, রাজকন্যা বেদ্রোলবদর স্নানার্থ গমন করিবেন, এই নিমিত্ত রাজা আজ্ঞা করিয়াছেন সমুদায় দোকানি পসারী ও অন্যান্য লোককে দোকান ও বাটীর গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, রাজকন্যা বাটী প্রত্যাগমন করিলে তাহা খুলিতে পাইবে। ইহাতে আলাদিন রাজকন্যাকে দেখিবার আশয়ে, গোপনভাবে স্নানাগারের মধ্যে গিয়া, এক দ্বারের পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। রাজকন্যা অনেক সহচরী ও দাস দাসী ও প্রহরী বেষ্টিতা হইয়া স্নানাগারে গেলেন, এবং দ্বারের নিকটে মুখাবরণ খুলিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। আলাদিন ঐ সময়ে কপাটের আড়ালহইতে রাজকন্যাকে দেখিল এবং তাহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া একবারে মোহিত হইল। কিন্তু রাজকন্যাকে পুনর্দ্দর্শন করিবার আশা রহিল না, অতএব নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রাজকন্যার রূপ তাহার মনোমধ্যে জাগরূক রহিল। আলাদিন তাহাকে নিয়ত চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার গর্ভধারিণী তাহাকে ভাবান্তর দেখিয়া ব্যাকুল হইল।

পরদিন যখন তাহার জননী গৃহে বসিয়া চরখা কাটিতেছে, তখন আলাদিন তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিল জননি! কল্যাবধি আমাকে ভাবান্তর দেখিয়া তুমি মনে করিয়া থাকিবে, আমার কোন পীড়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা নয়, রাজকন্যার অপরূপ রূপ দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়াছে। তৎপরে মাতাকে সকল বিবরণ কহিয়া বলিল মা! রাজকুমারীকে দর্শন করিয়া আমি যেরূপ চঞ্চল হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, আমার নিতান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তাহাকে বিবাহ করিব। তাহার মাতা বলিল হে পুত্র তুমি ক্ষিপ্ত হইয়াছ, এমন দীন হীন হইয়া তুমি কি সাহসে রাজদুহিতাকে পরিণয় করিতে মানস কর, যদি তাহা মনে করিয়া থাক, বল দেখি, সম্বন্ধ জন্য রাজার নিকটে কে যাইবে।

আলাদিন বলিল তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে, তোমাকেই যাইতে হইবে। তাহার মাতা বলিল আমি উন্মত্তা নহি যে এ কথা

রাজাকে গিয়া বলিব। আলাদিন বলিল জননি তুমি এই কথা বলিবে আমি অগ্রেই ভাবিয়াছি। কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি কোন প্রকারে আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিবে না, আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহি, যাহাতে বেদ্রোলবদর রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় তাহা করিয়া দাও, যদি আমার মৃত্যু দর্শন করিবার বাঞ্ছা না থাকে তবে ইহার অন্যথা করিও না। আলাদিনের মাতা পুত্রের এই সকল কথা শুনিয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইল, এবং অনেক প্রকারে পুত্রকে বুঝাইল, কিন্তু কোন প্রকারে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন করিতে পারিল না। অবশেষে তাহাকে বলিল রাজার নিকটে কোন প্রার্থনা করিতে হইলে প্রথমে উপহার দিতে হয়, তুমি ইহা জান কি না, উপহার দান হইলে প্রার্থনা শুনানি হয়, প্রার্থনা সিদ্ধ হওয়া না হওয়া পরের কথা। কিন্তু তোমার কি আছে যে রাজাকে দিবে।

আলাদিন কহিল মাতঃ, উপঢৌকন দিবার সামগ্রী নাই এ কথা তুমি কিরূপে বলিলে। আমি সুড়ঙ্গ হইতে যে সকল দ্রব্য আনিয়াছি তাহা কি রাজাকে দেওয়া যায় না। ঐ সকল দ্রব্য আমি প্রথমতঃ মূল্যহীন রঙ্ করা কাচ জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে জানিয়াছি তাহা বহুমূল্য প্রস্তর, এবং রাজাদের ভাণ্ডারের উপযুক্ত দ্রব্য। আমা-দের একখান বড় চিনার বাসন আছে, সেই বাসনখান আন দেখি, প্রস্তরগুলা তাহার উপর সাজাইলে কেমন দেখায় দেখি। আলা-দিনের মাতা তৎক্ষণাৎ চিনার বাসনখান আনিয়া দিল। আলাদিন থলিয়া হইতে রত্নগুলা বাহির করিয়া তাহার উপরে একে একে সাজা-ইল এবং তাহার আভা ও জ্যোতিঃ দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য বোধ করিল, তাহার মাতাও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা করিল। আলা-দিন বলিল জননি এখন আর বলিতে পারিবে না যে উপঢৌকন দিবার দ্রব্য নাই। ইহাতেও তাহার মাতা তাহাকে নানামত বুঝা-ইতে লাগিল, কিন্তু আলাদিন কোন মতে তাহার কথায় কর্ণপাত

করিল না। সুতরাং পুত্র কি করিবে, এজন্য তাহার মাতা স্নেহ-প্রযুক্ত সন্তানের মনোমত কার্য্যে সম্মতা হইল।

পরদিন প্রাতে আলাদিনের মাতা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, চিনার বাসনখান উত্তম রুমালে বান্ধিয়া, হস্তে ঝুলাইয়া চলিল। আলাদিন মাতার গমন দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল। তজ্জননী সভায় গিয়া দেখিল সভারম্ভ হইয়াছে, এবং সভা লোকে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন, তথাপি ভিড় ঠেলিয়া, রাজা যে স্থানে মন্ত্রী ও অমাত্যগণ বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন ঠিক তাহার সম্মুখে যাইয়া, রুমালমণ্ডিত চিনার বাসন হস্তে দণ্ডায়মানা হইল। ভূপাল বিচারকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, বিচার শেষ হইলে সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, মন্ত্রী প্রভৃতি আর আর সকল লোক বিদায় হইলেন। আলাদিনের মাতা সে দিবস আলয়ে আসিয়া আলাদিনকে কহিল আমি অদ্য রাজাকে দর্শন করিয়াছি, তিনিও আমাকে দেখিয়াছেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ লোকসমূহের কথা শুনিতে রাজা অত্যন্ত আবিষ্টচিত্ত ছিলেন, এবং তাহাতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, সিংহাসন হইতে হঠাৎ উঠিয়া গেলেন, অনেকের অনেক প্রার্থনা ছিল, তাহাদের কথা শুনিতে পারিলেন না। কল্য আমি পুনর্ব্বার রাজসভায় গমন করিব। আলাদিন অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়াও এ কথায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিল।

পর দিন আলাদিনের মাতা রাজসভাতে গমন করিল, কিন্তু যাইয়া দেখিল সভাবাটীর দ্বার রুদ্ধ। তত্রস্থ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল এক এক দিন অন্তর রাজসভা হইয়া থাকে, সুতরাং সে দিবসও ফিরিয়া আসিতে হইল। আলাদিন এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইল। তাহার পর তাহার মাতা ক্রমাগত ছয় দিবস রাজসভাতে গমন করিল, কিন্তু ছয় দিবসেই রাজাকে কোন কথা বলিতে পারিল না। সপ্তম দিনে, রাজা আপন কুঠরিতে বসিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন, কয়েক দিবসাবধি দেখিতেছি এক বৃদ্ধা সভায় আসিয়া, একখান রুমালে বান্ধা কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়

য়গানা থাকে, তাহার কারণ কিছু বুঝিতে পারি নাই, যদি কল্য সে পুনর্ব্বার আইসে তাহাহইলে আমাকে স্মরণ করিয়া দিও।

পর দিন আলাদিনের মাতা সভায় আসিয়া সেইরূপ দণ্ডায়মানা হইলে, রাজা আপনি তাহাকে দেখিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন তোমাকে যে স্ত্রীলোকের কথা বলিয়াছিলাম সে ঐ আসিয়াছে, অতএব অন্য কর্ম্ম রাখিয়া উহাকে অগ্রে ডাক, উহার প্রার্থনা শুনা যাউক। মন্ত্রী রাজার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আলাদিনের মাতাকে সিংহাসনের নিকটে আনাইলেন। আলাদিনের মাতা সিংহাসনের সন্মুখে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা বলিলেন হাঁগো বৃদ্ধা! তোমার মানস কি বল। এই কথায় আলাদিনের মাতা বিনয় পূর্ব্বক কহিল হে নর-শ্রেষ্ঠ আমি অসমসাহসী হইয়া মহারাজের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, তজ্জন্য অগ্রে আমার প্রতি ক্ষমা আজ্ঞা হউক, তৎপরে নিবেদন করিব। আলাদিনের মাতা নির্ভয়ে আপন মনোগত বিষয় ব্যক্ত করিতে পারে এজন্য ভূপতি, কেবল মন্ত্রিকে রাখিয়া, আর সকল লোককে সভা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। পরে সেই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, আলাদিনের মাতা বলিল আমি যাহা যাচ্ঞা করিব তাহা কোন অংশে অসঙ্গত বোধ হয় তবে পূর্ব্বেই আজ্ঞা হউক আমার দোষ গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা করিবেন, তাহা হইলে আমি সেই প্রার্থনা ব্যক্ত করিতে পারি।

রাজা বলিলেন তাহার কোন চিন্তা নাই, তুমি সে কথা নিভয়ে বল, আমি তোমার দোষ গ্রহণ করিব না। এইরূপ রাজাকে অগ্রে বচনবদ্ধ করিয়া আলাদিনের মাতা, রাজকন্যা বেদ্রোলবদরকে যে প্রকারে আলাদিন দেখিয়াছিল ও তাঁহাকে দেখিয়া যে প্রকার চঞ্চল-চিত্ত হইয়াছে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক কহিয়া বলিল, আমি পুত্রকে বিধিমতে বুঝাইয়াছি এমন আশা করিও না, কিন্তু সে কোন প্রকা-রেই বুঝে না। অতএব আমি মহারাজের নিকটে না আসিলে, কি জানি যদি কোন দুঃসাহসিক কর্ম্ম করে এই নিমিত্ত আপনকার সন্নিধানে আসিয়াছি।

রাজা এই কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলেন। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বস্ত্রমণ্ডিত কি দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ। আলাদিনের মাতা চীনের বাসনের রুমাল খান খুলিয়া, বহুমূল্য প্রস্তর সমেত সেই পাত্র রাজহস্তে দিল। রাজা ঐ সকল অপূর্ব্ব মণি মাণিক্য দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং একে একে সকল রত্নগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মন্ত্রী বল দেখি এমন উত্তম প্রস্তর কখন দেখিয়াছ কি না। মন্ত্রী উত্তর কি করিবেন দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে রাজা বলিলেন এই উপহারের বিষয়ে তুমি কি বল, যে ব্যক্তি ইহা উপহার দিতেছে তাহাকে রাজকন্যা দেওয়া যায় কি না। মন্ত্রী কহিলেন তাহাকে অবশ্যই রাজকন্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আলাদিনের মাতা সামান্য স্ত্রীলোক, আপনি তাহাকে বিশেষ জানেন না। অতএব আমার এই নিবেদন, তিন মাস কাল মধ্যে আমার পুত্র ইহা অপেক্ষাও বহুমূল্য উপঢৌকন দিবে, তৎপরে যাহাকে বাঞ্ছা হয় কন্যা দান করিবেন। ধরণীপাল মনে মনে বুঝিলেন মন্ত্রিনন্দন কখনই ইহার সমান উপঢৌকন দিতে পারিবে না, অতএব তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া আলাদিনের মাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ওগো বাছা, তুমি গৃহে যাইয়া তোমার পুত্রকে বল বিবাহের বিষয়ে আমার অসম্মতি নাই, কিন্তু তিন মাস গত না হইলে বিবাহ দিতে পারি না।

যে রাজার বার পাওয়া দুষ্কর, তিনি এতাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন আলাদিনের মাতা তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, অতএব মহীপালের মুখে এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে গৃহে আসিল। মাতা আসিবা মাত্র আলাদিন জিজ্ঞাসা করিল জননি বল দেখি সে আশার সুসার হইবে কি না। আলাদিনের মাতা পুত্রকে সকল বিবরণ কহিল, তাহার পর বলিল কেবল উপঢৌকন দেওয়াতে এই অচিন্তনীয় ফল দর্শিয়াছে। রাজা ভালই বলিতেছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী গোপনে তাঁহাকে কি কথা বলিলেন অনুমান হয় তাহাতেই ব্যাঘাত জন্মিল। আলাদিন এই কথা শুনিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া, জননীকে সহস্র

সহস্র প্রণাম করিয়া বলিল মাতঃ তোমার পরিশ্রমেতেই আমার মানস সফল হইবে।

অনন্তর দুই মাস গত হইলে, আলাদিনের মাতা এক দিবস দেখিল যে নগর মধ্যে মহা মহোৎসব হইতেছে, রাজকর্ম্মচারিগণ অপূর্ব্ব বেশে অশ্বারোহণপূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আলাদিনের মাতা এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল হাঁ বাছা এ সকল কি ব্যাপার। সে বলিল অদ্য রাত্রিতে রাজকন্যা বেদ্রোলবদরের সহিত মন্ত্রিপুত্রের বিবাহ হইবে তাহারই ধূমধাম হইতেছে। এই কথা শ্রবণ মাত্র আলাদিনের মাতা ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাগত হইয়া পুত্রকে বলিল আলাদিন, সকল আশা ভরসা ব্যর্থ হইল, তুমি রাজার অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছ, কিন্তু অদ্য রাত্রিতে মন্ত্রিপুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইবে। ইহা বলিয়া যাহা যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিল তাহা পুত্রকে কহিল।

এই সংবাদ শুনিয়া আলাদিনের মস্তকে একবারে বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা ঈর্ষা জন্মিল, তাহাতে বিষাদ বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, পরমোপকারী প্রদীপ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ানক দৈত্য উপস্থিত হইয়া আলাদিনকে বলিল প্রভু আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

আলাদিন বলিল দৈত্য শুন, সম্প্রতি তোমাকে এক গুরুতর কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি রাজার নিকটে তাঁহার কন্যা যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিন মাসের পর রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন, কিন্তু তিন মাস গত না হইতেই সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া, অদ্য নিশাতে মন্ত্রিনন্দনের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। অতএব তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি, বর কন্যা যেমন একত্র শয়ন করিবে অমনি শয্যা শুদ্ধ তুমি তাহাদিগকে তুলিয়া এইখানে আনিবে। দৈত্য, যে আজ্ঞা প্রভু, বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। তৎপরে আলাদিন মাতার সঙ্গে একত্র বসিয়া

আহারাদি করিলে পর, তাহার মাতা শয়ন করিতে গেল। আলাদিন আপন শয়নাগারে বসিয়া, বর কন্যা সমেত দৈত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এ দিকে রাজকন্যার শুভ বিবাহে মহা সমারোহ প্রযুক্ত, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য ভোজাদি হইল। পরে মন্ত্রিপুত্র অন্তঃপুরে বাসর গৃহে বাসরশয্যাতে শয়ন করিলে, রাজরাণী রাজকন্যাকে আনিয়া, বাসর শয্যাতে শয়ন করাইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে কি না এমন সময়ে কোথাহইতে সেই দৈত্য আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বর কন্যাকে পরস্পর সংস্পর্শের অবকাশ না দিয়া, পালঙ্ক শুদ্ধ তুলিয়া আলাদিনের শয়নাগারে উপস্থিত হইল। বর কন্যা উভয়ে দৈত্য দর্শনে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল।

আলাদিন, বর কন্যা আনীত হইলে, দৈত্যকে বলিল এই নব বিবাহিত পুরুষকে লইয়া বাহিরের ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখ, আর নিশাবসান কালে তুমি আমার নিকটে পুনর্ব্বার আসিও। দৈত্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিতনয়কে শয্যাহইতে লইয়া, আলাদিনের মনোনীত স্থানে দাঁড় করাইয়া, তাহার অঙ্গেতে নিশ্বাস পরিত্যাগ দ্বারা গতিশক্তি রহিত করিয়া চলিয়া গেল। আলাদিন যদিও রাজকন্যার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিল তথাপি তাহার সঙ্গে একত্র বসিয়া কেবল এই কথা বলিল, হে প্রাণাধিকে! হে পরমারাধ্যে! যদিও তোমার ভুবনমোহন রূপে আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছি তথাপি আমাকর্ত্তৃক তোমার সম্মানের ক্রটি হইবে না, তুমি নির্ভয়ে থাক, তোমার কোন চিন্তা নাই। রাজকন্যা এ কথায় উত্তর কি করিবেন বিকটাকার দৈত্য দর্শনে আতঙ্কে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া আলাদিনের বাক্য শুনিলেন মাত্র। আলাদিন পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া রাজকন্যার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া রহিল।

পর দিন প্রত্যূষে দৈত্য আলাদিনের সম্মুখে আসিয়া কহিল, ভৃত্য উপস্থিত কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আলাদিন বলিল, মন্ত্রিপুত্রকে আনিয়া, এই পর্য্যঙ্ক সমেত তাহাকে ও রাজকন্যাকে রাজ-

স্থান রাখিয়া আইস। দৈত্য আজ্ঞামাত্র, মন্ত্রিপুত্র ও রাজদুহিতাকে পালঙ্ক সহিত রাজার অন্তঃপুরে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

তদনন্তর রাজা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত বাসর গৃহে আসিলেন। মন্ত্রিপুত্র সমস্ত রজনী দণ্ডায়মান থাকিয়া শীতে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত শীত দূর হয় নাই, রাজা দ্বার মুক্ত করিলেই লজ্জায় শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া, গৃহান্তরে গেলেন। রাজা শয্যার নিকটে আসিয়া কন্যাকে সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন কন্যে কিরূপে নিশা যাপন হইয়াছে। রাজকন্যা কোন উত্তর না করিয়া বিমর্শভাবে রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন। ভূপাল মনে করিলেন কন্যা লজ্জা প্রযুক্ত কথা কহিল না, অতএব তথাহইতে রাণীর নিকটে গিয়া সকল বিবরণ কহিলেন। রাণী কহিলেন নববিবাহিত নারীরা স্বামির সঙ্গে প্রথম সহবাস করিয়া পর দিবস অতিশয় লজ্জিতা হয়, ইহা নূতন নহে, অতএব কন্যার নিরুত্তর থাকা আশ্চর্য্য নহে। যাহা হউক আমি কন্যাকে দেখিতে যাইতেছি।

এই কথা বলিয়া রাজরাণী বাসরগৃহে যাইয়া মশারি উত্তোলন পূর্ব্বক কন্যার মুখচুম্বন করিলেন। কিন্তু রাজকন্যা মৌন ভাবে রহিলেন কোন কথা কহিলেন না। তাহাতে দুঃখিতা হইয়া রাণী বলিলেন কন্যে আমি আসিয়া তোমাকে আদর করিলাম, তুমি অনাদর করিয়া মৌন হইয়া রহিলে, একি আশ্চর্য্য। তোমার বিমর্শভাবে বোধ হয় কোন বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকিবে, অতএব সবিশেষ কহিয়া আমার দুর্ভাবনা দূর কর। ক্ষণেক পরে রাজকন্যা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন জননি! গত রাত্রে যে ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াছি তাহার আতঙ্কে এখন পর্য্যন্ত আমার চেতনা হয় নাই। ইহা বলিয়া রাত্রির সমুদায় ঘটনা মাতাকে কহিলেন। রাণী কন্যার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রত্যয় না করিয়া, দুহিতাকে বলিলেন এ কথা পিতাকে বল নাই অত্যন্ত মঙ্গলের বিষয়। একথা আর কাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত করিও না, করিলে তোমাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিবে।

অনন্তর আলাদিন পর দিন আবার দৈত্যকে ডাকিয়া বলিল, কল্য যে প্রকার তাহাদিগকে আনিয়াছিলে অদ্যও সেইরূপ আনিতে হইবে। দৈত্য তদাজ্ঞানুসারে সে দিনও নিশাতে বর কন্যাকে আলাদিনের শয়নাগারে আনয়ন করিল, আলাদিন মন্ত্রিপুত্রকে সেইরূপ বাহিরে রাখিয়া আপনি রাজকন্যার সঙ্গে একত্র শয়ন করিল।

নিশাবসানে দৈত্য আসিয়া, তাহাদিগকে রাজবাটীতে রাখিয়া আসিল। রাজা পূর্ব্ব দিবস কন্যাকে বিমর্শযুক্তা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, অতএব সে দিনেও প্রত্যূষে বাসর গৃহে গমন করিলেন। মন্ত্রিতনয় রাজার পদ-শব্দ পাইবামাত্র পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অন্য গৃহে গেলেন। রাজা পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কহ তনয়ে কল্য তুমি কিরূপে রজনী যাপন করিয়াছ। রাজকন্যা কোন উত্তর না করিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। রাজা দেখিলেন দুহিতা পূর্ব্ব দিনাপেক্ষাও ঐ দিবস অধিক বিমর্শ, অতএব পুনর্ব্বার বলিলেন কন্যে এমন বিমর্শভাবের কারণ কি, আমাকে না বলিলে আমি অতি দুঃখিত হইতেছি। তখন কন্যা, যে যে ঘটনা হইয়াছিল বলিলেন। শেষে বলিলেন হে পিতঃ! যদি আমার বাক্যে আপনার প্রত্যয় না হয় তবে মন্ত্রিনন্দনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ দূর হইবে। এই কথা শ্রবণে রাজা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন তনয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা কল্য তুমি আমাকে কেন বল নাই।

অনন্তর রাজা আপন মন্দিরে গিয়া, প্রধান মন্ত্রিকে ডাকাইয়া, আপন কন্যার স্থানে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা শুনাইয়া কহিলেন, তোমার পুত্রের স্থানে সবিশেষ শুনিলে নিঃসন্দেহ হইবে, অতএব তাহার নিকট ইহার সবিশেষ জানিয়া আমাকে আসিয়া বল। রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিকট যাইয়া, রাজার স্থানে যাহা যাহা শুনিলেন তাহা সমস্ত বলিয়া, পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা তুমি যাহা যাহা জান আমাকে প্রকৃতরূপ বল। মন্ত্রিনন্দন কহিলেন হে জনক! আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা কেন

কহিব, রাজকন্যা যে যে কথা বলিয়াছেন তাহা সমুদয় সত্য, কিন্তু আমার দুর্গতির বিবরণ তিনি কিছুই অবগত নহেন। ইহা বলিয়া আপনার দুর্গতির বিষয় সমস্ত অবগত করাইলেন, এবং বিনতি-পূর্ব্বক পিতার নিকট এই কথা বলিলেন তিনি রাজাকে বলিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ঘুচাইয়া দেন, নতুবা তাঁহার প্রাণ সংশয়।

রাজকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া মন্ত্রী আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ যন্ত্রণার কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ তনয়ের বিবাহ ভঞ্জনে নিতান্ত আকিঞ্চন দেখিয়া, তাঁহাকে রাজার সাক্ষাতে লইয়া গিয়া সমস্ত বিবরণ শুনাইলেন, এবং পুত্রকে রাজপুরী হইতে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি তাহাতে আপত্তি করিলেন না। সেই দিবস অবধি নৃত্য গীত ও মহোৎসব স্থগিত হইল, দেশস্থ লোকেরা তাহার কারণ কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না। আলাদিন তাহার হেতু বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বিবাহ ভঙ্গের আর কোন চেষ্টা করিল না, তিন মাসের পর রাজাকে বিবাহের বিষয় স্মরণ করিয়া দেওনার্থ মাতাকে রাজসভায় প্রেরণ করিল।

আলাদিনের মাতা রাজসভাতে গিয়া পূর্ব্ববৎ রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিল। রাজা দৃষ্টিমাত্রে তাহাকে চিনিতে পারিলেন, যে বিষয়ের নিমিত্ত তাহার গমনাগমন তাহাও স্মরণ হইল। তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন সেই যে স্ত্রীলোক কয়েক মাস হইল উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছিল সে পুনর্ব্বার আসিয়াছে, ঐ স্ত্রীলোক কি বলে তাহা অগ্রে শুনা যাউক, তাহার পর আর আর কর্ম্ম হইবে। ইহা বলিয়া বৃদ্ধাকে ডাকিলেন। আলাদিনের মাতা সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণিপাত করিল। ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি চাহ। আলাদিনের মাতা বলিল মহারাজ আমাকে তিন মাস পরে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, অতএব আসিয়াছি। রাজা এই কথায় অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া মন্ত্রিকে সঙ্কেতে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন যদি আলাদিনকে কন্যা দান করা বিধেয়

না হয় তবে পণের টাকা অধিক করিয়া বলুন, অধিক মুদ্রা দিতে না পারিলে বিবাহ হইবে না।

রাজা মন্ত্রির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, আলাদিনের মাতাকে বলিলেন অগো বৃদ্ধা শুন, আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আলাদিনকে গিয়া বল, প্রথমে যে প্রকার দ্রব্যের উপঢৌকন দিয়াছিল, চল্লিশ থান বৃহৎ বৃহৎ স্বর্ণ থালে সেই প্রকার দ্রব্যাদি সাজাইয়া, চল্লিশ জন ক্রীতদাসের মস্তকে দিয়া পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব।

ভূপতির এই কথা শুনিয়া আলাদিনের মাতা ক্ষুব্ধ চিত্তে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, গৃহে আসিয়া আলাদিনকে বলিল হে পুত্র রাজা এই এই সামগ্রী চাহিয়াছেন তুমি তাহা দিতে পারিবে? আলাদিন বলিল এ সকল দ্রব্যের জন্য চিন্তা কি।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর আলাদিনের মাতা বাজার করিতে গেল। আলাদিন প্রদীপ ঘর্ষণপূর্ব্বক দৈত্যকে ডাকিয়া বলিল, রাজা অঙ্গীকার করিয়াছেন আমার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিবেন, কিন্তু যে উদ্যান হইতে আমি এই প্রদীপ আনয়ন করিয়াছি সেই উদ্যানের রত্নাদি চল্লিশখান বড় বড় স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া চল্লিশ জন ক্রীতদাসের মস্তকে দিয়া না পাঠাইলে বিবাহ হইবে না, অতএব তুমি ঐ সকল দ্রব্যাদি শীঘ্র আনয়ন কর।

দৈত্য এই কথা শুনিয়া প্রস্থান করিল, কিঞ্চিৎকাল পরে চল্লিশ জন দাসের মস্তকে বিবিধ রত্নপূর্ণ চল্লিশখান বৃহৎ বৃহৎ স্বর্ণথাল দিয়া উপস্থিত হইল। আলাদিনের মাতা বাজার হইতে আসিয়া অনেক জন ও ধনরাশি দেখিয়া একবারে বিস্মিতা হইল। আলাদিন কহিল, মাতঃ যেমন আসিয়াছ অমনি রাজবাটীতে যাও, এবং রাজা সভাভঙ্গ করিয়া না উঠিতে উঠিতে এই সকল দ্রব্যাদি দিয়া আইস। ইহা বলিয়া দাসগণকে উপঢৌকন লইয়া যাইতে আদেশ করিল। আজ্ঞা-

অনন্তর স্বর্ণথাল গুলি সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিল। আলাদিনের মাতা সিংহাসনের নিকট যাইয়া পূর্ব্ববৎ অভিবাদনাদি করিয়া বলিল মহারাজ আমি যে ভেট আনিয়াছি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা চক্ষে যাহা কখন দেখেন নাই এমত অপূর্ব্ব মণি মুক্তা হীরকাদি চল্লিশখান বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে পরিপূর্ণ দেখিয়া, এবং দাসগণের অপূর্ব্ব রাজতুল্য পরিচ্ছদাদি দেখিয়া স্পন্দ রহিত হইলেন। এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব থাকিয়া মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টি করিলেন। মন্ত্রী ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন এই সকল রত্নাদি কোথা হইতে আনিল। রাজা কতকক্ষণ চিন্তা করিয়া আলাদিনের মাতাকে বলিলেন তোমার পুত্রকে আমি কন্যা দান করিব তাহাতে আর সংশয় নাই, তুমি তাহাকে শীঘ্র করিয়া আসিতে বল।

আলাদিনের মাতা এই কথা শুনিয়া প্রফুল্লচিত্তে বিদায় হইল। রাজা, সভা ভঙ্গ করিয়া নপুংসক ভৃত্যগণকে রত্নপূর্ণ থাল সকল কন্যার সদনে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। এবং আপনিও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া কন্যার সঙ্গে একত্র বসিয়া রত্নাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কন্যাকে দাসগণের অপূর্ব্ব বেশ ভূষা দেখাইবার জন্য, তাহাদিগকে অন্তঃপুরে আনাইলেন। রাজকন্যা যবনিকার ভিতর হইতে কিঙ্করদিগকে দৃষ্টি করিলেন।

এ দিকে আলাদিনের মাতা গৃহে আসিলে, তাহার সহাস্য বদন দেখিয়া আলাদিন বুঝিল মঙ্গল বটে। তাহার মাতা বলিল আর কোন চিন্তা নাই, রাজা বলিলেন তোমাকে কন্যাদান করিবেন এবং তোমাকে শীঘ্র যাইতে বলিলেন, অতএব গমনের উদ্যোগ কর। আলাদিন এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল এবং আপন শয়নাগারে গিয়া প্রদীপ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে দৈত্য উপস্থিত হইলে, আলাদিন দৈত্যকে বলিল আমি স্নান করিব, তৎপরে রাজাধিরাজ যে পরিচ্ছদ কখন পরিধান করেন নাই তদ্রূপ পরিচ্ছদ আনিয়া দিতে হইবে। এই কথা বলিবামাত্র দৈত্য তাহাকে

এক পাষাণ নির্ম্মিত স্নানাগারে আসিয়াছে; তথায় নানা সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত উষ্ণ জলে অবগাহন করিল, তদ্দ্বারা শরীরের অপূর্ব্ব কান্তি হইল। স্নানের পর দালানে আসিয়া দেখিল অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ রহিয়াছে, তাহার জ্যোতিতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দৈত্য তাহাকে ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তাহার গৃহে লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমাকে আর কি করিতে হইবে। আলাদিন বলিল রাজার অশ্বশালায় যে সকল উত্তম উত্তম ঘোটক আছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক অশ্ব আমাকে আনিয়া দাও, ঐ অশ্বের লাগাম ও জিন অতি উত্তম হইবে। তদ্ভিন্ন আর চল্লিশ জন ভৃত্য আনিয়া দাও, তাহারা আমার দুই পার্শ্বে শারি দিয়া যাইবে, ইহা ভিন্ন রাজকন্যার দাসীরা যেমন সুসজ্জিত সেই প্রকার ছয় জন দাসী আমার মাতার জন্য আনিয়া দাও, তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে রাজরাণীর উপযুক্ত এক এক প্রস্থ বস্ত্র থাকিবে। আর দশ থলিয়াতে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চাহি। এই সকল দ্রব্য শীঘ্র আনিয়া দাও।

দৈত্য এই কথা শুনিয়া অন্তর্দ্ধান হইল, কিঞ্চিৎকাল পরে সমুদায় দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইল। আলাদিন নিত্য-ব্যয়ের জন্য চারি সহস্র মুদ্রা মাতাকে দিয়া, অবশিষ্ট ছয় সহস্র মুদ্রা ছয় জন ভৃত্যের হস্তে দিয়া আজ্ঞা করিল, যখন আমি রাজবাটী গমন করিব তখন তোমরা এই সকল মুদ্রা মুষ্টি মুষ্টি করিয়া পথে ছড়াইয়া যাইবে।

তদনন্তর আলাদিন অশ্বারোহণপূর্ব্বক রাজবাটীতে চলিল। রাজপথে লোকারণ্য হইল এবং ঐ সকল লোকেরা আলাদিনকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। রাজপুরী প্রবেশ করিলে, রাজা তাহার বেশ ভূষা দেখিয়া যেমন চমৎকৃত হইলেন তাহার মুখশ্রী দেখিয়াও সেইরূপ সন্তুষ্ট হইলেন। আলাদিনের মাতা যৎকুৎসিত বেশে রাজসভায় যাইত, তাহাতে রাজা মনে করেন নাই তাহার পুত্র এত শ্রীমান্ হইবে ও এমন সজ্জা করিয়া আসিবে। আলাদিন উপস্থিত হইবামাত্র রাজা অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনিয়া, সিংহাসনে

কাল পরে, ভূপাল আলাদিনকে অন্য এক সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গেলেন, তথায় ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। রাজা তাহার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। ভোজনান্তে, পরিণয়ের কথা উপস্থিত হওয়াতে, আলাদিন বলিল রাজকন্যার উপযুক্ত স্থান এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করি নাই, অতএব যে পর্য্যন্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ না হয় সে পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিয়া, রাজপুরীর নিকট আমাকে কিঞ্চিৎ স্থান দান করিতে আজ্ঞা হয়, সেই খানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আমি সতত মহারাজের নিকটে থাকিব মানস করিয়াছি। রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী নির্ম্মাণার্থ স্বীয় পুরীর সম্মুখে স্থান দিলেন।

আলাদিন রাজার স্থানে বিদায় হইয়া গৃহে আগমন করিল। পথিমধ্যে তখনও লোকারণ্য, তাহাদের জয় জয় ধ্বনিতে গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আলাদিন গৃহে আসিয়া আপন শয়নাগারে যাইয়া প্রদীপ ঘর্ষণ দ্বারা দৈত্যকে আহ্বান করিল। দৈত্য আগত হইলে তাহাকে কহিল, রাজপুরীর সম্মুখে রাজকন্যার বাসের যোগ্য এক পুরী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পুরী অতি অপূর্ব্ব হইবে, এবং তৎশোভার্থ যেখানে যে সাজ লাগে তাহা বিবেচনামত দিবে। আর সর্ব্বোপরি গোলাকার এক বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহার চতুর্দ্দিকে একই প্রকার বারান্দা থাকিবে। দেওয়াল ইষ্টকের না হইয়া স্বর্ণ ও রজতময় হইবে, ও তাহার গবাক্ষাদি মণি মুক্তা হীরাতে খচিত হইবে। ফলতঃ এই অট্টালিকা এমন হইবে যে তত্তুল্য পৃথিবীতে আর দেখা যায় না।

এই কথা শুনিয়া দৈত্য প্রস্থান করিল। প্রত্যূষে পুনরুপস্থিত হইয়া বলিল অট্টালিকা প্রস্তুত। আলাদিন অট্টালিকা দেখিতে চাহিলে, দৈত্য তাহাকে তথায় লইয়া গেল। আলাদিন গৃহের শোভা ও সজ্জা দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইল, কি বলিয়া প্রশংসা করিবে তাহা
... দৈত্য তাহাকে একে একে সকল ঘর

দেখাইল। আলাদিন দেখিলেন যেখানে যে সাজ শোভা পায় সেখানে সেই সাজ দিয়াছে, এবং যেখানে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক তাহা সমস্ত রহিয়াছে। দ্বারী প্রহরী ভৃত্য যাহার যে কর্ম্ম সে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। অশ্বশালায় উত্তমোত্তম অশ্ব রহিয়াছে। ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং খাদ্যভাণ্ডারে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আলাদিন পুলকিত হইয়া দৈত্যকে বলিল দৈত্য! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি যে অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছ তাহা অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। কিন্তু রাজকন্যা যেস্থানে থাকিবেন সেখান অবধি রাজবাটী পর্য্যন্ত একখান বড় মখমল পাতিয়া দিতে হইবে, রাজকন্যা তাহার উপর দিয়া আমার গৃহে আসিবেন। এই কথা বলিবামাত্র দৈত্য অন্তর্হিত হইল এবং ক্ষণকাল মধ্যে আসিয়া একখান অতি উৎকৃষ্ট মখমল বিস্তৃত করিয়া দিল। প্রত্যূষে রাজবাটীর দ্বার মুক্ত না হইতে হইতে দৈত্য তাহাকে তাহার পূর্ব্ব বাটীতে রাখিয়া বিদায় হইল।

প্রাতঃকালে রাজবাটীর দ্বারীগণ দ্বার মুক্ত করিয়াই দেখিল রাজবাটীর সম্মুখে এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ হইয়াছে। তদবলোকনে সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, রাজমন্ত্রী অট্টালিকা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া রাজাকে কহিলেন, এই গৃহ মায়াবিদ্যা দ্বারা রচিত হইয়া থাকিবে। রাজাও পুরী দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বলিলেন এই অট্টালিকা আলাদিন রাজকন্যার বাসের জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। এই বাটী এক রাত্রিতে প্রস্তুত হইল ইহাতে মায়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আলাদিন আমাকে যে যে অদ্ভুত রত্নাদি দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় সে ব্যক্তি এই পুরী এক রাত্রিমধ্যে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ।

এ দিকে আলাদিন গৃহে আসিয়া দেখিল যে তাহার মাতা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করণানন্তর, দৈত্যদত্ত রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। আলাদিন বলিল দৈত্যানীত দাসীগণ সমভিব্যাহৃতা হইয়া তুমি রাজবাটীতে গমন কর, এবং রাজাকে গিয়া বল বাটী প্রস্তুত হইয়াছে রাজকন্যাকে তথায় লইতে আসিয়াছি। আলাদিনের

মাতা এই কথা শুনিয়া রাজবাটীতে গমন করিল। তদনন্তর আলাদিন আপনি অশ্বারোহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব জঘন্য স্থান একবারে পরিত্যাগ করিয়া, মহা ঐশ্বর্য্য ও সুখের মূল যে প্রদীপ তাহা লইয়া অতিশয় সমারোহপূর্ব্বক নূতন প্রাসাদে গমন করিল।

দিবাবসানে রাজকন্যা রাজরাণীর নিকট বিদায় হইয়া নূতন অট্টালিকাতে যাত্রা করিলেন। আলাদিনের মাতা ও রাজকন্যার বন্দিনীগণ উত্তম বেশ ভূষা করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আলাদিন অগ্রসর হইয়া তাহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া আসিল। তাহার মাতা রাজকন্যাকে অপূর্ব্বাসনে উপবেশন করাইয়া, আহার প্রস্তুত করিয়া দিল। আহারকালে পরম রূপবতী নারীগণ নানাবিধ যন্ত্র লইয়া অতি উত্তম গান বাদ্য করিতে লাগিল। তৎপরে আলাদিন রাজকন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাসরগৃহে প্রবেশ করিল।

পর দিবস প্রত্যূষে, আলাদিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, এক মনোহর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজপুরে গমন করিল। রাজা সম্মানপূর্ব্বক আলাদিনকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনে আপন পার্শ্বে বসাইলেন, এবং প্রাতর্ভোজনের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আলাদিন কহিল অদ্য মহারাজকে আমার ভবনে কৃপা করিয়া ভোজন করিতে হইবে, আমি মহারাজকে লইতে আসিয়াছি।

রাজা আলাদিনের কথা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাহার সহিত পদব্রজে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে অট্টালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া অধিক চমৎকৃত হইলেন। গৃহ প্রবেশ করিয়া তাঁহার আরো আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, তিনি মোহিত হইয়া চিত্তমধ্যে কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৈঠকখানায় গিয়া, ঘরের সজ্জা এবং অতি উৎকৃষ্ট ও বড় বড় হীরা ও মনি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং নানা প্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অট্টালিকা অবলোকন করা হইলে পর, আলাদিন রাজাকে রাজকন্যার নিকট লইয়া গেল। রাজকন্যা তাঁহাকে অত্যন্ত আহ্লাদে আহ্বান

করিলেন, তাহাতে রাজা বুঝিলেন কন্যা বিবাহে সুখী হইয়াছেন। অনন্তর সকলে ভোজন করিতে বসিলেন। আলাদিন নানাজাতীয় অপূর্ব্ব ও অপ্রাপ্য আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিয়াছিল, তাহা আহার করিয়া রাজা অত্যন্ত সন্তৃপ্ত হইলেন।

রাজা গৃহে যাইয়া মন্ত্রিকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন, পুরীর পারিপাট্যবিষয়ে মন্ত্রির মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, আলাদিনের পুরী মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, মায়ার পুরী।

বিবাহের পর আলাদিন গৃহে কাল হরণ না করিয়া, মধ্যে মধ্যে দেবালয় দর্শন বা দেবার্চ্চনার্থ গমন করিত। কখন বা রাজমন্ত্রী বা অন্য কোন রাজসভাস্থদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত, এবং যখন যখন বাটী হইতে বাহির হইত, তখনই তাহার অশ্বের দুই পার্শ্বে দুইজন ভৃত্য যাইত। তাহারা দুই দিকে মুষ্টি মুষ্টি করিয়া মুদ্রা ছড়াইত, তাহা গ্রহণার্থ রাজপথে মহাজনতা হইত। তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি যখন তাহার নিকটে যাচ্ঞা করিত সে প্রচুর ধন পাইয়া সন্তুষ্ট হইত। এইরূপে আলাদিন সকলের প্রিয়ম্বদ হইল এবং সকল লোক তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। অধিকন্তু তাহার কীর্ত্তি ও যশ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল।

আলাদিন এইরূপে কয়েক বৎসর সুখে কাল যাপন করিল। এদিকে আফ্রিকা দেশস্থ মায়াবী, অনেক দেশ ভ্রমণানন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, এক দিবস আলাদিনকে স্মরণ করিয়া, মনে ভাবিল তাহাকে গহ্বর মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছি, সেই স্থানে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে বিষয় নিশ্চয় জন্য, গণনা করিয়া দেখিল, আলাদিন মরে নাই, গহ্বরহইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম সুখ ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, এবং চীনরাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার অত্যন্ত নাম সম্ভ্রম হইয়াছে। ইহা জানিয়া মায়াবী একবারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, হায় হায় আমার পণ্ডশ্রম হইল, আমি বোধ করিয়াছিলাম তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু ঐ ছোঁড়াই আমার

করিতে হইয়াছে, আমি তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিব তাহাতে আমার প্রাণ যায় সেও ভাল।

মায়াবী এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে একটা অশ্বে চড়িয়া চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিল। এইরূপে চীনদেশে উপনীত হইয়া এক পণ্যালয়ে বাসা করিয়া, প্রথম দিবস তথায় বিশ্রাম করিল। পর দিবস উঠিয়া আলাদিনের তথ্যজন্য পথ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক স্থানে কয়েক জন ভদ্র লোক একত্র বসিয়া পানাদি করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইল। তাহাতে এক ব্যক্তি তাহাকে এক পাত্র মদ্য দিয়া, পান করিতে বলিল। মায়াবী যখন ঐ মদ্য পান করে, তখন তত্রস্থ কোন লোক আলাদিনের অট্টালিকার প্রশংসা করিতে লাগিল। মায়াবী মদ্যপান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কোন্ অট্টালিকার কথা কহিতেছ। সে কহিল তুমি বুঝি ভিন্নদেশীয় হইবে, নতুবা আলাদিনের বিখ্যাত অট্টালিকার কথা কেন জিজ্ঞাসা করিবে। ধরণীমধ্যে এরূপ অট্টালিকা আর নাই। তোমার ঐ অট্টালিকা দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি তাহাকে আলাদিনের বাটীর পথ প্রদর্শন করাইল। মায়াবী তথাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া তদুদ্দেশে চলিল।

মায়াবী অট্টালিকার সমীপবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মনে মনে বুঝিল যে, প্রদীপ ব্যতীত আর কিছুতে এই বাটী প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু ঐ প্রদীপ আলাদিনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে অথবা অন্য কোন স্থানে রাখে তাহা জানা আবশ্যক হইয়াছে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে বাসায় যাইয়া, গণনা করিয়া দেখিল প্রদীপ আলাদিনের বাটীর মধ্যে থাকে। ইহাতে মনে মনে হর্ষযুক্ত হইল। অনন্তর এক দিন পরম্পরায় শুনিল আলাদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছে অষ্টাহের মধ্যে গৃহে আসিবে না। ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, আমার মনস্কামনাসিদ্ধির এই উত্তম সময়, এই সময়ে কোন প্রকারে [illegible] । ইহা ভাবিয়া এক প্রদীপবিক্রেতার

দোকানে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ভাই তুমি আমাকে গুটি-বারো প্রদীপ দিতে পার। প্রদীপবিক্রেতা কহিল এত প্রদীপ আমার নিকট প্রস্তুত নাই, যদি কল্য আইস তবে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। মায়াবী বলিল ক্ষতি নাই তুমি প্রদীপ প্রস্তুত করিয়া রাখ আমি কল্য আসিয়া লইয়া যাইব, কিন্তু দেখিও প্রদীপগুলি যেন ভাল এবং পরিষ্কার হয়, মূল্য অধিক দিব, মূল্যের জন্য চিন্তা করিও না।

এই কথা বলিয়া মায়াবী সে দিবস বাসস্থানে গেল, পর দিন এক খান চাঙ্গারি শুদ্ধ প্রদীপবিক্রেতার দোকানে যাইয়া দ্বাদশটী প্রদীপ লইয়া তাহা চাঙ্গারিতে সাজাইয়া, চাঙ্গারি খান স্কন্ধোপরি লইয়া আলাদিনের অট্টালিকাভিমুখে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া বাটীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে২ এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার বলিতে লাগিল, "কেহ পুরাতন প্রদীপ বদল দিয়া নূতন প্রদীপ লইবে।" এই কথা শুনিয়া যত বালক ও পথিক তাহাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল, এবং করতালি দিয়া হো হো ধ্বনি করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল।

মায়াবী তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, ক্রমে রাজকন্যা ছাদের উপর হইতে গোল শুনিয়া এক বন্দিনীকে বলিলেন দেখিয়া আইস কিসের গোল হইতেছে। বন্দিনী বাহিরে আসিয়া প্রদীপ বদলের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে রাজনন্দিনীর নিকটে গিয়া বলিল, ঠাকুরানি এক ব্যক্তি কতক-গুলিন নূতন তাম্র-দীপ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, সে অর্থ চাহে না, বলিতেছে, পুরাতন প্রদীপ লইয়া নূতন প্রদীপ দিবেক, এই কথা শুনিয়া পথের যাবতীয় লোক ও বালক তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। রাজকন্যার অন্য এক পরিচারিণী বলিল, ঠাকুরাণী দেখিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, এই ঘরের আলিসার উপর একটা পুরাতন প্রদীপ আছে, সে প্রদীপটা বদল দিয়া একটা নূতন প্রদীপ পাওয়া যায় তাহাহইলে হানি কি।

দাসী যে প্রদীপের কথা বলিল তাহা আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ

তাহা কেহ লইতে না পারে একারণ আলাদিন মৃগয়া গমনকালে উচ্চ স্থান বিবেচনা করিয়া আলিসার উপর রাখিয়া গিয়াছিল। ঐ প্রদীপের অদ্ভুত গুণ রাজকন্যা কিছুই জানিতেন না, সুতরাং আজ্ঞা করিলেন, ঐ প্রদীপটা দিয়া একটা নূতন প্রদীপ লইয়া আইস। দাসী, রাজকন্যার আজ্ঞানুসারে প্রদীপটা লইয়া দ্বারের নিকট গিয়া মায়াবীকে ডাকিয়া কহিল এই প্রদীপটা লইয়া তুমি একটা উত্তম প্রদীপ দাও। মায়াবী ভাবিল এই প্রদীপ সেই প্রদীপ না হইয়া যায় না; অতএব তখনি তাহা লইয়া বক্ষের বসনমধ্যে রাখিল, এবং চাঙ্গারি হইতে একটী উত্তম প্রদীপ বাছিয়া তাহার হস্তে দিল।

মায়াবী প্রদীপ পাইবামাত্র তথাহইতে প্রস্থান করিল, কতক দূর গিয়া এক নির্জ্জন স্থানে ক্রীত প্রদীপ শুদ্ধ চাঙ্গারি খান ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, গলি ঘুজি দিয়া নগর দ্বারে উপস্থিত হইল, তথা হইতে প্রান্তরে পড়িয়া এক নির্জ্জন স্থানে গেল। ঐ স্থানে দিবাবসানানন্তর নিশা আগত হইলে বক্ষঃস্থল হইতে প্রদীপ বাহির করিয়া ঘর্ষণ করিল, তাহাতে সেই বিকটমূর্ত্তি দৈত্য উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি চাহেন আজ্ঞা করুন, যাহার হস্তে এই প্রদীপ থাকে আমি তাহার দাস, আমাকে যে আজ্ঞা করিবেন আমি তাহা ভৃত্যের ন্যায় পালন করিব।

মায়াবী কহিল শুন আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তোমরা এই নগর মধ্যে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছ তাহা ও তন্মধ্যে যে সকল লোক ও দ্রব্যাদি আছে তাহা শুদ্ধ আমাকে, আফ্রিকা দেশের অমুক স্থানে লইয়া চল। দৈত্য এই কথা শুনিয়া মায়াবী এবং আলাদিনের বাটী যে ভাবে ছিল সেই ভাবে সর্ব্বশুদ্ধ তৎক্ষণাৎ আফ্রিকা দেশে লইয়া গেল।

পর দিবস প্রাতঃকালে চীনাধিপতি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে স্থানে আলাদিনের অট্টালিকা ছিল তথায় গৃহচিহ্ন কিছুই নাই, সেই স্থান পূর্ব্ববৎ শূন্য পড়িয়া আছে। অতএব বিস্ময়যুক্ত হইয়া মন্ত্রিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মন্ত্রী আসিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিতে পার আলাদিনের অট্টালিকা কোথায় গেল। মন্ত্রী গবাক্ষে গিয়া দেখিলেন যে অট্টালিকা নাই, শূন্য ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাতে অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হইয়া কহিলেন হে নরেন্দ্র! আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম এত অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত বাটী শুদ্ধ মায়া কর্ত্তৃক হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে মহারাজ আমার কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেন না। রাজা তখন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমি সেই প্রতারকের মস্তক এখনি ছেদন করিব, সে নরাধম কোথায়। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ সে মৃগয়া করিতে গিয়াছে। রাজা কহিলেন তুমি ঐ পাপিষ্ঠকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া এখনি আনয়ন কর। মন্ত্রী যে আজ্ঞা বলিয়া তখনি ৩০ জন অশ্বারোহি সেনা প্রেরণ করিলেন। সেনাগণ প্রায় নয় ক্রোশ দূরে গমন করিয়া আলাদিনের সাক্ষাৎ পাইল, কিন্তু তখন তাহাকে কোন কথা না বলিয়া এইমাত্র বলিল যে, আপনাকে দেখিবার জন্য মহারাজ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, এ জন্য আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি।

আলাদিন তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক বন বিহার করিতে করিতে আসিল। যখন আলাদিন রাজবাটীর এক ক্রোশ অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেনাপতি তাহাকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিল হে রাজকুমার! আমাদিগের প্রতি কষ্ট হইবেন না, আমরা আজ্ঞাকারি মাত্র। এই কথা বলিয়া আলাদিনকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ ঘাতক পুরুষকে তাহার শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। আলাদিন কহিল মহারাজ আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার প্রাণদণ্ড করিবেন। রাজা বলিলেন অরে পাপিষ্ঠ তুই কি দোষ করিয়াছিস তাহা জানিস্ না, তোর অট্টালিকা কোথায়, এবং আমার দুহিতাকে কোথায় রাখিলি। আলাদিন তখন বাটীর দিকে চাহিয়া দেখিল বাটী নাই, শূন্য ভূমি পড়িয়া আছে। ইহাতে বজ্রাঘাতে আঘাতিতপ্রায় হইয়া কহিল হে ধরণীপতি অট্টালিকা নাই

সত্য, কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজা কহিলেন তোর অট্টালিকার জন্য আমার চিন্তা নাই, তোর বাটী অপেক্ষা আমার কন্যা সহস্র গুণে প্রিয়তমা, তাহাকে আনিয়া দে, নতুবা তোর শিরশ্ছেদন করিব। আলাদিন বলিল মহারাজ আমাকে চল্লিশ দিবস ক্ষমা করুন, এই কালের মধ্যে আমি রাজকন্যাকে যেখান হইতে পারি আনিয়া দিব, যদি না পারি তবে আমার প্রাণদণ্ড করিবেন। রাজা কি করেন তাহাতেই সম্মত হইলেন।

আলাদিন বিদায় হইয়া অধোবদনে এবং অতি বিমর্শভাবে রাজপুরীহইতে বাহির হইয়া, তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে ও অনিদ্রায় নগর ভ্রমণ করিল, কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে নগর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামাভিমুখে চলিল, যাইতে যাইতে নিশা আগত হইল, তাহাতে অন্ধকারে মহাত্রাসে দুর্গম প্রান্তর পার হইয়া রাত্রিশেষে এক নদীর তটে আসিল। সেই নদীর তট প্রস্তরময়, বিশেষ ঐ প্রস্তর গুলা পিচ্ছল। তাহাতে পা পিছলাইয়া গিয়া আলাদিন পড়িয়া গেল। পরমেশ্বরের কেমন ইচ্ছা, প্রদীপ আনয়নার্থ গহ্বর প্রবেশ কালে মায়াবী তাহার অঙ্গুলিতে যে অঙ্গুরী দিয়াছিল তাহা তদবধি অঙ্গুলিতেই ছিল, প্রস্তরে পড়িয়া যাওয়াতে ঐ অঙ্গুরী ঘর্ষণ পাইল, তাহাতে গহ্বর হইতে যে দৈত্য তাহাকে মুক্ত করিয়াছিল, সেই দৈত্য হঠাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়, আমি ঐ অঙ্গুরীর দাস এবং আপনার আজ্ঞাবহ। আলাদিন আপন দুঃসময় বুঝিয়া কহিল দৈত্য! এখন আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমি যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম, তাহা যে স্থানে আছে, হয় আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, নতুবা সেই অট্টালিকা যে স্থানে ছিল সেই খানে আনিয়া দাও, ইহা হইলে আমার প্রাণরক্ষা হয়। দৈত্য উত্তর করিল, প্রদীপের আজ্ঞাকারি দানবগণ ব্যতীত অট্টালিকা পূর্ব্বস্থানে পুনরানীত হইতে পারে না। আলাদিন কহিল তবে ঐ অট্টালিকা যে স্থানে আছে আমাকে তথায় লইয়া চল, এবং রাজকন্যা বেদ্রোলবদরের গবাক্ষের নিম্নভাগে আমাকে

রাখিয়া আইস। এই কথা বলিবামাত্র দৈত্য তাহাকে লইয়া শূন্য-মার্গ দিয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আফ্রিকা মহাদ্বীপে উপস্থিত হইল এবং যে স্থানে ঐ অট্টালিকা চালিত হইয়াছিল তথায় তাহাকে রাখিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। আলাদিন যখন সেখানে আসিল তখন রাত্রি, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, অতএব এক বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিল। রজনী প্রভাতা হইলে ঐ অট্টালিকা অবলোকন করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল, এবং মনে মনে ভরসা জন্মিল যে এই অট্টালিকা ও রাজকন্যা পুনঃপ্রাপ্ত হইব। ইহা ভাবিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাটীর নিকটে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। মনে মনে স্থির করিল এই ঘটনা অবশ্য দীপঘটিত হইবে, প্রদীপ আমার নিকটে ছিল না, এই কারণ এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ওদিকে, রাজকন্যা ঐ স্থানে গিয়া অবধি অতি অসুখে ছিলেন, একে পিতা ও পতি বিচ্ছেদে কাতরা, তাহাতে তদপহারী মায়াবীর ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকিতেন। ঐ দুরাশয় নিত্য নিত্য আসিয়া আপনার আশয় ব্যক্ত করিত, কিন্তু রাজকন্যা তাহাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিতেন, তাহাতে সহবাস দূরে থাকুক সে বাটীর মধ্যে থাকিতে পাইত না। রাজকন্যা সে দিবস অতি প্রত্যূষে শয্যাহইতে উঠিয়াছিলেন, দাসীগণ তাঁহার বেশ বিন্যাস করিতে করিতে হঠাৎ গবাক্ষ মুক্ত করিয়া দেখিল, আলাদিন নীচে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তখনি রাজকন্যাকে কহিল। রাজকন্যা গবাক্ষদ্বারে আসিয়া, স্বামিকে দেখিয়া আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়া, তখনি বন্দিনীগণকে তাহাকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন, বন্দিনীরা খিড়কী দিয়া তাহাকে উপরে লইয়া গেল।

রাজকন্যার ও আলাদিনের বিচ্ছেদের পর অবধি একবারও ইহা মনে হয় নাই যে তাহাদের কখন পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে, অতএব পুনর্ম্মিলনে উভয়ের কি পর্য্যন্ত আনন্দ জন্মিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্ত্রী পুরুষে আলিঙ্গনাদি হইলে পর আলাদিন কহিল হে প্রেয়সি! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি মৃগয়া গমনের পূর্ব্বে একটি পুরাতন প্রদীপ ঘরের মধ্যে আলিসার উপর

রাখিয়া গিয়াছিলাম, তুমি বলিতে পার তাহা কি হইল। রাজকন্যা উত্তর করিলেন হে নাথ! সে কথা কি কহিব, বুঝি সেই প্রদীপ হইতেই আমাদের এই সকল দুরবস্থা ঘটিয়াছে, এবং আমিই এই দুর্দশার মূল। আলাদিন বলিল প্রিয়ে! তোমার দোষ কি, সকল দোষ আমার, আমি যদি ঐ প্রদীপ যত্ন করিয়া রাখিতাম তাহা হইলে এ বিপদ ঘটিত না।

তদনন্তর রাজকন্যা পুরাতন প্রদীপ দিয়া যে প্রকারে নূতন প্রদীপ লয়েন, এবং পরদিন নিজ বাটী ও আপনাকে আফ্রিকাতে দেখেন এবং দীপাপহারী মায়াবী আপনার জয় জানাইয়া তাঁহার নিকট যেরূপ দর্প করে, তাহা সমুদায় বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। আলাদিন আফ্রিকা মহাদ্বীপের নাম শুনিয়া বলিল হে নরেন্দ্রসুতে! যে বিশ্বাসঘাতক এই কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে আমি চিনিলাম, সে বেটার তুল্য পাপাত্মা পৃথিবীতে আর নাই, তাহার দুশ্চরিত্রের কথা সময়ান্তরে বলিব, এক্ষণে তুমি বলিতে পার সে ঐ প্রদীপ কোথায় রাখিয়াছে। রাজনন্দিনী কহিলেন সে প্রদীপ আপন বক্ষঃস্থলে বস্ত্রের মধ্যে অতি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া থাকে। এক দিবস বক্ষঃস্থল হইতে ঐ প্রদীপ বাহির করিয়া আমার সাক্ষাতে আপনার অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিল।

এই সকল কথোপকথনের পর আলাদিন রাজকন্যাকে বলিল, তোমার মুক্তির নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, অতএব আমার একবার নগরে যাইবার প্রয়োজন হইল। ইহা বলিয়া নগরে যাইয়া এক বণিকের দোকান হইতে একপ্রকার গুঁড়া ক্রয় করিল। তৎপরে বাটীতে আসিয়া রাজকন্যাকে বলিল তোমাকে এক কর্ম্ম করিতে হইবে, তুমি অদ্য উত্তম বেশ ভূষণাদি করিয়া থাক, যখন ঐ পাপিষ্ঠ আসিবে তখন তাহাকে সমাদর করিয়া বসাইবে এবং সম্প্রীতি জানাইয়া, তাহার মদ্যমধ্যে কৌশলে এই গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিবে, তাহা হইলেই কর্ম্মসিদ্ধি হইবে। ভূপালতনয়া তাহাতে সম্মতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিতে গেলেন, আলাদিন তথা হইতে স্থানান্তরে গিয়া রহিল।

প্রসঙ্গে অবশ্য অপটু, এক্ষণে তোমার স্থানে উপদেশ পাইলাম, ইহা বলিয়া আপন পাত্র রাজকুমারীকে দিয়া, তাহার পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঐ বিষাক্ত মদ্য একবারে সমুদায় পান করিয়া পাত্র শুষ্ক করিল। তৎপরে বালিসে হেলান দিয়া বসিল, ক্ষণ কাল পরে তাহার চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরে চক্ষুঃস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ হইল।

তখন রাজকন্যা আলাদিনকে আনয়ন করিতে ইঙ্গিত করিলেন, সঙ্কেতমাত্রে দাসীগণ নির্ভয়ান্তঃকরণে প্রকাশ্য দ্বার দিয়া তাহাকে আনয়ন করিল। আলাদিন গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিল জাদুকরের মৃত শরীর শয্যাতে পড়িয়া আছে। অতএব তৎক্ষণাৎ মায়াবির বক্ষঃস্থলের বস্ত্রহইতে বসনমণ্ডিত প্রদীপ বাহির করিয়া, তাহা ঘর্ষণ করিল। ঘর্ষণমাত্রে দৈত্য আসিয়া বলিল, দাস উপস্থিত কি আজ্ঞা হয়। আলাদিন কহিল দৈত্য! এই অট্টালিকা চীনদেশের যে স্থান হইতে আনিয়াছ সেই স্থানে লইয়া চল। দৈত্য যে আজ্ঞা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল, তৎপরে অট্টালিকা তখনি চীনদেশে চলিল, কিন্তু কি প্রকারে চলিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

অট্টালিকা চীনদেশে আনীত হইলে, আলাদিন রাজকন্যাকে কহিল হে প্রেয়সি! এখন তুমি আপন দেশে আসিলে, রজনী প্রভাতে তোমার পিতাকে দর্শন করিবে। রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া মহানন্দিত হইলেন। তৎপরে উভয়ে আহারাদি করিয়া একত্র শয়ন করিয়া থাকিলেন।

চীনাধিপতি কন্যার শোকে জীবন্মৃত হইয়াছিলেন, দিবসে আহার করিতেন না, এবং রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না, কেবল কন্যাকে নিরন্তর ভাবিতেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া, যে স্থানে অট্টালিকা ছিল সেই স্থান নিরীক্ষণ করিতেন। সেই দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া সেই ভাবে গবাক্ষ দ্বারে গিয়াছেন, অকস্মাৎ দেখিলেন যেখান-
... সীমা পরি-

এব অতি প্রত্যুষে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বৈঠকখানায় বসি-য়াছিল। রাজাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা জন্য অগ্রসর হইল। চীনাধি-পতি কহিলেন আলাদিন অগ্রে আমি কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ইহা বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, আলাদিন সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজকন্যা তখন সজ্জাদি করিয়া বসিয়া ছিলেন। রাজা দুহিতাকে দেখিয়া আনন্দে এমত বিহ্বল হইলেন যে কতকক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যা-লাপ করিতে পারিলেন না।

কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া রাজা তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কহ কন্যা এত দিন তুমি কি প্রকারে কোথায় ছিলে। কন্যা বলিলেন, পিতঃ তোমাকে এত দিন দর্শন না করাতে এবং নিরপরাধি স্বামী পাছে তোমার কোপানলে ভস্ম হন এই ভাবনায়, আমার শরীরে কিছু ছিল না। কল্যাবধি পতিকে দর্শন করিয়া পুনর্জ্জীবন পাইয়াছি, এইক্ষণে কোন দুর্ভাবনা নাই। পরন্তু আমার এই দুর্ঘটনার বিষয়ে স্বামির কোন অপরাধ ছিল না, যে অপরাধ সে আমার। ইহা বলিয়া মায়াবী যে প্রকারে প্রদীপ হরণ করিয়াছিল, এবং ঐ প্রদীপ দ্বারা যে প্রকারে অট্টালিকা আফ্রিকাদেশে লইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, এবং আলাদিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর, প্রদীপ পুনঃপ্রাপ্তি জন্য যে উপায় হয়, তাহা সমুদায় বিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন।

তৎপরে যাহা হইয়াছিল আলাদিন তদ্বর্ণনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এক্ষণে আপনার কন্যাকে পুন-র্দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোদয় হইয়াছে তাহা বর্ণ-নাতীত, এক্ষণে ঐ সকল অমঙ্গলের মূল মায়াবিকে যে প্রতিফল দিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ দেখাই। পরে চীনাধিপতি আলাদিনের সঙ্গে বৈঠক-খানাতে যাইয়া দেখিলেন, মায়াবির মৃত শরীর পড়িয়া আছে, বিষেতে তাহার মুখ নীলবর্ণ হইয়াছে। ভূপতি এই ব্যাপার দেখিয়া আলাদি-নকে [illegible] করিয়া কহিলেন, আলাদিন আমি তোমার সঙ্গে যে [illegible]

শোকে তাহা করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা কর। এই কথা বলিয়া, মায়াবির মৃতদেহ শ্মশানে ফেলিয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর কন্যা ও জামাতার প্রত্যাগমন উপলক্ষে, রাজা আনন্দোৎসব আরম্ভ করিলেন। দশ দিবস পর্য্যন্ত রাজালয়ে নৃত্য গীত ও ভোজ হইল।

এইরূপে আলাদিন রাজকন্যাকে লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। কালক্রমে চীনাধিপতি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজার পুত্রসন্তান ছিল না, তাহাতে কন্যাই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, স্বামির প্রতি রাজ্য ভারার্পণ করিয়া, আপনি রাজরাণী হইলেন। আলাদিন রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এই কাহিনী সমাপ্ত করিয়া, শাহারজাদী কহিলেন এইরূপ গল্প শ্রবণ করিয়া হয়ত মহারাজ বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু শাহরিয়ার আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কাহিনী শ্রবণানন্তর গল্প শ্রবণে এমত কৌতুকী হইলেন যে, পর দিবস রজনীশেষে ছুনিয়ারজাদীর চেতনা না হইতেই, রাজা স্বয়ং শাহারজাদীকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তোমার গল্পের শেষ হইল কি আর কোন কথা বলিবে। শাহারজাদী ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ এখনি কি শেষ হইবে, এখনো কত কাহিনী আছে তাহা মহারাজকে সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না। এইবলিয়া শাহারজাদী পুনরায় গল্পারম্ভ করিলেন।

বোগ্দাদাধিপতি হারুনঅলরসীদ রাজার কর্ম্ম ভ্রমণ।

শাহারজাদী কহিলেন মহারাজ মনুষ্যের অন্তঃকরণে কখ[illegible]নে এমত বিষাদোদয় হয় যে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। হারু[illegible] অলরসীদ রাজা সেই প্রকার বিষাদযুক্ত হইয়া, এক দিন [illegible]ন বসিয়া আছেন, এমত সময়ে তাঁহার প্রিয় ও বিশ্বাসী মন্ত্রী [illegible] আসিলেন। রাজা এমত বিমর্শভাবে ছিলেন যে মন্ত্রির প্র[illegible] তুলিয়াও দেখিলেন না, অনেক ক্ষণ পরে তাঁহার প্রতি দ[illegible]

করিলেন, কিন্তু দৃষ্টি করিয়াই পুনর্ব্বার নত-বদন হইলেন। তখন
মন্ত্রী সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুণ্যাত্মা পালক, আপনাকে এমন
অপ্রফুল্ল কখন দেখি নাই, এই বিষাদের কারণ কি। এই কথায়
ভূপাল চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন মন্ত্রি যথার্থ বটে, আমি প্রায়
এমন বিমর্শভাবে থাকি না, কিন্তু বিমর্শ হওয়ার কারণ কিছুই বলিতে
পারি না। যাহাহউক, এক্ষণে এভাবে থাকা আর কর্ত্তব্য নহে,
যদি কোন কর্ম্ম থাকে বল। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ এই রাজ-
ধানীতে শান্তি রক্ষার যে নূতন নিয়ম করিয়াছেন তাহা কিরূপে
চলিতেছে, অদ্য তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি
মহারাজকে তাহা স্মরণ করিয়া দিতে আসিয়াছি। রাজা কহিলেন
আমি সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তুমি স্মরণ করিয়া দিলে ভাল
হইল, যাও শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আইস, আমিও ছদ্ম বেশ
ধারণ করিতেছি।

ইহা বলিয়া ভূপতি সাধুর বেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রী
আগত হইলে তৎসমভিব্যাহারে, গুপ্তভাবে গোপন পথ দিয়া রাজ-
পুরী হইতে বহির্গত হইয়া, নদীর তট দিয়া নগরের বহির্ভাগে চলি-
লেন, পথে শান্তি রক্ষার কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্টি করিলেন না। পরে
এক তরি আরোহণে পরপারে গিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার
পরে, পারাপার হেতু যে সেতু ছিল তদ্দারা নগরে পুনর্ব্বার আসি-
লেন। প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন, এক প্রাচীন অন্ধ ভিক্ষা করিয়া
বেড়াইতেছে, অতএব তাহার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। অন্ধ
স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তে বলিল, হে দাতা তুমি যেই হও, যদি আমার প্রতি
দয়াবান্ হইয়া ভিক্ষা দান করিলে, তবে তোমার স্থানে আমার আর
একটি যাচঞা আছে, তুমি আমার মস্তকে এক মুষ্ট্যাঘাত কর। এই
বলিয়া অন্ধ রাজার বসন ধারণ করিয়া রহিল। ধরণীপাল চমৎকৃত
হইয়া উত্তর করিলেন, হে অন্ধ আমি তোমার এ কথা রক্ষা করিতে
অক্ষম, যেহেতু তাহাতে দানের ফল হইবে না।
অন্ধ কহিল, আমি বিনতি করিতেছি, আমাকে প্রহার কর নতুবা

রাজকন্যা আফ্রিকা মহাদ্বীপে চালিতা হইয়া অবধি, পতি ও পিতার বিচ্ছেদে এবং জাদুকর কর্ত্তৃক সতীত্ব নাশের আশঙ্কায়, অঙ্গরাগ প্রায় ভুলিয়াছিলেন, এক্ষণে মায়াবিকে মুগ্ধ করণার্থ অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং মণি মুক্তা হীরকে ভূষিতা হইয়া ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিলেন।

রাজকন্যা এই বেশে বসিয়া আছেন এমন সময়ে মায়াবী আসিল। রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সন্মান করিয়া উত্তম স্থানে উপবিষ্ট করাইলেন, তৎপরে আপনি তন্নিকটে বসিলেন। মায়াবী রাজকন্যার অলঙ্কারাদি দৃষ্টে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহার মনোহর রূপে মোহিত হইল, কিন্তু তাঁহার সমাদর দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া মহা সঙ্কটে পড়িল। রাজকন্যা বলিলেন আমার ভাবান্তর দেখিয়া তুমি অবশ্য চমৎকৃত হইয়াছ, কিন্তু তাহার কারণ শুন, আলাদিনের বিচ্ছেদে আমার অন্তঃকরণে আনন্দ মাত্র ছিল না, কিন্তু তুমি যে কথা বলিয়াছ তাহাতে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পিতা নিশ্চয় তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন, অতএব তাহার নিমিত্ত আর শোক করিলে কি হইবে, যাবজ্জীবন ক্রন্দন করিলেও তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইব না, অতএব আপন মনকে আর যাতনা কেন দেই, পতির জন্য পত্নীর যে বিলাপ করা কর্ত্তব্য তাহা করিলাম, এখন আপন সুখ চিন্তা উচিত। এই সকল বিবেচনা করিয়া স্বামির শোক পরিত্যাগ করিয়াছি এবং তোমার সঙ্গে একত্র আহারাদি করণেচ্ছায় অদ্য ভোজনের আয়োজন করিয়াছি।

মায়াবী এমন বোধ করে নাই, রাজকন্যা কখন তাহার প্রতি সদয় হইবেন, অতএব এই সকল প্রণয়ের কথা শুনিয়া আহ্লাদে বিহ্বল হইল। রাজকন্যা কহিলেন, আমি ভোজনের সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আমার স্থানে চীনদেশীয় মদ্য ব্যতীত আর কোন প্রকার মদ্য নাই, আমার নিতান্ত ইচ্ছা, এই দেশীয় মদ্য পান করি, অতএব

জন্মে তন্মধ্যে সুরাই অত্যুত্তম, আমার গৃহে এক পাত্র সুরা আছে, তাহা সাত বৎসরাবধি থাকিয়া সুপক্ক হইয়াছে, আমি তাহা আনিতেছি, এই বলিয়া মায়াবী বিপরীত আশয়ে লুব্ধ হইয়া পক্ষির ন্যায় দ্রুত গমন করিল। রাজকন্যা যে পাত্রেতে করিয়া মায়াবীকে মদ্য পান করিতে দিবেন সেই পাত্রে মদ্য পূর্ণ করিয়া, আলাদিনের দত্ত চূর্ণ তন্মধ্যে মিশ্রিত করিয়া, পরিচারিণীকে বলিয়া রাখিলেন, আমি সঙ্কেত করিলে এই মদ্য আনিয়া দিবা।

অনন্তর মায়াবী প্রত্যাগত হইলে রাজকন্যা তাহাকে আপন সম্মুখে বসাইয়া, উত্তম উত্তম যে সকল সামগ্রী ছিল তাহা ভক্ষণ করিতে দিলেন। তদনন্তর মায়াবীর আনীত মদ্য এক পাত্রে ঢালিয়া তাহার কুশলার্থ পান করিলেন, এবং তাহার হস্তে ঐ মদ্যপূর্ণ আর এক পাত্র দিয়া কহিলেন, এই মদ্য অতি উত্তম, আমি এমত উত্তম মদ্য কখন পান করি নাই। মায়াবী কহিল হে সুন্দরি এই মদ্য তোমার কর্ম্মে লাগিল ইহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

এইরূপে এক এক জনের দুই তিন পাত্র মদ্য পান করা হইলে পর, রাজকন্যা যখন দেখিলেন তাঁহার বাক্য ও ব্যবহারে মায়াবী মোহিত হইয়াছে, তখন দাসীকে সঙ্কেত করাতে সে বিষাক্ত মদ্যপাত্র রাজ-কন্যার হস্তে আনিয়া দিল। রাজকন্যা সেই পাত্র হস্তে ধারণপূর্ব্বক, অন্য এক পাত্র পূর্ণ করিয়া মায়াবীকে দিলেন। উভয়ে পানোদ্যত হইলে, রাজকন্যা বলিলেন, পানকালে প্রেম প্রকাশার্থ এ দেশে কি রীতি আছে আমি তাহা জ্ঞাত নহি, কিন্তু চীনদেশে এই প্রকার ব্যব-হার আছে যে পুরুষ আপন পাত্র নারীকে এবং নারী স্বীয় পাত্র পুরুষকে দিয়া, পরস্পর কুশল প্রার্থনা করে। ইহা বলিয়া স্বহস্তস্থ বিষাক্তপাত্র মায়াবীকে দিয়া, তৎপ্রদত্ত পাত্র গ্রহণার্থ কর প্রসারণ করিলেন। এই ব্যবহারে মায়াবী আরো মুগ্ধ হইল, কেননা ইহাতে তাহার এই প্রতীতি হইল রাজকন্যা সর্ব্ব মতে তাহার বশীভূত হই-[illegible] পাত্র হস্তে রাজকন্যাকে বলিল হে রূপমাধুরি আমরা

মুদ্রা ফিরিয়া লও। আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছি বিনা প্রহারে কোন ব্যক্তির দান গ্রহণ করিব না। রাজা কি করেন তাহার মস্তকে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তখন অন্ধ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। রাজা কিয়দ্দূরে গিয়া; মন্ত্রিকে বলিলেন এই ভিক্ষুক বিনাপ্রহারে দান গ্রহণ করে না ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। অতএব ইহাকে গিয়া আমার পরিচয় দাও এবং কল্য সায়ং কালে আমার সভায় আসিতে বল, আমি উহার বিবরণ শুনিব। মন্ত্রী অন্ধের নিকটে গিয়া রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে এক গলি দিয়া যাইতে যাইতে, একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলেন, তাহাতে দ্বারী পদাতিক ও দাস দাসী বিস্তর ছিল। রাজা ঐ পথ দিয়া অনেক বার গমনাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। অতএব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মন্ত্রী বলিতে পার এই বৃহৎ অট্টালিকা কে নির্ম্মাণ করিল। মন্ত্রীও সে বাটী তৎপূর্ব্বে দেখেন নাই, রাজা জিজ্ঞাসা করাতে নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে ব্যক্তি বলিল, এই অট্টালিকা খাজা হোসেন দড়িওয়ালার, সে পূর্ব্বে দরিদ্র ছিল এবং দড়ি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত, হঠাৎ অনেক অর্থ পাইয়া এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন ইহাকেও কল্য সন্ধ্যার সময় আমার সভাতে আসিতে বলিয়া আইস। মন্ত্রী তদাজ্ঞা পালন করিলেন।

পর দিবস অপরাহ্নিক উপাসনা করিয়া, বোগদাদেশ্বর আপন কুঠরীতে বসিলে, মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তিকে উপস্থিত করিলেন। ঐ ব্যক্তি দ্বয় অষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে প্রণাম করণানন্তর গাত্রোত্থান করিলে, ভূপাল অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্ধ তোমার নাম কি। অন্ধ কহিল আমার নাম বাবা আবদুল্লা। রাজা বলিলেন বাবা-আবদুল্লা কল্য তুমি যে প্রকারে ভিক্ষা চাহিলে তাহাতে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। আমি তোমার কথা শুনিয়া কখন প্রহার করিতাম না, কি করি অপার্য্যমাণে করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক তুমি

ভদ্র লোককে পথের মধ্যে ধরিয়া টানাটানি কর ইহা সুনীতি নহে, অতি দুর্নীতি, এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার দমন আবশ্যক। কিন্তু অগ্রে তাহার কারণ অবগত হওয়া উচিত, অতএব তুমি যথার্থ করিয়া বল, কি জন্য প্রহারাকাঙ্ক্ষা কর, সাবধান, মিথ্যা কহিও না।

বাবাআবদুল্লা রাজার এই কথায় ভীত হইয়া কহিল মহারাজ কল্য আমি আপনার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে অবশ্য অপরাধ হইয়াছে, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু আমি অতি নরাধম, আমার তুল্য পাপিষ্ঠ পৃথিবীতে নাই, আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিছুই হয় নাই, এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্য আমাকে প্রহার করিলেও আমার দোষের দণ্ড হয় না। ঐ কুকর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ বলিতেছি তাহাতেই সমুদয় বিদিত হইবেন।

বাবা আবদুল্লার কাহিনী।

অন্ধ কহিল, বোগদাদ নগর আমার জন্মভূমি, পিতা মাতার পর-লোক গমনান্তে আমি পৈতৃক ধন কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এবং শ্রম ও যত্ন দ্বারা তাহা বৃদ্ধি করিয়া, ক্রমে অশীতি উষ্ট্র ক্রয় করিয়া-ছিলাম, এবং দেশ বিদেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকদিগকে ঐ উষ্ট্র ভাড়া দিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে ছিলাম। ইতিমধ্যে একবার বাল্-সোরা দেশে ভাড়া পহুছাইয়া দিয়া, উষ্ট্র লইয়া বোগদাদে প্রত্যাগমন কালে, লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে দিব্য এক প্রান্তরে উষ্ট্রগণকে চারণার্থ মুক্ত করিয়া দিয়াছি, এমন সময় বাল্সোরা-গমনশীল এক উদাসীন শ্রান্তিযুক্ত হইয়া আমার নিকট আসিয়া বসিল। পরস্পর পরিচয়াদি হইলে, আপন আপন খাদ্য দ্রব্যাদি বাহির করিয়া উভয়ে ভোজন করিলাম। তৎপরে বিবিধ বিষয়ের কথোপকথন হইতে হইতে উদাসীন আমাকে কহিল, তথাহইতে অনতিদূরে এক স্থানে এত অর্থ আছে যে আমার অশীতি উষ্ট্রে কেবল স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তর বোঝাই করিয়া আনিলেও তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। এই

আহ্লাদ জন্মিল। অতএব তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলাম হে ধার্ম্মিকবর! আমাকে যদি ঐ ধন দেখাইয়া দাও তবে আমি আমার ৮০ উষ্ট্রে ধন বোঝাই করিয়া লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করি, এবং এই লাভের প্রত্যুপকারার্থ তোমাকে এক উষ্ট্র ধন প্রতিদান করি। এক উষ্ট্র ধন অবশ্য তাহার তুচ্ছ, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে তখন এমন লোভ জন্মিয়াছিল যে ৭৯ উষ্ট্র ধন পাইয়া এক উষ্ট্র ধন তাহাকে দিতে হইবে ইহাও আমার পক্ষে অধিক বোধ হইল। যাহাইউক, পথিক আমার কথায় বিরক্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া, বলিল হে ভাই! আমি তোমাকে এত ধন দেওয়াইব, তুমি আমাকে কেবল একটি উষ্ট্র দিবে, ইহা কি সঙ্গত! অতএব আমি বলি শুন, তোমার অশীতিটা উষ্ট্র আছে, ইহার চল্লিশটা আমাকে দাও, অবশিষ্ট চল্লিশটা তোমার থাকুক, তাহা হইলেই সঙ্গত হইবে।

আমি বিবেচনা করিলাম এ কথা অসঙ্গত নহে, কিন্তু চল্লিশটা উষ্ট্র তাহাকে দিতে হইবে ইহাতে বড় ক্ষতি বোধ হইল। বিশেষতঃ উদাসীন এত লইয়া যাইবে ইহা মনে মনে সহ্য হইল না, কিন্তু তাহা না করিলে একবারে ধনাশায় নিরাশ হই, ইহা ভাবিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া, উষ্ট্র গুলা লইয়া যোগির সঙ্গে চলিলাম। কতক দূর গিয়া দুই উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে এক গহ্বরে উত্তীর্ণ হইলাম। ঐ গহ্বরের মুখ অতি অপ্রশস্ত, তাহাতে উষ্ট্রগুলাকে একে একে প্রবেশ করাইতে হইল। পরে প্রশস্ত স্থান পাইয়া সকল উষ্ট্র একত্র চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যোগী কহিল ধনস্থান এই, উষ্ট্র গুলাকে এই স্থানে বসাও। আমি তাহাই করিলাম। তদনন্তর সন্ন্যাসী চকমকি ঝাড়িয়া অগ্নি তুলিল, পরে কতক গুলা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া মন্ত্র পাঠ করিল, তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া মহা ধূম উঠিতে লাগিল। যোগী মন্ত্রদ্বারা ঐ ধূম ছিন্ন ভিন্ন করিলে দেখা-

সৌন্দর্য্য বা ঐ সকল ধন কোথা হইতে আসিল তাহা কোন চিন্তা না করিয়া, লোভবশতঃ প্রথমতঃ যে স্বর্ণস্তূপ দেখিলাম তাহা হইতে আপন থলিয়া পূর্ণ করিয়া, উষ্ট্রের উপর বোঝাই করিতে আরম্ভ করিলাম। উদাসীনও আপন থলিয়া পুরিতে লাগিল। কিন্তু স্বর্ণ না লইয়া কেবল রত্নাদি লইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমিও স্বর্ণ ত্যাগ করিয়া রত্নাদি লইতে লাগিলাম।

এই প্রকারে উষ্ট্র বোঝাই করা হইলে পরে, উদাসীন পুনর্ব্বার ধনগহ্বরে প্রবেশ করিয়া তথাহইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র কৌটা আনয়নপূর্ব্বক, তন্মধ্যে যে তৈলাক্ত দ্রব্য ছিল তাহা আমাকে দেখাইয়া কৌটা আপন বক্ষঃস্থলের বস্ত্রমধ্যে রাখিল। পরে দ্বার উদ্‌ঘাটন নিমিত্ত যে যে প্রক্রিয়া করিয়াছিল, দ্বার রুদ্ধ করণার্থ সেইরূপ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিল, তাহাতে প্রথমতঃ যেমন দ্বারহীন পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম পরেও সেইরূপ দেখিলাম। তদনন্তর উষ্ট্র অংশ করিয়া লইয়া কতক দূর দুই জনে একত্র চলিলাম, পরে যে স্থান হইতে উদাসীন বাল্‌সোরাতে গমন করিবে এবং আমি বোগ্দাদে আসিব সেই স্থানে, আমি উদাসীনকে কহিলাম তোমার কৃপাতে আমার এত অর্থ লাভ হইল, অতএব তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমাকে আমি চিরস্মরণ করিব। এই প্রকার কৃতজ্ঞতা সূচক অনেক কথা বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া আমি বিবেচনা করিলাম উদাসীনের এত ধনে কি প্রয়োজন, বিশেষ যে ধনভাণ্ডার দেখিয়া আসিলাম তাহা তাহারই বলা যাইতে পারে, কেননা সে মনে করিলে সকলই লইয়া যাইতে পারে, অতএব আমার চল্লিশটা উষ্ট্র কেন দেই। এইরূপ প্রবল লোভ মনোমধ্যে বলবান্ হইলে, উষ্ট্রগুলাকে থামাইয়া সন্ন্যাসির পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, উদাসীন গমনে ক্ষান্ত দিয়া দণ্ডায়মান হইল। আমি তাহার নিকটে যাইয়া কহিলাম হে ভাই [illegible] কথা স্মরণ হইল তাহা বলিতে আসিলাম, তুমি

এতগুলা উষ্ট্র কি প্রকারে লইয়া যাইবে, ইহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, অতএব তোমাকে বলি যে, চল্লিশটা উষ্ট্র না লইয়া কেবল ত্রিশটা মাত্র লইয়া যাও। যোগী কহিল এ কথা যথার্থ বটে, আমিও এই ভাবনা করিতেছিলাম, অতএব তোমার যে দশটা লইবার বাঞ্ছা হয় তাহা লও। এই কথায় আমি দশটা উষ্ট্র লইয়া বোগদাদাভিমুখে চলিলাম।

আমি একবারও মনে ভাবি নাই, উদাসীন এত সহজে ঐ দশটা উষ্ট্র আমাকে দিবে। কিন্তু তাহার উদারচরিত্রতা দেখিয়া আমার আরো লোভ বৃদ্ধি হইল, তাহাতে পুনর্ব্বার উদাসীনের নিকটে গিয়া কহিলাম, হে যোগিবর এখনও আমার ভাবনা হইতেছে তুমি ত্রিশটা উষ্ট্র কি প্রকারে চালাইয়া যাইবে, তোমার এ ব্যবসায় কখন নাই, অতএব আমাকে আরও দশটা দাও। তপস্বী এই কথায় কোন আপত্তি না করিয়া আরো দশটা উষ্ট্র আমাকে দিল, তাহাতে সন্ন্যাসির বিংশতি মাত্র উষ্ট্র রহিল, এবং আমার ষাইটটা উষ্ট্র হইল। এই সকল উষ্ট্রে এত ধন ছিল যে তাহা রাজাধিরাজদিগের ভাণ্ডারেও থাকা অসম্ভব, সুতরাং তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেমন মদ্যপায়ী যত পান করে ততই আসক্ত হয় সেইরূপ, আমি ষাইটটা উষ্ট্র পাইয়াও অবশিষ্ট বিংশতিটা লইবার জন্য অধিক সতৃষ্ণ হইলাম, অতএব লোভাকৃষ্ট হইয়া আর দশটা উষ্ট্রের কারণ তাহার নিকট বিনতি ও ব্যগ্রতা করিলাম। তাহাতে যোগী অনায়াসে আরো দশটা দিল। তখন তাহার দশটি মাত্র উষ্ট্র রহিল। আমি ভাবিলাম তাহাও কেন হস্তছাড়া হয়; এজন্য তাহাও লইবার অভিলাষে তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্তব স্তুতি আরম্ভ করিলাম। উদাসীন তাহাও দিতে সম্মত হইয়া কহিল, ভাল তবে ইহাও লইয়া যাও, কিন্তু তুমি এই ধনের যথার্থ ব্যবহার করিও। আর ইহা মনে জানিও অর্থ পাইয়া যদি সৎকর্ম্মে ব্যয় না করা যায়, তবে পরমেশ্বর আমাদিগের নিকট তাহা রাখেন না।

সন্ন্যাসী এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। আমি এত অর্থ পাইয়াও আপন লোভ শান্তি করিতে পারিলাম না, মনে

ভাবিলাম উদাসীন যে কৌটা বক্ষঃস্থলে রাখিয়াছে এ ধনাপেক্ষাও বুঝি তাহা অধিক মূল্যবান্ হইবে, নতুবা সে এত যত্ন করিয়া কেন বক্ষঃস্থলে রাখিবে। অতএব তাহাও লইবার বাঞ্ছা হইল। তাহাতে পুনর্ব্বার তাহার নিকটে গমন করিয়া কহিলাম আমার স্মরণ হইল তুমি একটা কৌটা আনিয়াছ, তাহাতে কোন ঔষধ আছে, তুমি তপস্বী, তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি, যদি ঐ কৌটাটি আমাকে দাও তবে আমি চিরকৃতার্থ হই। যোগী তৎক্ষণাৎ বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হইতে কৌটা বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিল, আমি তাহা পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। সন্ন্যাসিকে কহিলাম হে যোগীন্দ্র যদি আমার প্রতি এত কৃপা বিতরণ করিলে তবে এই ঔষধের কি গুণ তাহা আমাকে বলিয়া দাও। সন্ন্যাসী কহিল ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য। যদি ইহা বাম চক্ষে দাও তবে পৃথিবীর তাবদ্ধন দেখিতে পাইবে, কিন্তু দক্ষিণ চক্ষে দিলে অন্ধ হইবে।

এই আশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া আমার নিতান্ত বাসনা হইল ঐ গুণ পরীক্ষা করি। এজন্য উদাসীনকে কহিলাম এমন গুণ অতি অসম্ভব বোধ হইতেছে, তুমি এই অঞ্জন আমার বাম চক্ষে লেপন করিয়া দাও তাহাতে সকল ধনস্থল দেখা যায় কি না দেখি। এই কথায় যোগী আমাকে চক্ষু মুদ্রিত করাইয়া ঐ কজ্জল আমার বাম নেত্রে লেপন করিয়া দিল। তাহার পরে আমি দক্ষিণ অক্ষি মুদ্রিত করিয়া বাম চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলাম উদাসীন যাহা কহিয়াছিল যথার্থ, রত্নগর্ভা পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার এবং নানাজাতীয় মণি মাণিক্য দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। কিন্তু এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকাতে বড় ক্লেশ বোধ হইল। তাহাতে উদাসীনকে কহিলাম ঐ অঞ্জন কিঞ্চিৎ দক্ষিণ চক্ষেও লাগাইয়া দাও। যোগী কহিল আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহা হইলে তুমি একবারে অন্ধ হইবে। আমি এ কথায় মনো-যোগ না করিয়া, বিবেচনা করিলাম ইহার গুণ আরো চমৎকার হইবে, এই জন্য গোপন করিতেছে। ইহা ভাবিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলাম হে ভাই, তুমি আমাকে কেন বঞ্চনা করিতেছ, এক দ্রব্যের এমত বিপ-

এতগুলা উষ্ট্র কি প্রকারে লইয়া যাইবে, ইহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, অতএব তোমাকে বলি যে, চল্লিশটা উষ্ট্র না লইয়া কেবল ত্রিশটা মাত্র লইয়া যাও। যোগী কহিল এ কথা যথার্থ বটে, আমিও এই ভাবনা করিতেছিলাম, অতএব তোমার যে দশটা লইবার বাঞ্ছা হয় তাহা লও। এই কথায় আমি দশটা উষ্ট্র লইয়া বোগ্দাদাভিমুখে চলিলাম।

আমি একবারও মনে ভাবি নাই, উদাসীন এত সহজে ঐ দশটা উষ্ট্র আমাকে দিবে। কিন্তু তাহার উদারচরিত্রতা দেখিয়া আমার আরো লোভ বৃদ্ধি হইল, তাহাতে পুনর্ব্বার উদাসীনের নিকটে গিয়া কহিলাম, হে যোগিবর এখনও আমার ভাবনা হইতেছে তুমি ত্রিশটা উষ্ট্র কি প্রকারে চালাইয়া যাইবে, তোমার এ ব্যবসায় কখন নাই, অতএব আমাকে আরও দশটা দাও। তপস্বী এই কথায় কোন আপত্তি না করিয়া আরো দশটা উষ্ট্র আমাকে দিল, তাহাতে সন্ন্যাসির বিংশতি মাত্র উষ্ট্র রহিল, এবং আমার ষাইটটা উষ্ট্র হইল। এই সকল উষ্ট্রে এত ধন ছিল যে তাহা রাজাধিরাজদিগের ভাণ্ডারেও থাকা অসম্ভব, সুতরাং তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেমন মদ্যপায়ী যত পান করে ততই আসক্ত হয় সেইরূপ, আমি ষাইটটা উষ্ট্র পাইয়াও অবশিষ্ট বিংশতিটা লইবার জন্য অধিক সতৃষ্ণ হইলাম, অতএব লোভাক্রান্ত হইয়া আর দশটা উষ্ট্রের কারণ তাহার নিকট বিনতি ও ব্যগ্রতা করিলাম। তাহাতে যোগী অনায়াসে আরো দশটা দিল। তখন তাহার দশটি মাত্র উষ্ট্র রহিল। আমি ভাবিলাম তাহাও কেন হস্তছাড়া হয়; এজন্য তাহাও লইবার অভিলাষে তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্তব স্তুতি আরম্ভ করিলাম। উদাসীন তাহাও দিতে সম্মত হইয়া কহিল, ভাল তবে ইহাও লইয়া যাও, কিন্তু তুমি এই ধনের যথার্থ ব্যবহার করিও। আর ইহা মনে জানিও অর্থ পাইয়া যদি সৎকর্ম্মে ব্যয় না করা যায়, তবে পরমেশ্বর আমাদিগের নিকট তাহা রাখেন না।

সন্ন্যাসী এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। আমি এত অর্থ পাইয়াও আপন লোভ শান্তি করিতে পারিলাম না, মনে

ভাবিলাম উদাসীন যে কৌটা বক্ষঃস্থলে রাখিয়াছে ঐ ধনাপেক্ষাও বুঝি তাহা অধিক মূল্যবান্ হইবে, নতুবা সে এত যত্ন করিয়া কেন বক্ষঃস্থলে রাখিবে। অতএব তাহাও লইবার বাঞ্ছা হইল। তাহাতে পুনর্ব্বার তাহার নিকটে গমন করিয়া কহিলাম আমার স্মরণ হইল তুমি একটা কৌটা আনিয়াছ, তাহাতে কোন ঔষধ আছে, তুমি তপস্বী, তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি, যদি ঐ কৌটাটি আমাকে দাও তবে আমি চিরকৃতার্থ হই। যোগী তৎক্ষণাৎ বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হইতে কৌটা বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিল, আমি তাহা পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। সন্ন্যাসিকে কহিলাম হে যোগীন্দ্র যদি আমার প্রতি এত কৃপা বিতরণ করিলে তবে এই ঔষধের কি গুণ তাহা আমাকে বলিয়া দাও। সন্ন্যাসী কহিল ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য। যদি ইহা বাম চক্ষে দাও তবে পৃথিবীর তাবদ্ধন দেখিতে পাইবে, কিন্তু দক্ষিণ চক্ষে দিলে অন্ধ হইবে।

এই আশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া আমার নিতান্ত বাসনা হইল ঐ গুণ পরীক্ষা করি। এজন্য উদাসীনকে কহিলাম এমন গুণ অতি অসম্ভব বোধ হইতেছে, তুমি এই অঞ্জন আমার বাম চক্ষে লেপন করিয়া দাও তাহাতে সকল ধনস্থল দেখা যায় কি না দেখি। এই কথায় যোগী আমাকে চক্ষু মুদ্রিত করাইয়া ঐ কজ্জল আমার বাম নেত্রে লেপন করিয়া দিল। তাহার পরে আমি দক্ষিণ অক্ষি মুদ্রিত করিয়া বাম চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলাম উদাসীন যাহা কহিয়াছিল যথার্থ, রত্নগর্ভা পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার এবং নানাজাতীয় মণি মাণিক্য দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। কিন্তু এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকাতে বড় ক্লেশ বোধ হইল। তাহাতে উদাসীনকে কহিলাম ঐ অঞ্জন কিঞ্চিৎ দক্ষিণ চক্ষেও লাগাইয়া দাও। যোগী কহিল আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহা হইলে তুমি একবারে অন্ধ হইবে। আমি এ কথায় মনোযোগ না করিয়া, বিবেচনা করিলাম ইহার গুণ আরো চমৎকার হইবে, এই জন্য গোপন করিতেছে। ইহা ভাবিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলাম হে ভাই, তুমি আমাকে কেন বঞ্চনা করিতেছ; এক দ্রব্যের এমত বিপ-

রীত গুণ কদাচ সম্ভব হয় না। উদাসীন কহিল, ইহার যথার্থই এই প্রকার গুণ, পরমেশ্বর সাক্ষী, আমি তোমাকে বঞ্চনা করি নাই। এ কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। দুই চক্ষু মুক্ত করিয়া বিনা ক্লেশে পৃথিবীস্থ সমস্ত ধন দর্শন করিব এই বাঞ্ছাই প্রবল হইল। অধিকন্তু ইহাও মনে করিলাম তাহা দক্ষিণ নেত্রে দিলে বুঝি ধন গ্রহণের শক্তি হয়, ইহা ভাবিয়া তল্লেপন হেতু উদাসীনকে অত্যন্ত অনুরোধ করিলাম। উদাসীন কহিল আমি তোমার প্রতি যে কৃপা করিয়াছি তাহার পর যদি এই কর্ম্ম করি তবে সকল মিথ্যা হইবে, কেননা চক্ষু হইতে আর মূল্যবান্ রত্ন পৃথিবীতে নাই, তাহার হানি হইলে কি দুর্গতি হয় তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি কহিলাম ভ্রাতঃ ইহাতে আর দোষ দর্শাইও না, আমার এত উপকার করিয়া তুচ্ছ এক বিষয়ে কেন তাচ্ছল্য করিতেছ। যখন যোগী দেখিল আমি বলপ্রকাশ করিলেও করিতে পারি, তখন ঐ অঞ্জন লইয়া আমার দক্ষিণ চক্ষে লাগাইয়া দিল। পরে আমি নেত্রোন্মীলন করিয়া, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সকল অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ইহাতে শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া কহিলাম হে সন্ন্যাসিন্ তুমি যাহা কহিয়াছিলে তাহা প্রত্যক্ষ হইল। হে আশা, হে অতৃপ্ত লোভ, তোমরা আমাকে কি দুঃখ সাগরে ভাসাইলে, আমি এইক্ষণে জানিলাম, এই দুর্দ্দশা আপনাহইতেই হইল।

এইরূপ অনেক বিলাপ করিয়া উদাসীনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম হে পরম কারুণিক যোগী, হে প্রিয় ভ্রাতা, তুমি আমার প্রতি বিধিমতে করুণা করিয়াছ, তোমার বিস্তর গুণ আছে, যদি কোন গুণে আমার চক্ষু পুনঃ প্রদান করিতে পার তবে কর। উদাসীন কহিল অরে পাপিষ্ঠ তুই যদি আমার পরামর্শ শুনিতিস্ তবে তোর এই দুর্দ্দশা কেন ঘটিবে, তোর আপন দোষে এই দুর্গতি হইল, তোর অন্তঃকরণ মলিন এ জন্য তোর চক্ষেরও মলিনতা জন্মিল। অতএব এখন কেবল পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, তিনি যদি তোকে চক্ষুর্দান করেন তবে তুই অক্ষি পাইবি, নতুবা অন্যোপায় নাই। ফলতঃ তিনিই তোকে এত

হইতে তাহা লইয়া সুপাত্রে অর্পণার্থ আমাকে দিলেন। উদাসীন ইহা বলিয়া আমার সেই অশীতি উষ্ট্র লইয়া বাল্‌সোরার পথে গমন করিল। আমি চক্ষের শোকে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঐ স্থানে রহিলাম এবং তৎকালে এক দল যাত্রি বাল্‌সোরা হইতে আসিতেছিল তাহাদের সঙ্গে বোগদাদে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেছি।

হে মহারাজ আমি যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা রাজাদেরও ধনাগারে থাকা অসম্ভব। কিন্তু আপন দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। এবং পরমেশ্বরের নিকটে অতি পাপ কর্ম্ম করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হেতু এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমাকে দান করিবেন তিনি আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবেন, নতুবা তাঁহার দান গ্রহণ করিব না।

রাজা বলিলেন বাবা আবহুল্লা তোমার পাপ অতি গুরুতর বটে, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে এখন সে কর্ম্ম তোমার দুষ্কর্ম্ম বোধ হইয়াছে। এক্ষণে আমি মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি যাবজ্জীবন প্রতিদিন চারি মুদ্রা পাইবে, তাহা হইলে ভিক্ষা করিতে হইবে না, স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া বাবা আবহুল্লা যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিল।

খাজাহোসেন দড়িওয়ালার কথা।

বোগদাদাধিপতি, খাজা হোসেনকে কহিলেন খাজা হোসেন, গত কল্য আমি তোমার বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। ঐ বাটী অতি উত্তম বোধ হইল, তাহাতে নিকটস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল যে, যে রজ্জুর বাণিজ্যে উদরান্ন হওয়া কঠিন তুমি তাহার লাভ হইতে ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছ। আরো শুনিলাম পরমেশ্বর তোমাকে যে অর্থ দিয়াছেন তুমি তাহা সদ্ব্যয় করিয়া ... বোধ করি যে উপায় দ্বারা

পরমেশ্বর তোমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্য হইবে। অতএব তদ্বৃত্তান্ত অকপটে কহ।

রাজা এই কথা বলাতে খাজা হোসেন, সিংহাসনসম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ পরমেশ্বর সকলের সুখদাতা, তিনি বিবিধ প্রকারে আমাদিগকে অর্থ ও সুখ দেন। আমার ধনোপার্জ্জনের হেতু এই নগরস্থ দুই বন্ধু হইয়াছিলেন। ঐ দুই বন্ধুর পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তাহাদের এক জনের নাম সাদি ও দ্বিতীয় জনের নাম সাদ। সাদি অত্যন্ত ধনবান্ ছিলেন এবং তাঁহার এই প্রতীতি ছিল, যে ব্যক্তির অনেক অর্থ আছে সেই ব্যক্তিই সুখী, যে ব্যক্তির অর্থ নাই সে সুখী নহে। সাদ ধনবান্ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ছিল, স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য অর্থ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু যথার্থ সুখ সদগুণ ব্যতীত আর কিছুতেই হইতে পারে না।

এক দিবস এই বিষয়ের কথোপকথন উপস্থিত হইলে, সাদি বলিলেন, দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে অথবা ধনবন্ত হইয়া কুকর্ম্মে অর্থনাশ করিলে মনুষ্যকে দুঃখী বলা যায়। কিন্তু, দরিদ্রেরা যদি কিছু ধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহা সদ্ব্যয় করে তবে তাহাতে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতেও পারে। সাদ কহিলেন দরিদ্রকে ধনবান করিবার তুমি যে উপায় কহিতেছ তাহা অব্যর্থ বলা যায় না, কেননা ধন পাইলে দরিদ্র যেমন ধনবান হইতে পারে তেমন বিনা ধনে ধনবান হইবারও অনেক উপায় আছে। সাদ কহিলেন বন্ধো এই বিষয়ের মীমাংসা কেবল বাক্য দ্বারা হইতে পারে না, অতএব কোন নির্দ্ধন ব্যক্তি, যাহার অদ্য ভক্ষ্য নাই, তাহাকে কিছু ধন দান করিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কিয়দ্দিবস পরে ঐ দুই বন্ধু আমার কর্ম্মস্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তৎকালে রজ্জু বিক্রয় করিতাম, এবং ঐ ব্যবসায়ের দ্বারা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কোন প্রকারে দিনপাত করিতাম। আমার অবস্থা অতি দরিদ্রের ন্যায় ছিল। অতএব সাদ আমাকে

এই ব্যক্তিতে তাহার পরীক্ষা হইতে পারে। সাদি কহিলেন বন্ধো এই ব্যক্তি দরিদ্র বোধ হইতেছে, অতএব আইস ইহার সঙ্গে আলাপ করি এবং যথার্থ দরিদ্র কি না অনুসন্ধান করি।

ইহা বলিয়া দুই বন্ধু আমার নিকট আসিলেন, এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া কহিলাম আমার নাম হোসেন, আমি রজ্জু ব্যবসায় করিয়া থাকি, এ কারণ আমার উপাধি হোসেন দড়িওয়ালা। সাদি বলিলেন হোসেন, বোধ করি এই ব্যবসায়ে তোমার স্বচ্ছন্দরূপে দিনপাত হয়, কিন্তু এত কাল ব্যবসায় করিতেছ এখন পর্য্যন্ত কিছু সঞ্চয় করিতে পার নাই? আমি কহিলাম, আমি যে ব্যবসায় করি তাহাতে সূর্য্যোদয় অবধি রাত্রিপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলেও আপন উদরান্ন হওয়া কঠিন, তাহাতে আমার এক স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান, তাহারা সকলে শিশু, কেহ উপার্জ্জন করিতে পারে না, সুতরাং আমাকে তাহাদের ভরণ-পোষণ করিতে হয়। ইহাতে কিরূপে সঞ্চয় করিব। কিন্তু ইহাতেও আমি সন্তুষ্ট আছি, ভিক্ষা করিতে হয় না, ইহাই পরম সৌভাগ্য।

এই কথা শুনিয়া সাদি বলিলেন হোসেন, তোমার ধন সঞ্চয় না হইবার কারণ বুঝিলাম, কিন্তু যদি তোমাকে আমি দুই শত স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করি তবে তুমি, আর আর ধনবন্ত ব্যবসায়ি লোক যেমন বাণিজ্য করিয়া থাকে, বোধ করি তুমিও সেইমত করিতে পার। আমি কহিলাম আপনি যে অর্থের কথা কহিলেন তাহার কিয়দংশ হইলেই ধনবন্ত মহাজনেরা যেরূপ ব্যবসায় করিয়া থাকেন সেইরূপ ব্যবসায় চালাইতে পারি, এবং অত্যল্প কালের মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় হয়। এই কথা শুনিয়া সাদি স্বীয় বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হইতে দুই শত স্বর্ণমুদ্রার এক থলিয়া বাহির করিয়া আমার হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন পরমেশ্বর করুন ইহার দ্বারা তোমার ব্যবসায় উত্তমরূপে চলুক এবং তুমি আরো সুখে কাল যাপন কর।

আমি অর্থ পাইয়া অসীম আহ্লাদিত হইলাম, এবং যৎপরোনাস্তি

সাদি ও সাদ গমন করিলে পর, আমার এই চিন্তা হইল এই স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখি, গৃহে সিন্ধুক বা পেটারা কিছুই নাই। এবং এ বিষয় কাহাকে জ্ঞাত করিতেও বাঞ্ছা হইল না, সুতরাং পূর্ব্বে যেমন দুই এক টাকা পাগড়ীর মধ্যে রাখিতাম সেই প্রকার, আবশ্যক ব্যয়ার্থে দশ মুদ্রা বাহিরে রাখিয়া, অবশিষ্ট ১৯০ মুদ্রা পাগড়ীর ভিতর গোপন করিয়া রাখিলাম। দশ মুদ্রার কয়েক মুদ্রাতে কতক গুলা শণ ক্রয় করিয়া আনিলাম। অনন্তর অনেক দিবসাবধি মাংস ভক্ষণ হয় নাই এজন্য বাজারে গিয়া মাংস ক্রয় করিলাম। তদনন্তর মাংস হস্তে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, ইতিমধ্যে একটা চিল ঐ মাংসে ছোঁ দিতে আসিল, আমি যেমন হাত সরাইয়া লইলাম, অমনি ব্যস্ততাবশতঃ আমার পাগড়ী ভূমে পতিত হইল, তখন পক্ষী ঐ পাগড়ী মুখে করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। আমার প্রাণসর্ব্বস্ব পাগড়ী লইয়া গেলে আমি মহা শোকে চীৎকার করিতে লাগিলাম। চিল পাগড়ী লইয়া অতি উচ্চে প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে অদৃশ্য হইল। তখন আমি পাগড়ী ও মুদ্রা পুনঃ প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া অত্যন্ত বিমর্শ ভাবে গৃহে আসিলাম। এবং অবশিষ্ট মুদ্রাতে পুনর্ব্বার শণ ক্রয় করিলাম, কিন্তু তাহাতে কি ঐশ্বর্য্য বা সুখ হইতে পারে। অধিকন্তু আমার এই মহা ভাবনা উপস্থিত হইল, যে ব্যক্তি আমাকে ঐ ধন দিলেন তাঁহাকে কি কহিব। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত ঐ কয়েক মুদ্রা না ফুরাইল সে পর্য্যন্ত তাহাতে যে উপকার সম্ভাবনা তাহা হইল। তদনন্তর যেমন দরিদ্র ছিলাম সেইমত হইলাম। তখন এই মনে করিলাম পরমেশ্বর আমার পরীক্ষা হেতু এই ধন দিয়াছিলেন, কি জানি কি বুঝিলেন পুনর্ব্বার তাহা লইলেন। তিনি দাতা, তিনি হর্ত্তা, যাহা করেন তাহাই ভাল। এই প্রকারে মনকে প্রবোধ দিলাম।

এই দুর্ঘটনার ছয় মাস পরে, সাদ ও সাদি এক দিবস আমার বাসস্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সাদ দূর হইতে আমাকে দেখিয়া সাদিকে কহিলেন বন্ধো তুমি যাহা মনে করিয়াছিলে বুঝি এখন পর্য্যন্ত তাহা সফল হয় নাই।

ছিল এক্ষণেও সেই বেশে রহিয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে দুই বন্ধু আমার দোকানে আসিলেন। সাদ আমাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন হোসেন তোমার সহিত যখন আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তদবধি তোমার ব্যবসায় ভাল চলে নাই, ইহা তোমাকে দেখিয়াই জ্ঞাত হইলাম। কিন্তু তুমি যে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলে তাহাতে তোমার বাণিজ্য আরো উত্তমরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল, তাহা না হওয়াই চমৎকার। আমি কহিলাম আপনাদের এত যত্ন এবং আমার এমন আশা বিফল হইল ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত মনস্তাপিত আছি তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কিন্তু যে অদ্ভুত কারণে আপনাদের সদাকাঙ্ক্ষা এবং আমার উচ্চাশা বিফল হইয়াছে, তাহা শুনিলে আপনারা কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, তথাচ আমি প্রতারণা বাক্য কহিব না, যাহা ঘটিয়াছে তাহা যথার্থ কহিব। ইহা বলিয়া, চিল যে প্রকারে মুদ্রা লইয়া গিয়াছিল তাহা আনুপূর্বীক সমুদায় কহিলাম।

আমার বাক্যে সাদির প্রত্যয় হইল না। তিনি কহিলেন হোসেন তুমি যে কথা কহিতেছ তাহা কোন প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য নহে। চিল পাগড়ী লইয়া যায় এ কথা কেহ কখন শুনে নাই। আমি কহিলাম মহাশয়কে সত্য কহিয়াছি এবং আমি আপন মনে জানি যে আমি প্রবঞ্চনা করি নাই, ইহাতে যদি আপনি আমাকে ভৎসনা করেন উপায় নাই। পক্ষী পাগড়ী লইয়া যায় অসম্ভব বটে, কিন্তু অঘটন ঘটনাও অনেক ঘটিয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ ঘটিয়াছে। সাদ আমার কথার পোষকতা করিলেন এবং চিলে অনেকানেক দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহার কয়েক উদাহরণ দর্শাইলেন। এই সকল কথা শুনিয়া সাদি স্বীয় বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হইতে আর দুইশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিলেন তুমি ইহা সাবধানে রাখিও, এবং দেখিও যে অভিপ্রায়ে এই মুদ্রা তোমাকে দিতেছি যেন তাহার অন্যথা না হয়।

আমি একবার দুই শত মুদ্রা হারাইয়া, এমন মনে করি নাই যে সাদি পুনর্ব্বার আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, অতএব

পুনর্ব্বার এই দুই শত মুদ্রা পাইয়া আরো অধিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম, পরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

তাঁহাদের গমনানন্তর আমি গৃহে গিয়া দেখিলাম, স্ত্রীপুত্রাদি সকলে বাহিরে গিয়াছে কেহই বাটীতে নাই, এ জন্য দশটি মুদ্রা বাহিরে রাখিয়া, অবশিষ্ট ১৯০ মুদ্রা একখান বস্ত্রে বন্ধন করিয়া, একটা ছোট জালাতে কতকগুলা ভূষি ছিল, তন্মধ্যে গোপনভাবে রাখিলাম, তৎপরে যে দশ মুদ্রা বাহিরে রাখিয়াছিলাম তাহাতে শণ ক্রয়ার্থে গমন করিলাম।

আমার অনুপস্থিত কালে আমার বনিতা গৃহে প্রত্যাগত হইলে, এক ব্যক্তি সাজিমাটি বিক্রয় করিতে করিতে আমাদের বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিল। ঐ দ্রব্যের প্রয়োজনপ্রযুক্ত আমার গৃহিণী মৃত্তিকা-বিক্রেতাকে ডাকিয়া মুদ্রাভাবে ভূষি দিয়া সাজিমাটী লইবার প্রস্তাব করিল। সাজিমাটীবিক্রেতা ভূষি দেখিতে চাহিল, তাহার পর বিনিময় নির্দ্ধারিত হইলে, আমার ভার্য্যা সাজিমাটী লইয়া তাহাকে জালাশুদ্ধ ভূষি দিল। সাজিমাটী ওয়ালা তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

আমি শণ ক্রয় করিয়া কতক আপনি ও কতক বাহকের মস্তকে দিয়া আনিলাম, তাহার পর বাহকগণকে বিদায় করিয়া বিশ্রামার্থ বসিলে, যে স্থানে জালা ছিল সেই স্থানে দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে জালা না দেখিয়া ভর্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভূষির জালা কি হইল। বনিতা কহিল তদ্বিনিময়ে সাজিমাটী ক্রয় করিয়াছি, এবং বিনিময়ে বড় লাভ হইয়াছে। আমি কহিলাম অরে অভাগা নারী কি করিয়াছিস্, সেই দুই বন্ধু আসিয়া আর দুই শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহাহইতে দশ মুদ্রা লইয়া অবশিষ্ট ১৯০ মুদ্রা ঐ জালার মধ্যে রাখিয়াছিলাম, তুই ঐ জালা দিয়াছিস্, কি সর্ব্বনাশ!। এই কথা বলিবামাত্র আমার স্ত্রী স্বর্ণশোকে বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল, বলিল হায় আমি কি হতভাগ্যা, আমি স্বর্ণ দিয়া মৃত্তিকা লইলাম, আমার তুল্য অভাগিনী পৃথিবীতে আর নাই, আমি সে সাজিমাটী-বিক্রেতাকে চিনি না, কখন তাহাকে দেখি নাই, কোথা তাহার অন্বে-

ষণ করিব। তৎপরে আমাকে অনুযোগ করিয়া বলিল হে স্বামিন্! আমার প্রতি তোমার এমন কি অপ্রত্যয় ছিল যে আমাকে তাহা কহ নাই, অগ্রে কহিলে কখন এমন ঘটনা ঘটিত না, হায় হায় আমাকে কেন বল নাই। এই প্রকার নানামতে বিলাপ করিতে লাগিল।

আমি আপনি শোকাকুল, ভার্য্যাকে আরো ব্যাকুলা দেখিয়া কহিলাম অরে এইক্ষণে আর খেদ করা বিফল, প্রতিবাসিগণ শুনিলে হাস্য করিবে, সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি আমাদের অদৃষ্টে ধন লেখেন নাই, অতএব ধনের জন্য খেদ কি। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে দশ মুদ্রা বাহিরে রাখিয়াছিলাম, তাহাতে সম্প্রতি ব্যবসায়ের কিছু আনুকূল্য হইবে। এই প্রকার আপন আপন মনকে প্রবোধ দিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু অন্তঃকরণে মহা উদ্বেগ থাকিল সেই দুই বন্ধু আসিলে তাঁহাদিগকে কি কহিব, একবার তাঁহা-দিগের নিকট লজ্জিত হইয়াছি, এবারও সেইরূপ ঘটিল, এই ভাবনায় অতিশয় ব্যাকুল থাকিলাম।

কিয়দ্দিবস পরে ঐ দুই বন্ধু পুনর্ব্বার আমার সদনে আসিলেন। আমি দূরহইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলাম। পরে যখন তাঁহারা নিকটে আসিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন তখন নম-স্কার করিলাম। তাহার পর অধোমুখে সকল বৃত্তান্ত কহিয়া, পশ্চাৎ বলিলাম আপনারা আমাকে অনুযোগ করিতে পারেন, আমি ঐ মুদ্রা ভূষির জালার মধ্যে কেন রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ জালা কয়েক বৎ-সরাবধি ঐ স্থানে ছিল তাহা কখন কেহ তথাহইতে স্থানান্তর করে নাই, অতএব কিরূপে জানিব আমার ভার্য্যা সেই দিন তাহা দিয়া ক্ষার মাটি লইবে। আপনারা বলিতে পারেন আমি ভার্য্যাকে মুদ্রার কথা কেন জানাইলাম না, কিন্তু স্ত্রীজাতিকে এসকল কথা বলা উচিত কি অনুচিত তাহা আপনারা বিবেচনা করুন। তদনন্তর সাদিকে সম্বো-ধন করিয়া কহিলাম, আপনার এত যত্নেও যখন আমার দৈন্যদশা ঘুচিল না, তখন অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে পরমেশ্বর আমার ধন-স্থান শূন্য লিখিয়াছেন।

সাদি কহিলেন তুমি যে সকল কথা বলিলে যদিও তাহা সত্য জ্ঞান করি তথাপি আমার স্বীয় অভিপ্রেত বিষয়ের পরীক্ষার জন্য তোমাকে ধন দিয়া আপনাকে দীন করা শ্রেয়ঃকল্প নহে। আমার চারি শত স্বর্ণমুদ্রা গিয়াছে তাহাতে ক্ষুণ্ণ নহি, সে মুদ্রা আমি পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ এবং তোমার মঙ্গলেচ্ছায় অর্পণ করিয়াছি। খেদের বিষয় এই যে সুপাত্রে দান না করিয়া অতি অপাত্রে দান করিয়াছি।

তৎপরে সাদি সাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, এক্ষণে তুমি এমন অনুভব করিও না, ধনে ধন বৃদ্ধি হয় আমি এই যে কথা কহিয়াছিলাম তাহা প্রমাণ করিতে অশক্ত হইলাম। কিন্তু তুমি যে বলিয়াছ বিনা ধনে ধন হয় এক্ষণে তাহার পরীক্ষা হউক, এবং এই ব্যক্তিকে দিয়াই সেই পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, কেন না চারিশত স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া যাহার দৈন্যদশা ঘুচিল না তাহার অদৈন্য হইবার আর কি উপায় আছে।

এই কথায় সাদ সাদিকে একখান শীসা দেখাইয়া বলিলেন, এই শীসা খান আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম তাহা তুমি দেখিয়াছ, এই শীসাখান আমি হোসেনকে দিতেছি, তুমি দেখিও ইহাতে উহার ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে। সাদি হাস্য করিয়া কহিলেন একখান শীসা হইতে ঐশ্বর্য্য হইবে, হা হা হা, ইহার মূল্য দুই পয়সাও নহে। সাদ ঐ শীসাখান আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, সাদি হাস্য করেন করুন তাহাতে হানি নাই, তুমি অগ্রাহ্য করিও না, ইহাতে তোমার মহৈশ্বর্য্য হইবে। আমি মনে বুঝিলাম সাদ পরিহাস করিতেছেন, তথাপি শীসাখান তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, এবং তাহার পরিতোষার্থ তাহা আপন বক্ষের বস্ত্রের মধ্যে রাখিলাম। তৎপরে দুই বন্ধু প্রস্থান করিলেন, আমি কর্ম্ম করিতে থাকিলাম, শীসার কথা মনেও থাকিল না। রাত্রে শয়নকালে যখন কটিবন্ধন মুক্ত করিলাম তখন শীসাখান ভূমিতে পড়িলে তাহা তুলিয়া এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলাম।

করিতে করিতে দেখিল তাহাতে একখান শীসা নাই, এবং তাহা না হইলে মৎস্য ধরা হইতে পারে না, অতএব আপন বনিতাকে প্রতিবাসি কাহারও নিকট হইতে একখান শীসা ভিক্ষা করিয়া আনিতে কহিল।

ধীবরজায়া অনেক দ্বারে ভ্রমণ করিল কোথাও শীসা পাইল না, তাহাতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিল। ধীবর জিজ্ঞাসিল হোসেন দড়িওয়ালার বাটীতে গিয়াছিলে কি না। ধীবররমণী কহিল তাহার গৃহে যাই নাই, তাহার ঘরে কখন কাণা কড়িটাও থাকে না। ধীবর কহিল সে কথা কিছু নয়, তুমি একবার তাহার গৃহে যাও। ধীবরজায়া আমার গৃহে আসিয়া দারাঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম কি চাহ। ধীবরবনিতা কহিল আমার স্বামির জাল-সৌষ্ঠব জন্য একখান শীসার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব যদি তোমার গৃহে শীসা থাকে আমাকে দাও।

সাদ যে শীসাখান আমাকে দিয়াছিলেন আমার ভার্য্যা সেই শীসাখান আনিয়া ধীবর পত্নীকে দিল। ধীবরজায়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল এই শীসা খান দিয়া তুমি অত্যন্ত উপকার করিলে, আমার স্বামী প্রথম বার জাল নিক্ষেপ করিয়া যতগুলি মৎস্য পাইবেন তাহা সকলই তোমাদিগকে দিব। পরে স্বামির নিকট গিয়া তাহাকে শীসা দিয়া আপন অঙ্গীকারের কথা কহিল। ধীবর শীসা প্রাপ্তে মহা সন্তুষ্ট হইয়া, পত্নীর অঙ্গীকারে সম্মত হইল। পরে জাল সারিয়া, স্বীয় নিয়মানুসারে ছয় দণ্ড রাত্রি থাকিতে মৎস্য ধরিতে গেল, এবং প্রথম বার জাল নিক্ষেপ করিয়া এক হস্ত পরিমাণ একটা মৎস্য পাইল, তাহার পর আর আর অনেক মৎস্য ধরিল।

প্রাতঃকালে আমি কর্ম্ম করিতেছি এমন সময়ে ধীবর মৎস্য হস্তে করিয়া আমার নিকট আসিয়া কহিল, হে প্রতিবাসি কল্য রাত্রে যখন আমার ভার্য্যা তোমার নিকট হইতে একখান শীসা লইয়া যায় তখন এই কথা বলিয়া গিয়াছিল প্রথম ক্ষেপে যে মৎস্য উঠিবে তাহা তোমাকে দিব, অতএব এই মৎস্য প্রথমক্ষেপে ধৃত করিয়াছি তাহা

তদনন্তর মৎস্য লইয়া ভার্য্যাকে দিয়া কহিলাম, দেখ গত রজনীতে ধীবরজায়া যে শীসাখান লইয়া গিয়াছিল তৎপরিবর্ত্তে এই মৎস্য পাওয়া গিয়াছে। অরো বলিলাম যে, সাদ ঐ শীসাখান দিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন ইহাতে আমার অনেক ধন হইবে। ইহাতে এই মৎস্য লাভ হইল, আর অধিক কি হইবে। আমার বনিতা মৎস্য কুটিতে আরম্ভ করিল। কুটিতে কুটিতে মৎস্যের উদর হইতে একখান বৃহৎ হীরক বাহির হইল, কিন্তু হীরক কি বস্তু তাহা আমার ভার্য্যা জানিত না, অতএব পরকলা বোধ করিয়া তাহা তুলিয়া ছোট বালকটীর হস্তে দিল। কনিষ্ঠ সন্তান তাহা লইয়া খেলা করিতে লাগিল, এবং আর আর বালকেরা তাহার সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ দেখিয়া পুলকিত হইল। রাত্রিতে তাহার জ্যোতিঃ আরো বৃদ্ধি হইল, প্রদীপ না জ্বালিলেও তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার ঘর আলোকময় হইল, তাহাতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং তাহা লইয়া সকলে কাড়াকাড়ি ও হুড়াহুড়ি ও চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল।

আমাদের গৃহের পার্শ্বে এক ধনবন্ত রত্নবণিক ইহুদি বাস করিতেন, পর দিবস আমি আপন কর্ম্মে গেলে, তাঁহার বনিতা আমাদের গৃহে আসিয়া আমার ভার্য্যাকে বালকদের চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার ভার্য্যা তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া, হীরক হস্তে দিয়া বলিল এই পরকলাখানার জন্য তাহারা চীৎকার করিয়াছিল।

বণিকরমণী রত্নাদি পরীক্ষা করিতে জানিতেন, অতএব হীরকখান হস্তে পড়াতে বুঝিলেন, তাহা বহুমূল্য প্রস্তর। কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া আমার ভার্য্যাকে কহিলেন, সত্যই ত ইহা পরকলাই বটে, কিন্তু উত্তম পরকলা, অতএব তোমার যদি ইহা বিক্রয় করা বাঞ্ছা হয় তবে আমি ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমাকে বিংশতি স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি তুমি আমাকে এই পরকলা খান দাও। আমার ভার্য্যা তাহা পরকলা বলিয়াই জানিত অতএব বিংশতি স্বর্ণমুদ্রা অধিক জ্ঞান করিল, কিন্তু তাহার কোন উত্তর না করিয়া এই কথা বলিল, আমি স্বামিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা বিক্রয় করিতে

পারিব না। ইতিমধ্যে আমি গৃহাগত হইলে আমার ভার্য্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বিংশতি স্বর্ণমুদ্রাতে ঐ পরকলাখান বিক্রয় করিবে। আমি হঠাৎ কোন উত্তর করিলাম না। সাদ বলিয়াছিলেন তদ্দত্ত শীসাতে আমার সৌভাগ্য হইবে, তাহা স্মরণ হওয়াতে মৌন ভাবে থাকিলাম।

বণিকজায়া বিবেচনা করিল, বিংশতি মুদ্রা অত্যল্প জ্ঞান করিলাম, ইহা ভাবিয়া কহিল হে প্রতিবাসী আমি তোমাকে পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি ইহাতে বিক্রয় করিবে কি না। বিংশতি হইতে একবারে পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা বলাতে, আমি বিবেচনা করিলাম তাহা সামান্য পরকলা নহে, উত্তম হীরক হইবে। অতএব বণিকরমণীকে কহিলাম এই প্রস্তরের যে মূল্য তুমি এক্ষণে তাহার নিকটেও আইস নাই। বণিকবনিতা কহিল তবে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি ইহার অধিক আর কি চাহ। আমি কহিলাম এই প্রস্তরের মূল্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রারও অধিক, কিন্তু তোমরা প্রতিবাসী তোমাদের সন্তোষার্থ আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাইলে দিতে পারি, যদি তাহা দিতে পার তবে লও, নতুবা অন্য জহরীর নিকট বিক্রয় করিলে আমি অধিক অর্থ পাইব।

এই কথা বলিলে বণিকজায়া ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু আমি কহিলাম লক্ষ মুদ্রার ন্যূনে দিব না। তাহাতে বণিকবনিতা আমাকে কহিল স্বামির বিনা অনুমতিতে আমি ইহার অধিক বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি দোকান হইতে যে পর্য্যন্ত গৃহে না আইসেন সে পর্য্যন্ত তুমি এই হীরক অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখাইও না। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। সন্ধ্যার পর রত্নবণিক গৃহে আসিয়া শুনিলেন তাঁহার ভার্য্যা পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বলিয়া গিয়াছে তাহাতেও আমি দেই নাই। অতএব আস্তে ব্যস্তে আমার সদনে আসিয়া বলিলেন হে ভ্রাতঃ হোসেন তোমার হীরকখান আমাকে একবার দেখাও দেখি। আমি তাঁহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া হীরকখান দেখাইলাম। তখন রাত্রি হইয়া ছিল এবং ঘরে প্রদীপ দেওয়া হয় নাই, ইহাতে হীরকের জ্যোতিঃ

এই অট্টালিকা খাজা হোসেন দড়িওয়ালার কি না। দৌবারিক কহিল হাঁ এই বাটী তাঁহার, তিনি বৈঠকখানায় আছেন, আপনারা ভিতরে যাউন। অনন্তর মদীয় দাস তাঁহাদের আগমনের সংবাদ করিলে, আমি দ্বার হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আস্তেব্যস্তে তাঁহাদের নিকটে গিয়া অভ্যর্থনা করিলাম, এবং তাঁহাদের চরণ ধারণে উদ্যত হইলাম, কিন্তু তাঁহারা চরণ ধরিতে না দিয়া, আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বৈঠকখানায় আনিয়া তাঁহাদিগকে এক পর্য্যঙ্কে বসাইলাম। তাহার পর সাদি আমাকে কহিলেন খাজা হোসেন আমি তোমার যে সৌভাগ্য বাঞ্ছা করিয়াছিলাম তাহাই এখন দেখিতেছি, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম, বোধ করি আমি তোমাকে দুইবার যে ৪০০ শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলাম তাহাতে তোমার অদৃষ্ট ফিরিয়া থাকিবে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে তুমি দুইবার দুইটা আরোপিত কথা কেন বলিয়াছিলে, ইহার ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি কহিলাম মহাশয়, আমি কদাপি আরোপিত কথা বলি নাই, আমি পূর্ব্বে যেমন যথার্থ কথা কহিয়াছি এক্ষণেও সেইরূপ কহিব, মিথ্যা কহিব না। ইহা বলিয়া মহারাজকে যে সকল বৃত্তান্ত এখনি কহিলাম তাহা সমস্ত তাঁহাদের গোচর করিলাম। কিন্তু তাহাতে সাদির মনের সংশয় দূর হইল না। তাঁহার মনে পূর্ব্বে যেরূপ অবিশ্বাস ছিল সেইরূপ অবিশ্বাসই রহিল। তিনি কহিলেন খাজা হোসেন! চীলকর্ত্তৃক পাগড়ি হরণ ও সাজিমাটি লইয়া ভূষির জালা দেওন যেমন অসম্ভব, মীনের উদরে মণি প্রাপ্ত হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। যাহাহউক, আমার অভিপ্রায় এই ছিল তোমার দরিদ্রদশা না থাকে, এক্ষণে তাহা আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই পরম আনন্দের বিষয়।

পরে যখন তাঁহারা বিদায় হইয়া যান তখন আমি কহিলাম,

নগরের বহিরংশে কখন কখন বায়ু সেবনার্থ আমি যে উদ্যান ক্রয় করিয়াছি, তথায় আপনাদিগকে তরিযোগে লইয়া যাই, এবং তথায় মধ্যাহ্ন ভোজনাদি হয়, তাহার পর দিবাবসানে শীতল সময়ে অশ্বারোহণে এখানে লইয়া আসি। আমার প্রার্থনায় তাঁহারা সম্মত হইলে, ভৃত্যদিগকে ভোজনাদির আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলাম।

ভৃত্যেরা যখন ভোজনের আয়োজনে নিযুক্ত হইল, তখন আমি মদীয় সুখোৎপত্তির মূলস্বরূপ ঐ দুই বন্ধুকে লইয়া, গৃহ দ্বার সকল দেখাইতে লাগিলাম। আমি তাঁহাদিগের উভয়কেই আমার সুখোৎপত্তির মূল জ্ঞান করি, যেহেতু সাদি অভাবে সাদ আমাকে শীসা দিতেন না, এবং সাদের সহিত তর্ক বিতর্ক না হইলে সাদি আমাকে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন না, অতএব উভয়েই আমার পক্ষে তুল্য উপকারী ছিলেন। ঐ বন্ধুদ্বয় আমার ভবন এবং বাণিজ্যের সুনিয়ম দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর তাঁহাদিগকে ভোজনালয়ে লইয়া গেলাম। সে গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা, বিশেষতঃ, যে সকল খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া, তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ভোজনকালে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদির বাদন হইল। তৎপরে নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও অন্য অন্য আমোদ হইল। এইরূপে তাঁহাদের পরিতোষার্থ সাধ্যানুসারে যাহা পারিলাম করিলাম।

পরদিন সূর্য্যোদয় না হইতে হইতে অতি সুন্দর এক তরি আরোহণ করাইয়া তাঁহাদিগকে উদ্যানে লইয়া গেলাম। উদ্যান ঠিক্ নদীর তটে ছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রান্তর ছিল। বন্ধুদ্বয় উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ গৃহের পরিচ্ছন্নতা দর্শনে এবং বৃক্ষশ্রেণির উপরে নানাবিধ মধুরালাপি পক্ষিদের মনোহর গান শ্রবণে মোহিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলাম।

আমরা ঐ স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, ইতিমধ্যে

করিতে লাগিল, অনন্তর উদ্যানের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষে পাখির বাসা দেখিয়া, ভৃত্যকে পাড়িতে কহিল। ভৃত্য বৃক্ষে উঠিয়া নীড়ের নিকটে যাইয়া দেখিল, এক পাগড়ির উপরে পাখী বাসা করিয়াছে, তাহাতে পাগড়িশুদ্ধ বাসা আনিয়া আমার পুত্রের হস্তে দিয়া কহিল ইহা অতি আশ্চর্য্য, কর্ত্তাকে লইয়া দেখাও। আমার জ্যেষ্ঠ তনয় তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া, মহানন্দে আমার নিকট আসিয়া কহিল পিতা দেখ দেখি, পাগড়ির উপর কেমন পাখির বাসা হইয়াছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে আমি যেমন চমৎকৃত হইলাম, সাদ ও সাদিও সেই প্রকার চমৎকৃত হইলেন। আমি দেখিলাম আমার যে পাগড়ি চিলে লইয়া গিয়াছিল তাহা সেই পাগড়ি, তাহাতে আরো চমৎকৃত হইয়া, ঐ দুই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা আমার সঙ্গে প্রথম যে দিবস সাক্ষাৎ করেন সে দিবস আমার মস্তকে যে পাগড়ি ছিল তাহা আপনাদের স্মরণ আছে কি না। সাদি উত্তর করিলেন তাহা বড় স্মরণ নাই, কিন্তু দেখ দেখি ইহার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা আছে কি না। আমি কহিলাম তাহারও বড় আশ্চর্য্য নাই; এই পাগড়ি ভারি বোধ হইতেছে, বরঞ্চ আপনারা হস্তে করিয়া দেখুন। ইহা বলিয়া শাবকগুলি পুত্রকে দিয়া পাগড়ি সাদির হস্তে দিলাম। সাদি তাহা আপন হস্ত হইতে সাদের হস্তে দিয়া আমাকে বলিলেন, এ পাগড়ি তোমার বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যদি মুদ্রা বাহির হয় তবেই সকল সন্দেহ যায়। আমি তখন ঐ পাগড়ি খুলিলাম এবং তাহার মধ্যস্থ স্বর্ণমুদ্রা শুদ্ধ থলিয়া সাদির সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। সাদি থলিয়া দৃষ্টে জানিতে পারিলেন যে তাহা তাঁহারই থলিয়া বটে। আমি থলিয়ার মুদ্রা তাঁহাদের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়া কহিলাম আপনারা এই মুদ্রা গণিয়া দেখুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন।

আমার এই কথা শুনিয়া সাদি দশ দশ মুদ্রার এক এক থাক করিয়া, দেখিলেন যে তাহাতে ১৯০ মুদ্রা আছে। পরে আমাকে কহিলেন এই মুদ্রাতে তোমার ধন বৃদ্ধি হয় নাই তাহা এখন বুঝিলাম, কিন্ত

আর যে দুই শত মুদ্রা দিয়াছিলাম ও যাহা তুমি ভুষির জালাতে রাখিয়াছিলে তাহাতেই ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। আমি কহিলাম মহাশয় আমি আপনাকে আরোপিত বাক্য কহি নাই, যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই যথার্থ কহিয়াছি। সাদ কহিলেন খাজাহোসেন, সাদি যাহা ভাবেন ভাবুন, উনি বড় বলিবেন তোমার অৰ্দ্ধেক ধন উঁহার দুই শত মুদ্রা হইতে হইয়াছে, কিন্তু মৎস্যের উদরে তুমি যে হীরা পাইয়াছ তাহা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং আমার সীসা হইতে তোমার অৰ্দ্ধেক ধনোৎপত্তি হইয়াছে এ কথা অবশ্য মানিতে হইবে। সাদি কহিলেন সাদ আমি ঐ কথা মানিতে পারি, কিন্তু ধনে ধনোৎপত্তি হয়, এ কথার অন্যথা তুমি করিতে পারিলে না।

এই প্রকারে অনেকক্ষণ বাদানুবাদ হইল, পরে ভোজনাদি হইলে, রৌদ্রের সময়ে তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দিলাম। দিবা অবসান কালে তাঁহাদিগকে লইয়া উদ্যান ভ্রমণ করিলাম। তাহার পর, অশ্বশালা হইতে তিন অশ্ব আনাইয়া, সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নাতে তিন জনে বোগ্‌দাদে আসিলাম।

দৈবাৎ সে দিবস আমার ভৃত্যগণ আলস্যক্রমে অশ্বের দানা প্রস্তুত করিয়া রাখে নাই, এবং শস্যের গোলাও নিকটে ছিল না, অথচ অশ্বের আহার না হইলে নয়, ইহাতে এক জন ভৃত্যকে শস্যানয়নার্থ পাঠাইলাম। সে এক প্রতিবাসির দোকানে এক জালা ভুষি পাইয়া, তাহা ক্রয় করিয়া জালা-সমেত আনিল এবং দোকানিকে বলিয়া আসিল যে পর দিবস জালা ফিরাইয়া দিবে। পরে ঐ জালা হইতে ভুষি বাহির করিতে করিতে তন্মধ্যে বস্ত্রমণ্ডিত মুদ্রা বাহির হইল। আমি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া, মদীয় উপকারি বন্ধুদ্বয়কে কহিলাম পরমেশ্বর আমার লজ্জা নিবারণ করিলেন, এক যাত্রায় আপনাদের সকল সন্দেহ দূর করিতে পারিলাম। আমি যে বসনে ১৯০ মুদ্রা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা এই। ইহা বলিয়া ঐ বস্ত্রের বন্ধন মুক্ত করিয়া মুদ্রাগুলি গণিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দিলাম। ইহাতে সাদির মনে আর সন্দেহ রহিল না।

তিনি কহিলেন এ পর্য্যন্ত আমার ভ্রম ছিল, বিনা মুদ্রায় মুদ্রা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু এখন বুঝিলাম কেবল ধনে ধনোৎপত্তি হয় এমত নহে, অন্য প্রকারেও হইতে পারে।

তদনন্তর আমি সাদিকে কহিলাম, আপনি আমাকে অর্থ দান করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া দেওয়া ভাল হয় না। কিন্তু আপনাদের কৃপাতে আমার যথেষ্ট ধন হইয়াছে, এ ধনেতে প্রয়োজন নাই, অতএব দরিদ্র জনকে ইহা দান করিব, তাহাতে পরমেশ্বর আপনকার ও আমার উভয়েরই প্রতি প্রীত হইবেন। অনন্তর সেই দুই বন্ধু সেই রাত্রি আমার ভবনে শয়ন করিয়া, পর দিবস স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। আমিও সেই সঙ্গে তাঁহাদের সন্তোষার্থ তাঁহাদের সদনে গমন করিলাম, এবং এক্ষণেও সতত তাঁহাদের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের সহিত প্রণয় বর্দ্ধন করিয়া থাকি।

রাজা হারুনঅলরশীদ এই বিবরণ এমন মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, যে খাজা হোসেন গল্প সমাপন করিয়া মৌনী হইলে, তিনি জানিতে পারিলেন যে গল্প শেষ হইয়াছে। তৎপরে তাহাকে বলিলেন খাজাহোসেন আমি এমত আশ্চর্য্য কথা অনেক কাল শুনি নাই। তোমার ধন-লাভের বিবরণ অতি চমৎকার, পরমেশ্বর তোমাকে অর্থ দিয়াছেন, তুমি তাহা সদ্ব্যয় করিয়া তাঁহার নিকট আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। পরন্তু তুমি যে অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলে তাহা আমি ক্রয় করিয়াছি, এবং তাহা আমার ধনভাণ্ডারে আছে। ঐ মণি অতি অপূর্ব্ব, তাহার বিবরণ শুনিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম। তুমি সাদিকে এক দিন আনিয়া ঐ রত্ন দেখাও। অনন্তর রাজা এতদ্বৃত্তান্ত লিখিয়া ঐ মণির সহিত একত্র রাখিলেন, পরে খাজাহোসেন ও বাবা আবদুল্লা অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদায় হইল।

—§§§§—

আলীবাবা এবং এক দাসী কর্ত্তৃক চল্লিশ জন দস্যু বিনাশের কথা।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ পারস্য দেশের অন্তর্গত এক নগরে দুই সহোদর বাস করিতেন। তাঁহাদের এক জনের নাম কাশিম, দ্বিতীয়ের নাম আলীবাবা। তাঁহাদিগের পিতা লোকান্তর গমন করিলে পর, তাঁহার যে যৎকিঞ্চিৎ বিষয় ছিল তাহা তাঁহারা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইলেন। অনন্তর কাশিম এক ধনবন্তের কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এবং বিবাহের কিছুদিন পরেই, উত্তম উত্তম সামগ্রীতে সুসজ্জিত এক বিপণি এবং নানা জাতীয় পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এক বীথিকা এবং বৃহৎ এক ভূসম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সুতরাং নগরমধ্যে কাশিম এক জন গণ্য ধনী বণিক হইয়া উঠিলেন।

আলীবাবাও বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থা কাশিমের অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। তিনি যৎসামান্য আবাসে বাস করিতেন, এবং পুত্র কলত্রাদিকে ভরণ পোষণ করিবার উপায়ান্তর না থাকাতে নিকটবর্ত্তি বনের কাষ্ঠ কাটিয়া, তিনটী গাধার পৃষ্ঠে দিয়া, তাহা নগরে লইয়া যাইতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া, তদ্দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন তিনি বনে গিয়া, কাষ্ঠ কাটিতে কাটিতে দেখিলেন, দক্ষিণ দিক হইতে ধূলীরাশি উড্ডীয়মান হইয়া আসিতেছে, কিঞ্চিৎ কাল পরে, দেখিলেন কতকগুলা অশ্বারূঢ় লোক অতি দ্রুত গমনে আগমন করিতেছে। আলীবাবা মনে করিলেন ঐ সকল অশ্বারূঢ় লোক দস্যু হইলেও হইতে পারে। অতএব আত্মরক্ষার নিমিত্তে ব্যস্ত হইয়া, নিকটস্থ অবিরল পল্লবদলে আচ্ছাদিত একটী বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লুক্কায়িত হইয়া থাকিলেন। ঐ বৃক্ষটী উচ্চতর পাহাড়ের উপর জন্মিয়াছিল, ঐ পাহাড়ে অনায়াসে উঠাও যাইত না। আলীবাবা ঐ ঐ বৃক্ষশাখায় থাকিয়া সমুদায়ই দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। গর্দ্দভগুলা চরিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে অশ্বারূঢ় মনুষ্যেরা পাহাড়ের নিম্নভাগে, ঐ বৃক্ষের নিকট আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। আলীবাবা দেখিলেন তাহারা সমুদয়ে চল্লিশজন, তাহাদিগের আকারপ্রকার ও সজ্জা দেখিয়া আলীবাবার নিশ্চয় প্রতীতি হইল তাহারা দস্যুই হইবে। ঐ দস্যুগণ আপন আপন ঘোটক হইতে লুণ্ঠিত বস্তু যুক্ত এক একটা থলিয়া নামাইল তাহা অতি ভারি; আলীবাবা ভাবিলেন তাহা স্বর্ণ ও রজতে পরিপূর্ণ হইবে।

উহার মধ্যে এক ব্যক্তি বৃক্ষের নিকট দিয়া বন প্রবেশ করিয়া অতি সুস্পষ্ট স্বরে বলিল "সিসেম দ্বার খোল"। আলীবাবা ঐ কয়েকটী কথা স্পষ্টরূপে শুনিলেন। ঐ কথা বলিবামাত্র একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ঐ দ্বার দিয়া সকল দস্যু একে একে গহ্বরে প্রবেশ করিল। তৎপরেই দ্বার রুদ্ধ হইল।

দস্যুরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গহ্বর মধ্যে থাকিল। আলীবাবা তাহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বৃক্ষেতেই থাকিলেন। পরিশেষে গহ্বরের দ্বার মুক্ত হইল, এবং চল্লিশ জন দস্যু বাহির হইলে, দস্যুপ্রধান কহিল "সিসেম দ্বার রুদ্ধ কর।" এ কথাও আলীবাবার কর্ণগোচর হইল। তদনন্তর প্রত্যেক দস্যু আপন আপন ঘোড়ায় চড়িয়া গমন করিল।

ইহা দেখিয়া আলীবাবা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া, দস্যুপ্রধান যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বার মুক্তির কথা বলিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন, ভূমির সহিত এক লৌহময় দ্বার লিপ্ত আছে, তাহার চাবি তালা কিছুই নাই। আলীবাবা কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ দ্বার দৃষ্টি করিলেন পরে, সিসেম দ্বার খোল, এই কয়েকটী কথা বলিলেন। তাহাতে দ্বার একবারে মুক্ত হইয়া পড়িল। আলীবাবা দেখিলেন তন্মধ্যে এক গহ্বর আছে, তাহাতে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যে প্রস্তরময় সুসজ্জিত এক কুঠরি দেখিলেন। ঐ কুঠরিতে আলো আসিবার নিমিত্তে, পর্ব্বতের চূড়া হইতে কুঠরি পর্য্যন্ত অতি পরিপাটি রূপে খনিত এক ফুকর ছিল, এবং গহ্বর মধ্যে নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী

ও রজত কাঞ্চন ও মণি মুক্তাদি স্তূপে স্তূপে সাজান ছিল। এতদবলোকনে আলীবাবা কাল গৌণ না করিয়া, তিনটা গর্দ্দভের বহনযোগ্য স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ কতকগুলা তোড়া একত্র করিলেন, রজতাদি স্পর্শও করিলেন না। পরে গর্দ্দভগুলাকে আনিয়া আপনার থলিয়ার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রার তোড়া সকল ভরিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে দিলেন এবং কেহ তাহা জানিতে না পারে এজন্য তাহার উপর কাষ্ঠাচ্ছাদন করিলেন। তদনন্তর ঐ মন্ত্রদ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গর্দ্দভগুলাকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

আলীবাবা গৃহে আসিয়া স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ থলিয়া সকল একে একে ঘরের মধ্যে তুলিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার গৃহিণী একখান খাটে বসিয়াছিলেন, তিনি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং স্বামী অবশ্য চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন ইহা অবধারিত করিয়া, বলিলেন হে স্বামিন্! তোমার এ কি কর্ম্ম, তুমি কোথা হইতে এত ধন চুরি করিয়া আনিলে। আলীবাবা বলিলেন চুপ কর, গোল করিও না, আমি চোরের ধন লইয়া আসিয়াছি, ইহাকে চুরি কহা যায় না। ইহা বলিয়া আলীবাবা থলিয়া হইতে তাবৎ স্বর্ণ মুদ্রা ঘরের মধ্যে ঢালিলেন। তাঁহার বনিতা স্বর্ণরাশি দেখিয়া মহা আনন্দিত হইয়া তাহা এক একটী গণনা করিতে বসিল। আলীবাবা কহিলেন তুমি নির্ব্বোধ হইয়াছ, এত মুদ্রা কত দিনে গণনা করিবে, বিলম্বের কর্ম্ম নহে তুমি থাক, আমি একটা গর্ত্ত করিয়া এই সকল মুদ্রা পুতিয়া রাখিতেছি। তদ্বনিতা কহিল সে পরামর্শ উত্তম বটে, কিন্তু টাকার সংখ্যা করিয়া রাখিতে হইবে, অতএব তুমি গিয়া গর্ত্ত খনন কর, আমি কোন প্রতিবাসির নিকট হইতে একটা দাঁড়ি আনিয়া ইহা তৌলাইয়া দেই। আলীবাবা কহিলেন তাহা করিতে চাহ কর, কিন্তু এ কথা কাহার সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

ইহা শুনিয়া তদ্ভার্য্যা কাশিমের বাটীতে দৌড়িয়া গেল। এবং একটা দাঁড়ি আনিয়া স্বর্ণরাশির উপরে বসিয়া, সমুদায় স্বর্ণমুদ্রা ওজন করিয়া দিল, আলীবাবা গর্ত্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা প্রোথিত

তদনন্তর দস্যুগণ গহ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, কাশিম স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ অনেক থলিয়া দ্বারের নিকট আনয়ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা ঐ সকল থলিয়া লইয়া যাহা যথায় ছিল পুনর্ব্বার তথায় রাখিল, কিন্তু থলিয়া বা অর্থ হ্রাস হইয়াছে কি না তাহার কোন অনুসন্ধান করিল না। অনন্তর তাহারা কাশিমের বাটপাড়ির কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তিনি কোন্ পথ দিয়া আসিয়া গহ্বর প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না।

পরে বহু কষ্টে উপার্জিত ধনাপহরণের আশঙ্কায় সকলে স্থির করিল, বাটপাড়ের শব চারি অংশে বিভাগ করিয়া দ্বারের দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখি, তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তি ধনাপহরণ করিতে আসিবে না। এই পরামর্শ করিয়া কাশিমের শব চারি খণ্ড করিয়া দ্বারের দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিল। তদনন্তর দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ঘোটকারোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ তথা হইতে চলিয়া গেল।

এ দিকে কাশিমের বনিতা মনে করিতেছিল, পতি অনেক ধন লইয়া আসিবেন। কিন্তু দিবাবসান হইলে পরও যখন তিনি প্রত্যাগত হইলেন না, তখন অত্যন্ত ভাবনা যুক্ত হইয়া, আলীবাবার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল ভ্রাতঃ বলিতে পার আমার স্বামী কি নিমিত্ত আসিতেছেন না। আলীবাবা কহিলেন তোমার স্বামী অতি বিজ্ঞ, বুঝি দিবসে ধন আনিলে কেহ দেখিতে পাইবে এই জন্য রাত্রিযোগে আনিবার মনস্থ করিয়াছেন। কাশিমের ভার্য্যা এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া গৃহে গিয়া, স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত রাত্রি গত হইল, তখনও প্রত্যাগত হইলেন না, ইহাতে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া, আলীবাবার সন্নিধানে আগমন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আলীবাবা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, তখনি আপনার তিনটী গর্দ্দভ লইয়া বনাভিমুখে কাশিমের উদ্দেশে গমন করিলেন। কিন্তু গহ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে [illegible] স্থানে স্থানে রক্ত

না, ইহাতে বিবেচনা করিলেন অবশ্য কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে। অনন্তর মন্ত্রদ্বারা দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, কাশিমের মৃত দেহ চারি অংশে খণ্ডীকৃত হইয়া দ্বারের দুই পার্শ্বে ঝুলান রহিয়াছে, তাহাতে মনের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখোদয় হইল। কিন্তু তখন কালবিলম্ব না করিয়া গহ্বর হইতে বস্ত্র আনিয়া কাশিমের মৃতদেহ বন্ধন করিলেন এবং তাহা দুইটা থলিয়াতে পুরিয়া একটা গাধার পৃষ্ঠে দিয়া তাহার উপরিভাগে কতকগুলা কাষ্ঠ চাপা দিলেন। তাহার পর অন্য দুইটা গর্দ্দভে স্বর্ণ পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর সেই কাষ্ঠাচ্ছাদন করণানন্তর, দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে গৃহে আসিয়া স্বীয় বনিতাকে কাশিমের মৃত্যুর বিবরণ কহিলেন। পরে যে দুইটী গর্দ্দভে স্বর্ণ বোঝাই করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া, অন্য গাধাটী লইয়া কাশিমের ভার্য্যার নিকটে গেলেন।

কাশিমের ভার্য্যা আলীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিল হে ভ্রাতঃ তুমি আমার স্বামীর কি দেখিয়া আসিলে। আলীবাবা কহিলেন হে ভগিনি তুমি যদি সকল বৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং অন্যের নিকট প্রকাশ না কর, তবে তাহা বলিতে পারি। কাশিমের ভার্য্যা কহিল আমি তাহা ব্যক্ত করিব না। আলীবাবা তখন, আদ্যন্ত সকল বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন হে ভগিনি! এই ব্যাপার তোমার মনস্তাপের বিষয় বটে, কিন্তু ইহার আর কোন উপায় নাই। এক্ষণে তোমার দুঃখ নিবারণের জন্য আমি তোমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি, ইহাতে তোমার যেমত ইচ্ছা। তোমাকে বিবাহ কবিলে আমার ভার্য্যা তোমার প্রতি দ্বেষ করিবে না, তোমাকে ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। কাশিমের ভার্য্যা ভাবিল, আমার স্বামির ধন অপেক্ষাও আলীবাবার অনেক অর্থ আছে, এবং গহ্বরপ্রভাবে তাহা ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইবে, অতএব ইহাকে বিবাহ করাই সৎপরামর্শ। ইহা বিবেচনা করিয়া বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মারজিয়ানা নাম্নী কাশিমের এক বন্দিনী ছিল, আলীবাবা তাহাকে কাশিমের শব প্রোথিত করিবার

মারজিয়ানা অতি চতুরা ও ধূর্ত্তা, নিকটস্থ এক বৈদ্যের গৃহে গিয়া দ্বারাঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে বৈদ্য দ্বার মুক্ত করিলে, মারজিয়ানা তাঁহার হস্তে কয়েকটী মুদ্রা দিয়া কহিল তুমি আমাকে কোন শক্ত ঔষধ দাও। বৈদ্য মূল্যের উপযুক্ত ঔষধ দিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের পরিবারের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে। মারজিয়ানা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার কর্ত্তা কাশিমের পীড়া হইয়াছে, তিনি অত্যন্ত পীড়িত। এই কথা বলিয়া মারজিয়ানা ঔষধ লইয়া আসিল।

এদিকে আলীবাবা এবং তাঁহার বনিতা পূর্ব্বদিবস অবধি পুনঃ পুনঃ কাশিমের আলয়ে গমনাগমন করিতে ছিলেন, প্রতিবাসি সমস্ত লোক তাহা দেখিয়াছিল কিন্তু কারণ বুঝিতে পারে নাই, সন্ধ্যাকালে যখন কাশিমের ভার্য্যা এবং মারজিয়ানা, কাশিমের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া হা হা শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, তখন তাহার কারণ বোধগম্য হইল। সে যাহাহউক, মারজিয়ানা পর দিবস সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে বাবা মস্তাফা নামক এক চর্ম্মকারের নিকটে গিয়া তাহার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা দিল। বাবামস্তাফা চর্ম্মকারের মধ্যে অতি ভদ্রলোক ছিল, স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া, মারজিয়ানাকে কহিল আমাকে কি করিতে হইবে। মারজিয়ানা বলিল তোমাকে এক দ্রব্য সেলাই করিতে হইবে, তাহার যে মজুরী হয় তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে, কিন্তু আমি তোমার চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব। বাবা মস্তাফা কহিল তুমি বুঝি আমার দ্বারা আমার বিপক্ষের কোন কর্ম্ম করাইয়া লইতে চাহ। মারজিয়ানা তাহার হস্তে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিল ইহাতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি আমার সঙ্গে আইস।

... আসিয়া, বস্ত্র

উত্তম রূপে সেলাই করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা দিব। ইহা শুনিয়া চর্ম্মকার সেলাই করিতে লাগিল। সেলাই হইলে পর, মারজিয়ানা পুনর্ব্বার তাহার নেত্র বন্ধন করিয়া, যে স্থান হইতে তাহার চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া আনিয়াছিল সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু মুক্ত করিয়া, তাহাকে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিল, বাবা মস্তাফা তুমি এ কথা কাহারো স্থানে প্রকাশ করিও না। ইহা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

চর্ম্মকার গমন করিলে, মারজিয়ানা গৃহে আসিয়া উষ্ণ জল প্রস্তুত করিল, এবং তাহা দ্বারা কাশিমের শব ধৌত করিয়া তাহাতে সুগন্ধ দ্রব্যাদি দিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন করিল। অনন্তর একটা মড়া ফেলিবার সিন্দুক আনয়ন করিয়া, তাহাতে কাশিমের মৃত দেহ পুরিল। পরে মঠে গিয়া মল্লাদিগকে সংবাদ কহিল। মঠাধ্যক্ষ কয়েক জন মল্লাকে সমভিব্যাহারে করিয়া কাশিমের গৃহে আসিলেন। তদনন্তর চারি জন প্রতিবাসি শবসিন্দুক স্কন্ধে করিয়া কবরস্থানে চলিল, মল্লারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কল্‌মা পড়িতে পড়িতে চলিল। মারজিয়ানা মুখাবরণ মুক্ত করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ অতিরিক্ত ক্রন্দন করিতে করিতে চলিল। আলীবাবা এবং তৎপ্রতিবাসিগণও শব সমভিব্যাহারে চলিলেন। কাশিমের কামিনী গৃহে থাকিয়া প্রতিবাসিনীদিগের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই প্রকারে কাশিমের মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণ নগরস্থ কোন ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারিল না।

কাশিমের সৎকারের তিন চারি দিবস পরে আলীবাবা তাঁহার ভার্য্যাকে বিবাহ করিয়া, আপনার সমস্ত সামগ্রী ও স্বর্ণাদি তাহার গৃহে লইয়া গেলেন। অপর তাহার এক পুত্র ছিল সে অনেক দিবসাবধি এক ধনাঢ্য বণিকের গৃহে কর্ম্ম শিক্ষা করিত, আলীবাবা তাহার গুণানুবাদ শুনিয়া তাহাকে কাশিমের দোকানের অধ্যক্ষ

কাশিমের মৃতদেহ না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইল। পরে যখন তাহারা দেখিল যে সঞ্চিত ধন হ্রাস হইয়াছে তখন আরো বিস্ময়-যুক্ত হইল এবং খেদ করিয়া কহিল হায়! কোন নষ্ট লোক আমাদের ধনালয়ের সন্ধান পাইয়াছে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে আমাদের সমুদায় ঐশ্বর্য্য লইয়া যাইবে, অতএব ইহার কোন সদুপায় করিতে হইয়াছে। ঐ শব কোথায় গেল অনুসন্ধান করা যাউক। পরে কহিল হে সৈন্য-গণ, তোমাদের মধ্যে অতি সাহসী এবং সদ্বক্তা এক ব্যক্তি পথিকের বেশে নগরে যাও, এবং মৃত্যুর কথা কে কি কহে তাহা শুনিয়া তাহার বাটীর সন্ধান লইয়া আইস, ইহা হইলে আমরা চোর ধরিতে পারিব। কিন্তু এ কর্ম্মে তোমাদের অধিক উৎসাহ হয় এ জন্য এই স্থির করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি কোন সংবাদ না লইয়া ফিরিয়া আসিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। এই কথা শুনিয়া একজন গাত্রো-ত্থান করিয়া কহিল মহাশয় আমি ইহাতে সম্মত আছি।

এই কথা শুনিয়া সকল দস্যু তাহাকে ধন্যবাদ করিল। পরে সে পথিকের বেশ ধারণ করিয়া সেই রাত্রেই যাত্রা করিল, এবং সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া অতি প্রত্যূষে নগর প্রবেশ করিয়া, পথ দিয়া যাই-তেছে হঠাৎ দেখিল একখান চর্ম্মকারের দোকান খোলা আছে। ঐ দোকান বাবা মস্তাফার। বাবা মস্তাফা কর্ম্মারম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। দস্যু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল হে বৃদ্ধ এখনও রজনী প্রভাতা হয় নাই, অল্প অল্প অন্ধকার আছে, তুমি কিরূপে কর্ম্ম করিবে। বাবা মস্তাফা বলিল তুমি আমার চক্ষের কথা কিছু বলিও না, কয়েক দিবস হইল আমি ইহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকার সময়ে এক শব সেলাই করিয়া আসিয়াছি। দস্যু এই কথায় অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল শব সেলাই করিবার কারণ কি, বুঝি শবের আচ্ছাদনের বস্ত্র সেলাই করিয়া থাকিবে। মস্তাফা কহিল গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, যাহাহউক আমি তোমাকে অলীক কথা বলি নাই।

তোমার গোপন কথা শ্রবণ করিতে চাহি না, কিন্তু তুমি যে বাটীতে শব সেলাই করিয়াছিলে সেই বাটী আমাকে দেখাইয়া দাও। মস্তাফা মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আমি বাটী দেখাইতে পারিব না, তাহার করণ, অনেক দূর হইতে আমার চক্ষু বন্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং শব সেলাই হইলে আমাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল। দস্যু কহিল হে বৃদ্ধ তুমি আমার সঙ্গে আইস, যে স্থানে তোমার চক্ষু বন্ধন করিয়াছিল আমিও সেই স্থানে তোমার চক্ষু বন্ধন করিব, পরে তুমি পূর্ব্বে যে পথ দিয়া যে প্রকারে গিয়াছিলে সেই প্রকার যাইবে, তাহা হইলে সহজে বাটীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহা বলিয়া থলিয়া হইতে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিল।

বাবা মস্তাফা দুইটী স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া কিঞ্চিৎ লোভাক্রান্ত হইয়া, দস্যুকে কহিল দেখ, আমি কোন্ পথ দিয়া গিয়াছিলাম তাহা মনে নাই, কিন্তু আইস দেখি যদি ঠিকানা করিতে পারি। ইহা বলিয়া দস্যুকে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে স্থানে মারজিয়ানা তাহার চক্ষু বন্ধন করিয়াছিল সেই স্থানে উপনীত হইয়া কহিল, এই স্থান হইতে আমার চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া দস্যু তৎক্ষণাৎ স্বীয় রুমাল দ্বারা তাহার চক্ষু বন্ধন করিল। তাহার পর বাবা মস্তাফা অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, দস্যু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কখন কখন দস্যু তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। এই প্রকার কতক দূর গিয়া, বাবা মস্তাফা দস্যুকে কহিল বুঝি এই পর্য্যন্তই আসিয়াছিলাম ইহার অধিক আসি নাই। বাস্তবিক তাহারই সম্মুখে কাশিমের বাটী। দস্যু তখনি একখান ফুলখড়ি দিয়া দ্বারে একটা চিহ্ন দিল। পরে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি বলিতে পার এ বাটী কাহার? বাবা মস্তাফা কহিল এই পল্লীতে আমার বাটী নহে, অতএব আমি বলিতে পারিলাম না। ফলতঃ তৎকালে কাশিমের স্ত্রীকে আলীবাবা বিবাহ

করিয়া ঐ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। দস্যু এই সমস্ত সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, বনাভিমুখে গমন করিল।

অনন্তর মারজিয়ানা বাটী প্রবেশ কালে দেখিল যে, দ্বারে খড়ির চিহ্ন রহিয়াছে, ইহাতে মনে করিল, আমার প্রভুর দ্বারে এ চিহ্ন কে দিল, ইহা কোন অমঙ্গলের চিহ্ন হইবে। ইহা ভাবিয়া একখান চাক খড়ি লইয়া সেই পল্লীর সকল বাটীর দ্বারেই সেইরূপ চিহ্ন দিয়া রাখিল।

এ দিকে দস্যু স্বস্থানে গিয়া সঙ্গিগণকে সমস্ত বিবরণ কহিল। তাহারা শুনিয়া মহানন্দিত হইল, পরে দস্যুপতি ঐ বাটী চিনিয়া যাইবার নিমিত্ত, তাহাকে লইয়া নগরে আসিল, এবং ঐ পল্লীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সকল বাটীর দ্বারেই সেইরূপ চিহ্ন আছে। তাহাতে অধ্যক্ষ দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কয়টা বাটীর দ্বারে চিহ্ন দিয়াছিলে। দস্যু কহিল আমি একটা বাটীতেই চিহ্ন দিয়াছিলাম, এই সকল বাটীতে আর কোন ব্যক্তি চিহ্ন দিয়া থাকিবে। অধ্যক্ষ এই কথায় নৈরাশ হইয়া, নগর হইতে বহির্গত হইয়া বন-প্রস্থান করিল।

স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়া, দস্যুপ্রধান সঙ্গিগণকে বিস্তারিত বিবরণ কহিল। তাহাতে, যে ব্যক্তি দ্বারাঙ্কন করিয়া আসিয়াছিল তাহাকে অকর্ম্মা বিবেচনা করিয়া সকলে তাহার প্রাণ দণ্ডের বিধি দিল। সে ব্যক্তি আপনিও আপনাকে দণ্ডের যোগ্য বিবেচনা করিয়া মস্তক নত করিল এবং অন্য এক জন তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করিল। তৎপরে দস্যুপ্রধান জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে আর কোন ব্যক্তি একর্ম্মে যাইতে পারিবে কি না? আর এক জন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিল মহাশয় আমি পারিব। অনন্তর সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকথিত দস্যুর ন্যায় ছদ্মবেশে, বাবা মস্তাফার নিকটে গিয়া তাহাকে কয়েকটী মুদ্রা দিয়া, সেইপ্রকার সঙ্গে লইয়া বাটী দেখিল। এবং দ্বারের কোন স্থানে এমত একটা লাল চিহ্ন দিল যে তাহা হঠাৎ কেহ দেখিতে না পায়। দস্যু প্রস্থান করিলে কিছু কাল পরে মারজিয়ানা বাটী হইতে বহির্

গিয়া প্রত্যাগমন কালে ঐ চিহ্ন দেখিল, এবং পূর্ব্বমত প্রতিবাসিগণের দ্বারে সেই প্রকার চিহ্ন দিল।

দস্যু সঙ্গিগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমি আলীবাবার দ্বারেব এক গুপ্ত পার্শ্বে এই প্রকার লাল চিহ্ন দিয়া আসিয়াছি, পরে দলপতিকে লইয়া বাটী দেখাইতে গেল, কিন্তু অনেক বাটীর দ্বারে সেই প্রকার চিহ্ন দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল। ইহাতে তস্করাধ্যক্ষ অতি-শয় কুপিত হইয়া স্বস্থানে আসিয়া তাহারও প্রাণ দণ্ড করিল।

এইরূপ দুই জন সেনাকে বিনাশ করিয়া দস্যুপ্রধান মনে মনে বিবেচনা করিল, এ প্রকার অন্য কাহাকে প্রেরণ করিয়া ফলোদয় নাই, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সৈন্য ক্ষয় হইবে, অতএব আমি স্বয়ং গিয়া ইহার সন্ধান করিব। ইহা স্থির করিয়া দলপতি স্বয়ং ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বাবা মস্তাকার নিকটে গেল, এবং তাহার স্থানে বাটীর সন্ধান লইয়া, তাহাতে কোন চিহ্ন দিল না, চিনিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাহার সম্মুখ দিয়া কয়েক বার গমনাগমন করিল। পরে বনমধ্যে সঙ্গিদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল হে বন্ধুগণ, আমি এই এই রূপে বাটীর সন্ধান করিয়া আসিয়াছি। অতএব তোমরা, ছদ্মবেশে পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামহইতে ঊনিশটি ঘোটক এবং ৩৮ টা জালা ক্রয় করিয়া আন। অধ্যক্ষের আজ্ঞানুসারে দস্যুগণ ঘোটক ও জালা ক্রয় করিয়া আনিল। পরে অধ্যক্ষ ৩৮টা জালার মধ্যে একটা জালাতে তৈল পরিপূর্ণ করিয়া, অবশিষ্ট ৩৭টা জালাতে অস্ত্রসহিত ৩৭ জন সেনাকে পুরিয়া, অতি উত্তম রূপে তাহার মুখ রুদ্ধ করিল, কেবল নিশ্বাস ত্যাগ করিবার উপযুক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিল। এবং ঐ সকল জালার গাত্রে এমত, করিয়া তৈল মাখাইল যে তাহা দেখিয়া লোকে মনে করিতে পারে তন্মধ্যে তৈলই আছে।

এইরূপ জালাতে মনুষ্য পুরিয়া একটা অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুইটা জালা বোঝাই করিল, এবং ঐ সকল অশ্ব লইয়া সন্ধ্যার পরে আলীবাবার আলয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আলীবাবা তখন ভোজনের পর
[illegible] সেই স্থানে ঘোটক সকল রাখিয়া

আলীবাবাকে কহিল মহাশয় আমি অনেক দূর হইতে তৈল লইয়া আসিয়াছি, কল্য এই তৈল বাজারে বিক্রয় করিব, অদ্য বাসা পাই নাই, অতএব মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রির জন্য স্থান দান করেন, তবে চরিতার্থ হই। ইহাতে আলীবাবা, ভৃত্যকে ডাকিয়া ঘোটক সকল অশ্বশালায় রাখাইয়া, কহিলেন তুমি এই ব্যক্তিকে উত্তম রূপে ভোজনাদি করাও, এবং শয়নের শয্যা দাও।

আহারাদি হইলে পর, দস্যুদলপতি অশ্বশালায় শয়নার্থ যাইতে উদ্যত হইল। আলীবাবা অনেক সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, এবং প্রায় দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সহিত কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করিলেন। তৎপরে শয়ন করিতে গেলেন, যাইবার সময়ে মারজিয়ানাকে ডাকিয়া কহিলেন, এই ব্যক্তি রহিল ইহার যাহা আবশ্যক হয় তাহা দিও।

আলীবাবার গমনের পর, দস্যুপতি অশ্বশালা হইতে বাহির হইয়া, যে ঘরে জালা গুলা রাখিয়াছিল সেই ঘরে যাইয়া, একে একে সকল জালার ঢাকনি উঠাইয়া রাখিল এবং তন্মধ্যস্থ দস্যুকে সকল কহিল আমি যখন শয়নাগার হইতে এই ঘরে ঢেলা নিক্ষেপ করিব তখন তোমরা জালা হইতে বহির্গত হইবে। ইহা বলিয়া দস্যুপতি অশ্বশালাতে গেল, এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি উত্তমরূপে পরিয়া, দীপ নির্ব্বাণ করিয়া, এই স্থির করিয়া শয়ন করিল যে কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রা যাই, তাহার পর উঠিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ করিব।

মারজিয়ানা তখন পিষ্টক প্রস্তুত করিতে ছিল, ইতিমধ্যে তৈলাভাবে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল, তাহাতে বাটীর মধ্যে তৈল অথবা বাতি না পাইয়া, আবদুল্লাকে বলিল তৈল শেষ হইয়া গেল, এখনও পিষ্টক প্রস্তুত হয় নাই, বল দেখি কি করি। আবদুল্লা কহিল তৈলের নিমিত্তে চিন্তা করিতেছ কেন, সদাগরের এত তৈলের জালা রহিয়াছে তাহা হইতে খানিক লইয়া আইস। এই কথায় মারজিয়ানা একটা তৈলের পাত্র লইয়া তৈলাগারে উপস্থিত হইল। তাহাকে অধ্যক্ষ

জিজ্ঞাসা করিল এখন কি আমরা বাহির হইব। জালার মধ্যে মনু-ষ্যের স্বর শুনিয়া, মারজিয়ানা অতিশয় বিস্ময়যুক্তা হইল, কিন্তু বুঝিল ইহাদের কোন গুরুতর অভিপ্রায় থাকিবে, অতএব ভয় প্রকাশ না করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, না এখন সময় হয় নাই। এই কথা বলিয়া আর আর সকল জালার নিকট গেল, সে সকল জালার দস্যুরাও তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, মারজিয়ানা তাহাদিগকে সেই রূপ উত্তর দিল। অতঃপর যে জালাতে তৈল ছিল তাহার নিকটে আসিয়া দেখিল ঐ জালা তৈলে পরিপূর্ণ। তখন মারজিয়ানা বিবে-চনা করিল তাহার প্রভু দস্যুকে বাসা দিয়াছেন, অতএব তাহাতে কি বিপদ ঘটিবে, এই চিন্তা করিতে করিতে, তৈলপূর্ণ জালা হইতে তৈল লইয়া গিয়া প্রদীপ জ্বালিল। তাহার পর আর একটা বৃহৎ পাত্র আনিয়া জালা হইতে সমুদায় তৈল ক্রমে ক্রমে লইয়া গিয়া, তাহা অগ্নিতে উত্তম রূপে উত্তপ্ত করিল, এবং ঐ তপ্ত তৈল লইয়া সকল জালার মধ্যে তাড়াতাড়ি তুল্যাংশে ঢালিয়া দিল, তাহাতে দস্যুগণ সকলেই একবারে প্রাণ ত্যাগ করিল।

এই ব্যাপারের পর, মারজিয়ানা রন্ধনশালায় কার্য্য শেষ করিল। তদনন্তর আলোক নির্ব্বাণ করিয়া, দস্যুপতি কি করে তাহা দেখিবার নিমিত্ত, নিদ্রা না যাইয়া, রন্ধনশালার গবাক্ষ-দ্বারে তৈলাগার লক্ষ্যে বসিয়া থাকিল। কতক ক্ষণ পরে দস্যুদলাধিপতি জাগরিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত পরামর্শানুসারে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ব্যক্তি বাহির হইল না, তাহাতে জালার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে দস্যুগণকে ডাকিতে লাগিল, তাহাতেও উত্তর না পাইয়া ভালরূপে দেখিল তাহারা সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন তাহার মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল, অতএব আপনার প্রাণ বিনাশের আশঙ্কায় উদ্যা-নের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিল। মারজিয়ানা তস্করা-ধ্যক্ষের পলায়নানন্তর দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিল।

আলীবাবা রাত্রির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। তিনি প্রত্যূষে

লেন যে সদাগর তৈল লইয়া বাজারে যায় নাই, তাহার জালা ও অশ্ব তথায় রহিয়াছে। তাহাতে মারজিয়ানাকে তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহা বলিয়া তাঁহাকে জালার নিকটে লইয়া গিয়া তন্মধ্যে সমস্ত শব দর্শন করাইল। আলীবাবা জালার মধ্যে শব দেখিয়া মহা ভীত হইলেন। মারজি-য়ানা কহিল মহাশয় গোল করিবেন না, তাহা হইলে প্রতিবাসিগণ টের পাইবে, এবং হিতে বিপরীত হইবার বাধা নাই। ইহাতে আলীবাবা কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে সদাগর কোথায় গেল। মারজিয়ানা কহিল সে সদাগর নহে, আমি তাহার সকল বিবরণ জানি। আলীবাবা কহিলেন কি জান বল দেখি। মারজিয়ানা আদ্যন্ত সকল বৃত্তান্ত কহিয়া বলিল মহাশয়, এই ঘটনার তিন দিবস অগ্রে আমি ইহার অনুসন্ধান পাইয়াছিলাম, ঐ দিবস আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, দ্বারে কে একটা শাদা চিহ্ন দিয়া গিয়াছে, তাহাতে মনের মধ্যে সন্দেহ জন্মিল, অত-এব আমি প্রতিবাসি সকলের দ্বারে সেই প্রকার চিহ্ন দিলাম। পর দিবস পুনর্ব্বার দেখিলাম, দ্বারে একটা লাল চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাতেও আমি প্রতিবাসিদিগের দ্বারে সেই প্রকার লাল চিহ্ন দিলাম। আমি বোধ করি এই সকল লোক বনের দস্যু হইবে, আপনি তাহাদের ধন লইয়া আসিয়াছেন এজন্য তাহারা আপনার প্রাণ বিনাশের মন্ত্রণা করিয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি আপনি অতি সতর্ক থাকিবেন, কেননা এখন পর্য্যন্ত তাহাদের কেহ কেহ জীবিত আছে।

মারজিয়ানা এই সকল বৃত্তান্ত কহিলে পর, আলীবাবা কৃতার্থ হইয়া কহিলেন, মারজিয়ানা তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার পুর-স্কার কি দিব, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব, সম্প্রতি তোমার দাসীত্ব মোচন করিলাম, আর তোমাকে আমার দাস্যক্রিয়া করিতে হইবে না। তোমার জন্যই আমার প্রাণ

গোপনে প্রোথিত করা উচিত। ইহা বলিয়া আলীবাবা দাস সমভিব্যাহারে কোদালি লইয়া উদ্যানের মধ্যে একটা বড় গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শব সকল পুতিলেন। তৎপরে তৈলের জালা ও দস্যুদিগের বস্ত্রাদি গোপন করিয়া রাখিলেন, এবং সময় ক্রমে ঘোটক সকল বিক্রয় করিলেন।

যৎকালে আলীবাবা এই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত, তখন দস্যুদলাধ্যক্ষ বনে যাইয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল। সঙ্গিগণের মৃত্যুতে শোক পাইয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, আমি একাই তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিব।

এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া দস্যুপতি নিদ্রা গেল। রজনী প্রভাতা হইলে পর পথিকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নগরে গিয়া আলীবাবার আলয়ের নিকটবর্ত্তি এক পথিক-পান্থে বাসা করিয়া থাকিল। তস্করাধ্যক্ষ বিবেচনা করিয়াছিল যে তাহার সঙ্গিগণের মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, অতএব পুনঃ পুনঃ সরাই রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তুমি জান, কি নিমিত্ত আলীবাবার দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, বুঝি তাহার অনেক ঐশ্বর্য্য হইয়াছে এই জন্য দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে। দোকানি এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া অন্যালাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর দস্যুপতি বনে গিয়া ক্রমে ক্রমে তথা হইতে কতকগুলা উত্তম উত্তম রেশমি ও পশমি বস্ত্র আনিয়া, পূর্ব্বে যে স্থানে কাশিমের দোকান ছিল তাহার সম্মুখে একখান দোকান ভাড়া করিয়া, আপনাকে খাজা হোসেন নামে বিখ্যাত করিয়া, বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতে লাগিল, এবং প্রতিবাসি দোকানি ও ক্রেতাদিগের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার শিষ্টাচারে ও মিষ্টালাপে সকলেই তুষ্ট হইল। বিশেষতঃ আলীবাবার পুত্রের সহিত তাহার প্রণয় জন্মিল, এবং তাহাকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ভেটও দিতে লাগিল।

আলীবাবার পুত্র মনে করিলেন ইনি আমাকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করেন ইহাতে আমি যদি ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার না করাই

তবে ভাল হয় না। এজন্য পিতাকে সমস্ত কথা বলিলেন। আলী-বাবা পুত্রের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে পুত্র! এজন্য চিন্তা কি, তুমি অদ্য তাহাকে নিমন্ত্রণ কর, আমি মারজিয়ানাকে বলিয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করাইয়া দেওয়াইব। এই পরামর্শ স্থির হইলে পর, পর দিবস অপরাহ্নে আলীবাবার পুত্র খাজাহোসেনকে লইয়া বাটীতে আসি-লেন। ছদ্মবেশী দস্যুপতি পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া মনে মনে ভীত হইল। আলীবাবা তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন, এবং স্বীয় পুত্রের প্রতি তাহার সদ্ব্যবহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ছদ্মবেশী খাজাহোসেনও তাঁহার প্রশংসা করিল। অনন্তর আলীবাবা কহিলেন এক্ষণে ভোজনের আয়োজন হউক। খাজা হোসেন কহিল মহাশয় এবিষয়ে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমার আহার না করিবার কোন বিশেষ কারণ আছে। আলীবাবা বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে কারণ কি। তস্করপ্রধান কহিল আমি লবণযুক্ত ব্যঞ্জন ভক্ষণ করি না* এই জন্য আপনার সঙ্গে আহার করিতে পারিব না, কেননা তাহাতে সুখোৎপত্তি হইবে না। আলীবাবা কহিলেন, তজ্জন্য চিন্তা কি, আমি বলিয়া দিতেছি কোন ব্যঞ্জনে লবণ দিবেনা।

ইহা বলিয়া আলীবাবা তৎক্ষণাৎ রন্ধনশালাতে যাইয়া, মারজি-য়ানাকে কহিলেন দেখ অদ্য ব্যঞ্জনাদিতে লবণ দিও না। এই বিপ-রীত আজ্ঞাতে মারজিয়ানা রুষ্ট হইয়া কহিল, কে আসিয়াছে যে তাহার নিমিত্ত লবণাভাবে আপনকার খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিব। আলী-বাবা কহিলেন তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইও না, তিনি অতি সৎ মনুষ্য। অনন্তর খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে পর, মারজিয়ানা এবং আবদুল্লা উভয়ে তাহা লইয়া পরিবেশন করিতে আসিল। মারজিয়ানা ছদ্ম-বেশী খাজা হোসেনকে দেখিবামাত্রেই চিনিতে পারিয়া, মনে মনে

---

* মুসলমান জাতির মতে লবণ পবিত্র এবং শপথ স্বরূপ। তাহারা যাহার লবণ ভক্ষণ করে কখন তাহার অনিষ্ট করে না, এবং শত্রু হইলেও তাহাকে মার্জ্জনা করে। আরব্যদেশের দস্যুদিগের মধ্যে এইপ্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

কহিল এই নরাধম পুনরায় আসিয়াছে, এক্ষণেও ইহার বস্ত্রের মধ্যে একখান অস্ত্র দেখিতেছি, তদ্দ্বারা আমার প্রভুকে বিনাশ করিবার মানস করিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব ইহার সদুপায় করিতে হইল। পরে ভোজনাদির পর মারজিয়ানা কল ও মদ্য লইয়া সকলকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্র করিয়া দিল। আলীবাবা ও তৎপুত্র ও ছদ্মবেশী দস্যু একত্র বসিয়া কথোপকথন ও মদ্য পান করিতে লাগিলেন। দস্যু মনে মনে চিন্তা করিল প্রথমে ইহাদিগকে মদ্য দ্বারা উন্মত্ত করি, পরে উভয়কেই সংহার করিয়া উদ্যানের পথ দিয়া পলায়ন করিব। কিন্তু ধূর্ত্তা মারজিয়ানা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা ছিল, তাহাতে দস্যুপতি স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার অবকাশ পাইল না।

অনন্তর মারজিয়ানা নৃত্যকারিণীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল নৃত্য করিয়া, বস্ত্রের মধ্যহইতে একখান তীক্ষ্ণধার তলবার বাহির করিয়া ভাঁজিতে লাগিল, এবং নৃত্যও করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সকলে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

আলীবাবা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। খাজাহোসেন ভাবিল আমি যদি কিছু না দেই তবে ভদ্র ব্যবহার হয় না। ইহা মনে করিয়া স্বীয় বক্ষঃস্থলের বসন হইতে যেমন মুদ্রা বাহির করিতে লাগিল, অমনি মারজিয়ানা তাহার বক্ষঃস্থলে এমত তরবারাঘাত করিল যে তাহাতেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

মারজিয়ানা ছদ্মবেশী দস্যুপতিকে আঘাত করিলে, আলীবাবা ও তৎপুত্র উভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন, এবং মারজিয়ানার প্রতি কুপিত হইয়া কহিলেন অরে চণ্ডালি! কি করিলি, আমাদের বন্ধুর প্রাণ সংহার করিলি। মারজিয়ানা কহিল আমি যাহা করিলাম তাহা মহাশয়ের মঙ্গলেরই নিমিত্ত জানিবেন। আপনি এই ব্যক্তিকে এখনও চিনিতে পারেন নাই, এ সেই ছদ্মবেশী তৈলের ব্যাপারি, দস্যুদলাধিপতি, দেখুন ইহার বস্ত্রের মধ্যে ছুরিকা লুক্কায়িত আছে। ইহা বলিয়া

ছুরিকা দ্বারা আপনাকে সংহার করিবার মানস করিয়াছিল। যখন আপনি আমাকে ব্যঞ্জনে লবণ দিতে নিষেধ করিলেন তখনি আমার মনে সন্দেহ জন্মিল। অতএব ইহাকে বিনাশ করিয়া আপনার শত্রু নাশ করিয়াছি। ইহাতে ভাবনার বিষয় কি আছে। এই কথায় আলীবাবা মহানন্দিত হইয়া, মারজিয়ানাকে বলিলেন মারজিয়ানা অদ্যাবধি তোমার বন্দিনী দশা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইল, সম্প্রতি আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব। ইহা বলিয়া পুত্রকে সবিশেষ কহিলেন। তাঁহার পুত্র মারজিয়ানাকে সপরিবারের উদ্ধার কারিণী জানিয়া তখনি তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন। পরে তাঁহারা ছদ্মবেশী দস্যুর শব তৎসঙ্গিগণের নিকটে প্রোথিত করিলেন।

তদনন্তর আলীবাবা মহা সমারোহপূর্ব্বক মারজিয়ানার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলের নিকট মারজিয়ানার গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহারা তাহার যথোচিত সমাদর ও প্রশংসা করিলেন।

তদনন্তর আলীবাবা ঘোটক আরোহণ পূর্ব্বক বনমধ্যে গমন করিলেন; এবং সেই গহ্বরের দ্বারের নিকট গিয়া, মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া, দস্যুদল বহুকালে যে অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে ঘোটকের পৃষ্ঠে দিয়া বাটীতে আনয়ন করিলেন। ঐ অর্থে তিনি এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই গল্প সমাপন হইলে পর, শাহারজাদী দেখিলেন যে তখনও দিনমণির উদয় হয় নাই, অতএব আর এক গল্প আরম্ভ করিলেন।

বোগদাদনগরবাসি আলিখোজা বণিকের কথা।

শাহারজাদি কহিলেন, হারুনঅলরশীদ রাজার রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে আলিখোজা নামে এক বণিক থাকিত। ঐ ব্যক্তি দার পরিগ্রহ করে নাই, স্বাধীন ভাবে থাকিয়া বাণিজ্যাদি করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিত। আলিখোজা ক্রমশঃ তিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিল এক প্রাচীন ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে নিয়ত ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি বিশিষ্ট মুসলমান হইয়া কি জন্য মক্কা তীর্থে গমন কর না।

পূর্ব্বাবধি আলিখোজার এরূপ প্রতীতি ছিল যে, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানদিগের তীর্থ দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু গৃহাদি ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া, গৃহে থাকিয়া দান ও অন্য অন্য পুণ্য কর্ম্ম করিত। স্বপ্নদর্শনাবধি তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইল, এবং কোন্ দিন কি হয়, এই ভাবিয়া, সেই বৎসরেই মক্কা যাওয়া স্থির করিয়া, দোকান উঠাইয়া দিল, এবং তৈজসাদি যে সকল দ্রব্য মক্কায় বিক্রয় করিলে অধিক লভ্য হইতে পারে তন্মাত্র রাখিয়া, আর আর তাবৎ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, বাটীতে একজন ভাড়াটিয়া বসাইল।

আলিখোজা এইরূপ প্রস্তুত হইয়া বোগদাদস্থ যাত্রিদলের গমন অপেক্ষায় থাকিল, কিন্তু দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ জমিল তন্মধ্যে, পথের এবং তীর্থের ব্যয়োপযুক্ত যে অর্থ সঙ্গে যাইবে তদ্ব্যতীত, এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অধিক হইল, তাহা সঙ্গে না লইয়া এক কলস আনিয়া তাহাতে সহস্র সুবর্ণ পুরিয়া, তাহার উপরে জলপাই দিয়া ঢাকিয়া, কলসের মুখ বন্ধ করিয়া, তাহার পরম বন্ধু এক বণিকের নিকট লইয়া গিয়া, তাহাকে কহিল, ভ্রাতঃ তুমি শুনিয়াছ আমি মক্কায় যাইতেছি, অতএব আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই জলপাইয়ের কলসটী রাখ, আমি মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিলে দিও। বণিক বলিল তাহার বাধা কি। ইহা বলিয়া ভাণ্ডারের চাবি

রাঙ্গা কলস রাখিয়া দাও, মক্কাহইতে আসিয়া লইয়া যাইও, তোমার কলস কেহ স্পর্শ করিবে না। আলিখোজা ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া তথায় কলস রাখিয়া, বন্ধুকে চাবি পুনঃ প্রদান করিল। তৎপরে আপনার দ্রব্যাদি এক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোজাই করিয়া, আপনিও তাহার উপর আরোহণ করিয়া, যাত্রিদলের সমভিব্যাহারে চলিল। মক্কাতে পঁহুছিয়া, মহামন্দির দর্শন ও যথাবিধি অর্চ্চনাদি করিল। তদনন্তর বাণিজ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ এক দোকান ভাড়া করিয়া, সমস্ত দ্রব্য সাজাইয়া রাখিল। এক দিন, দুই জন সাধু ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া, পরস্পর কহিতে লাগিল, যদ্যপি কেরো নগরীতে এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিত তবে অধিক লভ্য হইত। আলিখোজা এই কথা শুনিতে পাইল, এবং পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের স্থানে কেরো নগরের ঐশ্বর্য্যের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল, অতএব, বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া কেরো নগরে গমন করিল। তথায় তাবৎ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া প্রচুর লভ্য পাইল। পরে কেরো নগরে যে সকল অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব পদার্থ ছিল এবং অতি উচ্চ শুণ্ডাকৃতি- গোরস্থান এবং স্তম্ভ ও নীল নদীর দুই পার্শ্বস্থ অতি মনোহর নগর সকল ছিল, তাহা সুন্দররূপে দর্শন করিল। অনন্তর উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি লইয়া কেরো নগর হইতে প্রস্থান করিল। পরে দমস্ক নগরের যাত্রিগণের সহিত, জরূজেলম নগর দিয়া গমন করিতে করিতে, তথাকার বিখ্যাত এক দেবালয় দর্শন করিল। মুসলমানেরা ঐ দেবালয়কে মক্কার মন্দিরের তুল্য মান্য করে, এবং ঐ দেবালয় দ্বারা ঐ নগরের নাম অতি পবিত্র হইয়াছে। আলিখোজা দমস্ক নগরীতে উপস্থিত হইয়া, তথাকার শোভাবান্ ক্ষেত্র ও মনোহর উদ্যান সকল অবলোকন করিল। তদনন্তর আলিপো নগরে কিয়ৎ কাল অবস্থানপূর্ব্বক, তথা হইতে ইউফ্রেটিস নদী পার হইয়া, তিগ্রিস নদী দিয়া, মুসল নগরে উপস্থিত হইল। এইরূপে ৭ বৎসর ভ্রমণ করিয়া, তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

আলিখোজার স্বদেশীয় বন্ধু এ কাল পর্য্যন্ত তাহাকে স্মরণ করে

নাই এবং তাহার জলপাইর কলসের কথাও তাহার মনে ছিল না। আলিখোজা যখন বোগদাদে আসিয়াছে, তখন এক দিবস ঐ ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে সস্ত্রীক হইয়া আহার করিতেছিল। আহারকালে জলপাইর কথা উপস্থিত হইল। তাহাতে বণিক কহিল, সাত বৎসর গত হইল আলিখোজা মক্কা গমনকালে আমার তৈজসাগারে এক কলস জলপাই রাখিয়া গিয়াছে, আজি পর্য্যন্ত, তাহার কোন সংবাদ পাই নাই, অনুমান করি অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে। অতএব ঐ কলস হইতে গোটা কতক জলপাই আনয়ন করি। বণিকজায়া কহিল তুমি এমন কর্ম্ম কদাপি করিও না, কোন ব্যক্তির নিকট কেহ কোন বস্তু বিশ্বাস করিয়া রাখিলে, তাহা সংরক্ষণের তুল্য পুণ্য কর্ম্ম আর নাই, আর আলিখোজা যদি কখন আসিয়া তোমার নিকট জলপাই চাহে, তুমি তাহাকে কি বলিবে ? তাহার জলপাইর কলস ফিরিয়া দিতে না পারিলে, তোমার বংশের অপযশ হইবে, তুমি তাহার জলপাই নষ্ট করিও না। বিশেষতঃ ঐ জলপাই বহু কালের হইল, পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কলস যে ভাবে আছে সেই ভাবে থাকুক, তাহা স্পর্শ করিও না।

বণিকের ভার্য্যা যদিও এ সকল কথা বলিল, কিন্তু বণিক তাহাতে মনোযোগ না করিয়া, তখনি তৈজসাগারে গিয়া, কলসের মুখ খুলিয়া দেখিল জলপাইর উপর ছাতা পড়িয়াছে, কিন্তু নীচে ভাল আছে কি না দেখিবার জন্য, কতকগুলা জলপাই বাহির করিয়া, কলস ধরিয়া নাড়া দিল, তাহাতে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ঘুরিয়া উপরে উঠিল। বণিক স্বভাবতঃ ধনলোভী, স্বর্ণ দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, কলস হইতে জলপাই বাহির করিতে লাগিল, কতক পরে দেখিল কেবল, স্বর্ণ মুদ্রা। অতএব সমুদায় মুদ্রা বাহির করিয়া লইল, পর দিন প্রাতে ঐ বৎসরীয় কতকগুলা জলপাই ক্রয় করিয়া আনিল, এবং আলিখোজার কলসে কেবল ঐ জলপাই পুরিয়া রাখিল।

এই কর্ম্মের কিছু দিন পরে, আলিখোজা স্বীয় বন্ধু সওদাগরের

সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করণানন্তর, তাহার আগমনে অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া, কহিল তোমার প্রত্যাগমনে বড়ই তুষ্ট হইলাম। তদনন্তর আলিখোজা জলপাইর কলসের কথা উত্থাপন করিয়া, কলস রক্ষা-হেতু সাধুকে সাধুবাদ করিল। সওদাগর কহিল বন্ধো, তোমার কলস রক্ষার্থে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হয় নাই, অতএব তজ্জন্য স্তবের আবশ্যক কি, তোমার কলস যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছ সেই স্থানেই আছে। ইহা বলিয়া তৈজসাগারের চাবি তাহার হস্তে অর্পণ করিল। আলিখোজা ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া কলস লইয়া, সওদাগরকে চাবি পুনঃপ্রদানপূর্ব্বক, যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আপন আবাসে গেল। তথায় কলসের মুখ খুলিয়া, সকল জলপাই বাহির করিয়া, যখন দেখিল তন্মধ্যে একটীও স্বর্ণমুদ্রা নাই, তখন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিল। অনন্তর হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর! যে ব্যক্তিকে পরম বন্ধু জানিয়া ধন সমর্পণ করিয়াছিলাম সেই ব্যক্তি কি এই কুকর্ম্মের ভাগী! অনন্তর অর্থ-নাশে বিমর্শ হইয়া, সাধুর নিকটে যাইয়া কহিল, আমি যে জলপাইর কলস তোমার ভাণ্ডারে রাখিয়া গিয়াছিলাম সেই কলস পাইয়াছি, কিন্তু জলপাইর সঙ্গে ঐ পাত্রে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, বোধ করি তোমার অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল এইজন্য তাহা লইয়া বাণিজ্য-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকিবে, যদি তাহা করিয়া থাক ক্ষতি নাই, স্বীকার করিয়া আমার মনের ক্লেশ দূর কর, এবং আমাকে এক অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দাও, ক্রমে আপন সুবিধানুসারে ঋণ পরিশোধ করিবে।

সওদাগর বলিল, হে বন্ধো! তুমি বল দেখি, যখন তুমি কলস আনিয়া রাখিয়াছিলে তখন আমি তাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম কি না, আমি তোমাকে তৈজসাগারের চাবি দিয়াছিলাম, তুমি স্বয়ং দ্বার মুক্ত করিয়া কলস রাখিয়াছিলে, কহিয়াছিলে কলসের মধ্যে জল-পাই থাকিল। যদি স্বর্ণমুদ্রা থাকিত তাহা হইলে তাহার কথা অবশ্য

করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমার কথায় কেন অবিশ্বাস কর। আমি ইহার কিছুই জানি না, আমি তোমার কলস স্পর্শও করি নাই, যেমন ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলে সেইভাবেই ছিল। আলিখোজা নানাপ্রকার বিনয় করিয়া কহিল, শুন আমি কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না, যদি তুমি আমাকে বিবাদে প্রবৃত্ত করাও তবে বড়ই দুঃখিত হইব, এবং তাহাতে তোমার অপযশঃ হইবে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা ব্যবসায়ী লোক, আমাদের বিশেষ হানি স্বীকার করিয়াও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়। অতএব আমি তোমাকে পুনর্ব্বার কহিতেছি বিবাদ করিও না, তুমি অবিবেচনা করিলে যদি আমাকে বিচারস্থলীতে গিয়া বিচার প্রার্থনা করিতে হয় তাহাও করিব, ছাড়িব না, শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। সওদাগর কহিল ওহে আলিখোজা, তুমি আমার স্থানে জলপাইর কলসমাত্র রাখিয়াছিলে তাহা লইয়া গিয়াছ, এখন পুনর্ব্বার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চাহিতে আসিয়াছ, এ কি কথা, তুমি যখন ঐ কলস রাখিয়াছিলে তখন এমন কথা বল নাই যে ইহার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা থাকিল, এবং কলসে জলপাই কি আর কোন দ্রব্য রহিল তাহা খুলিয়া দেখাও নাই, এইক্ষণে হীরা মুক্তা না চাহিয়া কেবল স্বর্ণমুদ্রা চাহিতেছ এই আশ্চর্য্য। যাও, দূর হও, আমার দোকানে গোল মাল করিও না।

আলিখোজার সঙ্গে সওদাগরের কথোপকথন কালে, দোকানের সম্মুখে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল। আলিখোজা তাহাদিগকে আপন বৃত্তান্ত কহিল। তাহারা সওদাগরকে জিজ্ঞাসিলে সওদাগর অঙ্গীকার করিল, আলিখোজা আমার নিকট এক কলস জলপাই রাখিয়া গিয়াছিল। জলপাই ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য তাহাতে ছিল না, এ কথা আলিখোজা আপনি কহিয়াছিল। এখন পুনর্ব্বার আসিয়া অকারণে আমার স্বর্ণহরণ অপবাদ করিতেছে, একি আশ্চর্য্য। আলিখোজা কহিল এই অপমান তুমি আপন হইতে আনিতেছ, তুমি আমার সঙ্গে এইরূপ কুব্যবহার করিলে! পরমেশ্বর ইহার বিচার করি

ইহা বলিয়া উভয়ে কাজির নিকটে উপস্থিত হইল। আলিখোজা কহিল এই ব্যক্তি আমার কলসে রক্ষিত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রতারণাপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে। কাজি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সাক্ষী আছে কি না। আলিখোজা কহিল পূর্ব্বে আমি ইহাকে পরম বন্ধু ও অতিশয় সদাশয় জানিয়া কলস সমর্পণ করিয়াছিলাম। সওদাগর শপথ করিয়া কহিল, আমি স্বর্ণমুদ্রার বিষয় কিছুই জানি না। ইহাতে কাজি তাহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া, অভিযোগ হইতে মুক্তি দিলেন। আলি-খোজা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আমার পক্ষে অবিচার হইল, আমি হারুন্-অলরশীদের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিব। যাহাহউক, তখন সওদাগর জয়ী হইয়া ধনলাভে পুলকিত-চিত্তে স্বভবনে গমন করিল।

আলিখোজা গৃহে আসিয়া একখান আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিল, এবং রাজসভাতে গিয়া, তাহা লইয়া ঊর্দ্ধহস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আবেদন পত্র গ্রহণার্থ এক কিঙ্কর সর্ব্বদা রাজার অগ্রে২ আগমন করিত, সে ঐ দরখাস্ত তাহার হস্ত হইতে লইল। কিয়ৎকালপরে রাজার নিকটহইতে আসিয়া তাহাকে কহিল, মহারাজ কল্য তোমার আবেদনপত্র শ্রবণ করিবেন, তুমি কল্য উপস্থিত থাকিও।

সেই দিবস সন্ধ্যার পরে রাজা, স্বীয় প্রধান মন্ত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে গমন করিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন কয়েকটী বালক জ্যোৎস্নাতে ক্রীড়া করিতেছে। তদ্দর্শনেচ্ছায় রাজা এক প্রস্তরাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখি-লেন, এক চতুর বালক আর আর বালকগণকে কহিল, আইস আমরা আজি কাজির বিচার করি, আমি কাজি হইলাম, তোমরা আলি-খোজার স্বর্ণমুদ্রাপহারী সওদাগরকে আমার নিকট লইয়া আইস। এই কথায় আলিখোজার দত্ত আবেদন পত্র স্মরণ হওয়াতে, রাজা বালকগণের ক্রীড়া দর্শনে আরো মনোযোগী হইলেন।

কাজিবেশধারী বালক কাজির ন্যায় গম্ভীর হইয়া বসিল, আর এক

ঐ দুই জন উপস্থিত হইলে পর, যে বালক কাজি হইয়াছিল সে আলিখোজাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই সওদাগরের প্রতি তোমার কি নালিশ আছে, কহ। তাহাতে আলিখোজার বেশ ধারী বালক, কাজিকে তাবৎ বিবরণ কহিয়া প্রার্থনা করিল, আমি এই সওদাগরের নিকট জলপাইর কলস রাখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এক সহস্র মুদ্রা ছিল, সওদাগর তাহা অপহরণ করিয়া কেবল কলসটি আমাকে দিয়াছে, আপনি বিচারপূর্ব্বক আমাকে সেই মুদ্রা গুলি দেওয়াইতে আজ্ঞা করুন। কাজিরূপী বালক এই কথা শুনিয়া, সওদাগররূপী বালককে জিজ্ঞাসা করিল, আলিখোজা তোমার নিকট যে মুদ্রা রাখিয়াছিল তুমি তাহা কেন ফিরাইয়া দাও না। সওদাগর কাজির নিকটে যেরূপ কহিয়াছিল, সওদাগররূপধারী বালক সেইরূপ কহিল, এবং শপথ করিয়া বলিল আমি টাকা লই নাই। তখন কাজি কহিল তোমার শপথে প্রয়োজন নাই, আমি জলপাইর কলস দেখিতে চাহি। অনন্তর, যে বালক আলিখোজা হইয়াছিল ঐ বালক তথা হইতে যাইয়া, ক্ষণেক কাল পরে এক কলস আনিয়া, কাজির সম্মুখে রাখিয়া কহিল, হে বিচারপতি! আমি এই সকল সওদাগরের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম এবং ইহাই লইয়া গিয়াছি। কাজি সওদাগর স্বরূপ বালককে জিজ্ঞাসা করিল, এই কলস আলিখোজা তোমার নিকট রাখিয়াছিল কি না। সওদাগর স্বরূপ বালক বলিল হাঁ। তখন কাজিরূপী বালক আলিখোজাকে কলস খুলিতে কহিল। আলিখোজা কলসের মুখ মুক্ত করিলে, কাজি একটী ফল মুখে দিয়া, এমত ভঙ্গি করিল যেন প্রকৃতই স্বাদগ্রহ করিল। তদনন্তর কহিল, সাত বৎসরের জলপাই এমত স্বাদু কখনই হইতে পারে না, ব্যবসায়িদিগকে ডাক দেখি, তাহারা কে কি কহে। একথা বলিলে পর, আর দুই বালক জলপাই বিক্রেতা হইয়া উপস্থিত হইল। কাজি তাহাদিগকে বলিল তোমরা জলপাই ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাক, দেখ দেখি এ সকল জলপাই কত দিনের হইতে

কহিল এ সকল জলপাই নূতন। কাজি কহিল তোমাদিগের ভ্রম তো হয় নাই, আলিখোজা বলিতেছে সাত বৎসর হইল এই জলপাই সওদাগরের নিকট রাখিয়া গিয়াছিল, অতএব তোমরা ভাল করিয়া দেখিয়া বল। ব্যাপারিবেশী শিশুদ্বয় কহিল, নিশ্চয় আমরা কহিতেছি এই জলপাই এই বৎসরের। এই কথা বলাতে, যে বালক সওদাগর সাজিয়াছিল সে, ব্যাপারিদ্বয়ের সাক্ষ্যের প্রতি আপত্তি করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু কাজিবেশী বালক তাহা না শুনিয়া কহিল এ বড় প্রতারক, ইহাকে ফাঁসী দাও। ইহাতে সকল বালক করতালি দিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

রাজা বালকদিগের এই ক্রীড়া দর্শনে বিস্মিত হইলেন, বিশেষতঃ যে বালক বিচারক হইয়াছিল তাহার চতুরতা দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া, মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি এই বাটী লক্ষ্য করিয়া রাখ, কল্য এই বালককে আমার সভায় লইয়া যাইবে। এই বলিয়া ভূপাল প্রস্থান করিলেন।

পর দিন নিয়মিত সময়ে মন্ত্রী ঐ বালককে রাজসভায় লইয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা ঐ বালকের কর ধারণপূর্ব্বক স্বীয় সিংহাসনে বসাইয়া, বাদী প্রতিবাদী উভয়কে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা কহিলেন তোমরা এই বালকের নিকটে, আপন আপন আবেদন জ্ঞাত করাও এবং উত্তর প্রত্যুত্তর কর, এই বালক তোমাদিগের বিচার করিবে। ইহা শুনিয়া আলিখোজা এবং বণিক আপন আপন পক্ষের তাবৎ কথা জানাইল। তাহাতে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়া, যখন বণিক পূর্ব্ববৎ শপথ করিতে উদ্যত হইল তখন বালক তাহাকে কহিল, এখন শপথের প্রয়োজন নাই অগ্রে জলপাইর কলস দেখাও। আলিখোজা কলস আনয়নপূর্ব্বক সিংহাসনের নিকটে রাখিয়া, কলসের মুখ খুলিয়া দিল। বালক প্রথমতঃ [illegible] তুলিয়া লইয়া

ল। তাহারা আসিয়া জলপাই পরীক্ষা করিয়া কহিল এই জলপাই অতি উত্তম এবং এই বৎসরের বটে। বালক কহিল, আলিখোজা বলিতেছে সাত বৎসর হইল এই জলপাই কলসে রাখিয়াছে। তা... পূর্ব্ব রাত্রে ব্যাপারিরূপধারী বালকগণ যেরূপ উত্তর করিয়াছি... ব্যবসায়িগণও সেইরূপ কহিল। সুতরাং সওদাগরের পাপ... প্রমাণ হইল। কিন্তু বালক স্বয়ং তাহার দণ্ডের আজ্ঞা না দিয়া, রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, হে ধরণীপতে যদিও গত রাত্রিতে ক্রীড়াচ্ছলে আমি দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলাম, কিন্তু এস্থলে আপনি দণ্ডের কর্ত্তা, আমি সে আজ্ঞা প্রদান করিতে পারি না। বোগদাদাধিপতি বণিকের অপরাধের প্রমাণ পাইয়া, তখনি তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিলেন এবং আলিখোজার অর্পিত স্বর্ণমুদ্রা তাহাকে দেওয়াইলেন। অনন্তর রাজা ঐ বালককে আলিঙ্গন করিয়া, পারিতোষিক স্বরূপ এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন।

শাহারজাদি একাদিক্রমে একাধিক সহস্র রাত্রি, এই প্রকার উপন্যাস কহিলেন। শাহরিয়ার ভূপতি নিত্য নিত্য নবোপন্যাস শ্রবণে অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, সুতরাং আর তাহার গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অধিকন্তু ঐ সকল উপন্যাস শুনিয়া, স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যে দ্বেষভাব ছিল তাহা একবারে দূর হইল, এবং তাঁহার ক্রোধানল শীতল হইল। তিনি দেখিলেন শাহারজাদি যেমন গুণবতী তেমনি বিচক্ষণা। এবং মনে মনে ভাবিলেন আমি প্রতি রজনীতে এক নব নারী বিবাহ করিয়া, পর দিবস তাহাকে সংহার করি, ইহা জানিয়াও যখন এ নারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার রাজ্ঞী হইয়াছে, তখন ইহার সাহসও স্বল্প নহে। অতএব এই সক... কারণে রাজা তাহার প্রতি সকরুণ হইয়া কহিলেন, হে সদ্‌গুণান্বিতে তোমার গল্প শ্রবণে আমাকে, নারী হত্যার নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা ক... করিতে হইল, আমার ক্রোধানলে যে ...

শাহারজাদি এই কথায় রাজার পদানত হইলেন। এব
শা[illegible] পিতা রাজমন্ত্রী এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম
[illegible]ওদ[illegible]। তৎপরে এই সংবাদ তাবৎ দেশে প্রচার
[illegible] দেখি[illegible]
ছি [illegible]

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

৺নীলমণি বসাক মহাশয়, এই আরব্য উপন্যাস রচনাপূর্ব্বক তিন
[illegible]রার প্রচারিত করিয়া, বহুকাল বহুলোকের সাদরে পরিগ্রহ প্রদর্শ-
[illegible]নন্তর, পরলোক প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ইহা ৪ মূল্যে বিক্রীত হইত,
[illegible]রে লোকের অধিক সুবিধার উদ্দেশে, গ্রন্থকর্ত্তা, ইহার অর্দ্ধ মূল্য
২ টাকা অবধারণ করেন। কিন্তু ইহার মুদ্রাঙ্কনে অনেক ব্যয় হয়,
এজন্য আমি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া, উপন্যাসের প্রকৃত [illegible]গুলি ও
উত্তম উত্তম নীতিবাক্য সমস্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কোন কোন স্থলে আমার
ভাষাবিস্তার কিঞ্চিৎ সঙ্ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছি, আশা করি, ইহাতে
পাঠকগণের অধিক সুবিধাই হইবে ইতি।

১৫ আগষ্ট। ১৮৭০।

শ্রী গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৫৮।৫ অপর সার্কিউলার রোড। গিরিশ [illegible]